

# যৌবনের মৌবনে

মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশাবন্দি



লজ্জা ও শালীনতাবোধ	×	ব্যভিচারের প্রকারভেদ
কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার	×	ব্যভিচারের ক্ষতিসমূহ
কিছু ফলপ্রসূ টিপস	×	ব্যভিচারের শাস্তি
পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতি	×	যৌনোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে কোরআনিমহৌষধ
পর্দাশীলতার বরকত	×	যৌনোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে নববিমহৌষধ
নারী-পুরুষের প্রকৃতি	×	যৌনোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে ফকিরিমহৌষধ
ব্যভিচারের উপকরণ	×	ব্যভিচার থেকে তওবা

## যৌবনের মৌবনে

জীবন-যৌবন আল্লাহতায়ালার অসামান্য উপহার।  
আল্লাহর সাথে বান্দার কতোটুকু ভালোবাসা ও ভয় রয়েছে, তার প্রমাণ নেন সবাইকে অমূল্যরতন যৌবন দিয়ে। যৌবন এমন এক পাগলা খোড়া, যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে আল্লাহ মানুষকে দু'টো সুযোগ দিয়েছেন। এক, যে তার যৌবনকে আল্লাহর দেয়া নিয়ম মেনে চালাবে, সে দুনিয়াতে পাবে অনেক সম্মান আর পরকালে শান্তি অফরান জান্নাত। দুই, যে যৌবনকে পত্তর মতো চালাবে, সে পাবে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা আর পরকালে জাহান্নাম।  
কিন্তু আমরা তথাকথিত মুক্তচিন্তার তল্লাষী হয়ে এমন এক অন্ধকার যুগ পার করছি, যেখানে মানুষ দ্বিতীয় সুযোগটাকেই নিয়েছে অবলীলায়। প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোকেই জীবনের পরম পাওয়া মনে করছে। আর তাই জৈবিক চাওয়া মেটাতে গিয়ে ইমানের অর্ধেক 'লজ্জা ও শালীনতাবোধটা'কে মাটি চাপা দিচ্ছে। নগ্নতা ও অশীলতার ঝড়ে হায়া-লজ্জা আজ লও-ভও। তখনই এ তুফান আজ পুরো মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে-ফিল্ম-নাটক, ইন্টারনেট, গেমস, ও পরিবার-পরিচর্যার হাত ধরে। প্রযুক্তিতে ভর করে। মুসলমানদের ঘরে-ঘরে পৌছে যাচ্ছে।  
দিচ্ছে নির্লজ্জতা ও চরিত্রহীনতার সবক। সময়ের এসব অনাচারের বিরুদ্ধে খড়্গ শক্ত হাতে কলম ধরেছেন যুগসচেতন বাগ্মী, উম্মাহর একদরদী রাহবার পির মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশাবন্দি।  
গোটা দুনিয়া চখে বেড়ানো এই প্রাজ্ঞ লেখকের রচনা 'হায়া আগুর পাকদামানি' বইটি 'যৌবনের মৌবন' হয়ে এখন আপনার হাতে।  
বইটি আপনার চোখ বুলে দেবে আরেকটি পাঠক! পড়লেই আপনি বুঝতে পারবেন একবর্ণও বাড়িয়ে বলিনি।



ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার-এর প্রকাশনা উদ্যোগ  
islamicmediacenter@gmail.com



প্রকাশনায় ইসলাম  
ইসলামি প্রকাশনা

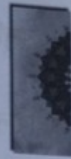
mahfilprokashon@gmail.com / dilrubaprokashon@gmail.com / subhesadikprokashon@gmail.com



যে

জীবন  
উপহ  
আপা  
ও ভা  
অমূল্য  
পাশ  
মানব  
তার  
চালা  
আর  
যে  
পুখি  
কিছু  
তলি  
করা  
নিচে  
মো  
কর  
নিচে  
শা  
মা  
হা  
হু  
পে  
ডা  
যা  
দি  
স  
হ  
ব  
ও  
এ

মাহাত্মা-মহাত্মা  
মাহাত্মা-মহাত্মা  
মাহাত্মা-মহাত্মা  
মাহাত্মা-মহাত্মা  
মাহাত্মা-মহাত্মা  
মাহাত্মা-মহাত্মা  
মাহাত্মা-মহাত্মা  
মাহাত্মা-মহাত্মা



[বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম]  
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

লজ্জা ও শালীনতাবোধ  
কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার  
কিছু ফলপ্রসূ টিপস্  
পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতি  
পর্দাশীলতার বরকত  
নারী-পুরুষের প্রকৃতি  
ব্যভিচারের উপকরণ

ব্যভিচারের প্রকারভেদ  
ব্যভিচারের ক্ষতিসমূহ  
ব্যভিচারের শাস্তি  
যোনোন্তেজনা নিয়ন্ত্রণে কোরআনিমহৌষধ  
যোনোন্তেজনা নিয়ন্ত্রণে নববিমহৌষধ  
যোনোন্তেজনা নিয়ন্ত্রণে ফকিরিমহৌষধ  
ব্যভিচার থেকে তওবা



মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশাবন্দি

# যৌবনের মৌবনে

অনুবাদ :: জাহির উদ্দিন বাবর  
কাব্যানুবাদ :: ইলিয়াছ জাবের  
সম্পাদনা :: ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার

ফিলচর্চা





ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার-এর প্রকাশনা উদ্যোগ  
islamicmediacenter@gmail.com

#### ● যৌবনের মৌবনে

- লেখক :: মাওলানা জুলাফিকার আহমাদ নকশাবন্দি
- গ্রন্থস্বত্ব :: ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার
- প্রকাশক :: শাকের হোসাইন শিবলি
- প্রথম প্রকাশ :: সেপ্টেম্বর ২০১৩ :: প্রথম সংস্করণ :: নভেম্বর ২০১৫
- প্রচ্ছদ, শব্দবিন্যাস ও অলঙ্করণ :: ক্রিয়েটিভিটি
- প্রকাশনায় :: মাহফিল
- মুদ্রণ :: শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা

- বিক্রয়কেন্দ্র :: ১১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা, ০১৮৩৮৪২৬৫১১
- সম্পাদকীয় :: শাওন টাওয়ার (লেভেল-১০, ব্লক-বি) ২/সি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
- মুঠোফোন : ০১৮১৬৪২৮৭২৭

- দাম :: ৩০০ [তিনশো] টাকা মাত্র

- একমাত্র পরিবেশক



mahfilprokashon@gmail.com/dilrubaprokashon@gmail.com/subhesadikprokashon@gmail.com

ঘরে বসে আমাদের বই পেতে চাইলে ভিজিট করুন—

অনলাইন  
পরিবেশক

www.rokomari.com/mahfil prokashon  
01912577988  
www.kitabghor.com  
01721999112

#### লেখকের কথা

মাওলানা জুলাফিকার আহমাদ নকশাবন্দি

ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। ইসলাম মানুষকে এমনভাবে তৈরি করে, যা সফলতার চূড়ান্ত পন্থা দিয়ে পৌঁছে দেয়। বরং বলা যায় এমন চরিত্র দিয়ে সাজায়, যা পবিত্র, নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক জীবন পরিচালনার যোগ্যতা দেয়। লজ্জাশীলতা ইসলামের শেখানো মৌলিক চরিত্রগুলোর একটি। দীন-ইসলামে এর গুরুত্ব এতো বেশি, নবিকারিম [সদ্ব্যভিচার আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম] এটাকে ইমানের অর্ধেক বলেছেন। রাসূল [সদ্ব্যভিচার আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন—

الْعِيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ  
“লজ্জা ইমানের অংশ।”

লজ্জা ও ইমান পরস্পরের এমন পরিপূরক, যার মধ্যে ইমান আছে, তার মধ্যে লজ্জা অবশ্যই থাকবে। আর যার মধ্যে লজ্জা নেই, নিশ্চিতভাবে তার ইমানে ঘাটতি আছে। এককথায়, লজ্জা একজন মোমিনের দরকারি একটি গুণ।

আজ আমরা তথাকথিত মুক্তচিন্তার এমন এক অন্ধকারযুগ অতিবাহিত করছি, যেখানে মানুষ তার ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও পবিত্র স্পৃহাকে পায়ে মারিয়ে প্রবৃত্তির পাগলাঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বস্তুপূজার দিকে অবিরাম দৌড়াচ্ছে।

প্রবৃত্তির চাহিদাপূরক জীবনকেই তাদের প্রকৃতজীবন বলে মনে করছে। কুপ্রবৃত্তি নির্বাচন করাকেই নিজেদের জীবনের পন্থা নির্ধারণ করেছে। তারা মনে করে, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা-তা যেভাবেই হোক। তাই জৈবিকচাহিদা, যা মানুষের প্রবৃত্তির প্রধান একটি অনুসঙ্গ, তা পূরণ করার দৌড়ে লোকেরা এমনভাবে মেতে আছে, লজ্জা ও শালীনতাবোধের গুণটি চাপা পড়ে গেছে। নগ্নতা ও অশ্লীলতার ঝড়ো হাওয়া বইছে চারদিকে। অমুসলিমসমাজ থেকে আসা এই ডুফান আজ পুরো মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। টিভি, ভিসিআর, ভিডিও, ডিশ, ক্যাবল, ইন্টারনেট-এগুলো এমন শয়তানিমাধ্যম, যা কাক্ষেরদের সাংস্কৃতিক আত্মসনকে মুসলমানদের ঘরে-ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। নির্লজ্জতা ও চরিত্রহীনতার ওই দৃশ্য যা একসময় বাতিলের বৈশিষ্ট্য ছিলো, তা আজ মুসলমানদের মধ্যে ছেয়ে গেছে। কবির ভাষায়—

فدا قلب ونفوسه فريضة كبرى

[ফাসাদে কলব ওয়া নফস ফিরিউ কী তাহযীব]

که روح اس مدیت کی ره سکی نه عقیف

[কেহ রূহ ইস মদে নিয়ত কী রাহ সেকী নাহ আফীফ]

যৌবনের মৌবনে • ৫

যৌবনের মৌবনে • ৭



ব্রহ্মকেপ করে না। কেউ কেউ নিজ হাতে ঘরে টিভি, ডিস, ইন্টারনেট এসব শয়তানিমাধ্যম এনে ঢুকায় আর এগুলোকে খারাপ না ভেবে সময়ের প্রয়োজন বলে মনে করে। অনেক ভদ্রলোক অল্পবল্ল নির্লজ্জতাকে ভদ্রতার উল্টো মনে করে না। ওই লোকদেরকেও প্রকৃতচিত্রটি দেখানো উদ্দেশ্য, যাতে তারা নিজেদের সামাজিক দায়িত্বই অনুধাবন করে নিজেরাও গোনাহের জীবন থেকে বেঁচে থাকে এবং নিজেদের নতুন প্রজন্মকেও বাঁচায়।

তৃতীয়ত, এই বইটি আধ্যাত্মিক সাধনায় রতদের জন্য লেখা। আধ্যাত্মিকতার যাবতীয় সাধনা আত্মাহ রাবুলআলমিনকে চেনা আর তাঁর সাথে সম্পর্ক জোড়ার জন্যে। আত্মাহতায়াল্লা খুবই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। এজন্যে আত্মাহ ছাড়া অন্যকারো প্রতি সামান্য ঝুঁকে পড়াও একজন আধ্যাত্মিক সাধককে তার কাঙ্ক্ষিত পথ থেকে ছিটকে ফেলে এবং আত্মাহ পর্যন্ত পৌছার গন্তব্য থেকে যোজন যোজন মাইল দূরে ছুড়ে মারে। সামান্য খারাপদৃষ্টি একজন সাধকের জিকিরে পানি ঢেলে দেয়। তাই এই বই দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধকদের সতর্ক করা উদ্দেশ্য, তারা যদি প্রকৃতবদ্ধ পর্যন্ত পৌছতে চায়, তাহলে তাদেরকে অন্তরের ওইসব চোরা দরোজা বন্ধ করতে হবে, যার কারণে পরনারীর প্রতি অন্তরে আসক্তি সৃষ্টি হয়। যখন তারা এ নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে, তখন মনে প্রকৃতোবদ্ধ আত্মাহর ওপর ভালোবাসার প্রমাণ উপস্থাপন করা সহজ হয়ে যাবে। কবির ভাষায়-

چشم بند و گوش بند و لب بند  
[চশমে বন্দ ওয়া গুশে বন্দ ওয়া লবে বন্দ]

گنه بینی سر حق بر من بخند  
[গার নাহ বীনী সারে হক বর মান বখান্দ]

চোখ, কান সব বন্ধ করো

বলবে নাকো কথা

না পাও যদি পথের দিশা

জানবে রসিকতা!

এই বইয়ে অধম যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি শয়তানি অপশক্তিগুলোর তরফ থেকে নিলজ্জতা ছড়ানোর পদ্ধতিগুলো খোলামেলা আলোচনা করার। যাতে সংবেদনশীল লোকেরা তা বুঝতে সক্ষম হয় আর তার প্রতিকার সহজ হয়। দোয়া করি, আত্মাহতায়াল্লা অধমের এই নগণ্যপ্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং আখেরাতের জন্য তাকে সদকায়েজারিয়া (চলমান পুণ্য) বানিয়ে নেন!

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَاقُوتُ يُنِيبُ

#### অনুবাদের কথা

জহির উদ্দিন বাবর

যৌবন আত্মাহতায়াল্লার বিশেষ দান। মানুষের জীবনের এ অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়টি নিয়ন্ত্রিত ও পরিশীলিত হলে জীবনে সফলতা লাভ করা যায়। জৈবিকচাহিদা প্রকৃতিগতো বিষয়। সৃষ্টির শুরু থেকেই এর স্বীকৃত ধারাবাহিকতা চলে এসেছে। ইসলামে জৈবিকচাহিদা পূরণের পন্থা ও উপায় নির্ধারিত। ইসলামে স্বীকৃত উপায় ছাড়া যেকোনোভাবে জৈবিকচাহিদা নিবারণ করা অবৈধ ও পাপের কাজ। যৌবনকালকে অবৈধপথে চালালে এর পরিণতি দুনিয়া-আবেরাতে ভোগ করতে হবে।

'যৌবনের মৌবনে' বইটিতে মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যৌবনকাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক খুবই ফলপ্রসূ আঙ্গিকে এ অধ্যায়টির বিশ্লেষণ করেছেন। যৌনোচাহিদা পূরণের স্বীকৃতপদ্ধতি, অনিয়ন্ত্রিত জীবনাচার থেকে দূরে থাকার উপায় এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। লেখকের বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ এতেটাই প্রভাবক যে, পাঠক বইয়ের অনেক বিষয় নিজের জীবনের সাথে মিলিয়ে যথার্থ পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

'হায়া আওর পাকদামিন' কিতাবটির বাংলা অনুবাদ 'যৌবনের মৌবনে' নামটি প্রকাশকের নির্বাচন। বইয়ের পুরো বিষয়টি তিনি নামের মধ্যে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। আশাকরি, বইটি সবশ্রেণির পাঠকের উপকারে আসবে।

পল্টন, ঢাকা

০৭.০৯.২০১৩

## সূচি

### অধ্যায় :: ১

লজ্জা ও শালীনতাবোধের গুরুত্ব

### কোরআনে শালীনতাবোধ • ২৩

১. সেরা বদলার অঙ্গীকার • ২৩
২. পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের সুসংবাদ • ২৪

### হাদিসে শালীনতাবোধ • ২৪

শালীনতা নবুয়তের অংশ • ২৫

নবুয়ত পাওয়ার জন্য শালীনতাবোধ জরুরি • ২৬

### শালীনতাবোধের জন্য দুনিয়ায় আল্লাহর সাহায্য • ৩১

এক, দুনিয়ায় রাজত্ব ও সিংহাসনলাভ • ৩১

দুই, গর্তের মুখ খুলে গেলো • ৩২

তিন, দোয়া কবুল হয়ে গেলো • ৩৩

চার, শালীনতাবোধের প্রতিদান শালীনতাবোধ • ৩৪

শালীনতাবোধের জন্য হাশরের দিনের সম্মান • ৩৭

শালীনতাবোধের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ • ৩৮

শালীনতাবোধ ও প্রভুর দর্শনলাভ • ৩৮

হাদিসে শালীন ও পবিত্র থাকার দোয়া • ৩৮

শালীনতাবোধের প্রতি সাহায্যেকেরামের স্পৃহা • ৩৯

নারীদেরকে পবিত্রতা ও শালীনতাবোধের ওপর শপথ • ৪১

কোরআনে নির্লজ্জতার নিন্দা • ৪২

### অধ্যায় :: ২

### কুদৃষ্টি

চোখ সংযত রাখার পক্ষে আয়াত • ৪৪

দৃষ্টি সংরক্ষণ নিয়ে হাদিস • ৪৬

হঠাৎ চোখ পড়ে যাওয়া ক্ষমাযোগ্য • ৪৭

কুদৃষ্টি অনিষ্টের মূল • ৪৭

কুদৃষ্টি ব্যভিচারের প্রথমসিঁড়ি • ৪৮

কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকায় ইমানের স্বাদ • ৪৯

কুদৃষ্টিতে পরিতৃপ্তি লাভ হয় না • ৪৯

কুদৃষ্টি ক্ষতকে গাঢ় করে • ৫০

মৌবনের মৌবনে • ১০

কুদৃষ্টি থেকে বুড়োও নিরাপদ নয় • ৫০

কুদৃষ্টির কারণে আমলের শক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয় • ৫৩

স্মৃতিশক্তি কমে যায় • ৫৩

কুদৃষ্টি অপদস্থতার কারণ • ৫৪

কুদৃষ্টির কারণে বরকত শেষ হয়ে যায় • ৫৫

কুদৃষ্টিদানকারীর ওপর শয়তানের অনেক প্রত্যাশা • ৫৫

কুদৃষ্টির কারণে পুণ্য নষ্ট আর পাপ অনিবার্য • ৫৬

কুদৃষ্টির কারণে আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠে • ৫৬

কুদৃষ্টিদানকারী অভিশপ্ত • ৫৬

কুদৃষ্টিকে লোকেরা হালকা মনে করে • ৫৭

কুদৃষ্টি থেকে কুর্কর্ম পর্যন্ত • ৫৭

কুদৃষ্টির কারণে শরীরে দুর্গন্ধ • ৫৭

কুদৃষ্টির নগদ সাজা • ৫৮

কুদৃষ্টির কারণে কোরআন ভুলে গেলো! • ৫৯

কুদৃষ্টি ও ছবি • ৫৯

কুদৃষ্টি এবং সৌন্দর্যপ্রীতির ধোঁকা • ৬০

কুদৃষ্টির ক্ষতি • ৬০

কুদৃষ্টির করুণ পরিণতি • ৬১

কুদৃষ্টির জন্য অনির্ধারিত সাজা • ৬২

অন্তরে কুদৃষ্টির প্রভাব • ৬৩

কুদৃষ্টি ও বিবর্ণচেহারা • ৬৩

কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার পুরস্কার • ৬৩

কুদৃষ্টি থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা • ৬৪

কুদৃষ্টির দিয়ে হাতিও পিছলে যায় • ৬৫

কুদৃষ্টির তিনটি বড় ক্ষতি • ৬৫

কুদৃষ্টি নিয়ে আগেরদের কথা • ৬৭

কুদৃষ্টির মহৌষধ • ৬৮

কোরআনের আলোকে • ৬৮

হাদিসের আলোকে • ৭২

আগেরদের বাণীর আলোকে • ৭৪

এক, কল্পনা পাল্টানো • ৭৪

দুই, প্রবৃত্তিকে সাজা দেয়া • ৭৫

অধর্মের অতিরিক্ত কিছু ফলপ্রসূ টিপস • ৭৫

এক, কুদৃষ্টির সুযোগ থেকে বেঁচে থাকুন • ৭৬

মৌবনের মৌবনে • ১১



দুই, জীকে সন্তুষ্ট রাখুন • ৭৭  
 তিন, নিজে নিজেকে নির্লোভ করে নিন • ৭৮  
 চার, হৃদয়ের সৌন্দর্যের কল্পনা • ৭৯  
 পাঁচ, আল্লাহর দর্শনলাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা কল্পনা করুন • ৮০  
 ছয়, নিজের মা-মেয়ের কথা কল্পনা করুন • ৮১  
 সাত, চোখে শলাকা পড়ার কথা চিন্তা করুন • ৮১  
 আট, নিয়মের কথা • ৮১  
 নয়, নিজের প্রকৃতির সাথে বিতর্ক • ৮২  
 দশ, আল্লাহর সান্নিধ্যের অনুভূতি • ৮২  
 একটি ভুল • ৮৩

অধ্যায় :: ৩
পর্দার বিধান

সতরের প্রেক্ষাপট • ৮৫  
 পর্দার প্রেক্ষাপট • ৮৬  
 সতর ও পর্দার তুলনামূলক পার্থক্য • ৮৭  
 পর্দার প্রমাণ • ৮৭  
 পর্দার প্রমাণ (কোরআন থেকে) • ৮৭  
 পর্দার প্রমাণ (হাদিস থেকে) • ৯১  
 পর্দার প্রমাণ (যুক্তির আলোকে) • ৯৫  
 শরিয় পর্দার তিনস্তর • ৯৮  
 ১. উত্তমস্তর (ঘরে থাকা) • ৯৮  
 ২. মধ্যমস্তর (বোরকা দিয়ে পর্দা) • ৯৮  
 ৩. সর্বশেষ স্তর (অপারগতাবশত পর্দা) • ৯৯  
 চেহারার পর্দা • ১০০  
 কিছুকথা • ১০২  
 পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতি • ১০৬  
 ১. ফুফুর কেশরাজি • ১০৭  
 ২. খালের মুচকি হাসি • ১০৮  
 ৩. বোনের ফ্যাশন • ১০৮  
 ৪. মায়ের উদাসীনতা • ১০৮  
 পাতলা কাপড়ের ব্যবহার • ১০৯  
 পর্দাহীন নারীর সাজা • ১১০  
 পর্দাশীলতার বরকত • ১১২

যৌবনের মৌবনে • ১২

## অধ্যায় :: ৪

### খোলামেলা অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা

একটি অনবীকার্য বাস্তবতা • ১১৬  
 দুটি সোনালিনিতি • ১১৭  
 এক, সতর্কনীতি (Murphy's law) • ১১৭  
 দুই, সতর্কতা লজ্জাশীলতার চেয়ে ভালো • ১১৭  
 মোহাম্মাদিশরিয়তের সৌন্দর্য • ১১৮  
 নারীদের শিক্ষা আলাদা • ১১৮  
 নারীদের চলার পথ আলাদা • ১১৯  
 মসজিদে ঢুকার দুয়ার আলাদা • ১১৯  
 পুরুষের নামাজের কাতার নারীদের থেকে আলাদা • ১২০  
 নারীদের মসজিদগমন • ১২০  
 হজে নারীদের পদ্ধতি • ১২১  
 জানাজায় শরিক হওয়া • ১২১  
 নারীদের প্রকৃতি • ১২১  
 পুরুষের প্রকৃতি • ১২৭  
 পুরুষকে সুযোগ দেবে না • ১২৭  
 পুরুষ কখনো বুড়ো হয় না • ১২৮  
 মন কখনো ভরে না • ১২৮  
 হরতাল তাই শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা • ১২৯  
 ছাগলে-ছাগলে খেলা • ১৩০  
 তকনো হাড়ের মধ্যে আকর্ষণ • ১৩০  
 হজরত সিদ্দিকি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর বাণী • ১৩০  
 উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আগমন • ১৩০  
 সহশিক্ষার কুফল • ১৩১  
 পরনারী-পুরুষের অসঙ্কোচ • ১৩২  
 ফ্যাশনপূজা • ১৩৩  
 বন্ধুত্বের সম্পর্ক • ১৩৩  
 অবাধ যৌনাচার • ১৩৪  
 এক, তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র • ১৩৪  
 দুই, লজ্জাদূরীকরণ ক্রিম • ১৩৫  
 তিন, একশো প্রার্থী • ১৩৬  
 চার, নারীরা বাসের মতো • ১৩৭  
 পাঁচ, গাজী পালনের দরকার কী • ১৩৮

যৌবনের মৌবনে • ১৩

ছয়, ব্যক্তির সম্মিলিত অনুষ্ঠানগুলো • ১৩৯  
সাত, জোর করে ব্যক্তির প্রবণতা • ১৩৯  
আট, কুহুরের সাথে মিলন • ১৩৯  
নয়, ব্যক্তির উপকরণ • ১৪০  
দশ, ওয়ালসের • ১৪০  
এগারো, চলেও এসো! • ১৪০  
বারো, আমি আপনি আর একগ্রন্থ! • ১৪১  
ফলাফল • ১৪১

অধ্যায় :: ৫
ব্যক্তির উপকরণ

১. পরনারীকে দেখা • ১৪৪

২. পরনারী-পুরুষের সাথে কথা বলা • ১৪৬

কথায় কথা বাড়ি • ১৪৬

সুরের জাদু • ১৪৮

সেলফোন না-কি হেলফোন • ১৪৮

চ্যাটিং, না-কি চিটিং • ১৪৯

টিউশন সেটআর, না-কি টেনশন সেটআর • ১৪৯

নারীদের চাকরি পেশা • ১৪৯

হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর আমল • ১৫০

৩. নারী-পুরুষের সাথে নির্জনে বসা • ১৫০

হাসান বসরি ও রাবেয়া বসরি • ১৫০

বরসি সাপ্তাহিক পরিণতি • ১৫১

সাজাহ ও মোসায়লামাতুল কান্নাব • ১৫৮

৪. পরপুরুষের কাছে গোপনীয়তা ফাঁস • ১৬২

প্রথমস্তর: মেয়েকে ব্যবহার করা • ১৬৫

দ্বিতীয়স্তর: মেয়েকে বাধ্য করা • ১৬৫

তৃতীয়স্তর: মেয়েকে বিভ্রান্ত করা • ১৬৫

চতুর্থস্তর: মেয়েকে অদরকারী করে দেয়া • ১৬৬

পরিণতি • ১৬৬

উপদেশের কথা • ১৬৭

৫. একা বা পরপুরুষের সাথে ভ্রমণ • ১৬৮

৬. গান-বাদ্য ব্যক্তির অলঙ্কার • ১৭২

ইসলামে গান-বাদ্যের নিষেধ • ১৭২

গান-বাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব (একটি গবেষণা) • ১৭৩

যৌবনের মৌবনে • ১৪

৮. শরতাদের মারাত্মক কুটচালগুলো • ১৭৮

অনুভূতিহীনতা • ১৭৮

বিজ্ঞাপন, না-কি শিকার • ১৭৯

শয়তানিজাল • ১৭৯

সমকামিতাই ঠিক • ১৮০

পটভূমিবর্তা • ১৮০

মিউজিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি • ১৮১

১০. একটি স্বীকৃত বাস্তবতা • ১৮২

৭. ফিল্ম ও নাটক • ১৮২

Thriller Action [থ্রিলার অ্যাকশন] • ১৮৩

Comedy [কমেডি] • ১৮৩

Cartoon [কার্টুন] • ১৮৩

Science Fiction [সাইন্স ফিকশন] • ১৮৩

Romance [রোমান্স] • ১৮৩

ইন্টারনেট, না-কি এন্টারনেট • ১৮৫

ভিডিও গেমস • ১৮৬

৮. নাটক ও উপন্যাস • ১৮৭

৯. পরিবার-পরিচালনা • ১৮৭

সাংস্কৃতিক প্রভাব • ১৮৯

সহজলভ্য ব্যক্তির • ১৮৯

সামাজিক প্রভাব • ১৮৯

স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব • ১৯০

মোহাম্মাদিশরিফ ও মাধ্যমের প্রতিবন্ধকতা • ১৯০

১. নারীদের নাম • ১৯০

২. নারীদের স্বর • ১৯১

৩. নারীর স্বরে যেনো মাধুর্য না থাকে • ১৯১

৪. নারীদের সালাম করা • ১৯২

৫. নারীর ঝুটা পানি • ১৯২

৬. নারীদের কাপড় • ১৯২

৭. নারীর চুল • ১৯২

৮. নারীর গোপনসৌন্দর্য প্রকাশ করবে না • ১৯২

৯. নারীরা পর্দাহীন বের হবে না • ১৯৩

১০. নারীরা সেজেগুজে বেরাবে না • ১৯৩

১১. নারীরা সুগন্ধি মেখে বের হবে না • ১৯৩

১২. নারীদের চলার পথ • ১৯৪

যৌবনের মৌবনে • ১৫



১৩. নারীরা পরপুরুষের সাথে মোসাফা করবে না • ১৯৪  
 ১৪. নারীরা পরপুরুষকে চিঠি লিখবে না • ১৯৪  
 ১৫. পুরুষের উচিত কারো ঘরে উকি মেরে না দেখা • ১৯৫  
 ১৭. পুরুষ তার মায়ের ঘরে যেতেও অনুমতি চাইবে • ১৯৫  
 ১৮. হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর সতর্কতা • ১৯৬  
 ১৯. পুরুষেরা রাস্তায় বসবে না • ১৯৬  
 ২০. পুরুষের সামনে পরনারীর অবস্থা • ১৯৭  
 ২১. পুরুষ তার স্ত্রীর রহস্য খুলে দেবে না • ১৯৭  
 ২২. নারী-পুরুষ যৌনোত্তেজক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবে • ১৯৭  
 ২৩. দু'জন নারী বা পুরুষ একসাথে ঘুমাবে না • ১৯৭  
 ২৪. চোকি আলাদা করা • ১৯৮  
 ২৫. বিনা কারণে বিয়েতে দেরি • ১৯৮

অধ্যায় :: ৬
ব্যভিচারের প্রকারভেদ

১. স্বমেহন • ২০২  
 স্বমেহনের প্রভাব • ২০২  
 ২. বিপরীত লিঙ্গের সাথে যৌনোচ্ছুকতা নিবারণ • ২০৪  
 অঙ্গের ব্যভিচার • ২০৪  
 স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার • ২০৫  
 পরনারীর সাথে ব্যভিচার • ২০৫  
 বিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার • ২০৬  
 প্রতিবেশীর সাথে ব্যভিচার • ২০৬  
 নিকটাত্মীয় নারীর সাথে ব্যভিচার • ২০৭  
 মোজাহিদের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার • ২০৭  
 বিয়ে অবৈধে এমন নারীর সাথে ব্যভিচার • ২০৮  
 ভালোক পাওয়া নারীর সাথে ব্যভিচার • ২০৯  
 বুড়োদের ব্যভিচার • ২০৯  
 ৩. সমলিঙ্গের সাথে ব্যভিচার • ২০৯  
 ক. সমকামিতা • ২০৯  
 সমকামের শক্তি • ২১০  
 ধ্বংস • ২১০  
 তাদের ঘর-বাড়ি উন্মুক্ত দেয়া • ২১১  
 তাদের ওপর পাথর মারা • ২১১  
 মাটিতে পুতে দেয়া • ২১১

যৌবনের যৌবনে • ১৬

- অপদস্থ করা • ২১২  
 ব্যভিচার ও সমকামিতার তুলনামূলক পর্যালোচনা • ২১২  
 ফলাফল • ২১৩  
 সমকামিতা ইসলামে • ২১৩  
 স্ত্রীর সাথে সমকাম • ২১৪  
 সমকামীর সাজা • ২১৫  
 মোহাম্মদিশরিয়তের সৌন্দর্য • ২১৬  
 দাড়ি-গোফহীন বালককে দেখা • ২১৬  
 দাড়ি-গোফহীনদের নিয়ে আগেরদের কর্মপদ্ধতি • ২১৭  
 দু'জন পুরুষ একবিছানায় ঘুমানো • ২১৮  
 সমকামিতার ক্ষতি • ২১৯  
 নারীদের প্রতি অনাসক্তি • ২১৯  
 অশ্লীল হত্যার পাপ • ২১৯  
 যৌনোপ্রশান্তি থেকে বঞ্চিত • ২১৯  
 শারীরিক দুর্বলতা • ২২০  
 মুখস্থশক্তির দুর্বলতা • ২২০  
 চেহারার লাবণ্যহীনতা • ২২০  
 বিশেষ অঙ্গের ক্ষতি • ২২০  
 গুরুত্বহীন দুচিন্তা • ২২০  
 প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট • ২২১  
 দুরারোগ্য ব্যাধি • ২২১  
 অমুছন্নীয় অপবিত্রতা • ২২১  
 অন্তর্ভরণক্ষতি • ২২২  
 নারী সমকামী • ২২৬  
 প্রাণীর সাথে ব্যভিচার • ২২৭

অধ্যায় :: ৭
ব্যভিচারের ক্ষতি

- ক. জীবন-জীবিকায় ক্ষতি • ২৩০  
 ১. বরকতহীনতা • ২৩০  
 ২. উপার্জনে সক্ষমতা • ২৩০  
 ৩. সফলতার পথ রুদ্ধ • ২৩১  
 ৪. বিপদাপদ • ২৩১  
 ৫. দুর্ভিক্ষ • ২৩২  
 (খ) সামাজিক ক্ষতি • ২৩৩

যৌবনের যৌবনে • ১৭

১. মানুষের প্রতি বিরূপভাব • ২৩৩
২. আবাদ সংসার ধ্বংস • ২৩৪
৩. অপমান ও অপদস্থতা • ২৩৪
৪. অবৈধোপসন্ধান • ২৩৫
৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক হ্রাস • ২৩৬
৬. ঋণভা-বিবাদ • ২৩৬
- গ. আত্মিকক্ষতি • ২৩৭
১. মানসিকপ্রশান্তি বঞ্চিত • ২৩৭
২. চিন্তায় বিকৃতি • ২৩৮
৩. মানসিকদুর্বলতা • ২৩৯
৪. চেহারা লাভণ্যতা থাকে না • ২৩৯
৫. বয়স কমে যায় • ২৩৯
৬. মৃত্যুহার বেড়ে যায় • ২৪০
৭. মহামারির বিস্তার • ২৪০
৮. মরণরোগ ছড়িয়ে পড়ে • ২৪০
- ঘ. ধর্মীয় ক্ষতি • ২৪১
১. মন্দের অনুভূতি শেষ হয়ে যায় • ২৪১
২. পাপাচার বৃদ্ধি • ২৪২
৩. আত্মমর্যাদাবোধের বিলুপ্তি • ২৪২
৪. তওবার সুযোগ বঞ্চিত • ২৪২
৫. অন্তরে কঠোরতা • ২৪৩
৬. অব্যাহতা • ২৪৩
৭. আল্লাহর সাথে দূরত্ব • ২৪৪
৮. নবির অভিযাপযোগ্য • ২৪৪
৯. আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ • ২৪৫
১০. আল্লাহর ঘৃণাবোধ • ২৪৫
১১. ব্যভিচারের সময় ইমানের অবস্থা • ২৪৫
১২. শিরকের পর বড় গোনাহ • ২৪৬
১৩. ব্যভিচার মহাপাপ • ২৪৬
১৪. অন্তর্ভরণতির আশঙ্কা • ২৪৬

অধ্যায় :: ৮
ব্যভিচারের সাজা

- মুসলমানের সম্মান • ২৪৮  
১. খারাপ খারণা • ২৪৮

যৌবনের মৌবনে • ১৮

২. দোষ খোঁজা • ২৪৮
৩. কানাকানি • ২৪৯
৪. পরচর্চা (গিবত) • ২৪৯
৫. অপবাদ আরোপ • ২৫০
- ব্যভিচারের সাজা ইহজগতে • ২৫১
- যেমন অপরাধ তেমন সাজা • ২৫১
- পাথর মারার নিয়ম • ২৫২
- ইসলামিদণ্ডবিদী • ২৫২
- পাথরে পাথরে মেরে ফেলা বর্বরতা নয় • ২৫৪
- পাথর মারাকে বর্বরতা মনে হয় কেনো? • ২৫৫
- ক. ব্যভিচারীকে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে দেয়া হয় • ২৫৫
১. প্রাণহীন বস্তুতে উদাহরণ • ২৫৫
২. জড়বস্তুতে উদাহরণ • ২৫৫
৩. প্রাণীর মধ্যে উদাহরণ • ২৫৬
৪. মানুষের মাঝে দৃষ্টান্ত • ২৫৬
- খ. জনসম্মুখে পাথর মারা • ২৫৭
- পাথর মারার উপকারিতা • ২৫৭
- ধাপে-ধাপে শাস্তি • ২৫৯
- ব্যভিচারীর শাস্তি পরকালে • ২৬০
- ইহকালের ক্ষতি • ২৬০
- পরকালের ক্ষতি • ২৬০

অধ্যায় :: ৯
যৌনোত্তেজনা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে

- যৌনোত্তেজনার খোদায়িচিকিৎসা • ২৬৪  
যৌনোত্তেজনার কোরআনিমহৌষধ • ২৬৮  
১. কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা • ২৬৮  
২. পাপাচারীদের ভালোবাসা থেকে বিরত থাকা • ২৬৯  
৩. নামাজ দিয়ে সাহায্যপ্রার্থনা • ২৬৯  
৪. বেশি-বেশি 'আল্লাহ' জিকির • ২৭০  
যৌনোত্তেজনার নববিষয় • ২৭০  
যৌনোত্তেজনার ফকিরিওষুধ (লেখকের টিপস) • ২৭৩  
১. ফ্রি থাকবেন না • ২৭৪  
২. একা থাকবেন না • ২৭৫  
৩. ঘুম ছাড়া শোয়া থেকে বিরত থাকুন • ২৭৬

যৌবনের মৌবনে • ১৯



৪. বাথরুমে বেশি সময় কাটাবে না • ২৭৭
৫. হাসি-তামাশা থেকে বাঁচুন • ২৭৮
৬. কুদৃষ্টির জায়গাগুলো থেকে বাঁচুন! • ২৭৯
৭. কবরস্থানে যাবার অভ্যাস করুন • ২৭৯
৮. জুলন্ত আগুন থেকে শিঁকা নিন • ২৮১
৯. হাশরের দিনের অপদস্থতা • ২৮২
১০. আল্লাহকে সাথে মনে করা • ২৮৩
১১. পারিপার্শ্বিকতা পাশ্বে ফেলুন • ২৮৪
১২. গোপনঅসুস্থতা • ২৮৫
১৩. ব্যভিচার মানুষের ওপর ঝগ হয় • ২৮৫
১৪. ব্যভিচার শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব • ২৮৬
১৫. নিজের কোটার সমাপ্তি • ২৮৬
- যোনোতার ডাক্তারিওষুধ • ২৮৭
- নারীদের জিহাদ • ২৮৭
- যোনোভেজনা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চিঠি • ২৯০
- নির্দেশনা • ২৯১

#### অধ্যায় :: ১০

##### ব্যভিচার থেকে তওবা

১. আল্লাহ পাপ করতে দেখেও রাগ করেন না • ২৯৩
২. আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না • ২৯৩
৩. তওবার শেষমুহূর্ত • ২৯৫
৪. তওবার নিয়ম • ২৯৫
৫. তওবার নির্দর্শন • ২৯৬
৬. পাপীকে লজ্জা দেবেন না • ২৯৭
৭. পাপচার সত্ত্বেও মোমিন • ২৯৮
৮. সংকর্ম মন্দাচারকে মিটিয়ে দেয় • ২৯৯
৯. কুফুরিরও ক্ষমা আছে • ৩০০
১০. ব্যভিচার থেকে তওবাকারীদের ঘটনা • ৩০০
- ব্যভিচারী নারীর তওবা • ৩০০
- ব্যভিচারী নারী তওবা করে ওলিদের মা হলেন • ৩০১
- ব্যভিচারী যুবকের খাটি তওবা • ৩০২
- একব্যভিচারী যুবকের তওবা • ৩০৪

যৌবনের মৌবনে • ২০



#### অধ্যায়-১

### লজ্জা ও শলীনতাবোধের গুরুত্ব

আল্লাহতায়াল্লা মানুষকে সৃষ্টির সেরাজীব বানিয়ে প্রকৃতিগতো সৌন্দর্যে ভরপুর করে দিয়েছেন। এসব সৌন্দর্যের অন্যতম হলো লজ্জা। শরিয়তে লজ্জা ওই গুণকে বলা হয়, যার কারণে মানুষ মন্দ ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। ইসলাম লজ্জাশীলতার গুরুত্বকে খুবই স্পষ্ট করে দিয়েছে, যাতে মোমিনবান্দা লজ্জাশীল হয়ে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বাস্তবায়নে সহায়ক হয়। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] একবার একআনসারি সাহাবিকে দেখলেন তিনি তাঁর ভাইকে বুঝাচ্ছেন বেশি লজ্জা করো না। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] একথা শুনে বললেন—

فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

“নিচয় লজ্জা ইমানের অংশ।” [বোখারি, মুসলিম]

অন্যহাদিসে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

“লজ্জা শুধু কল্যাণই বয়ে আনে।” [বোখারি, মুসলিম]

মোটকথা, মানুষ যতো বেশি লজ্জাশীল হবে, তার জন্য ততোই মঙ্গল হবে। লজ্জা ওই গুণগুলোর একটি, যার ফলে মানুষ পরকালে জান্নাতের অধিকারী হবে। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدَأُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ

“লজ্জা ইমানের অংশ। আর ইমান জান্নাতে যাওয়ার উপায়। নির্লজ্জতা জ্বলুম আর জ্বলুম জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।”

লজ্জার কারণে মানুষের কথা ও কাজে সৌন্দর্য আসে। তাই লজ্জাশীল মানুষ সৃষ্টিজীবের চোখেও সম্মানী হয় এবং আল্লাহর দরবারেও স্বীকৃতি পায়। কোরআনেকারিমেরও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হজরত শোয়াইব [আলায়হিস সালাম]—এর মেয়ে যখন হজরত মুসা [আলায়হিস সালাম]—কে ডাকতে আসেন, তখন তাঁর চলনে বলনে খুবই ভদ্রতা ও নম্রতা পরিলক্ষিত হয়েছিলো। আল্লাহতায়ালার কাছে এই লজ্জাশীলতা এতো ভালো লেগেছে, তিনি কোরআনেকারিমের তা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন—

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشَفَعُ لَهَا فَوَافَقَهَا

“এরপর নারীদ্বয়ের একজন লাজুকভাবে হেঁটে তাঁর কাছে এলো।”

[সূরা: কাসাস, আয়াত: ২৫]

চিত্তার বিষয় হলো, লজ্জাশীল মানুষের চাল-চলন ও কথাবার্তা যখন আল্লাহর কাছে এতো প্রিয়, তাহলে তাদের কর্মকাণ্ড আল্লাহর কাছে কতো প্রিয় ও

মৌবনের মৌবনে • ২২

গ্রহণযোগ্য হবে। তাই যেলোক লজ্জার মতো দামি সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, সে প্রকৃতোই ভাগ্যবঞ্চিত। এধরনের লোক থেকে ভালোর প্রত্যাশা রাখা বৃথা। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

“লজ্জা না থাকলে যা পারো করো!” [বোখারি, মুসলিম]

এতে জানা গেলো, লজ্জাহীন মানুষ কোনো চারিত্রিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে না। তাদের জীবন হয় লাগামহীন ঘোড়ার মতো। লজ্জা ওই গুণ, যার কারণে মানুষ পবিত্র ও শালীন জীবনযাপন করতে পারে। বরং এভাবে বলা উচিত, লজ্জা ও পবিত্রতা পরস্পরের পরিপূরক। নিচে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

### কোরআনে শালীনতাবোধ

#### ১. সেরা বদলার অঙ্গীকার

আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

وَالْعَاقِبَةُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَالْأَخْفِضُ وَالَّذِي أَكْرَمَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالَّذِي أَكْرَمَ اللَّهُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী পুরুষ-মহিলা আর আল্লাহকে বেশি-বেশি স্মরণকারী পুরুষ-মহিলা—তাদের জন্য আল্লাহতায়াল্লা ক্ষমা ও বড় বদলা তৈরি করে রেখেছেন।”

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, শালীনতার সাথে আল্লাহর স্মরণে জীবন-যাপনকারী লোকদের জন্য আল্লাহতায়াল্লা ক্ষমা ও বিশাল প্রতিদান রেখেছেন। প্রতিদান দিয়ে উদ্দেশ্য দুনিয়ার বরকত ও পরকালের প্রাচুর্য। আর ক্ষমা দিয়ে উদ্দেশ্য, শালীন ও পবিত্রলোকদের দিয়ে ঘটে যাওয়া ভুল-ত্রুটি আল্লাহতায়াল্লা ক্ষমতা ক্ষমা করে দেবেন।

একথা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত, যে ছাত্র লেখাপড়ায় ভালো, শিক্ষক তাঁর অন্যান্য ত্রুটি ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখেন। প্রতিদানের সাথে বিশাল শব্দটি প্রমাণ করে শালীনতার জন্য প্রাপ্ত পুরস্কার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হবে। আর নিয়মও এটাই, বড়লোক যে জিনিসকে বড় বলে দেয়, তা বাস্তবেই বড় হয়।

এখানে তো আল্লাহতায়াল্লা শালীনতাবোধের জন্য পাওয়া পুরস্কারকে বিশাল বলেছেন। তাই বাস্তবেও তা কল্পনার চেয়েও বড় হবে। অভিনন্দনলাভের যোগ্য ওই সৌভাগ্যবানসত্তা, যে শালীন ও পবিত্র জীবনযাপন করে এই প্রতিদানের উপযোগী হয়ে যায়।

মৌবনের মৌবনে • ২৩



هَذِهِمَّا لَا زَبَابَ النَّجِيمِ نَجِيمُهَا

“অনুগ্রহভাকারীকে তার অনুগ্রহের জন্য অভিনন্দন দেয়া হবে।”

২. পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের সুসংবাদ  
আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... وَالَّذِينَ هُمْ يَغُورُونَ حَافِظُونَ

“যে মোমিনরা তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে নিচ্চয়ই তারা সফল।

[সূরা: মোমিনুন, আয়াত: ১ ও ৪]

এ আয়াতে সফল কিছু গুণের আলোচনা করা হয়েছে। এর অন্যতম গুণ হলো শালীনতাবোধ। এতে জানা গেলো, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য শালীনতাবোধসম্পন্ন লোকদেরই লাভ হয়। আরবিভাষায় فَحْرٌ বা সাফল্য বলা হয় ওই সফলতাকে, যার পরে কোনো ব্যর্থতা নেই। এমন আনন্দ, যার পরে কোনো চিন্তা নেই। আল্লাহর দরবারে এমন সম্মান, যার পরে কোনো অপদস্থতা নেই।

فَقُطِّبِي لِمَنْ لَهُ هَذَا الْمَقَامُ

“সৌভাগ্য তার, যে এ মর্যাদা পেয়েছে।”

#### হাদিসে শালীনতাবোধ

১. নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] একবার কোরাইশের যুবকদের উদ্দেশ্যে বললেন—

يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ احْفَظُوا أَرْوَاجَكُمْ لَا تَزْنُوا لِمَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

“হে কোরাইশের যুবকেরা! তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করো। ব্যভিচার করো না। যে তার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করবে, তার জন্য জান্নাত।”

[হাকেম, বায়হাকি]

এ হাদিসে দুই জগতের রহমত নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] কতো পরিষ্কার ভাষায় এই সত্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যিনি তার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করবে, ব্যভিচার দিয়ে কুপ্রবৃত্তি নিবারণ এবং সাময়িক ষাদ উপভোগ করা থেকে বেঁচে থাকবে, তার চিরকালীন আনন্দ-স্বর্গ ভাগ্যে জুটবে। এটাকেই বলে, ‘কম শ্রম, বেশি বদলা।’ হজরত নেসার ফাতহি [আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন] বলেন—

মৌবনের মৌবনে • ২৪

نور من بوايا نار من ربهنا

[নূর মৌ হো ইয়া নার মৌ রাহনা]

هر جلد ياد يار من ربهنا

[হার জাগাহ ইয়াদ ইয়ার মৌ রাহনা]

چند جمو كے خزاں کے سر لو

[চান্দ খৌকে খায়ী কে সেহ লো]

چرخيش بهار من ربهنا

[ফের হামেশাহ বাহার মৌ রাহনা]

আন্তন পানি যেথায় রবে

রাখিস যদি মনে

দু’চারদিনের কষ্ট শেষে

শান্তি পাবে মনে।

২. রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াস যখন আবুসুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] কোন জিনিসের শিক্ষা দেন? তখন আবুসুফিয়ান যদিও মুসলমান হননি তবুও তিনি সহজভাষায় নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর শিক্ষার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন—

يَا مُرْتَابَا الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِفَافِ وَالصَّبْرِ

“তিনি আমাদেরকে নামাজ, দানশীলতা, শালীনতাবোধ আর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দেন।” [বোখারি: শিষ্টাচার অধ্যায়]

এতে জানা গেলো, শালীনতাবোধের শিক্ষা ইসলামের মৌলিকশিক্ষার একটি। বরং এভাবে বলা যায়—ইসলামিসমাজের ভিত্তি যেসব খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, এর অন্যতম খুঁটির নাম শালীনতাবোধ।

শালীনতা নবুয়তের অংশ

১. নবি-রাসুলরা ওই পবিত্রসত্তা ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহতায়াল্লা মানবতার পথ দেখানোর জন্য আলোর মিনার বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরাও পবিত্র ও শালীন জীবনযাপন করেছেন আর তাঁদের অনুসারীদেরকেও এ শিক্ষা দিয়েছেন। তাই শালীনতা নবুয়তের অংশ। আল্লাহতায়াল্লা যখন হজরত জাকারিয়া [আলায়হিস সালাম]-কে ছেলে হওয়ার সুসংবাদ দিলেন, তখন বললেন—

سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

মৌবনের মৌবনে • ২৫

“নেতা হবে, নিজের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণকারী হবে, নবি হবে—উচুস্তরের পরিওদ্ধদের মধ্য থেকে হবে।” [সূরা: আল-ইমরান, আয়াত: ৩৯]

আরবিভাষায় **حُزُو** বলা হয় ওই লোককে, যে তার কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক হয় এবং প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে না। হজরত ইয়াহইয়া [আলায়হিস সালাম]-এর জীবন এই গুণের অধিকারী ছিলো।

২. যখন মিসরের মন্ত্রীরা জোলায়খা বন্ধকমে সুবর্ণ সুযোগ দেখে হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম]-এর কাছে নিজের কুপ্রবৃত্তি নিবারণের জন্য সরাসরি প্রস্তাব দিলো, তখন ইউসুফ [আলায়হিস সালাম] সাথে সাথে বললেন—

مَعَاذَ اللَّهِ

“আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

যদিও হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম] এ প্রস্তাব অস্বীকার করার কারণে জেলের শাস্তি বহন করতে হয়েছিলো। কিন্তু একটি সময় এমন এলো, যখন জোলায়খা নিজে স্বীকার করেছেন—

وَلَقَدْ رَآوْنَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ

“আর আমিই তাঁকে এরোচনা দিয়েছি; কিন্তু সে বিরত থেকেছে।”

[সূরা: ইউসুফ, আয়াত: ৪০]

আল্লাহতায়াল্লা হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম]-এর প্রশংসায় বলেছেন—

كَذَلِكَ يَنْصُرُ عَبْدَهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

“আর এভাবেই আমি তাঁর থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। নিশ্চয়ই সে আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা: ইউসুফ, আয়াত: ২৪]

এতে জানা গেলো, নবি-রাসুলরা সবাই সম্মানী ছিলেন, যাঁরা পবিত্রতা ও শালীনতার জীবনযাপন করেছেন। তাই একথা প্রমাণিত হলো, শালীনতা নবুয়তের অংশ।

নবুয়ত পাওয়ার জন্য শালীনতাবোধ জরুরি  
আল্লাহতায়াল্লা কোরআনেকারিমে সংবান্দাদের গুণাগুণ বলতে গিয়ে বলেছেন—

وَلَا يَزْنُونَ

“তারা ব্যভিচার করে না।” [সূরা: ফোরকান, আয়াত: ৬]

এতে জানা গেলো, আল্লাহর প্রিয়বান্দারা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকেন। এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহকে পাওয়ার পথে গমনকারী প্রত্যেকেই স্বধর্ম ও

আল্লাহভীতি অবলম্বন করার কারণে আল্লাহর প্রিয়বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর ওলিদেরকে আল্লাহ তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে যান আর সবধরনের বড়পোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। অনুগ্রহের দাবিও এটাই, বন্ধুত্বের অধিকারও এমনই। আল্লাহতায়াল্লা সবচেয়ে বেশি দয়ালু আর সর্বাধিক প্রিয়বন্ধু।

# আল্লাহর প্রিয়বান্দারা প্রকৃত ভালোবাসার কারণে আল্লাহ ছাড়া অন্যকো দিকে চোখ তুলে তাকানোকেও পছন্দ করেন না। যদি দরিদ্র, এতিম, নিঃস্ব কোনো মেয়েকে দেশের বাদশা নিজের রানী হিসেবে গ্রহণ করে নেন, তাকে রাজদরবারের সবধরনের সুযোগ-সুবিধা দেন—চাকর-চাকরানি, বাহারি কাপড়-চোপড়, রকমারি খাবার, অলঙ্কারে ভরপুর, রাজভাণ্ডারের মুখ তার ইশারায় খুলে দেয়া হয়, বাদশা তার রানীকে খুবই ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে রাখে, এ অবস্থায় কোনো বিশিষ্টেহারার, এলোমেলো ও দুর্গন্ধময় কাপড়ের কেউ রানীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে, আর বাদশা এটা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন, তখন রানী ওই লোকটির দিকে ফিরেও তাকাবে না। আল্লাহর ওলিদের অবস্থাও এরকমই। একদিকে আল্লাহর অগণিত দয়া ও অনুগ্রহ তার ওপর, প্রতিমুহূর্তে তার অন্তরে কৃতজ্ঞতাবোধের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে, আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা তিনি প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছেন। আল্লাহতায়াল্লা তাকে পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত করে নিজের ভালোবাসার প্রসাদ দান করেছেন। এ অবস্থায় কোনো পরনারী যদি তাকে পোনাহের দিকে টানতে চায়, তাহলে প্রহাবের পাত্রের মতো একটি বস্তুর জন্য প্রকৃতপন্থার অবাধ্যতাপোষণ করার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

# হজরত সোলায়মান ইবনে ইয়াসার [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] প্রসিদ্ধমোহাদ্দিস (হাদিসবিশেষজ্ঞ) ছিলেন। একবার হজের সফরে জনমানবহীন একপ্রান্তরে যাত্রাবিরতি দিলেন। তাঁর সাথী কোনো কাজে শহরে চলে গেলে তিনি তাবুতে একা একা ছিলেন। এ সময় খুব সুন্দরী একমহিলা কিছু চাওয়ার ইশারা করে তাবুর সামনে এসে দাঁড়ালো। তিনি ওই মহিলাকে কিছু খাবার দিতে চাইলে মহিলা বললো, আমি আপনার কাছে ওই জিনিস চাচ্ছি, একজন পুরুষের কাছে একজন মহিলা যা চায়। দেখো, তুমি যুবক, আমিও সুন্দরী। আমাদের দু'জনের মিলনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশও আছে। হজরত সোলায়মান ইবনে ইয়াসার [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] একথা শুনে বুঝে গেলেন, শয়তান আমার সারাজীবনের আমল নষ্ট করার জন্য এই মহিলাকে পাঠিয়েছে। তিনি আল্লাহর ভয়ে কাদতে লাগলেন। এতো বেশি কাদলেন, ওই মহিলা লজ্জা পেয়ে চলে গেলো। সোলায়মান বিন ইয়াসার [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ায় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন। রাতে স্বপ্নে হজরত ইউসুফ



[আলায়হিস সালাম]-এর সাথে দেখা হলো। হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম] বললেন, তোমাকে মোবারকবাদ! তুমি ওলি হয়ে এমন কাজ করেছো, যা একনবি করেছিলেন।

# হজরত জোনায়েদ বাগদাদি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর যুগে একধন্য লোক ছিলো। তার স্ত্রী ছিলো খুবই রূপবতী। ওই মহিলা নিজের সৌন্দর্যের জন্য খুব গর্ববোধ করতো। একবার সে অহঙ্কার করে তার স্বামীকে বললো, 'এমন কোনো পুরুষ নেই, যে আমাকে দেখবে অথচ আমার প্রতি লোভ করবে না।' স্বামী বললো, 'আমার বিশ্বাস জোনায়েদ বাগদাদি তোমার প্রতি অক্ষিপণ্ড করবেন না।' স্ত্রী বললো, 'তুমি অনুমতি দিলে আমি জোনায়েদ বাগদাদিকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। এটা কঠিন কোনো কাজ নয়। আমি দেখে নেবো জোনায়েদ বাগদাদি কতো গভীর জলের মাছ।' স্বামী অনুমতি দিয়ে দিলো।

ওই মহিলা পুরো শরীর ঢেকে একটি মাসয়ালা জিঞ্জেস করার বাহানা করে জোনায়েদ বাগদাদি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর কাছে এলো এবং তার মুখের ঢাকনা খুলে দিলো। জোনায়েদ বাগদাদি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর চোখ তার ওপর পড়ার পর তিনি জোরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেন। ওই মহিলার অন্তরে এ নামটি দাগ কাটলো। তার অন্তরের অবস্থা পাণ্টে গেলো। তিনি ঘরে ফিরে এসে সব আরাম-আয়েশ ও রূপচর্চা ছেড়ে দিলেন। জীবনের সকাল-সন্ধ্যা সম্পূর্ণ পাণ্টে গেলো। সারাদিন কোরআন তেলাওয়াত আর রাতভর জায়নামাজে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন। আল্লাহর ভয় ও পরকালভাবনায় অশ্রুধারা বইয়ে যেতো তার কপাল দিয়ে। ওই মহিলার স্বামী বলতো, জোনায়েদ বাগদাদি আমার স্ত্রীকে এমনভাবে পাণ্টে দিয়েছে যে, সে পুরোপুরি সাধক কিন্তু আমার প্রতি দায়িত্ববোধও ছাড়েনি।

# হজরত বায়েজিদ বোস্তামি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলতেন, আমার ভেতরে যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্কের সূত্র স্থাপিত হয়ে গেলো, তখন এমন অদৃশ্য শীতলতা অনুভব করলাম, ভরপুর যৌবন সত্ত্বেও আমার সামনে কোনো মহিলা আর দেয়াল দুইয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য রইলো না।

ওপরের ঘটনাগুলো দিয়ে একথা প্রমাণিত, প্রাজ্ঞগুলিদের আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার এমন মিষ্টতা অর্জন হয়েছিলো, কুণ্ঠবৃত্তি ও জৈবিকচাহিদা এর সামনে তিতা হয়ে গিয়েছিলো। মোটকথা, ওলিদের অন্যতম চিহ্ন হলো, তাঁরা পবিত্র ও শালীন জীবনযাপন করতেন। যদি মানবিকচাহিদার কারণে তাঁদের থেকে কোনো ভুল হয়েও যেতো, তবুও যতোকণ প্রকৃতোত্তা ও অনুশোচনার মাধ্যমে তা ক্ষমা না করাতেন, ততোকণ স্বস্তি পেতেন না।

যৌবনের যৌবনে • ২৮

হজরত মায়েজ আসলামি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর ঘটনা এটার উত্তম প্রমাণ। প্রকৃততত্ত্বের এমন পুণ্য তিনি অর্জন করেছিলেন, এর জাকাত বের করে তা বন্টন করলে পুরো শহরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহর প্রিয়বান্দারা ফেরেশতা নন, মানুষই। কখনও তাঁদের দিয়ে কোনো গোনাহ ও বিচ্যুতি হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তবে তাঁরা গোনাহের ওপর স্থির থাকতেন না। এ ধরনের ঘটনা তাঁদের থেকে খুব কমই হতো। আর হলেও আরবিপ্রবাদ-

الْعَاقِلُ كَالْبَعْدُو

[আশশা-যু কাল মা'দুম]

অল্প অভিযিনিস জেনো

নেইকো বুখি তা

না হয় যদি অল্প কেনো

বলবে লোকে তা!

সাধারণত আল্লাহতায়ারা তাঁদেরকে কবিরা বা মারাত্মক গোনাহ থেকে সংরক্ষণ করেন। এই হেফাজতের ছায়া মাঝে-মধ্যে সামান্য সময়ের জন্য সরিয়ে নেন, ফলে তাঁদের দিয়ে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়।

কিন্তু পরে তাঁরা এর জন্য খুবই বিচলিত বোধ করেন আর আল্লাহর কাছে কেরা জোড়ে ক্ষমা চান। আল্লাহর কাছে তাঁদের এই বিচলিত বোধ আর ক্ষমা চাওয়া ভালো লাগে। অনেক সময় তো তাঁদের এই ক্ষমাপ্রার্থনায় আল্লাহতায়ারা এতো বেশি খুশি হন, তাঁদের পাপগুলো পুণ্যে বদলে দেন।

নিয়ম হলো, আল্লাহর প্রিয়বান্দারা গোনাহের ওপর স্থির হয়ে থাকেন না, আর গোনাহের ওপর যারা স্থির হয়ে থাকে, তারা আল্লাহর প্রিয়বান্দা হতে পারে না। এর দৃষ্টান্ত এই হতে পারে, কোরআনমাজিদে কোনো বিকৃতি হতে পারে না। এর অর্থ এই নয়, লেখা ও ছাপার মধ্যেও কোনো ভুল হতে পারে না। কেউ যদি অবহেলা ও অসতর্কতা দেখায়, তাহলে কোরআনেরও ভুল থেকে যেতে পারে, তবে এ ভুল স্থায়ী হয় না। যখনই কোনো হাফেজ তা পড়বে, তিনি নির্দিষ্ট জায়গাটি চিহ্নিত করে এ বিকৃতি দূর করার চেষ্টা করবেন। মিথ্যা কখনো সত্যের সাথে মিশতে পারে না। যেমনিভাবে কোরআনমাজিদে কোনো ভুল স্থায়ী রূপ ধারণ করতে পারে না, তেমনি আল্লাহর প্রিয়বান্দাদের জীবনে কবিরাগোনাহের অভ্যাস স্থায়ীভাবে থাকে না। আল্লাহর প্রিয়বান্দা তিনিই হতে পারেন, যিনি শরিয়ত ও সুন্নতমতো স্থায়ী জীবনযাপন করেন। শয়তান যদি তাঁকে দিয়ে কোনো বিচ্যুতি ঘটাতে সফল হয়েও যায়, তাহলে সাথে সাথে সে অনুভব করে ফিরে আসে। গোনাহের ওপর স্থির হয়ে থাকে না।

যৌবনের যৌবনে • ২৯

হাদিসে আছে—

الْغَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

“গোনাহ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী এমন লোকের মতো, যার কোনো গোনাহই নেই।” [মেশকাত]

নিয়ম এটাই, নবীরা নিষ্পাপ হন আর আল্লাহর ওলিরা গোনাহ থেকে নিরাপদ হন। এখানে প্রসঙ্গত একটি প্রশ্ন জাগে, আল্লাহর প্রিয়বান্দারা যদি আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকেন, তাহলে কখনও কখনও তাঁদের থেকে এই নিরাপত্তা উঠে যায় কেনো? এর উত্তর হলো, আল্লাহতায়ালার তাঁর বান্দাদের অভিভাবক। বিভিন্ন অবস্থায় তাদেরকে শিক্ষা দেন। তিনি তাঁর প্রিয়বান্দাদের কারো কারো দিয়ে এমন কাজ করিয়ে নেন, যাতে ওই বান্দা তার কাজের জন্য নিজের প্রবৃত্তির ওপর বিচার দেয়ার সুযোগ আসে। আপাদমস্তক তাকে আল্লাহর মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেয়। সব অহংবোধের মূলোৎপাটন করে দেন।

হজরত আব্দুল্লাহ উদ্দুল্লুসি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর ঘটনা একথার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। একটি খ্রিস্টানজনপদ দিয়ে যাওয়ার সময় হজরত আব্দুল্লাহ উদ্দুল্লুসি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বললেন, খ্রিস্টানরা কতো কমবুদ্ধির। তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। এই সামান্য কথার কারণে আল্লাহতায়ালার তাঁর আধ্যাত্মিকশক্তি হরণ করে নিলেন। তিনি একখ্রিস্টানমহিলার প্রেমে পড়ে গেলেন। তাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে একবছর পর্যন্ত ছাগল চরালেন। কোরআনমাজিদ ও হাদিসের মুখস্ত সব ভুলে গেলেন। শেষে তাঁর মুরিদ হজরত শিবলি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন তখন দু'জন মিলে খুব কান্নাকাটি করলেন। আল্লাহর কাছে ঝাঁটমানে ক্ষমা চাইলেন। আল্লাহতায়ালার তাঁর আগের অবস্থা ফিরিয়ে দিলেন। এসবই এজন্য সংঘটিত হয়েছিলো, হজরত আব্দুল্লাহ উদ্দুল্লুসি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] যাতে একথা বুঝেন, আমার বুদ্ধির জোরে আমি সঠিকপথের পথিক নই, বরং আল্লাহর রহমত সঙ্গী হয়েছে বলেই আমি সঠিকপথের পথিক। আব্দুল্লাহ উদ্দুল্লুসি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] একথা মনে রেখে আগের চেয়েও বেশি সাধনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁকে দিয়ে লাখো মানুষ সঠিকপথের সন্ধান লাভ করে। আল্লাহতায়ালার আমাদেরকেও যেনো তাঁর নিরাপত্তা থেকে কখনও দূরে সরিয়ে না দেন! আমিন!!

সারকথা হলো, পির-মাশায়েখ তাঁদের মুরিদদেরকে জিকির ও মোরাকাবার শিক্ষা দেন। এগুলো যথাযথ পালন করলে ভেতরে এমন একশক্তি অর্জিত হয়, যা দিয়ে কুপ্রবৃত্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যায়। তখন নিজের প্রবৃত্তি

যৌবনের মৌবনে • ৩০

পুরোটাশি শরিয়তের অনুকূলে চলে আসে। তার দৃষ্টি আয়ত্তে থাকে এবং অন্তর থাকে পরিচ্ছন্ন। এতে পবিত্র ও শালীন জীবনযাপন সহজ হয়ে যায়। এ গুণ দিয়েই আল্লাহর প্রিয়বান্দায় পরিণত হওয়া সম্ভব।

হজরত নকশাবন্দি বোখারি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-কে কেউ জিজ্ঞেস করলো, হজরত বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হয় কখন? তিনি বললেন, শরিয়তের বালেগ না-কি তরিকতের? ওইলোক বললো, আমাকে দুটিই খুলে বলুন। তিনি বললেন, মানুষ শরিয়তে তখনই বালেগ হয়, যখন তার বীর্যপাত হয়। আর তরিকতের বালেগ হয় তখন, যখন সে বীর্য থেকে বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ জৈবিকচাহিদার সাথে সংশ্লিষ্ট গোনাহ থেকে যখন বেঁচে থাকে।

এতে জানা গেলো, আল্লাহর ওলি হওয়ার নুর যখন সিনায় ঢুকে যায়, তখন জৈবিক অবস্থায় স্থিতিশীলতা এসে যায়। জৈবিকতার সাগরে হাবুডুবু খাওয়ার মতো অবস্থা আর থাকে না। এ গুণটিই আল্লাহর ওলি হওয়ার উদ্দেশ্য আর এটাই এর পূর্বশর্ত।

#### শালীনতাবোধের জন্য দুনিয়ায় আল্লাহর সাহায্য

এক. দুনিয়ায় রাজত্ব ও সিংহাসনলাভ

হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম]-কে তাঁর ভাইয়েরা ক্রয়্যে ফেলে দিয়েছিলো। তখন এককাফেলার লোকেরা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গোলাম বানিয়ে ফেলে। এরপর মিসরের শহরে এসে তাঁকে বেচে দেয়। হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম]-এর তখন শৈশবকাল। মিসরে তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জন ছিলো না।

বাহ্যত তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অভিভাবক ও বন্ধুহীন। স্বাভাবিক সময় পেরিয়ে তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন, মিসরের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী জেলায়খা তাঁকে গোনাহের প্রতি আহ্বান জানালো। হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম] আল্লাহর সাহায্য চাইলেন আর কামরা থেকে দৌড়ে পালালেন। জেলায়খা কুটকৌশলে তাঁকে জেলে পাঠিয়ে দিলো। হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম] বছরের পর বছর জেলের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করলেন। একটি সময় এমন এলো, আল্লাহর সাহায্য তাঁর প্রতি ঝুঁকলো। তিনি শুধু সম্মানের সাথে নির্দোষ ঘোষিতই হননি, মিসরের রাজত্ব তাঁকে দিয়ে দেয়া হলো। আল্লাহতায়ালার তাঁর পায়ের তলে এনে রাজত্ব ঢেলে দিলেন। কয়েক বছর আগে যিনি ছিলেন গোলাম, আজ তিনি মনিব। শালীনতাবোধের ওপর আমল করার কারণে দুনিয়াতে তাঁর নগদ পুরস্কার মিললো। এমন সম্মান লাভ হলো, মা-বাবা আর

যৌবনের মৌবনে • ৩১



ভাইয়েরা পর্যন্ত তাঁর সামনে সেজদায় লুটে পড়লো। প্রত্যেকমুগ্ধ আর প্রতিকালে যারা হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম]-এর খোদাজীতি ও শালীনতাবোধের মতো জীবনযাপন করবে, আল্লাহতায়াল্লা তাদের মাথায় সম্মানের মুকট পরিয়ে দেবেন।

**দুই. গর্ভের মুখ খুলে গেলো**

হাদিসে বনিইসরাইলের তিন লোকের ঘটনা উল্লেখ আছে। একসফরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হতে শুরু করলো, তখন তারা বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি গর্ভের ভেতরে ঢুকে পড়লো। আল্লাহতায়াল্লার কী মহিমা! ঝড়-বৃষ্টির কারণে একটি বড়পাথর গড়িয়ে এসে গর্ভের মুখ পুরোটা ঢেকে দিলো। পাথরটি এতো বড় ছিলো, তিনজন মিলেও তা সরানো সম্ভব ছিলো না। বাইরে বের হওয়ার মতো সামান্য পথও খোলা থাকেনি। তিনজনের মৃত্যুই যেমন সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে। এই দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক ও হতাশার মধ্যে তিনজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলো, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের জীবনের বিশেষ কোনো আমলের কথা আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করে আমাদের মুক্তির জন্য দোয়া করবো। তাদের একজন বললো, আমি মা-বাবার অনেক সেবা করেছি। আমি ছাগলের দুধ আগে মাকে খেতে দিতাম, এরপর ঘুমতে যেতাম। একরাতে দুধ নিয়ে গিয়ে দেখি আমার মা ঘুমিয়ে গেছেন। আমি তাকে ডেকে উঠানো ঠিক মনে করিনি। তাই দুধের গ্রাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এভাবেই সকাল হয়ে গেলো। হে আল্লাহ! তুমি আমার এ আমল কবুল করে আমাদেরকে এখান থেকে মুক্তি দাও!

পাথর সামান্য দূরে সরে গেলো, কিন্তু বের হওয়ার মতো পথ হলো না। দ্বিতীয়জন বললো, হে আল্লাহ! আমি আমার পূর্ণযৌবনে আমার সুন্দরী একচাচাতো বোনের প্রতি আসক্ত ছিলাম। আমি তাকে ফুসলানোর জন্য অনেক চেষ্টা-তদবির করলাম। কিন্তু সে ছিলো পবিত্র ও রক্ষণশীল। তাই আমার ফাঁদে পা দেয়নি। একবার বিপদে পড়ে সে আমার কাছে ঋণ নিতে এলো। আমি তাঁকে এই শর্তে ঋণ দিতে রাজি হলাম, সে আমার জৈবিকচাহিদা পূরণ করতে দেবে। অপারগ হয়ে সে আমার প্রস্তাবে রাজি হলো। মিলিতো হবার জন্য আমি যখন তার কাছে গেলাম তখন সে বললো, আল্লাহকে ভয় করো, এই বাঁধন খুলো না। তার একথাগুলো আমার মধ্যে বিদ্যুতের মতো আঘাত করলো। আল্লাহর ভয় আমার পুরো সত্তাজুড়ে ছেয়ে গেলো। আমি তাকে টাকাও দিয়ে দিলাম আর তার সম্মতও নষ্ট করলাম না। হে আল্লাহ! আমার এ কাজটুকু যদি তোমার দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করো!

যৌবনের যৌবনে • ৩২

পাথরটি আরেকটু সরে গেলো। কিন্তু তখনও বের হবার মতো পথ হলো না। তৃতীয়লোক বললো, হে আল্লাহ! আমার একশ্রমিক কোনো কারণে তার মজুরি না নিয়ে রাগ করে চলে গেলো। আমি তার মজুরির টাকা দিয়ে ছাগল কিনলাম। সময় বাড়ার সাথে সাথে এ ছাগলের পাল দীর্ঘ হতে থাকলো। অনেক দিন পর ওই শ্রমিক তার মজুরি নিতে এলো। আমি ছাগলের পাল পুরোটা তাকে দিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমার এ কাজটুকু তোমার দরবারে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলে আমাদেরকে আজ এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও! পাথর অনেকটা দূরে সরে গেলো। তিনবন্ধু অন্যায়সে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো।

এ ঘটনায় আমাদের আলোচ্যবিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয়লোকের আমল, যিনি আল্লাহর ভয়ে গোনাহ ছেড়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহর কাছে তার এ কাজ গ্রহণ হয়েছে। এতে শিক্ষা পাওয়া যায়, শালীনতাবোধসম্পন্ন মানুষ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বান্দা হিসেবে গণ্য হন। আল্লাহতায়াল্লা তাকে দুনিয়ার দুশ্চিন্তা থেকেও বাঁচিয়ে রাখেন আর পায়ে পায়ে সাহায্য করেন।

**তিন. দোয়া কবুল হয়ে গেলো**

একবার দিল্লিতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। বৃষ্টি না হওয়ার কারণে জমিতে ফসলও হলো না। গাছগুলোও ফলশূন্য। খাওয়ার জন্য মানুষ হনো হয়ে ফিরতে লাগলো। প্রত্যেকেই বৃষ্টির দোয়া করছে কিন্তু আকাশে বৃষ্টির কোনো আভাস লক্ষ্য করা গেলো না। শহরের ওলামায়েকেরাম পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, একদিন শহরের সবাই একটি খোলা ময়দানে একত্রিত হবো। মহিলা, শিশু ও পশু-পাখিও সাথে নিয়ে আসবো। ময়দানে বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ (ইস্তে সকা) আদায় করার পর নিজেদের গোনাহ থেকে তওবা করে বৃষ্টি জন্য দোয়া করা হবে।

যথারীতি লোকেরা শহরের বাইরে একত্রিত হলো। প্রচণ্ড গরম। রোদের তীব্রতায় যেনো চেহারা ঝলসে যাওয়ার মতো অবস্থা। নামাজ আদায় করা হলো। নারী-পুরুষ সবাই মিলে কেঁদে-কেঁদে দোয়া করা হলো, কিন্তু আকাশে বৃষ্টির কোনো চিহ্ন লক্ষ্য করা গেলো না।

নিম্পাপ শিশুরা কাঁপতে লাগলো। পশু-পাখিও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গেলো। সকাল থেকে আসর পর্যন্ত একাধারে দোয়া চললো। কিন্তু বৃষ্টির কোনো আভাস দেখা গেলো না। যে সময় লোকেরা কান্নাকাটি করে দোয়া করছিলো, সে সময়ই একমুসাফির যুবক ওই ময়দানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। সে উটের লাগাম ধরা ছিলো। নিজে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলো আর উটের ওপর পর্দানশীন

কোনো মহিলা বসেছিলো। এতো লোকের আহাজারি দেখে উট একপাশে বেঁধে রেখে ওই যুবক লোকদের কাছে জানতে চাইলো, বিষয় কী? সে যখন প্রকৃতোবিষয় জানতে পারলো, তখন উটের পাশে গিয়ে দোয়ার জন্য হাত উঠালো। এখনও হাত নামায়নি, ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমে গেলো। একআলেম ওই যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কতোই না সৌভাগ্যবান ও দোয়া কবুল হওয়া লোক! ওই যুবক বললো, প্রকৃতোঘটনা হচ্ছে, উটের ওপর আমার মা বসা আছেন। আমি আমার মায়ের চাদরের একটি কোণায় ধরে দোয়া করেছি-হে আল্লাহ! তিনি আমার পুণ্যাত্মা ও পবিত্র স্বভাবের অধিকারী মা। আমি তাঁর পবিত্রতার দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি, তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করো। আমার হাত নিচে নামার আগেই বৃষ্টি ঝরতে শুরু করেছে। এতে জানা গেলো, পবিত্রতা ও শালীনতাবোধ আল্লাহর কাছে এতোই গ্রহণযোগ্য আমল, এটা যদি আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করা হয়, আল্লাহ এর কারণে দোয়া কবুল করে নেন।

চার. শালীনতাবোধের প্রতিদান শালীনতাবোধ  
আল্লাহতায়ালা বলেন-

وَالصَّالِحَاتُ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِنَّ وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ أَجْرَهُنَّ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষের জন্য, পবিত্র পুরুষ পবিত্র নারীর জন্য।"

[সূরা: আন-নূর, আয়াত: ২৬]

যেলোক পবিত্র ও শালীনজীবনযাপন করে, দুনিয়াতে তার নগদ পুরস্কার এই মিলে, তার পরিবারবর্গকে আল্লাহ পবিত্র ও শালীন জীবন দান করেন। হাদিসে আছে, একলোক নবিকারিম [সদ্দাদ্দাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে এসে অভিযোগ করলো, আমার স্ত্রীর চরিত্রের ব্যাপারে আমার সন্দেহ হয়। এ বিষয়টি আমার জন্য খুবই পীড়াদায়ক ও কষ্টের কারণ। নবিকারিম [সদ্দাদ্দাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তখন বললেন, তোমরা অন্যের স্ত্রীদের ব্যাপারে পবিত্রতা অবলম্বন করলে লোকেরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে পবিত্রতা অবলম্বন করবে। [আল-জামিউসসগির: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৫২] এতে জানা যায়, অদল-বদল হয়। ব্যভিচারী পুরুষ শুধু অশ্লীলকাজই করে না, অন্যের কাছে ঋণী হয়ে যায়। আর এই ঋণ তার স্ত্রী বা সন্তানদের কেউ না কেউ শোধ করে দেয়। নিয়ম এটাই, পাপের শাস্তি ওই ধরনের পাপ দিয়ে দেয়া হয়। যে অন্যের সম্মান নষ্ট করবে, তার সম্মান অন্যকারো দিয়ে নষ্ট হবে। ইমাম শাফেয়ি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর প্রসিদ্ধ কবিতা আছে-

মৌবনের মৌবনে • ৩৪

عَفُو تَعَفَّ نِسَاءُ كُفْرٍ فِي الْبَحْرِ  
[ইফফু তাইফফা নিসা-উকুম ফীল মাহারামি]

وَتَجَنَّبُوا مَا لَا يَلِيكُ بِمُسْلِمٍ  
[ওয়া তাজান্নাবু মা লা য়ালীকু বিমুসলিমিন]

إِنَّ الزَّانِدِينَ فَإِنْ أَقْرَضْتَهُ  
[ইন্নায যিনা দাইনুন ফাইন আকরদতাহ্]

كَانَ الزَّانِءُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ فَأَعْلَمْ  
[কা-নায্‌যিনা-উ মিন আহলি বাইতিকা ফা'লাম]

مَنْ يُؤْنِ يُونُ بِهِ وَلَوْ بِجَدَارِهِ  
[মাইয়াযনী যুযনা বিহী ওয়ালাউ বিজিদারিহী]

إِنْ كُنْتَ يَا هَذَا الْيَتِيمَ فَافْهَمْ  
[ইন কুনতা ইয়া হাযা লায়ীবান ফাফহাম]

তোমরা যদি থাকতে পারো

পবিত্র নির্মল

থাকবে তোমার ঘরের বধু

পবিত্র নির্মল।

তাইতো বলি থাকবে বেঁচে

এমন গোনাহ থেকে

নয়তো শোভন যেসব গোনাহ

মুসলমানের থেকে।

করলে জিনা পাথর কিবা

ওই দেয়ালের সাথে

করবে লোকে তোমার বাড়ির

অন্যকারো সাথে!

কারণ কভু করলে তুমি

এমনতরা ঋণ

শোধবে তোমার কূল-বধূরা

বেচবে তাদের দীন!

মৌবনের মৌবনে • ৩৫



তাইতো বলি রাখবে মনে  
করবে না ঐ ঋণ  
রক্ষা পাবে কুল-বধূরা  
রক্ষা পাবে দীন।

# 'তাহসিরে রুহুল বয়ান'-এ একটি ঘটনার আছে। বোখারামহরে একজন প্রসিদ্ধ সোনা ব্যবসায়ী ছিলো। তার স্ত্রী ছিলো খুবই সৎ আর সুন্দরী। একপানিবিক্রেতা তিনবছর ধরে তার ঘরে পানি দিতো। সে খুবই বিশ্বস্ত ছিলো। একদিন ওই পানিবিক্রেতা কুপ্রবৃত্তি নিয়ে সোনা ব্যবসায়ীর স্ত্রীর হাত চেপে ধরলো। এরপর চলে গেলো। তার স্ত্রী খুবই দুঃখিত হলো, এতো দিনের বিশ্বস্ততা ভেঙ্গে ফেললো। তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়তে লাগলো। ওইসময় সোনা ব্যবসায়ী খাবার খেতে ঘরে এসে দেখলো তার স্ত্রী কাঁদছে। জিজ্ঞেস করে বিষয়টি জানতে পেরে তার চোখেও পানি চলে এলো। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে? তুমি কাঁদছো কেনো?' স্বামী বললো, 'আজ একমহিলা হাতের বালা কিনতে এসেছিলো। আমি যখন তাকে বালাটি পরিয়ে দিচ্ছিলাম তখন তার সুন্দর হাতটি আমার খুব পছন্দ হলো। আমি নিষিদ্ধ মজা নেবার জন্য তার হাত ধরে শোধ করে দিয়েছি। আমি তোমার সামনে আন্তরিকভাবে তওবা করছি, ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করবো না। তবে একথা তুমি আমাকে অবশ্যই জানাবে, আগামীকাল পানিবিক্রেতা তোমার সাথে কী করে?'

পরদিন পানিবিক্রেতা ছেলেটি যখন পানি নিতে এলো, তখন সে অনুশোচনার সুরে বললো, 'আমি খুবই লজ্জিত-গতোকাল শয়তান আমাকে ধোঁকা দিয়ে একটি মন্দকাজ করিয়েছে, আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে এমন কাজ আর হবে না।'

আশ্চর্যের বিষয় হলো, সোনা ব্যবসায়ী অন্যান্যরীণ গায়ে স্পর্শ করা থেকে তওবা করার পর অন্যপুরুষ তার স্ত্রীকে স্পর্শ করার জন্য তওবা করেছে।

# একবাদশার সামনে একআলেম এই মাসয়ালা বললেন, ব্যভিচারকারীর অপকর্মের ঋণ তার সন্তানাদি অথবা পরিবার থেকে কাউকে না কাউকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। ওই বাদশা ভাবলো, আমি একথার সত্যতা যাচাই করবো। তার মেয়ে অপূর্ব সুন্দরী ছিলো। তিনি মেয়েকে ডেকে বললেন, সাধারণ সাদাকাপড় পড়ে একা বাজারে যাও। চেহারা খোলা রেখো। লোকেরা তোমার সাথে যে আচরণ করে তুমি এসে তা আমাকে বলো। শাহজাদি বাজারে গিয়ে ঘুরতে লাগলো। কিন্তু যে পরপুরুষই তাকে দেখলো, লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিলো, কোনো পুরুষই শাহজাদির সৌন্দর্যের দিকে

যৌবনের মৌবনে • ৩৬

মনোযোগী চোখে তাকালো না। সারা শহর ঘুরে শাহজাদি যখন রাজদরবারে ঢুকলো, তখন পাহারাদারদের একজন তাঁকে রাজপ্রাসাদের সেবিকা মনে করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো এবং পালিয়ে গেলো। শাহজাদি বাদশার কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলো। বাদশার চোখে অশ্রু চলে এলো। বললেন, আমি সারাজীবন পরনারী থেকে চোখ সংরক্ষণ করেছি। মাত্র একবার আমি ভুল করেছি এবং একটি পরনারীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছি। তাই আমার সাথে তাই করা হয়েছে, যা আমি আমার হাতে করেছিলাম।

একথা সত্য প্রমাণ হলো, ব্যভিচার একটি প্রতিশোধমূলক অপকর্ম, যার বদলা দিতে হয়। [রুহুলমাআনি, আলুসি]

ওপরের ঘটনাগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। এমন যেনো না হয়, আমাদের ক্রটির দায় আমাদের সন্তানাদিকে শোধ করতে হয়। প্রত্যেক পুরুষ চায়, তার ঘরের স্ত্রী পবিত্রা ও শালীন থাকুক। তার উচিত সে যেনো পরনারী থেকে নির্লোভ হয়ে যায়। এমনভাবে যে নারী কামনা করে, আমার স্বামী থেকে নির্লোভ হয়ে যায়। এমনভাবে যে নারী কামনা করে, আমার স্বামী পবিত্রা জীবনযাপন করুক, সে যেনো নির্লজ্জ কর্মকাণ্ডে ছেড়ে দেয়। তার উচিত পরপুরুষের দিকে চোখ তুলে না তাকানো। তখন পবিত্রতা ও শালীনতার বদলা পবিত্রতা ও শালীনতা দিয়ে দেয়া হবে।

কথা থেকে যায়, কেউ যদি আগে কবিরাগোনাহ করে থাকে। হ্যাঁ, তার জন্য তওবার দরোজা খোলা আছে। প্রকৃতোতওবা দিয়ে প্রভুকে সন্তুষ্ট করে নিন, যাতে দুনিয়ার প্রতিশোধ থেকে বেঁচে থাকেন আর পরকালের অপদৃষ্টতা থেকে রক্ষা পান।

শালীনতাবোধের জন্য হাশরের দিনের সম্মান

হাদিসে আছে, কেয়ামতের দিন সাতশ্রেণীর লোককে আরশের ছায়ায় জায়গা দেয়া হবে, যেদিন এ ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। ওই সাত প্রকার সৌভাগ্যবান লোকের মধ্যে একপ্রকার ওই পবিত্রা ও শালীন পুরুষ, যাকে সুন্দরী সম্ভ্রান্ত নারী গোনাহের দিকে আহ্বান করে। কিন্তু সে উত্তরে বলে-

إِنِّي أَخْذِلُ اللَّهَ

"নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি!"

[বোখারি: মন্দাচার থেকে বেঁচে থাকা অধ্যায়]

একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহর কাছে শালীনতাবোধের মূল্যায়ন কতো বেশি। হাশরের ময়দানে সবাই যখন নিজেকে নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকবে, তখন কিছুলোক আল্লাহর বিশেষ সম্মান ও মূল্যায়নে জুঁটি হবে। এর মধ্যে ওই

যৌবনের মৌবনে • ৩৭

সৌভাগ্যবান লোক থাকবেন, যাকে গোনাহের দিকে আহ্বান করার পর সবধরনের সুযোগ থাকার পরেও আল্লাহর ভয়ে তা থেকে বিরত থেকেছেন। নিজের চরিত্রকে গোনাহ দিয়ে কলুষিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তাই তারা আল্লাহতায়ালার স্বস্তি ও আরামদায়ক বিশেষ জায়ায় আশ্রয় পাবে।

**শালীনতাবোধের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ**  
নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] পবিত্র ও শালীন জীবনযাপনকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন—

مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى مَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا كَلْتَ بَأِ الْجَنَّةِ

“যে আমাকে দুই উম্মর মাঝের বস্তু (লজ্জাস্থান) আর দুই চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এর সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।” [বোখারি]

আরেক জায়গায় যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ لَا تَزْنُوا إِلَّا مَنْ حَقَّقَ فُرُوجَهُ قَلَهُ الْجَنَّةُ

“হে কোরাইশবংশের যুবকেরা! তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করো। ব্যভিচার করো না। যে তার প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, তার জন্য জান্নাত।” [হাকেম, বায়হাকি]

তাই জান্নাতের স্থায়ী পুরস্কার পেতে হলে প্রয়োজন হলো পার্থিব অসাড় কামনা ও প্রবৃত্তির তাড়নার ওপর নিয়ন্ত্রণ করা।

#### শালীনতাবোধ ও প্রভুর দর্শনলাভ

যেলোক ব্যভিচার করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলো, এর পুরস্কার হিসেবে সে জান্নাতে আল্লাহর দেখা পাবে।

[ইবনেমাজা]

#### হাদিসে শালীন ও পবিত্র থাকার দোয়া

শালীনতাবোধ ওই পবিত্রগুণ, যার জন্য নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]ও আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন। তিনি সন্তানগতোভাবেই নিষ্পাপ ছিলেন। তারপরেও শালীন জীবনযাপনের জন্য দোয়া করা একথা প্রমাণ করে, শালীন জীবনযাপনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিলো। দ্বিতীয়ত, উম্মতকে শেখানোর জন্য তিনি এসব দোয়া করেছেন। হাদিসে এমন কিছুদোয়া বলা হয়েছে, যাতে রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] আল্লাহতায়ালার কাছে

চোখের পবিত্রতা, অন্তরের পবিত্রতা ও শালীন থাকার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এধরনের কিছু দোয়া নিচে তুলে ধরা হলো—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالشَّفْعَ وَالْعَفَاةَ وَالْغَنَى

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সঠিকপথ, খোদাজীতি আর পবিত্র ও স্বাবলম্বীর প্রার্থনা জানাচ্ছি।” [মেশকাত, মুসলিম]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّحَابَ بِالْقَدَرِ

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্থতা, পবিত্রতা, বিশ্বস্ততা, সেরাচরিত্র আর ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্ট থাকার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি।” [মেশকাত]

اللَّهُمَّ ظَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَ عَمِلْ مِنَ الرِّيَاءِ وَ لِسَانِي مِنَ الْكُذْبِ وَ عَيْنِي مِنَ الْغِيَاةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

“হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে মুনাফেকি থেকে পবিত্র করো। আমার আমলকে লৌকিকতা থেকে, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে, আমার চোখকে খেয়ানত থেকে রক্ষা করো। নিঃসন্দেহে তুমি চোখ আর মনের গোপন খেয়ানত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানো।”

اللَّهُمَّ الْهِنْيَ وَشِدِّي وَأَعِزِّي مِنْ شَرِّ نَفْسِي

“হে আল্লাহ! আমার অন্তরে সঠিকপথের দিশা ঢেলে দাও আর আমার প্রবৃত্তির তাড়না থেকে আমাকে দূরে রাখো।” [তিরমিজি]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْاُخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ

“হে আল্লাহ! আমি অপছন্দনীয় চরিত্র, কাজ আর মনের তাড়না থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” [তিরমিজি]

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَنِيٍّ وَسَنِئٍ وَبَصْرِيٍّ وَبَصْرِيٍّ وَفَيْئِيٍّ وَفَيْئِيٍّ

“আমি আমার কান, চোখ, জিহ্বা, অন্তর আর খোঁটা দেয়া থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি।”

আমাদের প্রত্যেকের উচিত, এ দোয়াগুলো পড়াকে দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত করা। যাতে এর বরকতে পবিত্র ও শালীনজীবন ভাগ্যে জুটে।

#### শালীনতাবোধের প্রতি সাহাবায়েকরামের স্পৃহা

ইসলামের পূর্বযুগে আরবে মদপান এবং নির্লজ্জতা ব্যাপক ছিলো। তারা তাদের কথাবার্তা ও আড্ডায় এসব বিষয় খুব গর্বভরে উচ্চারণ করতো। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর পবিত্রশিক্ষা এবং তাঁর



সান্নিধ্যের বরকতে সাহাবায়েকেরামের ওপর এমন প্রভাব বিস্তৃত হলো, তাঁদের জীবন পুরোপুরি পাশ্চাত্যে গেলো। ওই সাহাবাগণ যারা জাহেলিয়ায় সর্বধর্মের চারিত্রিকত্বলনের শিকার ছিলো, রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর প্রশিক্ষণের বরকতে তাঁদের প্রকৃতি এমন পবিত্র ও নিরুদ্বন্দ্ব হয়ে গেলো, মন্দাচারের প্রতি তাঁদের ঘৃণার কোনো শেষ থাকলো না।

# সাহাবি হজরত মোরসাদ ইবনে আবিল মোরসাদ আল শুনুবি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে হিজরতের সময় একটি দায়িত্ব দেয়া হয়। দুর্বল ও নিঃশ্রু যারা মক্কায় রয়ে গেছেন তিনি তাঁদেরকে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতে সহযোগিতা করবেন এবং তাঁদেরকে নিরাপদে মদিনায় পৌঁছে দেবেন। একবার তিনি এই ধারাবাহিকতায় মক্কায় এলেন। ঘটনাক্রমে 'ইনাক' নামের একমহিলার ঘরের সামনে দিয়ে তাঁকে যেতে হলো। মহিলাটি ছিলো অসচ্চরিত্রের, ইসলামগ্রহণের আগে যার সাথে তার সম্পর্ক ছিলো। ওই মহিলা হজরত মোরসাদ [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে দেখে চিনে ফেললো এবং সামনে এসে খুব আগ্রহের সাথে অভ্যর্থনা জানালো। রাতে থেকে যেতে খুব পীড়াপীড়ি করলো। হজরত মোরসাদ [রদিয়াল্লাহু আনহু] যেহেতু ইসলামের আলোতে আলোকিত ছিলেন, এধরনের অহেতুক কাজ থেকে দূরে সরে থাকতেন, তাই তিনি পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিলেন, এখন আর আগের সময় নেই। ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। আমাকে ক্ষমা করো! ওই মহিলা বললো, তুমি যদি আমার চাহিদা পূরণ না করো আমি চিৎকার করে লোক জমা করে তোমাকে গ্রেফতার করাবো। কিন্তু তার এই ধমক সত্ত্বেও হজরত মোরসাদ [রদিয়াল্লাহু আনহু] অপবিত্রতা দিয়ে মিশ্রিত হওয়ায় পছন্দ করলেন না। তিনি সেখানে থেকে পালিয়ে এসে কায়ফেরদের খাবা থেকে কোনো রকম রক্ষা পেলেন।

# আরেক সাহাবি হজরত আবু মুসা আশআরি [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলতেন, আমার এটা পছন্দনীয়, আমার নাক মৃতের গন্ধে ভরে উঠুক। কিন্তু এটা পছন্দনীয় নয়, এতে কোনো পরনারীর গন্ধ লাগুক।

# হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] বলেন, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর যুগে একসুন্দরীনারী মসজিদে আসতো এবং নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর পেছনে নামাজ আদায় করতো। কোনো কোনো সাহাবি এই অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা ওই মহিলার অনেক আগে এসে প্রথম কাতারে বসে যেতেন, যাতে তাঁর ওপর চোখ না পড়ে।

# একবার সাহাবায়েকেরাম শত্রুদের একএলাকা জয় করলো। সেনারা ওই এলাকায় তাদের আমিরের নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছিলো। খ্রিস্টানরা তাদের ইমান হরণ করতে পথে পর্দাহীন নারীদেরকে সেজেগুজে দাঁড় করিয়ে রাখলো। দলের সেনাপতি শুধু এই আয়াতটুকু সবাইকে গুনিয়ে দিলেন-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

“হে নবি! মোমিনদের বলে দিন তারা যেনো তাদের চোখকে নত্যা রাখে।”  
তাই সাহাবায়েকেরাম চোখকে নত্যা করে নিলেন। ওই শহর দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা আশেপাশে বাড়িঘরও ভালোভাবে দেখেননি। যখন তাঁরা ফিরে এলেন, তখন মদিনার লোকেরা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই শহরের দালান-কোটা কেমন? কতো উচু? তাঁরা বললেন, আমাদেরকে যখন চোখ নিচু রাখতে বলা হলো, তখন আমরা কেউ আর চোখ উচু করিনি। এভাবেই আমরা ফিরে এসেছি। ওই শহরের দালান-কোটা কতো উচু সেটা আমাদের জানা হয়নি। সোবহানাল্লাহ!

নারীদেরকে পবিত্রতা ও শালীনতাবোধের ওপর শপথ  
লজ্জা নারীর ভূষণ। তাদের প্রকৃতির সাথে লজ্জা ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। নারীরা যতোক্ষণ লজ্জা নামের অলঙ্কারটি সংরক্ষণ রাখবে, ততোক্ষণ সমাজ পবিত্র ও নিরাপত্তার ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত হবে। যখন নারীরাই খোয়ানতকারী হয়ে এই অলঙ্কার হারানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হবে, তখন সমাজে মন্দাচারের অনেক দুয়ার খুলে যাবে। তাই নারীদেরকে নিজেরাই পবিত্র ও শালীনতাবোধের সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার। এ কারণেই নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে নির্দেশ করা হয়েছে, নারীদের কাছ থেকে এ বিষয়ের শপথ নাও যে-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبْتَغِيَنَّكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَكَنٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلَيْهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِيْ مَعْرُوفٍ قَبَائِحُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهُ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

“হে নবি! ইমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজসন্তানকে স্বামীর গুঁরস থেকে আপন গর্ভজাতসন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন আর তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা খুবই ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।” [সূরা: মোমতাহিনা, আয়াত: ১২]  
কোনো কোনো তাফসিরকারক লিখেছেন, এখানে সন্তান হত্যার অর্থ হলো, অণু নষ্ট করা। আর মিথ্যারোপ দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, নিজের অবৈধ সন্তানকে। কারো প্রতি মিথ্যা সম্বোধন করা।

কোরআনে নির্লজ্জতার নিন্দা

কোরআনেকারিমে নির্লজ্জতা বুঝানোর জন্য فَحْشٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।  
কোরআনে অনেক জায়গায় নির্লজ্জতার প্রতি কঠোরভাবে নিষেধ ও সতর্ক করা  
হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে—

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالَّذِي يُعْظَمُ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ.

“আপ্লাহতায়লা নিষেধ করেছেন নির্লজ্জতা, অসৎকর্ম আর সীমালঙ্ঘন থেকে।  
তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা মনে রাখো”

[সূরা: নাহল, আয়াত: ৯০]

আরেক জায়গায় বলেছেন—

إِنَّمَا حَرَّمَ ذِي الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

“বলো, আমার রব তো হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপনীয় অশ্লীলকাজ।”

[সূরা: আরাফ, আয়াত: ৪]

অন্যজায়গায় খুবই খোলামেলাভাবে ব্যভিচারকে অশ্লীলতা ও খুবই মন্দকাজ  
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীলকাজ ও  
মন্দপথ।”

এখানে একথা বুঝানো হচ্ছে, মানুষের জৈবিকচাহিদা নিবারণের জন্য কিছু  
সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যারা এই সীমালঙ্ঘন করে, তারা অশ্লীলকাজে  
জড়ায়। সূরা মোমিনুনে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে—

وَالَّذِينَ هُمْ يُغْرَوْهُمْ حَقِيقُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مُلْتَمِسِينَ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ.

“আর যারা তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও  
তাদের ডানহাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে নিন্দিত হবে না।  
এরপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।”

[সূরা: আল-মোমিনুন, আয়াত: ৪-৬]

মুসলমান হিসেবে এটা আমাদের দায়িত্ব, আমরা কোরআনে বলা উজ্জল শিকার  
ওপর আমল করবো। লজ্জা ও শালীন জীবনকে নিজের পরিচয়বাহী চিহ্ন বানিয়ে  
নেবো। দোয়া করি, আল্লাহ আমাদেরকে সে শক্তি দান করুন! আমিন!!

বুদ্ধি

অধ্যায়-২





মানুষের চোখ যখন লাগামহীন হয়ে যায়, তখন তা বেশিরভাগ অশ্লীলতার জন্ম দেয়। এজন্য ইসলামের দার্শনিকদের মতে, 'কুদৃষ্টি দুষ্টির মূল' হিসেবে বিবেচিত। এ দুটি ছিদ্র দিয়েই ফেতনার ঝর্ণাধারা উতলে উঠে এবং তা চারপাশে অশ্লীলতা ও নগ্নতা ছড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম এ দুটি ছিদ্রের ওপর পাহারাদার বসিয়ে দিয়েছে। এটাও ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য যে, প্রত্যেক মোমিনকে চোখকে নতো রাখার নির্দেশ দিয়েছে। যাতে পরনারীর ওপর চোখ না পড়ে আর জৈবিকচাহিদার আগুন যেনো দাউ দাউ করে জ্বলে না উঠে। বাঁশও যেনো না থাকে, বাঁশিও যেনো না বাজে। নীতিকথা—

Nip the evil in the bud

[নিপ দ্যা এভিল ইন দ্যা বাড]

মন্দকাজের রাশিটি টানো

যখন হলো শুরু

নয়তো পরে আর হবে না

কাঁপবে দুরু দুরু!

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যেসব লোকের চোখ অনিয়ন্ত্রিত, তার মধ্যে জৈবিকচাহিদার আগুন বাড়তেই থাকে, এমনকি তাকে অশ্লীলতায় জড়িয়ে ছাড়ে।

চোখ সংযত রাখার পক্ষে আয়াত

আল্লাহতায়ালার বলেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

“হে নবি! ইমানদারদের বলুন, তারা যেনো তাদের চোখ সংযত রাখে আর লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। এতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রতা। নিশ্চয়, আল্লাহতায়ালার তাদের কাজ সম্পর্কে জানেন।” [সূরা: নূর, আয়াত: ৩০]

কোরআনমাজিদের এ আয়াতটি মোমিনদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা। তাফসিরকারকগণ লিখেছেন, এই আয়াতে শিষ্টাচার, সতর্কতা ও চ্যালেঞ্জের বর্ণনা রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ এখানে উপস্থাপন করা হলো—  
ক. আয়াতের শুরু অংশে শিষ্টাচারের বর্ণনা। মোমিনদেরকে শিষ্টাচার শেখানো হচ্ছে, যেসব বস্তু দেখা তাদের জন্য বৈধ নয়, তা থেকে যেনো চোখ নতো রাখে। মনিবের অনুগত্য করার মধ্যেই গোলামের সৌন্দর্য। এ থেকে একথাও জানা গেলো, চোখ নতো রাখা প্রথমকাজ আর লজ্জাস্থান সংরক্ষণ সর্বশেষকাজ। যেনো একটির জন্য অন্যটি আবশ্যকীয়। তাই যার চোখ নিয়ন্ত্রিত না, তার লজ্জাস্থানও নিয়ন্ত্রণের ভেতরে নয়।

যৌবনের মৌবনে • ৪৪

খ. আয়াতের শেষ অংশে إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ এর মধ্যে রয়েছে পবিত্রতা। চোখ নতো রাখার উপকার হলো, অন্তরে পবিত্রতা আসবে। পাপকাজের কুমন্ত্রণা অন্তরে জন্মই নেবে না। এতে তার নিজের জন্যই উপকার নিহিত। ইবাদতে একাগ্রতা আসবে। প্রবৃত্তি, শয়তানি, পাশবিক তারণা, কুমন্ত্রণা এসব থেকে প্রাণ মুক্তি পাবে। এই নির্দেশনার ওপর আমল না করলে কুদৃষ্টির কারণে অন্তরের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অন্তরে অনুশোচনার ধারা বয়ে যাবে। ফেতনায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হবে।

গ. আয়াতের শেষ অংশে إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ এর মধ্যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আল্লাহর তরফ থেকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, বান্দা যদি নির্দেশনার পরওয়া না করে, তাহলে যেনো মনে রাখে আল্লাহতায়ালার অসচেতন নন, তিনি বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপের ব্যাপারে ভালো করেই জানেন। অবাধ্যদের দমানোর পদ্ধতি তিনি ভালোই জানেন।

একথা মনে রাখবেন, ইসলাম যেখানে পুরুষদেরকে স্পষ্টভাষায় চোখ নতো রাখার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে নারীদের কথাও ভুলে যায়নি, যেহেতু নারী-পুরুষ দুইয়ের দেখার উপকরণ এক তাই নারীপ্রকৃতিতেও জৈবিকচাহিদার প্রাবল্য আছে। তাদের নিয়ে আল্লাহতায়ালার বলেছেন—

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“হে নবি! ইমানদার নারীদেরকে বলে দিন তারা যেনো তাদের চোখ নিচু করে রাখে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে।”

ওপরের দুটি আয়াতের বাইরের ও ভেতরের এ বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করছে যে, দৃষ্টির অসংলগ্নতা জৈবিকতার বিস্তৃতি ঘটায় এবং লজ্জাস্থানে শিহরণ তোলে। এ অবস্থায় মানবিক বিবেচনাশক্তির ওপর পর্দা পড়ে যায়। জৈবিকচাহিদা মানুষকে দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্ধ বানিয়ে দেয়। মানুষ গোনাহে জড়িয়ে অপদস্থতা ও লাঞ্ছনার অতলে হারিয়ে যায়। জৈবিকতার দিক থেকে পুরুষের যে অবস্থা, প্রায় একই অবস্থা নারীদেরও। নারীরা সাধারণত আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। সামান্যতেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তাদের চোখ কোনো দিকে ঝুঁকে পড়লে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই তাদের চোখ নতো রাখার প্রয়োজনটা আরেকটু বেশি। ইমাম গাজ্জালি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন—

ثُمَّ عَلَيْكَ وَقَفَّكَ اللَّهُ وَإِنَّا نَحْفَظُ الْعَيْنَ فَإِنَّهَا سَبَبُ كُلِّ فِتْنَةٍ وَافْتَةٍ

“এরপর তুমি অবশ্যই চোখের সংরক্ষণ করো। আল্লাহতায়ালার তোমাকে আর আমাকে শক্তিদান করুন! কারণ এটা প্রত্যেক ফেতনা ও বিপদাপদের কারণ।” [মিনহাজুল আবিদিন: গৃষ্ঠা: ২৮]

যৌবনের মৌবনে • ৪৫

এতে জানা গেলো, চোখের ফেতনা খুবই ভয়াবহ। অনেক ফেতনার মৌলিক কারণ এটি।

দৃষ্টি সংরক্ষণ নিয়ে হাদিস

১. নবিকারিম [সদ্ব্যাহ আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন—

غَضُّوا أَيْصَارَكُمْ وَاحْفَظُوا أَعْيُنَكُمْ

“তোমরা দৃষ্টিকে নতো রাখো এবং তোমাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করো।”

[আল-জাওয়াবুল কাফি: পৃষ্ঠা: ২০৪]

হাফেজ ইবনুল কাইয়িম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেছেন, দৃষ্টি জৈবিকচাহিদার দূত ও প্রতিনিধি হয়ে থাকে। দৃষ্টির সংরক্ষণ মূলত লজ্জাস্থান ও জৈবিকচাহিদা নিবারণের স্থানের সংরক্ষণ। যে দৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে, সে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। দৃষ্টিই এসব বিপদাপদের ভিত্তি, যাতে মানুষ পড়ে। [প্রাণ্ডজ]

২. নবিকারিম [সদ্ব্যাহ আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন—

النَّظَرَةُ سَهْمٌ مَسْنُومٌ مِنْ سِهَامِ الْيَلَسِ

“দৃষ্টি ইবলিসের তীরগুলো থেকে বিষ মেশানো একটি তীর।”

৩. কোনো কোনো পূর্বসূরির বাণী—

النَّظَرَةُ سَهْمٌ سَمَّ إِلَى الْقَلْبِ

“দৃষ্টি একটি তীরের মতো, যা অন্তরে বিষ ঢেলে দেয়।”

[ইবনেকাসির: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৮৩]

৪. নবিকারিম [সদ্ব্যাহ আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন—

الْعَيْنَانِ زَنَا هُمَا النَّظَرُ

“চোখের ব্যভিচার হলো দেখা।” [মুসলিম]

এসব হাদিস দিয়ে জানা যায়, যেলোক কোনো পরনারীর চেহারার ওপর জৈবিকবাসনাপূর্ণদৃষ্টি ফেলে, সে মনে-মনে তার সাথে ব্যভিচারও করে ফেলে। আগেকার বুজুর্গানেদীন দৃষ্টিকে ‘ভালোবাসার বাহক’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। জোলায়খা যদি হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম]-এর চেহারার ওপর দৃষ্টি না ফেলতো, তাহলে জৈবিকবাসনার কাছে অপরগ হয়ে পাপকাজের প্রস্তাব দিতো না। কয়েক মুহূর্তের অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাসের কারণে অপদস্থ ভাষায় কোরআনেকারিমে তার নাম আলোচিত হয়েছে। নির্লজ্জকাজের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত তার দিকে ইস্তিত করা হবে। শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত, কুদৃষ্টির অপদস্থতা কতো ভয়াবহ ও কঠোর হতে পারে!

যৌবনের মৌবনে ● ৪৬

হঠাৎ চোখ পড়ে যাওয়া ক্ষমাযোগ্য

অনেক সময় এমন হয়, রাস্তায় চলতে গিয়ে অথবা আসা-যাওয়ার পথে পরনারী সামনে এসে যায়। হঠাৎ তাদের চেহারার ওপর দৃষ্টি পড়ে যায়। এ অবস্থা সম্পর্কে হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] নবিকারিম [সদ্ব্যাহ আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন রাসূল [সদ্ব্যাহ আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম] উত্তরে বলেন—

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ.

“হে আলি! একবার চোখ পড়ে যাবার পর ফের তাকিও না। কারণ তোমার জন্য প্রথম তাকানো ক্ষমাযোগ্য, দ্বিতীয়টি নয়।” [মেশকাত]

এতে জানা গেলো, প্রথম হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ক্ষমাযোগ্য। তবে কোনো সময় যদি প্রথমদৃষ্টিই ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে, তাহলে এটাও হারাম। আর প্রথমদৃষ্টি ক্ষমাযোগ্য হবার উদ্দেশ্যও এই নয়, প্রথমদৃষ্টিই এতো গভীর ও অপলক, ফের তাকানোর কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে সাথে-সাথে তা ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হজরত জারির বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালি [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, আমি নবিকারিম [সদ্ব্যাহ আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে জিজ্ঞেস করলাম, যে দৃষ্টি হঠাৎ পড়ে যায়, এর বিধান কী? তিনি বলেন—

إِضْرَبْ بَصْرَكَ

“দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নাও।” [মেশকাত]

অনেক সময় বিচারক, ডাক্তার অথবা জজের শরিয়তসমর্থিত কোনো অপারগতার কারণে কোনো পরনারীর চেহারা দেখতে হয়। তাদের ক্ষেত্রে দেখার সাথে সাথে দৃষ্টিকে তৎক্ষণাত ফিরিয়ে নেয়া উচিত।

কুদৃষ্টি অনিষ্টের মূল

পরনারীর দিকে জৈবিকচাহিদায় তাড়িত হয়ে দৃষ্টি দেয়া সব অনিষ্টের মূল। শয়তান পরনারীর চেহারাকে খুব আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে। দূর থেকে সবজিনিস ভালোই দেখা যায়। এজন্য উদাহরণ প্রসিদ্ধ আছে, দূরের ঢোলের আওয়াজ সহনীয়। কুদৃষ্টির কারণে মানুষের অন্তরে গোনাহের আবরণ পড়ে যায়। যা সুযোগ পেয়ে আরো বিস্তৃত হয়। কবিল হাবিলের জীর রূপ ও গুণের দিকে দৃষ্টি ফেলার কারণে মস্তিকে এমন ভূত সওয়ার হয়েছিলো যে, নিজের ভাইকে হত্যা করে ফেলেছে! পৃথিবীতে প্রথম অব্যাহ হিসেবে অভিযুক্ত হয়।

যৌবনের মৌবনে ● ৪৭



বৌদ্ধধৰ্মৰ বৌদ্ধধৰ্ম • ৪৩

কোরআনেকারিমে তার মন্দাচারের আলোচনা এসেছে। পোনাহের ভিত্তি রচনা করার কারণে কেয়ামত পর্যন্ত যতো হত্যাকারী আসবে, এর বোকাও তার মাথায় চাপানো হবে। জানা গেলো, প্রথমদুটি ফেলা ইচ্ছাধীন, কিন্তু পরে বিষয়টি ইচ্ছার বাইরে চলে যায়। কবি বলেন-

بَلَّغَكَ أَيُّهَا النَّظَرُ بَرِيٍّ زَمَ دَكِيهِ آفِيٍّ  
[চলে কেহ এক দখর তেরী বয়ম দেখে আফে]

بَلَّغَكَ أَيُّهَا النَّظَرُ بَرِيٍّ زَمَ دَكِيهِ آفِيٍّ  
[এই জু আয়ে তু বে এখতিয়ার বইচ গারে]

একপলকে দেখবো চলো

বন্ধু তোমার মেলা

মেলায় এসে বসতে হলো

দেখতে তোমার খেলা!

এজন্য উত্তম হলো, প্রথমদুটিকেই সংরক্ষণ করা। আশঙ্কায় পরা সাবধানীলোকদের কাজ নয়।

কুদুষ্টি ব্যভিচারের প্রথমসিঁড়ি  
নবিকারিম [সদ্দায়াহ আলয়াহি ওয়া সাদ্লাম] বলেছেন-

الْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا السَّمْعُ وَاللِّسَانُ زَنَاهُمَا الْكَلَامُ وَالْيَدَانِ زَنَاهُمَا الْفِعْلُ وَالْأَرْجُلَانِ زَنَاهُمَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَتَّى وَيُضَرِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ  
[মেশকাত: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩২]

“চোখের ব্যভিচার দেখা, কানের ব্যভিচার শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার বলা, হাতের ব্যভিচার ছোঁয়া, পায়ের ব্যভিচার চলা। মনের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, লজ্জাছান এটা বাস্তবায়ন করে বা প্রত্যাখ্যান করে।”

ইমাম গাজালি [রহমাতুল্লাহি আলয়াহি] বলেন, দুষ্টি সংকেত সৃষ্টি করে, সংকেত চিন্তাভাবনা করে অস্তিত্বলাভ করে, ভাবনা জৈবিকতাড়নাকে উসকে দেয় আর জৈবিকচাহিদা ইচ্ছার বাস্তবায়ন করে।

এতে জানা গেলো, মানুষ ব্যভিচারের ইচ্ছা তখনই পোষণ করে যখন পরনারীকে দেখে। না দেখলে ইচ্ছাও জাগবে না। তাই জানা গেলো, কুদুষ্টি ব্যভিচারের প্রথমসিঁড়ি। প্রবাদ আছে, পৃথিবীর দীর্ঘতম সফর একপা ফেলার

যৌবনের মৌবনে • ৪৮

পর থেকেই শুরু হয়ে যায়। এমনিভাবে ব্যভিচারের সফর কুদুষ্টি দিয়ে শুরু হয়ে যায়। মোমিনদের উচিত, প্রথম সিঁড়িতে উঠা থেকেই বিরত থাকে।

কুদুষ্টি থেকে বেঁচে থাকায় ইমানের স্বাদ

মুসনাদে আহমাদ-এ নবিকারিম [সদ্দায়াহ আলয়াহি ওয়া সাদ্লাম]-এর কাণী বলা হয়েছে-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَخَاسِي الْمَرْأَةِ أَوْ أَوَّلِ مَرْؤَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَخَذَتْ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حِلَّاهَا

“কোনো মুসলমান প্রথমবার যখন কোনো নারীর সৌন্দর্য দেখে আর নিজের দুষ্টিকে ফিরিয়ে নেয়, আন্তাহতায়াল্লা তার ইবাদতে স্বাদ দান করেন।”

তাবরানিশরিফে পরনারী থেকে দুষ্টি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বলা হয়েছে-

مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَةِ أَنْ لَنْهُ إِسَاءَةً يَجِدُ حِلَّاهَا فِي قَلْبِهِ

“যে আমার ভয়ে (কুদুষ্টি) ছেড়ে দেয়, তাকে এমন ইমান দান করবো যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করবে।”

কতো উপকারীপণ্য! কুদুষ্টির সাময়িক ও ক্রিমস্বাদ ছেড়ে দিলে ইমানের স্থায়ী মিষ্টতা ও স্বাদ ভাগ্যে জুটবে। প্রমাণ হলো, আন্তাহতায়াল্লা এমন লোকের সিনায় শীতলতা দান করেন। এটাও নিয়ম, আমলের প্রতিদান সে ধরনের কিছু দিয়েই দেয়া হয়। তাই যেলোক পরনারীর ওপর দুষ্টি দেয়ার স্বাদ ছেড়ে দেবে, আন্তাহতায়াল্লা তাকে ইবাদত ও ইমানের স্বাদ দান করবেন।

কুদুষ্টিতে পরিতৃপ্তি লাভ হয় না

হজরত মাওলানা আশরাফ আলি ধানভি [রহমাতুল্লাহি আলয়াহি] বলেন, “কুদুষ্টি যেতোই দেয়া হোক, চাই হাজারো নারী-পুরুষ দর্শন করা হোক, খুঁটার পর খুঁটা এই সন্ধানে ঘুরে বেড়াক, তার পরিতৃপ্তি আসবে না।

কুদুষ্টি এমন পিপাসা লাগায়, যা কখনও নিবারণ হয় না। পানিশূন্যতার রোগী এই পরিমাণ পানি পান করুক যে তার পেট ফেটে যাওয়ার উপক্রম তবুও সে পরিতৃপ্ত হবে না।”

আন্তাহতায়াল্লা একজনের চেয়ে আরেকজনকে বেশি সৌন্দর্য দান করেছেন।

মানুষ যেতো সুন্দরী কাউকেই দেখুক, ফলাফল হলো একজনকে দেখেছে অন্যকে দেখার তৃষ্ণা রয়ে গেছে। এই সাগরে সারাজীবন সাঁতার কেটেও তীরে পৌঁছাতে পারবে না। কারণ এ সাগর কুলহীন।

—৪

যৌবনের মৌবনে • ৪৯



کدھڑی کتکے پاٹ کرے

دھڑیر تیر یخن بیک হয়ে یام، تখন مرمپیڈا وڈھ بادتہی থাকے । کدھڑی  
یختا بادے، ایتہی کتکے گتیر ہتہ থাকے । ہافےج ایبنولکایم  
[رہماتڑاھیا آلائیہی] বলেন، "دھڑیر تیر نیفےپ کرلے نیفےپکاری پرثمے  
بیکھ ہئ ۔ کارن دھڑیرنیفےپکاری آریکے دھڑیر تار کتکے وڈھ بالے  
منے کرے ۔ اٹھ تہ کتکے آریا گتیر کرے ۔"

[آل-جوغاٹول کاف: پٹا: 819]

کبی বলেন-

لوگ کٹھ لے کے پٹے ہیں  
[لوگ کٹھ سے باٹ کے چلتے ہیں]

ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں  
[ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں]

بچتے سدا بچتے لہو

کٹار آجات تھکے

کیت تہمار رکت کھڈے

فولے آجات تھکے!

ہافےج ایبنولکایم [رہماتڑاھیا آلائیہی] বলেন-

الصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الْبَصْرِ أَيْسَرُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الْقَلْبِ بَعْدَهُ

دھڑیر نتہ کرہ سہج، کیت دھڑیر دیرار پیرے تادناہی دیر دیر کٹن ۔

[آل-جوغاٹول کاف: پٹا: 218]

کدھڑی تھکے بڑھو نیراپد نئ

بھڈیرار تھکے آنیکہی بےتہ یام ۔ کارن ار جنی آنیک کٹھڈ پڈاوتہ  
ہئ ۔ پرثمتہ، یار ساٹھ بھڈیرار کرے تار سمبڈ لاگے ۔ دھڑیرت،  
وڈھڈ جیگیا و سوہیگے دیرکار ۔ دھڑیرت، نیرننٹا لاگے ۔ کارن، بڑ  
تھکے، نا جانی کے دھڈے آری ایجٹ-سمان سب ڈھڑیرت ہئ ۔ ارجن  
سب و ڈھڑیرار تہتہ کم پڈے ۔ یڈ پشادار کونو ناریار ساٹھ  
بھڈیرار کرے تہتہ، تہلے پانیر مٹہ پئسا ڈالے تہتہ ہئ ۔ وڈھڈ ایڈس،  
سیفیلس جاتی جٹیل جٹیل یونورارگے بڑ تھکے ۔ آری کدھڑیر ی  
گوناہ، ار جنی کونو وڈھڈرگے پرارون پڈے نا ۔ ایتہ مان-سمان  
کھڈ ہڈیار کونو آشکھا و نہی ۔ کارن نیڑتےر بھڈیرار تہ اکماتڑ  
آلاہتایالا جانی ۔ وڈ بڑھو، یے باٹوے سہاسےر کھماتہی راتھ نا،

یونیر یونیر • ۵۰

سے و کدھڑیر گوناہے جڈیرے یام ۔ بڑ تار مٹھے گوناہےر آفیسےس وڈھ  
بڈتہی تھکے ۔ کبی বলেন-

جوانی سے زیادہ وقت میری جوش ہوئے

[جوغانی سے ییاداہ وڈھڈ پیری جوش ہوتا ہام]

میرے جوش سے جوش ہوئے

[بڑکٹا ہام ڈیرارے سواہ جہ باموش ہوتا ہام]

منیر چاویا یام بےڈے یام

یونک ہلے بڑھو

پرثاترہی کھلے سے وڈے

سکال ہلے وڈھ ۔

آنیکےر شریار بڑھو ہتہ تھکے آری من ہتہ تھکے سکیب ۔ تارا سبسم  
یونکے منے کرے ۔

کبی বলেন-

میری تمام ذکر جوانی میں گئی

[پیری تامام بیکرے جوغانی مے کٹ گاری]

کیا رات تھی کہ ایک کہانی میں گئی

[کیا رات تھی کہ ایک کہانی میں گئی]

یونیرنیرے سمرن کرے

کٹیلو جیبنوہلے

کمن مزار رات یے ڈیلو

کمن مزار کھلا!

آنیکےر اکپا کبرے چلے یام، کومر بکا ہئے آسے، تہو و یونیر  
کھج کرے ۔

کبیر بھای-

میں کبھی تھی جوانی مگر پتہ نہ چلا

[اھی کاهی بی جوغانی ماریار پاتاہ ناہ چلا]

اسی کو ڈھونڈ رہا ہو کر چھکے ہوئے

[اھی کو ڈھونڈ راتھ ہو کمر بکاہے ہوئے]

اے کھوٹا ڈھولو

بھجھ آمی یارے

یونیر یونیر • ۵۱

জীবন গেলো তার পেছনে  
পাই না ঝুঁজি তারে!

ভাববার বিষয় হলো, যৌবনকাল যদি গাফিলতির মধ্যে কেটে থাকে, বার্ষিক্য  
অবস্থায় আল্লাহকে বেশি-বেশি স্মরণ করা উচিত। অথচ ঘটছে এর উল্টো।  
কবি বলেন-

عہدِ جوانی میں جوانی کی اسنگ  
[আহদ পীরী মৌ জাওয়ানী কী আমঙ]

آؤ کس وقت میں کیا یاد آیا  
[আহ কিস ওয়াক্ত মৌ কিয়া ইয়াদ আয়া]

জীবন শেষের আজ অবেলায়

এলো ফিরে জোশ

কেমন দিনে কেমন কথা

নেই কীরে তার হুঁশ!

ভামাশার আরেকটি দিক হলো, নারীরা বুড়ো মনে করে তার সাথে পর্দা করে  
না, ফলে তার জন্য কুদৃষ্টির গোনাহে জড়ানো আরো সহজ হয়ে যায়।  
যৌনোক্তার বুড়ো চুল সাদা করে ফেলে তখন তার অন্তরও কলুসিত হয়ে  
যায়। হাশরের দিন সময়ের ভাষায় বলবে-

نا کردہ نساہوں کی بھی حسرت کی طے دار

[না করদাহ গুনাহু কী ভী হাসরত কী মিলে দাদ]

یارب! اگر ان کردہ نساہوں کی سزا ہے

[ইয়া রব! আগার উন করদাহ গুনাহু কী সাযা হায়]

হয়নি করা যেসব গোনাহ

তার যদি হয় সাজা

ভাবছি খোদা কেমন হবে

আমার গোনাহর কাজা!

হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, একবুড়োর সাথে আমার পরিচয়  
ছিলো, যিনি অনেক কাজে ছিলেন খোদাভীরু। কিন্তু তিনি নিজে তার অবস্থা  
বলেছেন, আমি পরনারীকে লোভাতুর চোখে দেখার কাজে জড়িত। কুদৃষ্টির  
ক্ষতি কতো ভয়াবহ, বুড়ো, কবরের কিনারায় চলে গেছে কিন্তু পুরনো রোগ  
তার সাথেই লেগে আছে!

যৌবনের মৌবনে • ৫২

কুদৃষ্টির কারণে আমাদের শক্তি হিনিয়ে নেয়া হয়

শায়খুলহাদিস মাওলানা মোহাম্মাদ জাকারিয়া [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন,  
কুদৃষ্টি খুবই ধ্বংসাত্মকরোগ। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবের ওপর আমারও  
অভিজ্ঞতা আছে, জিকিরে মশগুল হওয়ার আগে তাদের মধ্যে জোশ আসে  
কিন্তু কুদৃষ্টির কারণে ইবাদতের মজা ও স্বাদ বিলীন হয়ে যায়। এরপর আস্তে-  
আস্তে ইবাদত ছেড়ে দেয়ায়ও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে!

[আপবিতি: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৪১৮]

যেমন, সুস্থ কোনো যুবকের যদি জ্বর হয় আর যাওয়ার কোনো নাম গন্ধও না  
থাকে, তাহলে দুর্বলতার কারণে তার জন্য চলাফেরাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।  
কোনো কাজ করতে মন চায় না। বিছানায় পড়ে থাকতে মন চায়। এমনিভাবে  
যাকে কুদৃষ্টির অসুস্থতায় পেয়ে বসেছে, সে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়ে।  
তার পক্ষে ভালো কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যভাবে বললে আমল করার  
শক্তি তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়। ভালো কাজ করতে চাইলেও কুদৃষ্টির  
কারণে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কবির ভাষায়-

تیرے تھیں ناز کو تم سن کے ذکرِ حور

[তইয়ার থে নামায কো হাম সুন কে জিকরে হুর]

بلوہ یوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی

[জালওয়াহ বুতু কা দেখহু কর নিয়াত বদল গায়ী]

পড়তে নামাজ তৈরি ছিলাম

হরের কথা শুনে

কিন্তু ভুতের কারিশমাতে

মজলোরে তার গুণে!

স্মৃতিশক্তি কমে যায়

হজরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলতেন,  
বিয়ে বৈধ এমন নারী বা অল্পবয়স্ক ছেলেদের দিকে খারাপ চোখে তাকালে  
স্মৃতিশক্তি কমে যায়। একথার সত্যতার জন্য এটাই যথেষ্ট, কুদৃষ্টিদানকারী  
হাফেজের কোরআন মুখস্থ থাকে না। যে ছাত্র কোরআন মুখস্থ করতো, তার  
পক্ষে মুখস্থ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ইমাম শাফি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] তাঁর শিক্ষক ইমাম ওয়াকি [রহমাতুল্লাহি  
আলায়হি]-এর কাছে মুখস্থশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করেন। তিনি তাঁকে  
গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দেন। ইমাম শাফি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]  
এ কথোপকথনকে আরবিকবিতায় বলেছেন-

যৌবনের মৌবনে • ৫৩



مَكُونُ إِلَى وَيَكُونُ سُوءَ حَفِظٍ  
[শাকউতু ইলা ওকীইন সূআ হিফযী]  
فَأَوْصَانِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي  
[ফাআউসা-নী ইলা তরকিল মাআ-সী]  
فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنَ الْهِبَى  
ফাইন্না ইলমা নুরুম মিন ইলাহী]  
وَنُورُ الْمَلَأِ لَا يُخْطِئُ لِمَعَاصِي  
[ওয়া নুরুম-হি লা য়ু'তা লিআ-সী]  
বলছি আমি অকির সনে  
আমার পড়া রয় না মনে  
করবো আমি কী?

রাখবে না আর গোনাহ মনে  
পণ করবে আমার সনে  
পারবে তুমি কি?  
কারণ, এলেম আল্লাহপাকের  
দয়ারই দান নুর  
ছাড়লে গোনাহ তবেই পাবে  
মহান খোদার নুর।

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এতে শিক্ষা নেয়ার উপকরণ আছে।

কুদৃষ্টি অপদস্থতার কারণ  
শায়েখ ওয়াসেতি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলতেন, যখন আল্লাহতায়াল্লা কোনো বান্দার অপমান ও অপদস্থতা চান, তখন তাকে সুদর্শন চেহারা দেখার কুঅভ্যাসে পতিত করেন। এতে জানা গেলো, কুদৃষ্টি অপমান ও অপদস্থতার মৌলিককারণ। যেসব সৌভাগ্যবান তাদের দৃষ্টিকে নতো রাখে, তারা অনেক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পায়। মির তকি মিরের ভাষায়—

اس عايشي من عزت سادات محبي  
[ইস আশেকী মৈ ইজ্জতে সাদাত ভী গায়ী]  
প্রেম করে কুলমান যে গেলো  
প্রাণটি বুঝি যায়

মৌবনের মৌবনে • ৫৪

তবুও তুমি আমার হলে  
প্রাণটি বেঁচে যায়!

মিজী গালিব বলেন—

عشق نے غائب کما کر دیا  
[ইশক নে গালিব নেকাম্মা কর দিয়া]  
وہ ہم بھی ادنیٰ تھے کام کے  
[ওয়ারনাহ হাম ভী আদমী থে কাম কে]  
প্রেম তোমারে করলো গালিব  
কর্মহীন এক যোগী  
নইলে তুমি কাজের ছিলে  
নয়তো কোনো যোগী।

কুদৃষ্টির কারণে বরকত শেষ হয়ে যায়

কুদৃষ্টির মন্দপ্রভাবের অন্যতম হলো, মানুষের জীবনের আয়-রোজগার এবং সময়ের বরকত নিঃশেষ হয়ে যায়। ছোটো ছোটো কাজে বড়-বড় সমস্যা আসবে। মানুষ যে চেষ্টাই করুক, তা অধরা থেকে যাবে। বাইরে মনে হবে, কাজ হয়ে যাবে, কিন্তু যথাসময়ে কাজ শেষ হয়েও হবে না। এটি আরো চিন্তা ও পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। লোকেরা মনে করবে, কেউ কিছু করেছে। কিন্তু মূলত সে নিজের অপকর্মের জন্যই বিপদে পরেছে। নিজেই একথা স্বীকার করবে, একটি সময় ছিলো মাটিতে হাত রাখলে সোনা হয়ে যেতো, কিন্তু এখন সোনায় হাত রাখলেও তা মাটি হয়ে যাচ্ছে! জানা গেলো, কুদৃষ্টির কারণে মানুষের জীবনের বরকত চলে যায়।

কুদৃষ্টিদানকারীর ওপর শয়তানের অনেক প্রত্যাশা

একবুজুর্গের শয়তানের সাথে দেখা হলো। তিনি শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন ক্ষতিকারক একটি কাজের কথা বলো, যার কারণে মানুষেরা সহজে তোমাদের জালে ফেঁসে যায়।' অভিশপ্ত শয়তান জবাব দিলো, 'পরনারীর দিকে কামুকদৃষ্টি দেয়া এমন কাজ, আমি ওই লোকের ওপর প্রত্যাশা রাখি, কোনো না কোনো সময় আমি তাকে সে গোনাহে জড়িয়ে আমার জালে ফাঁসিয়ে দেবো। যেসব লোক তাদের চোখ নিচু রাখে, আমার অনেক সাধনাও তার ওপর কৃতকার্য হয় না। আমি চারদিক থেকে আদমসন্তানদেরকে মন্ত্রণার জালে ফাঁসানোর চেষ্টা করি। নিচের দিক হলো নিরাপদ। যে চোখ নিচু করে রাখে, সে আমাকে আশাহতো করে।'

মৌবনের মৌবনে • ৫৫

কুদৃষ্টির কারণে পুণ্য নষ্ট আর পাপ অনিবার্য  
পরনারী দিকে লোভাতুর দৃষ্টিদানকারী ক্রতো হোক বা দেহিতে, প্রেমের  
ফাঁদে আটকে যায়। সে সৃষ্টিজীবকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নেয়। কবি বলেন-

تَوَمَّرَ دِينَ إِيْمَانِ حَيَّانِ  
[তু মেরা দীন ঈমান সাজনা]  
তুমি আমার দীন কী ইমান  
তুমিই আমার আশা  
তোমায় পেলে হয় যে পাওয়া  
আমার ভালোবাসা।

এটাকে গোপন শিরক বলা হয়। অথচ শিরক এমন গোনাহ, যা সব পুণ্যকে  
নষ্ট করে ফেলার কারণ হয়। এটাকেই বলে পুণ্য নষ্ট, পাপ অনিবার্য।

কুদৃষ্টির কারণে আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠে  
নবিকারিম [সদ্বাদ্ধ আলয়াহি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন-

أَنَا غَيُورٌ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمَنْ غَيَّرَ تَبَهُ حَرَمَ الْفَوَاحِشَ مَا كَلَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُنْ  
“আমি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, আল্লাহতায়াল আমার চেয়েও বেশি  
আত্মমর্যাদাশীল। আত্মমর্যাদার কারণেই আল্লাহতায়াল বাইরের ও ভেতরের  
অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন।”  
কুদৃষ্টি অশ্লীলকাজগুলোর ভূমিকাস্বরূপ। যে একাজে জড়ায়, আল্লাহতায়াল  
তার প্রতি আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠে। নিজের মহান দরবারে তাকে অভিশপ্ত  
ও বিতারিত হিসেবে আখ্যায়িত করে। কুদৃষ্টিদানকারীকে তার রহমত থেকে  
দূরে ঠেলে দেয়। যারা ভালো হয়ে জীবন কাটাতে চায়, তারা যেনো কুদৃষ্টি  
থেকে বেঁচে থাকেন। এতে তাঁর রহমতের কাছাকাছি যেতে পারবেন।

কুদৃষ্টিদানকারী অভিশপ্ত  
হাদিসে আছে-

لَعَنَ اللَّهُ النَّاطِرَ وَالْمُنْظُرَ إِلَيْهِ

“আল্লাহতায়াল অভিশাপ দিয়েছেন দৃষ্টিদানকারী আর দৃষ্টিদানের সুযোগ  
দানকারিনীর ওপর।” [বায়হাকি, মেশকাত]

যেসব মায়ে সেজেগেজে রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করে আর যেসব লোক তাদের দিকে  
লোভনীয় চোখে তাকায়, এই দুই শ্রেণীই আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত। এটা কতো বড়  
ক্ষতির কথা, কুদৃষ্টিদানকারী গোনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় আল্লাহর রহমত থেকে

যৌবনের মৌবনে • ৫৬

দূরে সরে থাকে আর অভিশাপ পাবার যোগ্য হয়ে যায়। কুদৃষ্টিদানকারী গোনাহ  
থেকে তওবা করায় দেহি করা ঠিক নয়। এমন যেনো না হয়, এদিকে মরণ চলে  
এলো, অন্যদিকে রহমতের বদলে অভিশাপের ধারা বইছে।  
আল্লাহতায়াল বলেন-

خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ  
“এটা দুনিয়া ও পরকালের অপদস্থতা এবং স্পষ্ট অপদস্থতা।”

কুদৃষ্টিকে লোকেরা হালকা মনে করে

কুদৃষ্টি যদিও অনেক বড় পাপকাজ কিন্তু বেশিরভাগ লোক এটাকে হালকা মনে  
করে। এজন্য নিসংকোচে তা করে যায়। এই গোনাহ যৌবনের শুরুতে  
যৌনোবাসনার প্রাবল্যের কারণে করে থাকে। পরে তা এমন ব্যাধির আকার  
ধারণ করে, কবরে যাওয়া পর্যন্ত তা আর যায় না। তাই এই গোনাহটি হালকা  
কোনো গোনাহ না, বরং-

إِنَّهُ مِنْ أَكْثَرِ الْمَصَائِبِ  
“এটি বড় বিপদের একটি।”

কুদৃষ্টি থেকে কুকর্ম পর্যন্ত

হাফেজ ইবনুলকাইয়িম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, যৌন কলেক্টারীর শুরু  
হয় দেখা থেকে, যেমন আগুনের শুরুটা একটিমাত্র স্ক্লিশ থেকে। এজন্য  
লজ্জাস্থানের সংরক্ষণের জন্য দৃষ্টির সংরক্ষণ জরুরি।

[আল-জওয়াবুল কাফি: পৃষ্ঠা: ২০৪]

যেসব লোক কুদৃষ্টিতে জড়ায় তারাই শেষে কুকর্মে জড়িয়ে পড়ে। যারা তাদের  
দৃষ্টিকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়, তাদের লজ্জাস্থানও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। তখন  
সে মানুষকে অপকর্মে বাধ্য করে। তাই জানা গেলো, প্রথমে চোখ ভূমিকা  
রাখে, পরে লজ্জাস্থান পূর্ণতা দেয়।

কুদৃষ্টির কারণে শরীরে দুর্গন্ধ

শায়খুলহাদিস মাওলানা মোহাম্মদ জাকারিয়া [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন,  
এটি খুবই পরীক্ষিত বিষয়, কুদৃষ্টির কারণে কাপড়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়।

[আপবিতি]

কুদৃষ্টি কতো ক্ষতিকর বিষয়, তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হয়ে যায়।  
এমনকি শরীর ও কাপড়ে উৎকট গন্ধ ভেসে আসে। আর যারা তাদের দৃষ্টিকে  
পবিত্র বানিয়ে নেয় এবং পবিত্রতম জীবনযাপন করে, তাদের শরীর থেকে

যৌবনের মৌবনে • ৫৭



সুগন্ধি আসতে থাকে। হাদিস থেকেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর পবিত্র শরীর থেকে এই পরিমাণ সুগন্ধি ভেসে আসতো যে, সাহাবায়েকেরাম অনুমান করে নিতেন, এ রাস্তা দিয়ে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] গেছেন। একহাদিসের বর্ণনায় আছে, উম্মে সালিম [রদিয়াল্লাহু আনহা] ছোটো শিশুদের সাহায্যে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর ঘামের ফেঁটা শিশিতে জমা করে নিতেন। পরে তা যখন সুগন্ধির সাথে মেশাতেন, তখন সুগন্ধি বেড়ে যেতো অনেক গুণ। এ বিষয়টিই দেখা যায় হজরত আবুবকর সিদ্দিক [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর মধ্যে। হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহা] বলতেন-

كَانَ رِيحُ أَبِي بَكْرٍ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“আবুবকরের গায়ের সুগন্ধ সুগন্ধির সুগন্ধের চেয়েও বেশি ছিলো।” জানা গেলো, পবিত্র ও শালীন জীবনযাপনকারীর শরীরে সুগন্ধির সৃষ্টি হয়। আর কুদৃষ্টি ও অশ্লীলতায় জড়ানো লোকের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। ইউরোপ-আমেরিকায় সফরকারীরা এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, ফিরিসিলোকেরা দেখতে স্মার্ট-ফিটফাট মনে হয়, তাদের কাপড়ও অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কিন্তু বিমানে পাশের সিটে বসলে একধরনের দুর্গন্ধ তাদের শরীর থেকে ভেসে আসতে থাকে। আল্লাহতায়ালার কোরআনমাজিদে বলেছেন-

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

“নিশ্চয় মুরিকরা নাপাক-অপবিত্র।”

সারাদুনিয়া জানে, নাপাকের মধ্যে দুর্গন্ধ থাকে। এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

#### কুদৃষ্টির নগদ সাজা

কুদৃষ্টির একটি ধরন হলো, কারো ঘরের ছিদ্র, জানালা অথবা দরোজা দিয়ে দেখা হয়। হাদিসশরীফে এর প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এমনকি ঘরের মালিককে এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে, দর্শনকারীর চোখ গলিয়ে দিতে পারবে। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন-

إِنْ أَمْرًا أُلْغِيَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخُذْ قِتَّةً بِخَصَاةٍ فَفَقِّطْ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

“কেউ যদি অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরের দিকে উঁকি মেরে দেখে, তুমি তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করো। এতে যদি তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তাতে তোমার কোনো অপরাধ হবে না।” [ইবনে কাসির: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৮০]

যৌবনের যৌবনে • ৫৮

কুদৃষ্টির কারণে কোরআন ভুলে গেলো।

ইমাম ইবনে জাওজি তাঁর ‘তালবিসে ইবলিস’ কিতাবে লিখেছেন, আবুআব্দুল্লাহ ইবনে আজলা বলেন, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটি সুদর্শন খ্রিস্টান বালককে দেখছিলাম। এমন সময় আবুআব্দুল্লাহ বললি হঠাৎ আমার সামনে দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, দাঁড়িয়ে আছো কেনো? আমি বললাম, চাচা! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সুদর্শন চেহারাটি দেখছিলাম কীভাবে তাকে দোজখে শাস্তি দেয়া হবে। তিনি তার দুটি হাত দিয়ে আমার দু’কাঁধের মাঝে আঘাত করে বললেন, এই কুদৃষ্টির ফল তুমি পাবে। যদিও বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু চল্লিশবছর পর আমি এই গোনাহের অন্ততপরিণতি দেখলাম। কোরআনমাজিদ আমার আর স্মরণ রইলো না!

[তালবিসে ইবলিস: পৃষ্ঠা: ৩৪৯]

আবুল আদইয়ান বলেন, আমি আমার উস্তাদ আবুবকর দাক্কাকের সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম, একটি কিশোরের চেহারার ওপর আমার লোভের দৃষ্টি পড়ে। শায়েখ সাথে সাথে বুঝে ফেললেন, তিনি বললেন, তুমি এর পরিণতি ভোগ করবে। কিছুদিন পর আমি কোরআনমাজিদ ভুলে গেলাম!

#### কুদৃষ্টি ও ছবি

কুদৃষ্টির একপ্রকার হলো ওই উলঙ্গ ছবি দেখা, যা সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের সৌন্দর্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা যৌনোন্মাদগাজিনের পাতায় পাতায় ছাপা হয়। ফিলা-নাটকের নায়িকাদের ছবি দেখা, খবর দেখার বাহানা করে টেলিভিশনের অশ্লীলদৃশ্য দেখা, পথ চলতে গিয়ে রাস্তায় সাঁটানো সিনেমার পোস্টারের ছবির দিকে নজর দেয়া, গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের ছবি লুকিয়ে লুকিয়ে রাখা ও দেখা অথবা অশ্লীলদৃশ্যসম্বলিতো সিডি দেখা-এসবকিছুই হারাম। কেউ কেউ বিয়ে-শাদির সময় সম্মিলিতভাবে তোলা ছবি নিজের কাছে রাখে আর অন্যদের দেখায়। ছবি দেখা সরাসরি দেখার চেয়ে ক্ষতিকর। পথ চলতে গিয়ে পরনারীকে এতো নিবিড়ভাবে ছবিতে দেখা যায়। এর থেকে বেশি সতর্ক থাকা উচিত। বিবৃতি এককবি ছবির প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন-

تَرَى تَصَوِّرُ فِي أَيْدِي بَاتٍ تَحْتَهُ سَيْمِي زَالِي

[তেরী তাছবীর মৈ এক বাত তুখ সে ভী যালী হায়]

کہ جتنا چاہو بوسے لو نہ جگر کی ہے نہ گلی ہے

[কেহ জিতনা চাহো বসে লো না জ্বারকী হায় নাহ গালী হায়]

তোমার সাথে তোমার ছবির

নেইতো কোনো মিল

যৌবনের যৌবনে • ৫৯

ইচ্ছে যতো চুমোই ততো  
দেয় না তো সে কিল ।

কুদৃষ্টি এবং সৌন্দর্যহীনের ধোঁকা

কোনো কোনো মূর্খলোক বলে থাকে, আমরা সুন্দর অবয়বের দৃশ্যগুলো দেখে আত্মহত্যার শ্রেষ্ঠের প্রকাশ অনুভব করি। এটা শুধু ধোঁকা আর শয়তানিমন্ত্রণ। আত্মহত্যার কতো বৈধো ও জায়েজবজ্ঞ বানিয়েছেন, যা তাঁর মহান ও শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তুলে। ফুলের বাহারী ধরন দেখুন, এর সৌরভ সম্পর্কে ভাবুন। এর সুগন্ধ কীভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে নেয় তা নিয়ে চিন্তা করুন। ফুলের বিচিত্রতা আর স্বাদ নিয়ে ভেবে দেখুন, আত্মহত্যার বালন-

أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

“এই ফুলগুলোর প্রতি তাকাও, যখন তা ফল নিয়ে আসে।”

সাগর, হ্রদ ও কর্ণাধারার দিকে দৃষ্টি ফেলুন। জমিনের প্রশস্ততা, আকাশের বিশালত্ব মানুষকে ভাবনায় ত্যাগিত করে।

আত্মাহ রাকবুলআলামিন বলেন-

أَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

“তবে কি তারা উত্তর দিকে তাকায় না, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশের দিকে, কীভাবে তা ওপরে স্থাপন করা হয়েছে? আর পর্বতমালার দিকে কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে? আর জমিনের দিকে, কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে?”

ভাবতে চাইলে চাঁদ, সূর্য, তারা নিয়ে ভাবুন। বাতাসে উড়ন্ত সুন্দর পাখি আর সাগরের মাঝে চলন্ত বিচিত্র মাছ কি ভাবার জন্য যথেষ্ট নয়? শুধু কি মানুষের চেহারাই দেখার জন্য রয়েছে? এসবই পাপের প্রতি ত্যাগিত করার মন্ত্রণা। হাকিমুলউম্মত মাওলানা আশরাফ আলি খানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর সামনে একবার মনের হাতে অপারগ এমন একলোক এই অপারগতা উপস্থাপন করলো, আমি তো সুন্দর ও সুশ্রীচোহারাগুলো এজন্য দেখি, এতে আত্মহত্যার নিপুণতা ও ক্ষমতা ফুটে উঠেছে। তিনি খুবই শিক্ষণীয় একটি উত্তর দিলেন-তিনি বললেন, তুমি তোমার মায়ের লজ্জাহানের দিকে তাকিয়ে একটু ভেবে, কীভাবে ছোটো এই পথটুকু দিয়ে তোমার মতো লোককে জন্ম দিয়েছেন!

কুদৃষ্টির ক্ষতি

হজরত ওসমান গনি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর কাছে একলোক এলো, যার দৃষ্টি রাস্তায় নিখিঁজায়গায় পড়েছিলো। হজরত ওসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু] তাকে দেখেই চিনে ফেললেন এবং বললেন-

যৌবনের মৌবনে • ৬০

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَخْرُجُ الرِّثَاءَ مِنْ أَغْيُنِهِمْ

“এই জাতির কি হলো! তাদের চোখ দিয়ে ব্যক্তির উপকে পড়ছে।”

ওই লোক অবাক হয়ে গেলো। বলতে লাগলো, এখনও কি আসমানিবাবর্তী আসর ধারা অব্যাহত আছে? ওসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু] বললেন, না এটা মোমিনের সূক্ষ্মদৃষ্টি।

إِنَّمَا أَفَرَسَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَةَ يَنْظُرُونَ نُبُورَ اللَّهِ

“সূক্ষ্মদৃষ্টিকে ভয় করো, কারণ তারা আল্লাহর নূর দিয়ে দেখেন।

আধ্যাত্মবাদীরা লেখেন, কুদৃষ্টি দিয়ে চোখে এমন অন্ধকার সৃষ্টি হয়, যাকে চোখসম্পন্ন লোকেরা চিনে ফেলে। পবিত্র ও খোদাতীক লোকদের চোখে নূর-আলো থাকে।

কুদৃষ্টির করুণ পরিণতি

হজরত শায়খুলহাদিস জাকারিয়া [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, একলোকের হজরত শায়খুলহাদিস এসে গেলো, লোকেরা তাকে কালেমা পড়তে চাইলো। তখন সে বললো, আমার জিহ্বা নড়াচড়া করে না। জিজ্ঞেস করা হলো, এর কারণ কী? সে বললো, একমহিলা আমার কাছে তোয়ালে কিনতে এসেছিলো। আমার ভালো লেগে যায়, আমি লোভনীয় চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখছি। [আপবিতি: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৪২০]

ইবনে জাওজি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেছেন, মিসরের জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন আজান দেয়ার জন্য মিনারের উঠলো। পাশের ছাদে চোখ পরতেই একরপসী খ্রিস্টান মহিলাকে দেখতে পেলো। ভাবলো, নতুন ভাড়াটিয়া মনে হচ্ছে, আজানের পর গিয়ে পরিচিত হবো। আজান সেরে মোয়াজ্জিন সাহেব ওই পড়শীর দরোজায় গিয়ে হাজির হলেন। দরোজায় কড়া নাড়ার পর ওই মেয়ের বাবার সাথে দেখা হলো। কথাবার্তা বলে জানতে পারলেন, মেয়েটি কুমারী। মোয়াজ্জিন বললেন, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। মেয়ের বাবা বললেন, আমাদের ধর্ম গ্রহণ করুন, আমি বিয়ে দেবো। মোয়াজ্জিনের মনে কামনার এমন ভূত কোঁকে বসেছিলো, তিনি হ্যাঁ বলে দিলেন। মেয়ের বাবা বললেন, আপনি ওপরের তলায় আসেন। বসে বিস্তারিত আলাপ করবো। মোয়াজ্জিন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। হঠাৎ সিঁড়িতে পিছলে পড়ে গিয়ে পাড়ের রগ ছিঁড়ে মোয়াজ্জিন মারা গেলেন। কবির ভাষায়-

نَدَّاهِي لِمَا دَوَّسَ صَم

[নাহ খোদাহী মিলা নাহ বিসালে সনম]

যৌবনের মৌবনে • ৬১



যৌবনের মৌবনে • ৬৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنٍ  
بَاكِئَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَيْنَ غَضَّتْ عَنْ مَحَلِّهِمُ اللَّهُ وَعَيْنٌ يَهْدُثُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَعَيْنٌ خَرَجَ مِنْهَا وَمِثْلُ رَأْسِ الدَّيْبِ مِنَ حَفْطَةِ اللَّهِ

“হজরত আবুহুরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে, নবিকারিম  
[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন, প্রতিটি চোখ কেয়ামতের দিন  
কাদবে, শুধু ওই চোখ ছাড়া, যা আত্মাহুর নিখিলকৃত বস্তু দেখা থেকে বিরত  
থেকেছে, যে চোখ আত্মাহুর রাস্তায় জোগেছে আর ওই চোখ, যা আত্মাহুর ভয়ে  
কৈদেছে। আর তা থেকে মাছির মাথার পরিমাণ অশ্রু বের হয়েছে।”

[তারগিব ও তারহিব]

#### কুদৃষ্টি থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা

কুদৃষ্টির গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা  
উচিত। পুরুষদের জন্য শুধু পরনারী দেখার বিষয় নয়, যদি মাহরাম বা কাছের  
আত্মীয় নারীদের দেখলে কামনা জাগে, তবে তাদেরকে দেখা থেকেও বিরত  
থাকতে হবে। ছোটোছেলেদের প্রতিও তাকাবে না। বরং যদি কোনো পুরুষের  
চেহারা দেখে গোনাহের কথা কল্পনায় আসে, তাহলে তার চেহারা দেখা  
থেকেও বেঁচে থাকবে। একই বিষয় নারীদের ক্ষেত্রেও। তাদের জন্য শুধু  
পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেয়াই নিষেধ না বরং যদি কোনো ছেলের চেহারা দেখে  
অন্তরে গোপন কামনা জাগে, তাহলে তার দিকেও ফিরে তাকাবে না। পুরুষ  
যেনো কোনো ছোটোছেলের দিকে চোখ স্থির করে না তাকায় সে ব্যাপারে  
হজরত আবুহুরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] নিষেধ করেছেন।  
আমাদের আগেকার ওলামায়েকেরাম বলেছেন, তোমরা ছোটোছেলেদের পাশে  
বসো না। কারণ এটা নারীসংক্রান্ত দুর্ঘটনা থেকেও মারাত্মক। এর মধ্যে  
সুফ্লা হলো, পর কোনো মেয়ের কাছে বসলে তো অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে,  
কিন্তু অল্পবয়সী ছেলের পাশে বসলে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। তাই  
দুর্ঘটনা ঘটান সমূহ আশঙ্কা থাকে। এই বিবেচনাটুকু করা দরকার, মহিলাদের  
জন্য পুরুষদের পর্যন্ত পৌঁছাতে অনেকগুলো প্রতিবন্ধকতা আছে। কিন্তু একজন  
মহিলার জন্য অন্যমহিলার পাশে বসা অভিসহজ। তাই নারী যদি অন্তরে এই  
আশঙ্কা বোধ করে, অমুক নারীর পাশে বসলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা  
আছে, তাহলে তার থেকে এতোটুকু দূরত্ব বজায় রাখা উচিত, যেমন পুরুষদের  
থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। এমনকি তার চেহারার দিকেও ফিরে তাকাবে না।  
অতিরিক্ত কথাবার্তা বলা থেকেও বিরত থাকবে। কবির ভাষায়—

যৌবনের মৌবনে • ৬৪

قدم قدم في بيوتنا لازم  
[কদম কদম পেহ এহী এহতিয়াত লামেম হায]  
که خنجر ہے ہر دنیا کی  
[কেহ খুনতায়ির হায এہ دُنئیَا کسِی باہانے کِی]  
ہار کدمے راکھتے ہے  
سُتِ کُتُوبِ دُستی  
এই দুনিয়া পায় না ছতো  
করতে অনাসুটি।

#### কুদৃষ্টির দিগে হাতিও পিছলে যায়

যার কুদৃষ্টির অভ্যাস হয়ে যায় সে কখনও তার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করতে  
পারে না। শয়তান তাকে খুবই কৌশলে ধোঁকা দেয়—তুমি তো শুধু দেখছো  
কিন্তু করছো তো না। অথচ এই দেখাই করার ভূমিকা। বাহ্যিক মানুষ যতো  
দৃঢ়পদই (হাতি) হোক, যদি কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে না থাকে, তাহলে একদিন না  
একদিন পিছলে যাবে। কবির ভাষায়—

اب جس کے تئیں ائے وہی پائے روشنی  
[আব জিস কে জী মৈ আয়ে ওহী পায়েরোশনী]  
ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا  
[হাম নে তো দিল জালা কে সারে আম রাখ দিয়া]  
آسবে تুমی یار منہ سے  
سہی تو پাবে آلو  
پڑے پڑے نیٹ ہبے  
سربے بہتو کالو।

#### কুদৃষ্টির তিনটি বড় ক্ষতি

কুদৃষ্টির কারণে মানুষের মধ্যে জৈবিকউন্মাদনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মানুষ  
এই বন্যার তীব্রতায় ভেসে যায়। এতে তিনটি বড় ক্ষতি সংঘটিত হয়:  
এক. কুদৃষ্টির কারণে মানুষের অন্তরে কল্লিত প্রিয়ার অনুভূতি জন্ম নেয়। সুন্দর  
চেহারা তার মন ও মস্তিষ্কের ওপর নিয়ন্ত্রণ করে নেয়। ওইলোক জানে, আমি  
এই সুন্দর আকৃতি পর্যন্ত পৌছাতে পারবো না কিন্তু তারপরেও নিজনে তার  
ভাবনায় বিভোর থাকে। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কল্পনার জগতে তার  
সাথে কথাবার্তা বলতে থাকে। বিষয়টি এই পর্যন্ত গড়ায় যে, কবি বলেন—

যৌবনের মৌবনে • ৬৫



যৌবনের মৌবনে • ৬৭

ছয়। ফাতাহ মুসলি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলতেন, 'আমি তিরিশজন মাশায়েখের সাথে সাক্ষাত করেছি, যাদেরকে ওলি মনে করা হয়, প্রত্যেকেই বিদায়ের মুহূর্তে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন অল্পবয়সী ছেলেরদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকতে।'

সাত। ইবনে জাহের মোকাদ্দেসি বলতেন, 'যার যোনোভেজনা কোনো পুরুষকে দেখলে উত্তলে উঠে, তার জন্য ওই পুরুষকে দেখা হারাম।'

আট। ইমাম গাজ্জালি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলতেন, 'আমার শিষ্যের ওপর হিংস্রপ্রাণী থাবা ফেললেও এতো ভয় করি না, যতো ভয় কমবয়সী ছেলেরদের সান্নিধ্যকে করি।'

নয়। হজরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহরানপুরি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলতেন, 'কুদৃষ্টি মুখস্থশক্তির জন্য জীবন বিনাশকারী বিষের মতো।'

দশ। মোজাদ্দের আলফেসানি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] তাঁর চিঠিপত্রের সংকলনে লিখেছেন, 'যার দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণিত নয়, তার অন্তরও নিয়ন্ত্রণে নেই। আর যার অন্তর নিয়ন্ত্রণে নেই, তার লজ্জাস্থানও নিয়ন্ত্রণে নেই।'

#### কুদৃষ্টির মহৌষধ

বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট, টেলিভিশন ও ভিসিআরের কারণে ঘরে ঘরে ফিল্ম, নাটক ছড়িয়ে গেছে। অশ্লীলতা ও নগ্নতায় সয়লাব হয়ে গেছে। যুবতীরা বুক টান করে পর্দাহীন অবস্থায় রাস্তাঘাটে ঘুরছে। বিনোদনের নামে পথেঘাটে নারীদের নগ্নছবি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মিডিয়া ও সংবাদপত্রে নগ্নছবি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এ অবস্থায় যুবক তো দূরের কথা, বুড়োদের দৃষ্টি সংরক্ষণ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শতোচ্চেষ্টা করেও এ থেকে বেঁচে থাকা যায় না। যাদের মনে হেদায়েতের আলো প্রজ্জ্বলিতো, তারাও এসব গোনাহে জড়ানোর কারণে ধীরে ধীরে আঁধারে তলিয়ে যাচ্ছে। আধ্যাত্মিকতার লাইনে বিচরণশীলরা তাদের পিরদের কাছে এ থেকে পরিত্রাণের ওষুধ চায়। প্রয়োজন মনে হলো, কোরআন-হাদিসের আলোকে এ রোগ থেকে মুক্তিলাভের কিছু উপায় এখানে তুলে দরবো, যাতে দৃষ্টিগুলো হারাম থেকে ফিরে হালালের মাঝে পড়ে। যোনোভেজনার প্রজ্জ্বলিত আগুন নিভে যায়। পুতঃপবিত্র জীবনযাপনে সহায়ক হয়।

#### কোরআনের আলোকে

কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে কোরআনেকারিমে সাতটি টিপস বর্ণনা করা হয়েছে—

১. আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

যৌবনের মৌবনে • ৬৮

فَلْيَلْبَسُوا مِيثْرَيْنِ يَخْفِضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

“হে নবি! ইমানদারদের বলে দিন, তারা যেনো চোখ নতো রাখে।”

কুদৃষ্টির সবচেয়ে উত্তমওষুধ নিজের চোখ নতো রাখা। তাই আধ্যাত্মিক লাইনের লোকদের জন্য উচিত, রাস্তায় চলতে গিয়ে চোখ নতো রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা। পায়ে হেঁটে চললে নিচের দিকে চোখ রাখুন। কোনো যানবাহনে চলে চোখ এতোটুকু উঠিয়ে রাখুন, যাতে অন্যজন বুঝতে পারে এখান দিয়ে কেউ যাচ্ছে। কারো চেহারার ওপর চোখ রাখবেন না, কারণ ফেতনার শুরু এখান থেকেই হয়। দৃষ্টি যদি ভুল করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান এবং ফের চোখ নতো করে নিন। এ অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে থাকুন, এমনকি এটাকে জীবনের অংশ বানিয়ে নিন। যদি অফিসিয়াল কাজে বা কনাকাটার সূত্রে কোনো নারীর সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহলে তার চেহারার দিকে তাকাবেন না। যেমন পরস্পরের দিকে অসঙ্কট দৃষ্টি অপারগ হয়ে কথা বললেও কেউ কারো মুখের দিকে তাকায় না। চোখের সাথে চোখ লাগায় না। এভাবে পরনারীর সাথে কথা বলার সময় মনে রাখবেন, আল্লাহর নির্দেশের কারণে আমি তার ওপর অসঙ্কট, তাই তার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবেন না।

২. আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

فَلْيَكْبِتُوا مَآكِلَ لَكُمْ مِنَ الرِّسَاءِ

“বিয়ে করো নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভালো লাগে।”

[সূরা: নিসা, আয়াত: ৩]

যতো দ্রুততো সম্ভব দীনদার, বাধ্যগত, সুন্দরী-সুশ্রী নারীকে বিয়ে করে নিন, যাতে জৈবিকপ্রয়োজন পূরণ করা যায়। যে পুরুষ ক্ষুধার্ত তিনি চান ক্ষুধা মেটাতে। ক্ষুধার্তের ওষুধ হলো খাবার খাবে আর আল্লাহর কাছে ক্ষুধা দূর হওয়ার দোয়া করবে। এভাবে চোখ পবিত্র রাখার পদ্ধতি হলো, বিয়ে করে ফেলবে আর আল্লাহতায়াল্লার কাছে দৃষ্টি পবিত্র হওয়ার দোয়া করবে। সুযোগ হলে ভালোবাসার দৃষ্টিতে স্ত্রীর চেহারার দিকে তাকাবে। আল্লাহতায়াল্লার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, এই অনুগ্রহ না পেলে কতো বিপদ হতো। যে লোণুপদৃষ্টি রাস্তাঘাটে বেপর্দা বিচরণশীল নারীর ওপর দিতে, তা নিজের স্ত্রী ওপর দেবে। স্ত্রীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়ে গুরুত্ব দেবে। ভালোকাপড়-চোপড় এনে দেবে। অন্যনারীর কাছে যা কিছু আছে, সবই স্ত্রীর কাছে আছে। মনে মনে ভাববে, আমি যদি পরনারীর দিকে তাকাই আল্লাহতায়াল্লা তাতে অসঙ্কট হবেন। যদি স্ত্রীর দিকে তাকাই তিনি সন্তুষ্ট

যৌবনের মৌবনে • ৬৯



থাকবেন। হাদিসে আছে, যেলোক জীর দিকে মুচকি হেসে তাকায় আর যে জী স্বামীর দিকে মুচকি হেসে তাকায়, আল্লাহতায়াল্লা তাদের দু'জনকে মুচকি হেসে দেখেন। হাল্লাকে প্রাণ খুলে দেখুন, যাতে হারামের দিকে আসক্তি না আসে। যখনই প্রবৃত্তি পরনারীর দিকে তাকাতে প্ররোচিত করবে তখনই জীর কথা কল্পনায় আনবে। গোনাহের কল্পনা মন থেকে দূর হয়ে যাবে।

৩. আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ.

“নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকে যখন শয়তানের কোনো বাহিনী ঘিরে ফেলে তখন তারা আল্লাহর কথা মনে করে আর তারা হয়ে যায় সতর্কবান।” [সূরা: আরাফ, আয়াত: ২১]

এই আয়াতে এ রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে, যখনই শয়তান মানুষের ওপর হামলা করে আর মনে গোনাহের মন্ত্রণা ঢেলে দেয়, তখন জিকির দিয়ে তা প্রতিহত করবে। এজন্য রাস্তা-ঘাটে চলার সময় জিকিরের ওপর গুরুত্ব দেয়া জরুরি। সম্ভব হলে হাতে তাসবিহ রাখবে, অন্যথায় মনে মনে জিকির করবে। অলসতা গোনাহের ভূমিকা। জিকির দিয়ে অলসতা দূর করুন। জিকিরের আলো আস্তে আস্তে অন্তরে এমন প্রশান্তির জন্ম দেয়, অন্যের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও মনে চায় না। কবি বলেন—

دعالم سے کرتی ہے بے بند و کو

[দু আলম সে করতি হয় বেগানা দিল কো]

عجب چیز ہے لذت آشنائی

[আজব চিজ হয় লজ্জতে আশোনাঈ]

স্মরণ তোমার সব চেনারে

করলো অচেনা

এমন মধুর স্বাদ যে প্রেমে

ছিলো অজানা।

৪. আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

“তারা কি জানে না, আল্লাহ নিশ্চিত দেখছেন।” [সূরা: আলাক, আয়াত: ১৪] আধ্যাত্মিকচর্চাকারীর প্রবৃত্তি যখনই পরনারীর দিকে তাকানোর ইচ্ছে করবে, সাথে সাথে একথা চিন্তা করবে, আল্লাহতায়াল্লা আমাকে দেখছেন। তখন দৃষ্টি সংযতো রাখা সহজ হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো, ওই নারীর বাবা বা স্বামী যদি

মৌবনের মৌবনে • ৭০

আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন তাহলে কি আমরা ওই নারীর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবো? তখন আমাদের মনে হবে তার বাবা বা স্বামী আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবে। যখন আল্লাহতায়াল্লা আমাদের দেখছেন আর মানা করেছেন, তাই পরনারীর দিকে চোখ তুলে তাকানো ঠিক নয়। তার পরেও যদি আমরা তাকাই তাহলে নিশ্চিত আল্লাহতায়াল্লার রাগ আসবে। যদি আমাদের ধরে ফেলেন, তখন কী অবস্থা হবে!

৫. আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

“যারা আমার রাস্তায় সাধনা করে, নিশ্চয়ই আমি তাদের পথ দেখাবো।”

[সূরা: আনকাবুত, আয়াত: ৬৯]

তাকসিরকারকেরা লিখেছেন, শরিয়তের ওপর আমল করার জন্য প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কাজ করাকেই ‘মোজাহাদা’ বলে। আর এটা বাস্তব সত্য, ‘মোজাহাদা’ দিয়ে ‘মোশাহাদা’ বা আল্লাহর দর্শন সরাসরি লাভ হয়। তাই যখনই পরনারীর দিকে তাকানোর মন চাইবে, সাথে-সাথে নিজের পূর্ণমনোবাসনা দিয়ে এর বিরোধিতা করবে। মনে একথা গেঁথে রাখবে, এই সাধনা দিয়ে আমার প্রকৃত প্রেমাস্পদের সরাসরি সাক্ষাতলাভ হবে। এধরনের সাধনা কয়েক মুহূর্তের কিন্তু এর বিনিময়ে প্রেমাস্পদের স্বাদ লাভ হবে চিরদিনের জন্য। মনে রাখবেন, সন্তুচিত প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্ট নুর বা আলো দিয়ে অন্তর খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়। তাসবির দানা এর সমকক্ষ হতে পারে না। সাহস হারালে সমস্যার সমাধান হয় না। সাহস করলে সমস্যার সমাধান হয়। তাই নিজের প্রবৃত্তির ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করুন, এর গলায় শরিয়তের লাগাম পরান। ক্যোমতের দিন সৌভাগ্যের মালা গলায় পরতে পারবেন।

৬. আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা যেনা আমানতগুলো প্রকৃতো মালিককে পৌঁছে দাও।” [সূরা: নিসা, আয়াত: ৫৮]

আধ্যাত্মিক সাধনাকারী মনে মনে এই কল্পনা রাখবে, আমার চোখ আল্লাহর দেয়া আমানত, আমাকে এই আমানত আল্লাহর নির্দেশমতো ব্যবহার করতে হবে। এর বিপরীত করলে আমানতের খেয়ানত করার অপরাধে অভিযুক্ত হবে। সাধারণ নিয়ম হলো, যে একবার আমানতে খেয়ানত করে, তার কাছে দ্বিতীয়বার আর আমানত দেয়া হয় না। এমন যেহে না হয়, দুনিয়াতে আল্লাহর দেয়া দৃষ্টিশক্তি পরনারী দেখার পেছনে ব্যয় করলাম আর পরকালে

মৌবনের মৌবনে • ৭১

আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন না। ওই দিন যদি অন্ধ হয়ে উঠতে হয়, তাহলে কী অবস্থা হবে? কোরআনমাজিদে একথাও প্রমাণ আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ কিছুলোককে অন্ধ বানিয়ে উঠাবেন আর তারা জিজ্ঞেস করবে—

رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا

“হে প্রভু! আমাকে অন্ধ করে কেনো উঠিয়েছেন? আমি তো দুনিয়াতে দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম।”

এটাও চিন্তার বিষয়, আমরা দুনিয়াতে এমন সময় জন্মলাভ করেছি, যখন আল্লাহর প্রিয়বন্ধুর দর্শনলাভ করতে পারিনি। কেয়ামতের দিনও যদি অন্ধ করে উঠায়, তাহলে ওই দিনও আল্লাহর প্রিয়বন্ধুর দর্শনলাভ থেকে বঞ্চিত হবো। আল্লাহতায়ালার দ্বিতীয় দফা বঞ্চিত হওয়া থেকে আমাদের সবাইকে বাঁচান! তাই দৃষ্টির যথাযথ ব্যবহার জরুরি, যাতে কেয়ামতের দিন এই আমানত ফের ভাগ্যে জুটে। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ تَعَالٰی جَبِيْلٌ

“নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার সুন্দর।” [আল-জামিউস্ সাগির: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৬৩] এই বিষয়টি মাথায় রেখে চিন্তা করুন, আমি যদি দুনিয়ার সৌন্দর্যকে মন্দচোখে দেখি, তাহলে আল্লাহতায়ালার কেয়ামতের দিন তাঁর সৌন্দর্য দেখা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

৭. আল্লাহতায়ালার বলেন—

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

“ইমানদারদের এখনও কি সময় হয়নি? তাদের অন্তর আল্লাহকে স্মরণ করে ভয় করবে।”

আধ্যাত্মিক সাধনাকারীর প্রবৃত্তি যখনই কুদৃষ্টি আরোপ করতে চাইবে, তখনই সাথে সাথে এই আয়াতের বিষয়বস্তু চোখের সামনে নিয়ে আসবে।

“ইমানদারদের কি এখনও সময় হয়নি, তাদের অন্তর ভয় করবে।” যখনই কুদৃষ্টি দিতে মন চাইবে, তখনই নিজেকে সন্মোদন করে বলবে—“এখনও কি ইমানদারদের আল্লাহকে ভয় করার সময় আসেনি।” প্রত্যেক কুদৃষ্টির সময় এ আয়াতের কথা ভাবতে থাকুন আর আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন। তাতে আল্লাহতায়ালার নিজের ভয় মনে ঢেলে দেবেন আর কুদৃষ্টি থেকে সত্যিকার তওবা করার সৌভাগ্য অর্জন হবে।

হাদিসের আলোকে

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] কুদৃষ্টি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। মানুষের চেহারা তো দূরের কথা, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া

যৌবনের যৌবনে • ৭২

সাল্লাম] প্রাণীর লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাতেও মানা করেছেন। দৃষ্টিকে শয়তানের বিষ মেশানো একটি তীর বলেছেন। হাদিসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস কুদৃষ্টির চিকিৎসার ব্যাপারে পাওয়া যায়। এখানে তা উল্লেখ করা হলো—

এক. নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন, কোনো পরনারীর ওপর যদি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যায় এবং তার রূপ ও সৌন্দর্য অন্তরে রেখাপাত করে, তাহলে উচিত হলো, ঘরে এসে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। ওই পরনারীর কাছে যা কিছু আছে, আপনার স্ত্রীর কাছেও তা আছে।

জানা গেলে, বৈধোউপায় নিজের প্রয়োজন পুরো করে নেয়ায় হারাম থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়।

দুই. রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর দরবারে একযুবক এলেন।

নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]! আপনি আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তাকে শাসনোত্তর পরিত্যাগ করে বলেছিলেন, তুমি কি এটা

চাও, কেউ তোমার মায়ের সাথে ব্যভিচার করুক? যুবক বললেন, না। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চাও কেউ তোমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করুক?

বললেন, না। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চাও তোমার বোনের সাথে কেউ ব্যভিচার করুক? বললেন, না। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চাও

তোমার মেয়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করুক? বললেন, না। এরপর রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, যার সাথে তুমি ব্যভিচার করবে

তিনি কারো মা হবেন, কারো স্ত্রী হবেন, কারো বোন হবেন, অথবা কারো মেয়ে হবেন। তোমার যেমন এটা পছন্দ না, তোমার নিকটাত্মীয় কোনো নারীর সাথে কেউ ব্যভিচার করুক, তেমনি অন্যরাও এটা পছন্দ করেন না, কেউ

তাদের নিকটাত্মীয়দের কোনো নারীর সাথে কেউ ব্যভিচার করুক। এরপর রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] ওই যুবকের সিনা হাত রেখে তার

পবিত্রতা ও সন্তানের সংরক্ষণের দোয়া করলেন। ওই সাহাবি বলেন, আমার সিনা থেকে ব্যভিচারের বাসনা দূর হয়ে গেলো এবং ব্যভিচারের প্রতি এতো

ঘৃণার সৃষ্টি হলো, যা আর কোনো গোনাহের ক্ষেত্রে হয়নি।

জানা গেলে, আধ্যাত্মিক সাধনাকারী কুদৃষ্টির মুহূর্তে একথা ভাববে, যেমনি আমি এটা পছন্দ করি না, লোকেরা আমার নিকটাত্মীয়দের ওপর

শয়তানিচোখে তাকাক, তেমনি লোকেরাও এটা পছন্দ করে না, আমি তাদের নারীদের প্রতি লোভাতুর চোখে তাকাই। এতে অন্তর প্রশান্ত ও স্বস্তিলাভ

করবে। কুদৃষ্টির দিকে আহ্বানকারী দুর্বল হয়ে যাবে। এছাড়া কোনো শায়েখের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে কুদৃষ্টির কথা তাকে বলে এর থেকে বাঁচার

যৌবনের যৌবনে • ৭৩



জন্য তার দোয়া ও বিশেষ মনোযোগ কামনা করেন। পির-মাশায়েখ নবীদের স্থলাভিষিক্ত। তাদের মনোযোগ দিয়ে মনের আধার দূর হয়। প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বের হয়ে মানুষ আধ্যাত্মিকার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তাদের সান্নিধ্য মহৌষধ আর তাদের দৃষ্টি আরোগ্যের কারণ হয়ে থাকে।

#### আগেরদের বাণীর আলোকে

পির-মাশায়েখরা তাঁদের ভক্ত-মুরিদদের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য নানান নিয়ম বলে দিয়েছেন। মৌলিকভাবে এগুলো দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

##### এক. কল্পনা পাষ্টানো

যখনই কারো প্রবৃত্তি পরনারীর দিকে তাকানোর জন্য চাইবে, তখন তার জন্য উচিত নিজের কল্পনা পরনারী থেকে সরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করা। মাথায় যদি ইচ্ছে করে কোনো কল্পনা জাগা দেয়া হয়, এমনভেই পরনারীর কল্পনা মন থেকে দূর হয়ে যাবে। কয়েকটি উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করা হলো—

ক. ইমাম গাজালি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, হে প্রিয়! জেনে রেখো, যখনই কেউ পরনারীর কাছ দিয়ে যায়, তখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, তার দিকে তাকিয়ে একটু দেখে নাও। ওই সময় শয়তানের সাথে বিতর্ক করা উচিত, আমি কেনো দেখবো? ওই নারী যদি কুশ্রী হয়, আমি শুধু শুধুই গোনাহগার হবো। আর সুশ্রী হলে গোনাহের পাশাপাশি অন্তরে এই আফসোসও জন্ম নেবে, আহ! তাকে যদি আমি পেতাম! প্রত্যেক নারীকেই তো পাওয়া সম্ভব না। তাই অন্তরকে আফসোসে ফেলানোয় লাভ কী? মনই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবে, দেখবোও না, অন্তরকে আফসোসেও ফেলবো না। মনকে অস্থিত্তে ফেলানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

খ. হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলতেন, যখন কোনো সুন্দরীর দিকে মন আকৃষ্ট হয় তখন এর মহৌষধ হলো, সাথে সাথে এমন কোনো লোকের কল্পনা করুন, যিনি কুশ্রী। যার চেহারা বসন্তের দাগ, চোখ অন্ধ, চুল এলোমেলো, দাঁত লম্বা আর সামনে বাড়ানো, চোঁট মোটা-মোটা, নাক চেন্দা, চোখগুলো ঢুকে আছে গর্তে। এতে রুচিতে অপছন্দ আসবে। এই অপছন্দ ও ঘৃণা সুন্দরের দিকে আসক্তিকে দূর করে দেবে, যে সৌন্দর্য দেখে অন্তর আকৃষ্ট হয়েছিলো। কখনও কখনও এই কল্পনাও করুন, সুন্দরী নারী যখন মারা যাবে, তাকে কবরে রাখা হবে, তার দেহ গলে মাটির সাথে মিশে যাবে। তাই তাকে দেখে নিজের প্রভুকে অসন্তুষ্ট কেনো করবেন?

গ. একবুজুর্গ বলতেন, কোনো সুন্দরীর দিকে মন আসক্ত হয়ে গেলে সাথে সাথে তার বুড়ো অবস্থার কথা কল্পনা করুন, কোমর কুঁজো হবে, দেহ কঙ্কালসার হবে।

দৃষ্টিশক্তি অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়বে, শ্রবণশক্তি চলে যাবে। দাঁতও থাকবে না, পেটে থাকবে না আঁতুরি। বসে বসে পেশাব করে ফেলবে। চেহারা শুকিয়ে যাবে। তাই তাকে দেখে আমি আমার প্রভুকে কেনো অসন্তুষ্ট করবো?

ঘ. একবুজুর্গ বলতেন, কোনো সুন্দরীর দিকে চোখ গেলে সাথে সাথে ভাববে, আমার শায়েখ (পির) আমাকে দেখছেন। তাহলে মন নাড়া দেবে। চোখ সরে যাবে। এরপর ভাববে, আমার শায়েখ এটি দেখলে কতোটা অসন্তুষ্ট হবেন! আর আল্লাহ তো দেখছেনই। তবে তিনি কতোটা অসন্তুষ্ট হবেন!! এতে কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ হবে।

##### দুই. প্রবৃত্তিকে সাজা দেয়া

কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, নিজেই নিজের ওপর সাজা নির্ধারণ করা—যদি কুদৃষ্টি দাও, তাহলে তোমাকে এই সাজা দেবো। যেহেতু কুদৃষ্টির মজার চেয়ে সাজা কষ্টটা বেশি হবে, তাই কুদৃষ্টির অভ্যাস থেকে বিরতো থাকবে।

ক. হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, কুদৃষ্টি দেয়ার শাস্তি বিশরাকাত নফল নির্ধারণ করে নিন। তাতে এক-দু'দিনেই প্রবৃত্তি চিৎকার দিয়ে উঠবে এবং কুদৃষ্টি থেকে বাঁচবে। শয়তানও বলবে, 'এ লোক একবার কুদৃষ্টি দেয়ায় চল্লিশবার সেজদা করছে। এমন যেনো না হয়, তার গোনাহগুলো পুণ্য দিয়ে পাল্টে দেয়া হয়। তাতে আমার সারাজীবনের চেষ্টা বিফলে যাবে।'

তাই তাকে কুদৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধ করাই উচিত না।

খ. একবুজুর্গ বলেন, যার খাওয়া-দাওয়ার তেষ্টা লাগে তার উচিত তিন রোজা রাখার শাস্তি নির্ধারণ করা। যখন ক্ষুধা ও পীপাসার্ত থাকবে, তখন সব রিপু নির্জীব হয়ে পড়বে।

গ. একবুজুর্গ বলতেন, কুদৃষ্টিকারী যদি গরিব হয় তাহলে তার ওপর কিছু টাকা-পয়সা সদকা করার শাস্তি আরোপ করতে হবে। যখন নিজের প্রয়োজন উৎসর্গ করে সম্পদ সদকা করতে হবে, তখন সব নেশা দূর হয়ে যাবে।

ঘ. একবুজুর্গ বলতেন, প্রবৃত্তিতে যখন কুদৃষ্টির বাসনা তৈরি হয়, তখন কাপড় পেছিয়ে লাঠি বানিয়ে তা দিয়ে পেটে আঘাত করুন আর চিন্তা করতে থাকুন, কেয়ামতের দিন যদি ফেরেশতারা এভাবে লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাহলে অবস্থা কী হবে? এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে কয়েক দিনে কুদৃষ্টির অভ্যাস চলে যাবে।

##### অধমের অতিরিক্ত কিছু ফলপ্রসূ টিপস

নিচে কয়েকটি টিপস লেখা হচ্ছে। এগুলো দিয়ে অধম ও সংশ্লিষ্টরা অনেক উপকৃত হয়েছে। এই টিপসগুলো অনুসরণ করলে পাঠকেরাও বিশেষভাবে উপকৃত হবেন—ইনশাআল্লাহ।

এক কুদৃষ্টির সুযোগ থেকে বেঁচে থাকুন

সবচেয়ে বড় সতর্কতা হলো, যেসব জায়গায় কুদৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, সেখান থেকে বেঁচে থাকুন। বিয়ে-শাদির সম্মিলিতো অনুষ্ঠানগুলোতে কখনও যাবেন না। কোথাও যাওয়ার দুটি পথ থাকলে ওইপথ অবলম্বন করুন, যেখানে কুদৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকে। কারো দরোজায় কড়া নেড়ে সামনে না দাঁড়িয়ে একপাশে গিয়ে দাঁড়ান। এমন যেনো না হয়, কোনো বালিকা দরোজা খুললো আর আপনার চোখে পড়ে গেলো। বিমান ইত্যাদির টিকিট সংগ্রহ করতে গিয়ে ওই কাউন্টারে যান, যেখানে পুরুষ আছে। যাতে মহিলার সাথে কথা বলতে না হয়। গাড়ি দিয়ে কোথাও যাবার সময় পাশের গাড়ির ভেতরে তাকাবেন না। হতে পারে তাতে কোনো নারী বসে আছেন, যার ওপর কুদৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। নিজের ঘরে ঢোকার সময়ও এমন শব্দ করে ঢুকুন, যাতে পরনারী কেউ থাকলে পর্দা করতে পারে। ট্রেন বা বিমানে সফরের সময় নিজের প্রিয় কোনো বই সাথে রাখুন; যাতে পড়ায় মগ্ন থাকেন, অন্যকোথাও চোখ না পড়ে। যখন একঘেরেমি চলে আসবে তখন শুয়ে পড়ুন। ঘুম না এলে মোরাকাবার নিয়ম করে বসে থাকুন। চোখ খুললে ভ্রমণরতো নারীর ওপর নজর পড়ার আশঙ্কা আছে। রাস্তায় চলার সময় চোখ এমনভাবে নতো রাখুন, যাতে পাশ দিয়ে গমনকারীকে অনুমান করতে পারেন-নারী না পুরুষ। সবসময় একথাটি মাথায় রাখবেন, নারীরা পুরুষদের থেকে পর্দা করবে না, আমাদেরই তাদের থেকে পর্দা করে চলতে হবে।

চলার সময় চোখ পায়ের দিকে রাখুন। কখনও ওপরে ওঠাবেন না। বিনোদনকেন্দ্রে প্রথমতো যাবেন না, অপারগ হয়ে গেলেও এমন দিন নির্বাচন করুন যেদিন লোক থাকে না বললেই চলে। যদি কোনো অফিস অথবা বিমানবন্দরের লাউঞ্জে বসে থাকতে হয় যেখানে টেলিভিশন চলে বা নারীর ছবি লাগানো থাকে, তাহলে ইচ্ছে করেই এসবের দিকে পিঠ দিয়ে বসুন। সড়কের পাশের বিলবোর্ড ও বিজ্ঞাপনের দিকে তাকাবেন না। মোটরসাইকেল অথবা গাড়ি চালানোর সময় রিকশা ইত্যাদি যান সামনে পড়লে এর ভেতরে বসে থাকা নারীর দিকে তাকাবেন না। যেসব সড়কে মেয়েদের স্কুল-কলেজ রয়েছে সেসব সড়কে না যাওয়াই ভালো। বিধর্মীরাষ্ট্রে সফর করার প্রয়োজন পড়লে ভালো হলো, লোকদের চেহারা দিকে না তাকানো। প্রথমতো গরমের সময় তাদের শরীরের অর্ধেকের বেশি খোলা থাকে। শীতের দিনে গায়ে পোশাক থাকলেও নারী-পুরুষ বাছাই করা খুবই কঠিন। সবাইকে একরকমই মনে হয়। নারী-পুরুষের পোশাক প্রায় একই। নারীরা শ্যুট-কোট পড়ে, টাই বাঁধে, পুরুষের মতো চুল কাটে। এই সমস্যা থেকে বাঁচার উপায় হলো, চোখ

যৌবনের মৌবনে • ৭৬

নিচু রাখুন আর নিজের ইমান রক্ষা করুন। আল্লাহতায়ালার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করবেন। কবির ভাষায়-

ثم حیات کے سامنے محیط نہ کرنا

[গমে হায়াত কে সায়ে মুহীত নাহ করনা]

کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا

[কেসী গরীব কো দিল কা গরীব নাহ করনা]

میں امتحان کے قابل نہیں مرے مولیٰ

[ম্যায় এমতেহান কে কাবেল নেহী মেরে মাওলা]

مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

[মুঝে গোনাহ কা মাওকা' নসীব নাহ করনা]

জীবন আমার ঘোর নিরাশায়

আর নিয়ো না ঢেকে

নিঃশ্ব জেনেও মনটা আবার

নিঃশ্ব করো একে!

যাচাই আমায় আর করো না

যোগ্য আমি নই

তাইতো দিলে গোনাহর সুযোগ

ঐষ্ট আমি হই।

দুই, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখুন

নিজের স্ত্রীর সাথে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক রাখুন। তার সববিষয়ে খেয়াল রাখুন। স্ত্রী যখন ঘরে স্বামীর সাথে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক রাখবে, মুচকি হেসে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানায়, তখন স্বামীর ভাবনা পরনারীর দিকে যায় না। একটু ভাবুন, ওই ব্যাপারে যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে রোজ ঝগড়া হয়, অবসাদগ্রস্ত হয়ে স্বামী নাস্তা ছাড়াই অফিসে চলে যায়, সেখানে তার পর্দাহীন কোনো সহকর্মী খুবই আন্তরিকতার সাথে মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করে-স্যার! আপনি কেমন আছেন? তখন ওই মেয়ের মুচকি হাসি দাম্পত্যজীবনে বিম্বের ভূমিকা পালন করে। এভাবে সংসার ভেঙ্গে যায়। ঘরে যখন সুন্দর স্ত্রী ঝগড়া করে, তখন বাইরের কালো-কুশ্রী নারীও বেহেশতিহরের মতো মনে হতে থাকে। এজন্য স্বামী-স্ত্রী দু'জনের চেষ্টা থাকা উচিত, সংসারে যেনো প্রেম-ভালোবাসার পরিবেশ থাকে। তখন বাইরের বিরূপতা থেকে বাঁচা সহজ হবে।

যৌবনের মৌবনে • ৭৭



সাধারণত কুদৃষ্টির শিকার হন তারা, যাদের জী নেই বা জী থাকলেও জৈবিকচাহিদা পূরণের দিক থেকে সন্তুষ্ট নয়। কোরআনেকারিমে জীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন—

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“যাতে তাদের কাছে স্বস্তিলাভ করো।”

যে জীর কাছে স্বামী অস্বস্তি ভোগ করে, ওই জী আদ্বাহর কাছে কী জবাব দেবে? আজকের যুবকেরা যে আগ্রহে টেলিভিশন দেখে, সে আগ্রহে যদি জীদের দেখতো তাহলে জীদেরকে জান্নাতের হর বলে মনে হতো। শোনা যায়, ভালোবাসার প্রাবল্যের কারণে জোলায়খা প্রতিটি জিনিসের নাম ইউসুফ রেখেছিলেন। তার কাছে ইউসুফ ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু চোখে আসতো না। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখন এই ভালোবাসা জন্ম নেবে, তখন স্বামী ছাড়া অন্যকো দিকে নজর পড়বে না।

তিন. নিজে নিজেকে নির্লোভ করে নিন

আধ্যাত্মিক সাধনাকারী বারবার অন্তরে এই কল্পনা জাগাবে, আদ্বাহকে অসন্তুষ্ট করা যাবে না। পরনারীর দিকে প্রতিটি চাহনি আমাকে আমার প্রকৃতো প্রভু থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। আর পরনারী থেকে বিরতো থাকার প্রতিটি দৃষ্টি আমাকে প্রকৃতো প্রভুর কাছাকাছি করবে। তাই আমি আদ্বাহতায়ালার নৈকট্য নিজের জন্য বাছাই করেছি। তাঁর প্রতি ভালোবেসে আমি পরনারীর ভালোবাসা মন থেকে মুছে ফেলেছি। এবার যেকোনো পর্দাহীন নারী আমার সামনে আসুক, তার দিকে আমার কোনো আকর্ষণ নেই। সে নতুন-পুরনো, হালকা-মোটা কোনোটাই আমার জানার দরকার নেই। সে যাই হোক, আমার জন্য নয়। তাকে দিয়ে আমার যখন কোনো উদ্দেশ্যে পুরো হবার নয়, তখন তার দিকে তাকিয়ে লাভ কী?

রাস্তাঘাট দিয়ে চলার সময় প্রবৃত্তি যখন পরনারীর দিকে তাকাতে চাইবে, তখন মনে এই কল্পনার পুনরাবৃত্তি করবে, এর প্রতি আমার কোনো লোভ নেই। আপনি অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, গাড়ি বা স্টেশনে বসে থাকা অবস্থায় আপনার পাশের সিটে এসে কোনো পুরুষ বসে গেলে আপনি টেরই পান না—কে বসলো আর কে উঠে চলে গেলো। অথচ কোনো নারী বসলে আপনার মধ্যে এলোমেলো চিন্তা আসে, তার সম্পর্কে নানা কিছু ভাবতে থাকেন। এসব হলো প্রবৃত্তিতে লোভ থাকার কারণে। ওই নারীই যদি বুড়ো হয়, তার সম্পর্কে আপনার কোনো ভাবনাই আসবে না। এটাই একথার প্রমাণ, প্রবৃত্তিতে নষ্টামি

আছে। তাই এটা মন থেকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করা উচিত। রাতের শেষপ্রহরে তাহাজ্জুদনামাজ আদায় করে আদ্বাহতায়ালার কাছে দোয়া করুন, হে আদ্বাহ, তুমি আমাকে পরনারীর প্রতি নির্লোভ করে দাও। হে ওই সত্তা! যার আদ্বাহে মানুষের অন্তর, আমার অন্তর থেকে পরনারীর আকর্ষণ দূর করে দিন, যাতে আমার জন্য পরনারী ও দেয়ালের মাঝে কোনো পার্থক্য না থাকে। এর বরকত কয়েক দিনের মধ্যে প্রকাশ হবে।

চার. হরদের সৌন্দর্যের কল্পনা

প্রবৃত্তি যদি পরনারীর দিকে তাকাতে চায় আধ্যাত্মিক সাধনাকারী তখন জান্নাতের হরদের কথা কল্পনা করবে। যেমন—

আদ্বাহ বলেন—

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

“তাবুতে রক্ষিত হরগুলো।”

فَاصْبِرْ أَتَىكَ الْفَرْقِ

“অবনত দৃষ্টিকারীনী।”

لَمْ يَظْهِنَنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ

“কোনো মানুষ বা জিন তাদের কাছে যায়নি।”

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

“(হায়েজ-নেফাস থেকে) পবিত্র স্ত্রীরা”

كَانَهُنَّ أَيْتَاتُ وَثُؤُومٍ وَالْمَرْجَانُ

“ইয়াকুত ও মারজান মোতির মতো।”

এসব গুণ সামনে রেখে পরনারী সম্পর্কে ভাবুন, কখনও স্বাভাবিক হওয়ার রক্ত প্রবাহিত হয়, কখনও সন্তান জন্ম দেবার রক্ত প্রবাহিত হয়। রোজ কয়েকবার প্রস্রাব-পায়খানা ময়লা পেট থেকে বের হয়। নাক পরিষ্কার করে। কফ-খুখু ফেলে। বগলের নিচ থেকে ঘামের দুর্গন্ধ বের হয়। মাথায় উকুন থাকে। কয়েক দিন গোসল না করলে শরীর থেকে গন্ধ বের হতে থাকে। দাঁত না মাজলে মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয়। অসুস্থ হলে কয়েক দিনে দুর্বল হয়ে পড়ে। বুড়ো হয়ে গেলে চেহারা ইদুরের মতো হয়ে যায়। মুখে কোনো দাঁত থাকে না। কোমর ঝুঁকে যায়। মুখ দিয়ে কথা পুরোটা বের হয় না। গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার না করলে জঙ্গল হয়ে থাকে। সবসময় পেটে প্রস্রাব-পায়খানার ময়লা

বইতে থাকে। এমন নারীর প্রতি তাকিয়ে কি আমি আমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করবো? জান্নাতের নেয়ামত ও হ্র থেকে বঞ্চিত হবো? ওই হ্র, যারা সবসময় কুমারি থাকবেন, মোতির মতো বলমল করতে থাকবেন, শরীর থেকে সবসময় সুগন্ধি ছড়াতে থাকবে, পুতুপবিত্র থাকবে, পানিতে থুথু ফেললে ওই পানি মিষ্টি হয়ে যাবে, আরশের নিচে আঙ্গুলগুলো বের করলে সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে, মুচকি হেসে কথা বললে মৃত ও জীবিত হয়ে যাবে, যাকে কেউ ছোঁবে না, যার মনের ভালোবাসার উত্তাপ মানুষ নিজ চোখে দেখতে পাবে, তাঁদের কোনো রোগ-বলাই হবে না, শাহি আসনে বসে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। আমি এমন বিশ্বস্ত, সুন্দরী, গুণবতী স্ত্রীকে পরনারীর দিকে সামান্য তাকানোর কারণে দেখা থেকে বঞ্চিত হবো—এটা কোন ধরনের বুদ্ধিমানের কাজ? তাই দুনিয়াতে আমার জন্য আমার স্ত্রী, আর আখেরাতে জান্নাতের হুরেরা। রাস্তাঘাটে বিচরণশীলদের দিকে আমার কোনো লোভ নেই। আমি পরনারী থেকে প্রতিটি দৃষ্টি বাঁচিয়ে রাখবো। আমার প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখবো আর হুরদের অধিকারী হবো।

**পাঁচ. আল্লাহর দর্শনলাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা কল্পনা করুন**  
হাদিসের ভাষ্য হলো, জান্নাতের জান্নাতিরা আল্লাহতায়ালার দেখা পাবে। কারো কারো একবার হবে, কারো কারো প্রতিবছর হবে। কারো প্রতিমাসে হবে। কারো প্রতিশতাব্দে হবে। কারো রোজ হবে। এমন লোক, যিনি দুনিয়াতে অন্ধ হয়ে জন্মেছিলেন, তিনি সৎ, খোদাতীতি ও ধৈর্যের জীবনযাপন করেছেন, তার এই সৌভাগ্য হবে যে, তিনি প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর দর্শনে মগ্ন থাকবেন। আল্লাহতায়ালার বলবেন, ইনি আমার ওই বান্দা, যে দুনিয়াতে ভিন্ন কাউকে ভালোবাসার চোখে দেখেননি, তাই তিনি এখন যখন চাইবে আমার দর্শনলাভ করতে পারবে।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, যিনি দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য পরনারী থেকে নিজের চোখ সংরক্ষণ করবে, আল্লাহতায়ালার তাকে জান্নাতে প্রতিটি দৃষ্টির বদলে নিজের দর্শনলাভে ধন্য করবেন। আধ্যাত্মিক সাধনাকারীর উচিত, এ বিষয়ে মোরাকাবা করা আর নিজের মনকে বুঝানো—আমি কয়েক মুহূর্তের কুদৃষ্টির কারণে আল্লাহর দর্শনলাভ থেকে কেনো বঞ্চিত হবো?

আল্লামা ইবনে কাইয়াম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) লিখেছেন, জান্নাতে আমলের বদলা সমগোত্রীয় দিয়ে হবে। তাই যিনি পরনারী থেকে দৃষ্টি সরাবে, তাকে আল্লাহ নিজের দর্শন দেবেন। আধ্যাত্মিক সাধনাকারীদের উচিত, পরনারী থেকে দৃষ্টি বাঁচিয়ে রাখা, যাতে আল্লাহতায়ালার দেখা পান।

যৌবনের যৌবনে • ৮০

**ছয়. নিজের মা-মেয়ের কথা কল্পনা করুন**

কারো প্রবৃত্তি যদি পরনারীর দিকে লোভাতুর চোখে তাকাতে চায়, তখন সে তৎক্ষণাত মনে মনে নিজের মা ও মেয়ের কথা কল্পনা করবে। এটা এতো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা যে, জৈবিকচাহিদা সেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, যেমন জলন্ত আগুনে পানি ঢেলে দিলে অগ্নিস্ফুল্প নিভে যায়। তবে এই আমল লজ্জাশীল ও শরিয়তসম্মত লোকদের জন্য বেশি উপকারী।

**সাত. চোখে শলাকা পড়ার কথা চিন্তা করুন**

ওলামায়েকেরাম লিখেছেন, কুদৃষ্টিকারী জাহান্নামে যাবে। ফেশেতারার তার চোখে গলিত শীশা ঢেলে দেবেন। কোনো কোনো বইয়ে লিখেছেন, লোহার শলাকা গরম করে তার চোখে সেক দেয়া হবে। আধ্যাত্মিক সাধনাকারীর প্রবৃত্তি যখন কুদৃষ্টির প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে তখন মনে মনে কল্পনা করবে, সামান্য সময়ের স্বাদের বিনিময়ে আমার চোখে গরম শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হবে। তখন কী অবস্থা হবে? কয়েক দিন ধারাবাহিক এই কল্পনা করলে প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে।

**আট. নিয়মের কথা**

যেসব লোকের কুদৃষ্টির পুরনো বদোভ্যাস, প্রাথমিক চিকিৎসায় তাদের প্রবৃত্তির মন্ত্রণা দূর হয় না, তাদের জন্য উচিত হলো, নিজেকে বুঝানো, আল্লাহ রাক্বুলআলামিনের কাছে একটি নীতিমালা আছে—কেউ যখন কোনো গোনাহের কাজ শুরু করে, প্রথমে আল্লাহ তার সাথে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আচরণ করেন। বান্দা যদি তা থেকে ফিরে না আসে, কিছুদিন পর তার সাথে দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার আচরণ করতে থাকেন। তারপরও যদি ফিরে না আসে, তাকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছে করেন। আর যার সম্পর্কে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছে করেন তাকে চূড়ান্ত শাস্তি দিয়ে থাকেন। ঘরে বসে রেখে অপদস্থ করে দেন। অন্যের জন্য তা দৃষ্টান্তমূলক বানিয়ে দেন। তাই আমি অনেক দিন ধরে কুদৃষ্টির মধ্যে লিপ্ত। এখনও আল্লাহতায়ালার গোপন রাখার আচরণ করছেন। যদি শাস্তি দেয়ার ইচ্ছে করেন তাহলে আমার দীন-দুনিয়া সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহতায়ালার বলেন—

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

“আল্লাহ যাকে অপদস্থ করেন, কেউ তাকে সম্মান দিতে পারবে না।”

[সূরা: হজ, আয়াত: ১৮]

এই আয়াতের কথা কল্পনা করলে কুদৃষ্টি থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।



নয়, নিজের প্রবৃত্তির সাথে বিতর্ক

মানুষের প্রবৃত্তি যখন কুদৃষ্টির চেষ্টা করে তখন প্রবৃত্তির সাথে এই বিতর্ক করা উচিত—হে প্রবৃত্তি! তোমার নাম এতো মর্যাদাপূর্ণ অথচ তোমার কার্যক্রম এতো হীন! তুমি সৃষ্টিজীবের চোখে আল্লাহর বন্ধু, অথচ আল্লাহর শত্রুদের কাজ করছো। তুমি বাইরে মোমিন আর ভেতরে ভেতরে পাপাচারী। তোমার ওপরে লা ইলাহা আর ভেতরে মা কালী। তুমি বাইরে আল্লাহর বান্দা আর নীরবে শয়তানের পুঁজারী। তোমার জিত আল্লাহর সন্ধানী অথচ তোমার চোখ পরনারীর দিকে আসক্ত। সৃষ্টির চোখে তোমার সুফি সুফি ভাব অথচ হৃদয়ের কাছে তুমি অপরাধী। তোমার বাইরে সুন্নতে সাজানো, তোমার ভেতর যৌনাকাঙ্ক্ষায় ভরপুর। সৃষ্টির চোখে তোমার কার্যক্রম গোপন কিন্তু সৃষ্টির চোখে তোমার সবকিছু খোলা। বাইরে তুমি জান্নাত প্রত্যাশী, কিন্তু আসলে তুমি জাহান্নামের রক্তা।

ভালো হলো, লোকসানের ব্যবসা থেকে ফিরে আসা। ক্ষতির আত্মঘাতী এই সুদ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তোমার জন্য তওবার দরোজা খোলা রেখেছেন। হয়তো এটা তোমাকে সুযোগ দেয়ার শেষদিন। পরে আক্ষেপ ও অনুশোচনায় কী লাভ! কবির ভাষায়—

ابچہ سے کیا ہوت  
[আব পছতায়ے کیا ہوت]  
جب پڑیاں لک گئیں کیت  
[جب چڑھیا چাপ گائی کہت]  
کادلے بولو لاث کئی এখন  
[دیلے پیھو ٹان]  
کانا خیلو کواٹھای یخن  
[چڈھ خیلو دھان?]

কয়েকবার প্রবৃত্তির সাথে বিতর্ক করলে কুদৃষ্টিতে কিছুটা চিড় ধরে।

দশ. আল্লাহর সান্নিধ্যের অনুভূতি

যখন মানুষের চোখ কুদৃষ্টি থেকে বিরত না থাকবে, তখন আধ্যাত্মিক সাধনাকারী নিজের সাথে আল্লাহর থাকার বিষয়টি চিন্তা করে প্রত্যেক নামাজের পর এই আয়াতের বিষয়বস্তু নিয়ে ভাববে—

هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

“আল্লাহ তোমাদের সাথে, তোমরা যেখানেই থাকো।”

এরপর নিজের প্রবৃত্তিকে বুঝাবে, ‘দেখো, তুমি কোথাও আল্লাহর দৃষ্টি থেকে বাইরে নও। তুমি যখন পরনারীকে দেখো, তোমার প্রভু তখন তোমাকে দেখেন। এটা আল্লাহতায়ালার বিশেষ কৃপা যে, তিনি তোমাকে ধরেন না। তুমি যখন এসব করতাই থাকো তাহলে তিনি কতোটক পর্যন্ত নিজেকে সামলে রাখবেন।’

যৌবনের মৌবনে • ৮২

এই দৃষ্টির তীর তোমার আত্মিকমৃত্যুর কারণ হয়ে থাকবে। এটা অদল-বদল হয়ে থাকে। তুমি পরনারীকে লোভাতুর চোখে দেখো আর তোমাদের নারীদের অন্যেরা লোভাতুর চোখে দেখে। হে প্রবৃত্তি! একথা ভালোভাবে জেনে রেখো—

جیسی کرنی ویسی بحرانی زمانے تو کر کے دیکھ  
[জেয়সী করনী ওয়সী ভরনী নাহ মানে তো করকে দেখ]

جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے زمانے تو کر کے دیکھ  
[জান্নাত ভী হায় দোখ ভী হায় নাহ মানে তো মরকে দেখ]

করবে যেমন মিলবে তেমন

মানবি না তো করেই দেখ

বেহেশত-দোজখ দুটোই আছে

মানবি না তো মরেই দেখ!

ইনশাআল্লাহ, এই ধ্যান করায় আল্লাহর রহমত সঙ্গী হবে আর কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার শক্তি আল্লাহ দেবেন।

একটি ভুল

কোনো কোনো যুবক এটা চায়, প্রবৃত্তিতে যেনো পরনারীর দিকে তাকানোর বাসনা জন্মই না নেয়। তা অর্জন না হওয়ায় খুবই চিন্তিত থাকেন। মনে করেন, আমাদের জিকির ও ধ্যানে কোনো ফল নেই। মনে রাখবেন, এটা শয়তানিমন্ত্রণ। প্রবৃত্তিতে কুদৃষ্টির বাসনাই যদি না থাকে তাহলে তা থেকে বেঁচে থাকা কোন ধরনের বাহাদুরি! অন্ধ যদি বলে, আমি পরনারীকে দেখবো না, তাহলে এটা কোন ধরনের গর্বের কথা। মজা তো হলো, পুরোপুরি জৈবিকচাহিদা থাকার পরও গোনাহ থেকে বেঁচে যাওয়া। মনে অনুশোচনা জাগা, পরনারীর দিকে তাকানো থেকে বেঁচে যাওয়া—এটা অনেক বড় জিহাদ। এসব জীবনভর করতে হয় আর নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হয়। এই অবস্থায় মারা গেলে কবরে শান্তির ঘুম ঘুমতে পারবেন। হয়তো সংকাজ ও অসংকাজের নিরীক্ষক ফেরেশতারা পরস্পরে এই বলাবলি করবে—

سراپنے میرے آہستہ بولو

[সারহানে মীর কে আহেস্তাহ বুল]

ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے

[আভী তক রুতে রুতে সুগিয়া হায়]

চুপটি করে বলবে কথা

গুনতে না পায় কেউ

কঁাদছিলো খোকন সোনা

ঘুমিয়ে গেছে সেও।

যৌবনের মৌবনে • ৮৩

### অধ্যায়-৩

## পর্দার বিধান

আল্লাহতায়াল্লা মানুষকে সৃষ্টির সেরাজীব বানিয়ে বুদ্ধির আলো দিয়েছেন। এই বুদ্ধির সৃষ্টতার কারণেই প্রাণী ও মানুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া ও জৈবিকচাহিদা পূরণের দিক থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী একই। ঘর বানিয়ে থাকার ক্ষেত্রেও উভয়ে প্রায় সমান। মানুষের প্রয়োজন বেশি, তাই তাদের আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিংয়ের দরকার পড়ে। প্রাণীর জীবনযাপন সাদাসিধে। এজন্য তাদের থাকার জায়গাও হয় খুবই সাধারণ। বাঘ গর্ত বানিয়ে থাকে। সাপ ডাঙ্গায় বিচরণ করে আর সিংহ কাদায় আরাম করে। বাকি থাকে একসাথে মিলেমিশে বসবাসের প্রসঙ্গ। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণী মানুষের চেয়ে পিছিয়ে নয়। পিপড়ের জীবনে একতা ও সমতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মৌমাছির মধ্যে রাজকীয় শিষ্টাচার অনেক বেশি। পাখির জীবনে জিকিরের ইবাদত পাওয়া যায়। তবে একটি বিষয়, এমন যাতে অন্যান্য প্রাণীর ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সেটা হলো লজ্জা ও শালীনতাবোধের গুণ। এই গুণের কারণে মানুষ পবিত্র জীবনযাপন করে আর নিজেদের স্রষ্টার আনুগত্য করে পদে পদে। এই লজ্জা ও শালীনতাবোধের দাবি হলো, মানুষ অন্যের সামনে আসার জন্য নিজের লজ্জাস্থান ঢাকবে। মানবেতিহাস একথা প্রমাণ করে, প্রথম মানব হজরত আদম [আলায়হিস সালাম] ও তাঁর স্ত্রীকে আল্লাহতায়াল্লা পোশাক দিয়েছিলেন। জান্নাতের নিষিদ্ধফল খাওয়ার পর তাঁদের জান্নাতিপোশাক পড়ে গিয়েছিলো তখন তাঁরা দু'জনেই শরীরের গোপন অংশ গাছের পাতা দিয়ে ঢেকেছিলেন। আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

وَكُلِفَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرْقِ الْجَنَّةِ

“আর তাঁরা দু'জনেই জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকতে লাগলেন।”  
[সূরা: আরাফ, আয়াত: ২২]

#### সতরের প্রেক্ষাপট

শরীরের গোপন অংশ ঢাকার জন্য আরবিতে ‘আওরাত’ এবং ফার্সিতে ‘সতর’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আদমসন্তানেরা পাথরযুগ থেকেই নিজেদের গোপনীয় অংশ ঢেকে রেখে আসছে। সময় পেরিয়ে যাবার সাথে সাথে যখন বুদ্ধি ও বিবেকে পরিপুষ্টি এসেছে আর মানুষ সামাজিকতা ও শিষ্টাচারে অভ্যস্ত হয়েছে, তখন তাদের পোশাকে আরো শিষ্টাচার ফুটে উঠেছে। তাই দুনিয়ায় সবধর্মে মানুষকে বেশি ভদ্রপোশাক পরার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মহিলাদের পোশাকের ব্যাপারে খ্রিস্টধর্মে যদি একটু চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, তারা শুধু গোপনীয় অংশই ঢাকে না, হাত, পা ও চেহারা ছাড়া পুরো শরীর



কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলতো। গির্জায় জীবনযাপনকারী খ্রিস্টান মহিলাদের আজো সে পোশাকে সজ্জিত দেখা যায়। তাই জানা গেলো, গোপনীয় অংশগুলো ঢেকে রাখা স্বভাবজাত, বিবেক ও শরিয়ত সবদিক থেকেই জরুরি। সব নবি-রাসুলের শরিয়তে এটাকে বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে।

#### পর্দার প্রেক্ষাপট

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। তাই ইসলাম লজ্জাশীলতাকে ইমানের অংশ বলে সাব্যস্ত করেছে। লজ্জার দাবি হলো, সমাজ থেকে নগ্নতা ও অশ্লীলতা পুরোপুরি শেষ করে দেয়া। ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম করে বলেছে—

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ

“তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না।”

শরিয়তেমোহাম্মদি কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে পরিতৃপ্ত করবে। এজন্য যেসব কাজ হারাম করেছে এর মাধ্যমগুলোও নিষিদ্ধ করে শয়তানের অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। যেমন—

# মদ ইসলামে হারাম। তাই তা তৈরি, কেনা-বেচা, কাউকে দেয়া-সবই ইসলামে নিষেধ।

# সুদ ইসলামে হারাম করা হয়েছে। তাই অবাস্তিত পদ্ধতিতে লাভকেও সুদের মতো হারাম করা হয়েছে।

# শিরক বা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করাকে হারাম করা হয়েছে। তাই ছবি আঁকা আর মূর্তি বানানোও হারাম করা হয়েছে।

# ব্যভিচার হারাম করেছে। তাই পরনারীকে দেখা, ছোঁয়া, কথা বলে মজা নেয়া আর মনে কল্পনা করাকেও হারাম করেছে।

একথা প্রমাণিত হলো, পর্দাহীনতাই ব্যভিচারের কারণ। এজন্য ইসলাম মহিলাদের পর্দায় থাকার নির্দেশ দিয়েছে। পুত্তলআত্মার অধিকারীরা তো আগেই পর্দার গুরুত্ব অনুভব করেছেন। পঞ্চম হিজরিতে হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু] রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে নিবেদন করলেন—

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! إِنَّ نِسَاءَكُمْ تَدْخُلْنَ عَلَيْكَ الْبُرِّ وَالْفَاجِرَةَ حَبِيبَتُهُنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

“হে আল্লাহর রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]! আপনার স্ত্রীদের কাছে ভালো ও মন্দ দু’ধরনের মহিলাই আসে। আপনি যদি তাদের পর্দার বিধান দিতেন। (হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর এই অনুরোধের ভিত্তিতে) পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়।” [বোখারি, মুসলিম]

হজরত মুফতি মোহাম্মদ শফি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ‘মাআরেফুল কোরআন’-এ লিখেছেন, “পর্দা নিয়ে কোরআনে সাতটি আয়াত আর নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর সত্তরটি হাদিস রয়েছে। পর্দা উদ্দেশ্য হলো, যথাসম্ভব মহিলারা ঘরে থাকবে। বিশেষ কোনো প্রয়োজনে বের হলে শরীর ও সৌন্দর্য বোরকা ও কাপড় দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখবে যাতে কোনোভাবেই তা ফুটে না উঠে।

#### সতর ও পর্দার তুলনামূলক পার্থক্য

সতর অর্থাৎ গোপন অংশটুকু ঢেকে রাখা আর পর্দা দু’টি আলাদা আলাদা বিষয়, দু’টির মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য হলো—

পর্দা	সতর
পর্দারবিধান উম্মতেমোহাম্মদির পঞ্চম হিজরিতে নেমেছে।	সতর বা গোপন অংশ ঢেকে রাখা সব শরিয়তে ফরজ-অবশ্যকর্তব্য।
পর্দা মহিলাদের পরপুরুষের সামনে জরুরি।	সতর নির্জন-সরব-সর্বাস্থায় জরুরি।
পর্দার বিধান শুধু মহিলাদের জন্য।	সতর নারী পুরুষ দু’জনের জন্যই জরুরি।
নারীর পর্দা লজ্জাশীলতা ও শালীনতার চূড়ান্তপর্যায়।	সতর লজ্জাশীলতার প্রথমধাপ।

#### পর্দার প্রমাণ

বর্তমান বিজ্ঞানের এই যুগে একদিকে বস্ত্রবাদের উৎকর্ষ চূড়ান্তপর্যায়ে, অন্যদিকে নগ্নতা ও অশ্লীলতার সয়লাব। পশ্চিমাধ্রভাবে ফ্যাশনপূজা ও নির্লজ্জতা ব্যাপক হয়ে গেছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া মেয়েরা পর্দাকে অপ্রয়োজনীয় ভাবে গুরু করেছে। এজন্য পর্দার বিধান কোরআন-হাদিসের আলোকে তুলে ধরা প্রয়োজন।

#### পর্দার প্রমাণ (কোরআন থেকে)

১. আল্লাহতায়ালা বলেন—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“আর নিজ ঘরে অবস্থান করো। নিজেকে অজ্ঞতার যুগের মতো প্রদর্শন করো না।” [সূরা: আহজাব, আয়াত: ৩৩]

এই আয়াতে মহিলাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সাধারণত ঘরে অবস্থান করবে। ঘরের চার দেয়ালে অবস্থান করে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করবে। শরিয়ত মহিলাদের এমন কোনো কাজের দায়িত্ব দেয়নি যার জন্য তাদের ঘরের বাইরে যেতে হয়। সাময়িক প্রয়োজন তো অপারগতার অন্তর্ভুক্ত। তার পরেও মহিলারা যতো ঘরে থাকবে ততোই আল্লাহর নৈকটলাভ করবে। হাদিসে আছে—

أَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ جُورِهَا وَحَىٰ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا.

“মহিলারা তাদের প্রভুর কাছাকাছি হয় ওই সময় যখন তারা তাদের ঘরের ভেতরে অবস্থান করে।” [ইবনেখোজাইমা, ইবনেহিব্বান]  
তাবরানিশরিফের একবর্ণনায় নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

كَيْسٌ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ فِي الْخُرُوجِ إِلَّا مُضْطَرَّةً.

“মহিলারা শুধু শরিয়তসমর্থিত প্রয়োজন দেখা দিলেই ঘর থেকে বের হতে পারে।” [তাবরানি, জামিউসসাগির]  
তাই বিশেষ প্রয়োজনে মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়া জায়েজ। আরবিতে প্রবাদ আছে—

لَا تَخْفِظُ الْمَرْءَةَ إِلَّا فِي بَيْتِهَا

[লা তাহফাযুল মারআতু ইল্লা ফী বাইতিহা]

ঘরছাড়া ওই মুক্ত নারী

থাকলে বারে বারে

মুক্ত মরুয় বকরি পেলে

বাঘ বলো কী ছাড়ে?

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর স্ত্রীরা ঘরের চারদেয়ালের ভেতরে থাকতেন আর সফরের সময় তাবুর ভেতরে থাকতেন। “ইফক’ তথা হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর ওপর অপবাদের ঘটনা ঘটানো একটি কারণ এটাও ছিলো, সাহাবায়েকেরাম মনে করেছিলেন হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] হয়তো আরোহীর মধ্যে আছেন। অথচ তিনি তখন হারানো হারের খোঁজে প্রাকৃতিকপ্রয়োজন সাড়ার জায়গায় ছিলেন। এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—‘অজ্ঞতার যুগের মতো পর্দাহীনতার প্রসার করো না।’ বিশ্বয়ের বিষয় হলো, ইসলামের প্রাথমিকযুগে এক অজ্ঞতার যুগ ছিলো পর্দাহীনতার কারণ। আর বর্তমান যুগে অন্যবর্বরতার যুগ পর্দাহীনতার কারণ। কিছু-কিছু পশ্চিমাশিক্ষায় শিক্ষিতনারী পর্দার বিরোধিতা করে নিজেদের শিক্ষিত অজ্ঞ প্রমাণে ব্যস্ত।

যৌবনের মৌবনে • ৮৮

২. আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقَائِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ

“তোমরা যদি তাদের কাছে কিছু চাও তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চাও, এতে বেশি পবিত্রতা, তোমাদের অন্তরের জন্য আর তাদের অন্তরের জন্য।”

[সূরা: আহজাব, আয়াত: ৫৩]

এই আয়াতে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম] যদি নবিরাজী স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইতে হয় তাহলে যেনো পর্দার আড়াল থেকে চায়। অর্থাৎ মনে কল্পন, দেয়ালের পর্দা না হলেও অন্তত চাদরের পর্দা যেনো থাকে। সামনা-সামনি চাওয়া জায়েজ নেই।

এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, একদিকে সাহাবায়েকেরামের মতো পুণ্যাত্মা মহান পুরুষেরা, অন্যদিকে প্রিয়নবির স্ত্রীদের মতো পুণ্ড-নিখুঁত নারীরা। তার পরেও তাদের পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি এ বিষয়টিও পরিষ্কার করে দেয়া হচ্ছে, এটা তোমাদের আর তাঁদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য সহায়ক।

৩. আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِطِهِنَّ

“হে নবি! বলে দিন, আপনার স্ত্রী ও মেয়ে আর মুসলমান নারীদের, তারা যেনো নিজেদের ঢেকে নেয় চাদর দিয়ে।” [সূরা: আহজাব, আয়াত: ৫৯]

‘জলাব’ শব্দটি আরবিভাষায় جَلَابِطُ-এর বহুবচন। এতে উদ্দেশ্য ওই চাদর, যা মহিলারা বুক ঢেকে রাখে। مِنْ جَلَابِطِهِنَّ দিয়ে উদ্দেশ্য চাদরের কিছু অংশ দিয়ে চেহারা ঢেকে নেবে। এতে লোকেরা জেনে যাবে তিনি ভদ্রমহিলা, তাকে উত্যক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ কোনো মুনাক্কি ও দুঃকৃতিকারী তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবে না।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] বলেন, মুসলিমনারীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেনো তাদের মাথা ও চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে নেয়। শুধু চোখ খোলা রাখবে, যাতে চলতে-ফিরতে কোনো সমস্যা না হয়। আজকাল প্রচলিত বোরকা ওই চাদরের স্থলাভিষিক্ত।

৪. আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

وَلَا يُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“নারীরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না, তবে যে অংশটুকু খোলা থাকে।”

[সূরা: আননূর, আয়াত: ৩১]

যৌবনের মৌবনে • ৮৯



নারীরা তাদের সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটাতে না, তবে যে অংশটুকু বাধ্য হয়ে খোলা রাখতে হয়। ۞ وَيُنْتُ ۞ দিয়ে উদ্দেশ্য ওই জিনিস, যা দিয়ে মানুষ নিজেকে সুন্দর ও শোভন বানায়। ۞ لَا مَا كَلَّه ۞ দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রদিয়াল্লাহু আনহুমা]-এর মতে, তৈরি কাপড়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কোরআনের অন্যআয়াত দিয়ে। আব্দুল্লাহতায়াল্লা বলেন-

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"নাও তোমাদের সৌন্দর্য প্রত্যেক নামাজের সময়।"

এখানে ۞ وَيُنْتُ ۞ দিয়ে উদ্দেশ্য কাপড়। আর ۞ مَسْجِدٍ ۞ দিয়ে উদ্দেশ্য নামাজ। এই অর্থ মতে নারীদের জন্য নিজেদের কাপড় ও অলঙ্কারের প্রদর্শনী করাও নিষেধ। এ অবস্থায় অর্থ পরিষ্কার। ওপরের কাপড় বোরকা এসব নিষেধের বাইরে। এতে প্রমাণ হলো, শারীরিক অংশের প্রকাশ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি আরো জোরালো। তাই উদ্দেশ্য হলো, বোরকা জাতীয় কাপড় গোপন রাখার নির্দেশের বাইরে। আর সব কাপড় গোপন রাখতে হবে।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] ۞ وَيُنْتُ ۞ দিয়ে উদ্দেশ্য নিয়েছেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য। তাই অর্থ হবে, বিশেষ প্রয়োজনে যেমন চিকিৎসার জন্য বা পরিচয়ের জন্য বা সাক্ষী দেয়ার জন্য বিচারকের সামনে সৌন্দর্যের জায়গাটুকু খোলার প্রয়োজন হলে অপারগতাবশত জায়েজ। এখানে সৌন্দর্যের জায়গা দিয়ে উদ্দেশ্য চেহারা ও হাতের কজ্জি পর্যন্ত। এবিষয়ে সবাই একমত, যখন কোনো নারীর চেহারার দিকে তাকালে যৌনোবাসনার সৃষ্টি হয় তখন নারীর জন্য চেহারা ঢেকে রাখা আর পুরুষের জন্য তার দিকে না তাকানো ফরজ। তাই বিচারকের যদি পরিচয়ের জন্য দেখার প্রয়োজন পড়ে তখন তার জন্য যৌনোবাসনা সৃষ্টি না হলে প্রথম দর্শন জায়েজ। আবার তাকানো হারাম।

৫. আব্দুল্লাহতায়াল্লা বলেন-

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

"আর যেসব নারী ঘরে বসে আছে (বুড়ি); যাদের বিয়ের আর কোনো সম্ভাবনা নেই, তাদের জন্য নেকাব খুলে রাখতে কোনো পাপ নেই। তবে এই নয় যে, সৌন্দর্যের জায়গা দেখাবে। যদি এ থেকেও বেঁচে থাকে তাহলে এটা তাদের জন্য ভালো। আব্দুল্লাহ সর্বশ্রোতা ও জ্ঞাত।" [সূরা: আননুর, আয়াত: ৬০]

যৌবনের মৌবনে • ৯০

শরিয়তে এমন নারীর পর্দার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে, যারা বিয়ের যোগ্য নন আর যাদের দিকে তাকালে যৌনোবাসনা তৈরি হয় না। বিয়ে বৈধ নয় এমন পুরুষের সামনে নারীর যেসব অঙ্গ খুলে রাখার অনুমতি আছে বুড়োমহিলাদের জন্য পুরুষের সামনেও এসব অঙ্গ খুলে রাখার অনুমতি আছে। এই আয়াতে শর্তারোপ করা হয়েছে, যখন সৌন্দর্য প্রকাশ না ঘটে। এটাও বলা হয়েছে, পুরুষের সামনে আসা থেকে পুরোপুরি বাঁচতে পারলে ভালো। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে-

لِكُلِّ سَاقِطٍ لَا قِطْعَةٍ

[লিকুল্লি সাকিতিন লা-কিতাহু]

অসম্মানে অবহেলায়

যাই বা ফেলে যাও

দেখবে তুমি অবাধ হয়ে

নিচ্ছে তুলে তাও!

চিন্তার বিষয় হলো, যখন বুড়িদের জন্য এতো সতর্কতার কথা বলা হয়েছে তখন যুবতীমেয়েদের জন্য সতর্কতা কী পর্যায়ে হবে!

৬. আব্দুল্লাহতায়াল্লা বলেন-

الْمَلَأَ وَالْبَيُّونَ وَنِعْمَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"সম্পদ ও ছেলসন্তান পার্থিবজীবনের সৌন্দর্য।"

[সূরা: কাহাফ, আয়াত: ৪৬]

এই আয়াতে সম্পদ ও ছেলসন্তানকে দুনিয়ার সৌন্দর্য বলা হয়েছে। এখানে মেয়ের কথা বলা হয়নি। কারণ মেয়ে গোপন থাকার জিনিস, প্রকাশ করার নয়। এর মাঝেও নারীদের পর্দার থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই মুসলিমনারীদের সতর্ক হওয়া উচিত।

الْحَجَّابَ الْحَجَّابَ قَبْلَ الْعَذَابِ

"পর্দা, পর্দা! শাস্তি আসার আগে।"

পর্দার প্রমাণ (হাদিস থেকে)

হাফেজ ইবনে কাসির [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] তাঁর তাফসিরে লিখেছেন, সৌভাগ্যশীল ও সম্মানীনারীদের লক্ষণ হলো, ঘোমটা। যাতে কুচক্রি ও পাপাচারীরা তাদের সাথে উত্যক্তাচরণ না করতে পারে।

হজরত ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বলা হয়েছে-

যৌবনের মৌবনে • ৯১

أَمَّا الْمَرْءُ نِسَاءً الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَوَّجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فِي حَاجَتِهِمْ أَنْ يُعْطَيْنَ وَجُوهَهُنَّ مِنْ  
فَقِي رُءُوسِهِنَّ بِالْجَلَاءِ وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً.

আল্লাহতায়াল্লা মোমিননারীদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যদি বিশেষপ্রয়োজনে  
ঘর থেকে বের হয় তাহলে মাথার দিক থেকে চেহারার ওপর কাপড় দিয়ে  
ঢেকে নেয় আর শুধু একটি চোখ যেনো খোলা রাখে।”

[তাফসিরে ইবনে কাসির: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৫১৯]

এতে জানা গেলো, পর্দাহীনতা উদ্ভব ও সম্ভাব্য কোনো নারীর কাজ নয়।

# হাদিসে আছে—

الْمَرْءُ عَوْرَةً

“নারীরা গোপন থাকার বস্তু।”

তাই নারীদের উচিত তারা নিজেদের পরপুরুষ থেকে গোপন রাখবে। যদি  
ঘরে থেকে গোপন রাখে তাহলে এটা সবচেয়ে ভালো। যাতে কোনো পুরুষ  
তাদের চালচলন পর্যন্ত না দেখতে পারে। যদি শরিয়ত সমর্থিত বিশেষ কোনো  
প্রয়োজনে বাইরে যেতেই হয়, তাহলে কাপড় ও শরীরের সৌন্দর্য বোরকা বা  
চাদর জাতীয় কাপড় দিয়ে ঢেকে নেবে। এমন যেনো না হয়, কোনো  
প্রতীপুজারী পুরুষের কুদৃষ্টি পড়ে যায় আর তাকে ফুসলাতে থাকে।

# হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে, একবার তিনি  
নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর দরবারে ছিলেন। রাসূল  
[সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] সাহাবায়েকেরামের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন—

مَا خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ

“মহিলাদের জন্য কোন জিনিস ভালো?”

সাহাবায়েকেরাম চুপ থাকলেন। কোনো জবাব দিলেন না। ওই সময় আমি  
ঘরে গিয়ে ফাতেমার কাছে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাব দিলেন—

خَيْرُهُنَّ أَنْ لَا يُرِينَ الزَّجَالَ وَلَا يَرَوْهُنَّ

“নারীদের জন্য উত্তম হলো, তারাও পুরুষদের দেখবে না আর পুরুষরাও  
তাদের দেখবে না।”

আমি এই জবাব নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে  
বললাম। তখন রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] খুশি হয়ে বললেন—

إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي

“সে (ফাতেমা) আমার অংশ।” [মাআরিফুল কোরআন: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২১৬]

যৌবনের মৌবনে • ৯২

# নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“লজ্জা ইমানের অংশ।”

পর্দার উদ্দেশ্য হলো লজ্জা। আর লজ্জা নারীর প্রকৃতি। নারী যখন  
প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করে তখন লজ্জাহীন হয়ে যায় আর লজ্জা ও শালীনতা  
একপাশে রেখে দেয়। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ إِغْمَلْ مَا شِئْتَ

“যখন তুমি নির্লজ্জ হলে তখন যা ইচ্ছে তাই করো।” [মেশকাত]

এতে জানা গেলো, লজ্জাহীনতাই পর্দাহীনতার কারণ। আল্লাহতায়াল্লা কাউকে  
লজ্জার মতো সম্পদ থেকে যেনো বঞ্চিত না করেন! আমিন!!

# হাদিসে আছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

إِنَّ الْمَرْءَ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْفَرَتْهَا (الْفَيْيَظَان)

“নারীরা গোপন থাকার জিনিস। যখন তারা ঘর থেকে বের হয় শয়তান  
তাদের উত্থাপ্ত করে।” [তাফসিরে ইবনে কাসির: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৮২]  
শয়তানের উত্থাপ্ত করার দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমত, শয়তান তাদের ঘর  
থেকে বের হতে দেখে খুশি হয়। কারণ এখন তাদের পরপুরুষের দিকে আর  
পরপুরুষকে তাদের দিকে ধাবিত করা সহজ হবে। শয়তান তখন ওই নারীকে  
কুদৃষ্টির মধ্যে ফেলে আর পুরুষদেরকে তার জালে বাঁধে। দ্বিতীয়ত, শয়তানি  
ও প্রতীপুজারী লোক নারীদের বাইরে দেখে লোভান্বিত হয়ে থাকায়। এমন  
দুই ও পাপাচারলোক শয়তানের প্রতিনিধি হয়ে থাকে। তাদের উত্থাপ্ত করাই  
শয়তানের উদ্দেশ্য।

# নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضُرُّ عَلَى الزَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে বড় কোনো ফেতনা দেখি  
না।” [বোখারি, মুসলিম, মেশকাত: বিয়ে অধ্যায়]

এতে জানা গেলো, পুরুষের জন্য নারী সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।  
ইসলামিগবেষকরা লিখেছেন, পর্দা ওয়াজিব হওয়ার স্থল হলো ফেতনা। এজন্য  
বুড়োনারী যাদের প্রতি যৌনোবাসনা জাগে না, তাদের চেহারায় পর্দা করার  
ব্যাপারে শিথিলতা করা হয়েছে। যুবতীনারীদের দিকে পুরুষের জৈবিকআসক্তি  
জোরালো হয়, এজন্য তাদের পর্দার মাঝে থাকা চাই। মহিলা যদি কোনো  
প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হয় তাহলে যেনো পর্দার সাথে বের হয়। যাতে  
তাকে দিয়ে শয়তান কোনো পুরুষকে ফেতনায় ফেলতে না পারে।

যৌবনের মৌবনে • ৯৩



# ইমাম আহমাদ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণনা করেন-

لَمَّا أَدْخُلَ بَيْنِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي وَاضِعٌ ثَوْبِي وَأَقُولُ إِنِّي هُوَ زَوْجِي وَإِنِّي (أَمَى مَذْفُونَانِ فِيهِ).

“আমি যখন ওই রুমে ঢুকতাম যেখানে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে দাফন করা হয়েছে তখন আমার চাদর রেখে দিতাম আর ভাবতাম, এখানে তো শুধু আমার স্বামী ও বাবাকে দাফন করা হয়েছে। কিন্তু যখন হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে দাফন করা হলো তখন আল্লাহর শপথ, আমি তাঁকে লজ্জার কারণে খুব ভালোভাবে পর্দা করে নিতাম।”

এতে পর্দার গুরুত্বের অনুমান করা যায়, হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] কবরে শুয়ে থাকা লোকের সাথেও পর্দা করেছেন। অথচ আজকের পর্দাহীন নারীরা জীবিত ও জগতপুরুষের সাথেও পর্দা করে না। দীনদার নারীদের জন্য হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর আমল আলোর মিনার।

# হাদিসে আছে-

وَكُنْتُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسَتَيْنِ فَدَخَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ أَعْمَى. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتِجِبَا مِنْهُ فَقَالَتَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ وَلَا يَغْرِ فُنَّا فَقَالَ أَعْمَيْتَاوَا أَنْتُمَا السُّخْنَاءُ تُبْصِرَانِي.

“একবার উম্মতের মা আয়েশা ও হাফসা [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে বসেছিলেন। এ সময় হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাক্ক [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] ঘরে ঢুকলেন। তিনি অন্ধসাহাবি ছিলেন। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তাঁদের দু'জনকে বললেন, পর্দা করো! তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো অন্ধ। আমাদের দেখেনও না, চেনেনও না। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তখন বললেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাঁকে দেখছো না?”

[আবুদাউদ, তিরমিজি, নাসায়ি; আলকাবাইর: ইমাম জাহাবি, পৃষ্ঠা: ১৮৮] পর্দার গুরুত্ব নিয়ে এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ আর কী হতে পারে।

যৌবনের মৌবনে • ৯৪

পর্দার প্রমাণ (যুক্তির আলোকে)

এক বুল্জুর্গ রেলগাড়িতে লাহোর থেকে জ্যাকবাবাদ যাচ্ছিলেন। এক একস্টেশনে স্যুট-কোট পরা এক যুবক উঠলো। কিছুক্ষণ পর ওই যুবক বুল্জুর্গকে জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে দেখে তো আলেম বলে মনে হচ্ছে, আপনাকে কি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি? বুল্জুর্গ বললেন, হ্যাঁ, পারেন। যুবক প্রশ্ন করলো, ইসলাম এর অনুমতি কেনো দেয় না যে নারী-পুরুষ একসাথে মিশে কাজ করবে। বুল্জুর্গ যুবককে কোরআন-হাদিস থেকে অনেক প্রমাণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু যুবকের মন আশ্বস্ত হলো না। যুবক বললো, আপনি আমাকে যৌক্তিকপ্রমাণ দিয়ে বিষয়টি বোঝান। তখন বুল্জুর্গ বোঝালেন, যখন নারী-পুরুষ একসাথে কাজ করবে তখন অন্তর পরস্পরের প্রতি আসক্ত হবে। হাসি-ঠাট্টার ভেতরে সংসার ভেঙে যাবে। অনেক কুমারী মেয়ে মা হয়ে যাবে। এতে সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে। যুবক বললো, মানুষ যদি নিজের প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তাহলে সহশিক্ষা ও চাকরির মধ্যে সমস্যা কী? বুল্জুর্গ দেখলেন সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। আঙ্গুল বাঁকা করতে হবে। তার ব্যাগে লেবু ছিলো। একটি লেবু বের করে চার টুকরো করলেন আর চুষতে থাকলেন। এ সময় ওই যুবকও প্রচণ্ডগরমে লেবুর দিকে লোভাতুর চোখে তাকিয়ে থাকলো। বুল্জুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী দেখছেন? যুবক বললো, লেবু দেখে মুখে পানি এসে যাচ্ছে। এবার বুল্জুর্গ বললেন, এখন আপনার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের বিষয় কোথায়? এভাবেই নারীদের দেখে পরপুরুষ লোভাতুর চোখে না তাকিয়ে পারে না। এটাই ব্যভিচারের কারণ হয়। এজন্যই ইসলাম নারীদের ঘরে থাকার কথা বলেছে। প্রয়োজনে বাইরে গেলেও পর্দার ভেতরে থেকে যেতে হবে, যাতে কেউ কুদৃষ্টি দিতে না পারে। যুবক তখন লজ্জায় মাথা নত করে নিলো। দুই। যদি কাউকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়, একলাখ টাকা একশহর থেকে অন্যশহরে পৌঁছে দাও, তাহলে প্রথমে সে এই ভয় করবে, হতে পারে আমার পকেট থেকে টাকাগুলো উধাও হয়ে যেতে পারে। এছাড়া চোর-ডাকাত কেউ টের পেলে টাকা তো উধাও হবেই আমার নিজের প্রাণের আশঙ্কাও আছে। এর চেয়ে ভালো ব্যাংক বা এ জাতীয় কোনো উপায়ে টাকাগুলো ট্রান্সফার করে দিই, যাতে কেউ টেরই না পায়। তাই ওই লোক টাকা গোপনে পকেটে বা গোপন কোনো জায়গায় রাখবে আর সারাপথ ভাবনায় থাকবে। এমন কখনও হবে না, ওই লোক স্টেশনে সবার সামনে টাকা বের করে গুণতে থাকবে। এটা তো এমন হবে, অন্যকে আহ্বান করা-“আসো আমারটা লুটে নিয়ে যাও!” ঠিক তেমনি কোনো স্বতীনারী যদি ঘরের চারদেয়াল থেকে বের হতে চায়

যৌবনের মৌবনে • ৯৫

তাহলে প্রথমে সে সঙ্কোচবোধ করবে, আমাকে কেনো বাইরে যাওয়া লাগছে। যদি অপারগ ও বাধ্য হয়ে প্রয়োজনে বাইরে যেতেই হয় তাহলে পর্দার সাথে বের হবে। আর রাস্তায় এ দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে, কোনো দুষ্কৃতিকারী যেনো আমার পেছনে লেগে না যায়। এটা কখনও হবে না, সে পরপুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রদর্শন করবে আর নিজের সম্মত হুমকির মুখে ফেলবে। যদি কোনো দুষ্কৃতিকারী তার পিছু নেয় তাহলে সম্মত ও কেড়ে নেবে আবার প্রাণে মেরে ফেলার আশঙ্কাও আছে। শরিয়তে এজন্যও পর্দার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে নারীদের সম্মত কেউ হাত না দিতে পারে। যেসব মেয়ে ফ্যাশন করে পর্দাহীনভাবে হাট-বাজারে ঘোরাফেরা করে তাদের সম্মতহানির ঘটনা প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতাগুলোর সৌন্দর্য বাড়ায়। তারা অন্যকে তামাশা দেখাতে গিয়ে নিজেই অন্যের তামাশার পাত্র হয়ে যায়।

তিন. যদি কেউ কসাইয়ের দোকান থেকে কয়েক কেজি গোশত কিনে তাহলে তাকে কাপড় বা থলিতে ঢেকে তা বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। এটা কখনও হয় না, তিনি থালায় গোশত রেখে তা মাথায় নিয়ে চলতে থাকে। তার ভয় থাকে চিল বা কোনো পাখি তা নিয়ে ছুঁ মেরে উড়ে যাবে। এভাবে পঞ্চাশ কেজি ওজনের একটি যুবতী মেয়ে যখন ঘর থেকে পর্দাহীন অবস্থায় বের হয় তখন মানুষরূপী চিড়িয়া তার আশেপাশে আনাগোনা করতে থাকে। কখনো কখনো সুযোগ পেলে পুরো পঞ্চাশ কেজিই গলদহরণ করার পায়তারা করে। এজন্য স্বতীনারীরা পর্দার সাথে বের হন। যাতে সম্মত, সম্পদ ও প্রাণের ওপর কোনো হামলা না আসে।

ভাবনীয় বিষয় হলো, যেসব লোক নিজের যুবতী মেয়েদের পর্দাহীন অবস্থায় বের হবার অনুমতি দেয় তাদের চোখে কি নিজের মেয়েরা কয়েক কেজি গোশতের সমমূল্যেরও না! পরিভাপের বিষয় হলো, পাখি গোশত নিয়ে গেলে শুধু কিছু সম্পদের ক্ষতি হয় যার ক্ষতিপূরণ সম্ভব। কিন্তু কেউ যদি মেয়ের সম্মত নষ্ট করে দেয় তাহলে এই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার কোনো উপায় নেই। মন বলবে, এবার অনুশোচনা করে কী হবে, পাখি যখন ক্ষত নষ্ট করে ফেলেছে!

চার. প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহতায়াল্লা প্রকৃতিগতভাবে আত্মমর্যাদাবোধের অনুভূতি দিয়েছেন। কেউ কখনই এটা চায় না, পরপুরুষ তার ঘরের নারীদের দিকে বাজেদৃষ্টি দিক। সে যদি তার নিকটাত্মীয় কোনো নারীকে মন্দাচার করতে দেখে তাহলে কখনও সহ্য করতে পারবে না। বরং ক্ষোভে-দুঃখে সে ফেটে পড়বে। অনেক সময় স্বামী তার স্ত্রীকে, বাবা তার মেয়েকে, ভাই তার বোনকে আর ছেলে তার মাকে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলে।

আজকাল খবরের কাগজে এধরনের অনেক খবর ছাপা হয়। একনারীর পর্দাহীনতা কয়েক বংশের মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। তাই মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ ও ইমানের আত্মমর্যাদাবোধের দাবি হলো, নারীরা পর্দাসহ ঘরের বাইরে বের হবে আর পুরুষেরা তাদের দৃষ্টি নিচু করে রাখবে, যাতে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়।

পাঁচ. নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] নারীদের নিয়ে বলেছেন—

لَا قِصَاصَ عَقْلٍ وَدِينٍ

“তারা প্রজ্ঞা ও দীনের দিক থেকে অসম্পূর্ণ।” [মেশকাত]

নারীদের প্রকৃতি হলো, তারা খুব সহজেই ফেসে যায় আর অন্যকেও খুব সহজে ফাঁসিয়ে ফেলে। অনেক বড়-বড় জ্ঞানী-গুণির বিবেকের ওপর পর্দা ঢেলে দেয়। আবেগপ্রবণ হওয়ার কারণে মুহূর্তের মধ্যে তাদের প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে। এজন্য শরিয়ত তালকের অধিকার পুরুষের হাতে দিয়েছে। যদি নারীদের হাতে এই অধিকার দেয়া হতো তাহলে দিনে সন্তরবার তালক দিতো আবার সন্তরবার তা ফিরিয়ে আনতো। কারো ওপর সন্তুষ্ট হলে নিজের সর্বস্ব দিয়ে দেয় তার জন্য। আর কারো ওপর অসন্তুষ্ট হলে তাকে জীবিত দেখাও পছন্দ করে না। ঘরের ভেতরে বাড়িবাড়িও বেশি করে অবার বাইরে নিজেদের নির্ধাতিত হিসেবে উপস্থাপন করে। পান থেকে একটু চুন খসলেই স্বামীর সারা জীবনের সদাচার অস্বীকার করে বসে। বলতে থাকে, আমি তোমার ঘরে এসে দেখেছি, সারাজীবন তুমি শুধু নিজের জন্যই সবকিছু করেছে, আমার জন্য কিছুই করেনি। সামান্য বিষয়ে অভিযাচ দিতে থাকে। দুর্বল হলে নিজের মৃত্যু কামনা করতে থাকে। সম্পদের ভালোবাসা এই পরিমাণ হয় যে, স্বামী যদি বলে তোমার গায়ে খিলকি মারলে সোনা হবে তৎক্ষণাৎ জবাব দেবে, তাহলে দেরি কিসের? দ্রুততাজাজ করো। ক্রোধ ও গোস্বার আগুনে জ্বলেপুড়ে ছারখার হতে থাকে। ফ্যাশনে এতোই আসক্ত হয় যে, নিজের পরার কাপড়টির মতো আর কেউ যেনো কাপড় না পরে। ফের ধুয়ে যেনো তা পরতে না হয়। কোনো প্রশংসা করলে ফুলে-ফেঁপে উঠে। শত্রুকে বন্ধু আর পরকে আপন মনে করতে থাকে। প্রকৃতি ও স্বভাবের এ উত্থান-পতনের জন্য বলা হয় তাদের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা অপূর্ণ। তাই তাদের জন্য ঘরের চারদেয়ালের ভেতরে থাকাই ভালো। কেউ পুরো পাগল হলে তাকে পাগলাগারদে রাখা হয়। নারীরা যেহেতু বুদ্ধিমত্তায় অপূর্ণ তাদেরকে একটু বড় জায়গা ঘরে থাকার কথা বলা হয়েছে। বাইরে বের হতে চাইলে পর্দার সাথে বের হবে। আর নিকটাত্মীয় পুরুষের সাথে বের হবে যাতে সে কারো ইমান নষ্ট না করে আর অন্যকেউ যেনো তার সম্মত নষ্ট না করতে পারে।



### শরিয়তপূর্ণ তিনস্তর

কোরআনেকারিমে নানান আয়াতের ব্যাপারে ভাবলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, শরিয়তনির্ধারিত পর্দা তিনস্তরের। প্রথমতো সবচেয়ে উত্তম, দ্বিতীয়তো, মধ্যমস্তর আর তৃতীয়তো, নিম্নস্তর। একেক নারীর জন্য একেক অবস্থায় এর কোনো না কোনোটির ওপর আমল করা অবশ্যই জরুরি। শরিয়ত মানুষের অবস্থার কথা বিবেচনা করে এতে নানান স্তর রেখেছে। পর্দা চালুর কারণ হলো ফেতনা বা সামাজিকবিশৃঙ্খলা এড়ানো। এখন যাতেটুকু সতর্কতা অবলম্বন করলে তা এড়ানো যায়, ততোটুকু পর্দা করাই জরুরি।

### ১. উত্তমস্তর (ঘরে থাকা)

আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

“তোমরা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করো।”

তাই নারীদের জন্য পর্দার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হলো, ঘরের গন্টির ভেতরে সময় কাটানো। নিজের ঘরকে জ্ঞানাত মনে করা। নারীরা কামকাজ ও ইবাদত সম্পন্ন করার পর ঘরের আঙ্গিনায় ঘোরাফেরা করতে পারেন। এমনকি খেলাধুলাও করতে পারেন। মেয়েরা লুকোচুরি, রশি টানাটানি, মেশিনে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। আঙ্গিনা ছোটো হলে চারদিকে পর্দা দিয়ে ঢেকে নিতে পারে। যাতে পুরুষেরা না দেখে আর নিজেদের জগতে মগ্ন হয়ে খেলতে পারে। কোনো ভয়-ভাবনা ও আশঙ্কা নেই। শরিয়তের সীমায় থেকেও নারীদের শরীর চর্চার ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। বেশিরভাগ নারীই সাংসারিক কাজকর্ম যেমন: ঝাড়ু দেয়া, কাপড় ধোয়া, ইক্সি করা, খাবার রান্না করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এসব করেই ঝিমিয়ে পড়ে। একটু সতেজ হবার প্রয়োজন অনুভব করে না।

তাই ঘরে থেকেও নারীদের বেশিরভাগ প্রয়োজন পূরো হয়ে যায়। এগুয়ে আমলকারী নারীরা ওলির মর্যাদা পায় আর আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে।

### ২. মধ্যমস্তর (বোরকা দিয়ে পর্দা)

অপারগ হয়ে যদি বাইরে বের হতেও হয় তাহলে গায়ে বোরকা বা বড় চাদর ভালো করে জড়িয়ে নেবে। আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ عَلَيْكُنَّ مِنَ الْجَلْبِ

“আর তারা যেনো নিজেদের গায়ে চাদর জড়িয়ে নেয়!”

যৌবনের যৌবনে • ৯৮

আজকাল পর্দানশীল নারীরা বোরকা পরে পুরো শরীর ঢেকে নেয়। এতে শরীরের সৌন্দর্য ঢেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, টাইটফিট বোরকা পরে। সবকিছুই জিলবারের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে পুরুষের কাছে গঠন-আকৃতি ও অবয়ব কিছুটা প্রকাশ পেলেও রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে থাকার কারণে ফেতনার আশঙ্কা কম থাকে। তবে এব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি যে, বোরকা এতো বেশি বাহারি রঙের হবে না, যাতে কেউ দেখলে মনে করতে থাকে এর ভেতরে বেহেশতিহর রয়েছে। এখনকার পুরুষের দৃষ্টি নারীর শরীরের অন্যকোথাও না পড়লেও হাত-পায়ের দিকে তাকিয়েই সৌন্দর্যের পরিমাপ করে ফেলে। এজন্য হাত-পা ঢেকে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এটা পর্দার মধ্যমপর্যায়। এগুয়ে যারা আমল করে তাদেরও আল্লাহভীরুদের মধ্যে গোণা হবে।

### ৩. সর্বশেষ স্তর (অপারগতাবশত পর্দা)

পর্দার সর্বশেষস্তর হলো, নারী অপারগ হয়ে ঘরের বাইরে বের হয় আর চাদর ও বোরকা এমনভাবে পরে, তার হাত-পা ও চেহারা খোলা থাকে। আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

وَلَا يَبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“তারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না, তবে যা এমনিতেই প্রকাশ থাকে।”

নারীর জন্য তার শরীরের কোনো রূপ পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েজ নেই। তবে যা এমনিতেই প্রকাশ পেয়ে যায় তার কথা আলাদা। অর্থাৎ কাম-কাজ ও চলাফেরার সময় যা কিছু এমনিতেই খুলে যায় আর তা ঢেকে রাখা কঠিন হয় তা দেখা যাওয়ার মধ্যে কোনো পাপ নেই।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] বলেন, এতে উদ্দেশ্য হলো, হাতের তালু ও চেহারা। তবে তা ওই সময় যখন ফেতনা ছড়ানোর কোনো আশঙ্কা থাকবে না। যদি ফেতনার আশঙ্কা থাকে তবে ইসলামিশাস্ত্রবিদদের মতে, নারীদের জন্য চেহারা ও হাতের তালু খোলাও জায়েজ নেই।

তাই এই আয়াত থেকে একথা প্রমাণিত, আদান-প্রদানের প্রয়োজনে নারীর হাত-পা ও চোখ খুললে কোনো গোনাহ হবে না। এ আয়াত দিয়ে এটা প্রমাণিত হয় না, পুরুষদের তাদের ওই অঙ্গের দিকে তাকিয়ে থাকা জায়েজ। পুরুষদের জন্য চোখ সংযতো রাখার নির্দেশ বলবৎ থাকবে। শরিয়তসমর্থিত কোনো প্রয়োজন ছাড়া নারীর হাত-পা ও চেহারা দেখবে না।

যৌবনের যৌবনে • ৯৯

### চেহারার পর্দা

আজকাল তথাকথিত প্রগতিশীল কেউ কেউ এই প্রোপাগান্ডা চালান, ইসলামে পর্দার বিধান তো আছে তবে তাতে চেহারার পর্দা অন্তর্ভুক্ত না। অথচ রূপ ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু হলো চেহারা। বর্তমান এই ফেতনা ও পদস্থলনের যুগে চেহারা ঢেকে রাখার প্রয়োজন আরো বেশি। চিকিৎসা, আদালতে সাক্ষ্য দেয়া-এজাতীয় প্রয়োজন ছাড়া নারীদের জন্য চেহারা খোলা রাখা জায়েজ নেই। এখানে এর পক্ষে কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো-

১. কোরআনে **فَاسْتَوُْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ** (তাদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও) এই নির্দেশ দিয়ে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে, চেহারা ঢেকে রাখাও জরুরি। চেহারা যদি খোলা রাখা যেতো তাহলে পর্দার আড়ালে থেকে কিছু চাইতে বলার নির্দেশ অনর্থক।

২. যখন পর্দার বিধানের আয়াত **يُذْنِبْنَ عَنْهُمْ مِنْ جَلَابِطِهِنَّ** নামলো, তখন রাসুলের স্ত্রীদের এই শিক্ষা দেয়া হলো, তাঁরা যেনো সাহাবায়েকরামের কাছ থেকে নিজেদের চেহারা ঢেকে রাখেন। একথা কে বলতে পারবে তাঁরা (আল্লাহ না করুন) খোলা মাথায় বসে থাকতেন আর পর্দার আয়াত দিয়ে তাঁদের মাথা ঢাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহতায়ালার মুসলিমনারীদের নির্দেশ দিয়েছেন যখন তারা কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হবে তখন মাথায় চাদর দিয়ে ঢেকে তাদের চেহারাও ঢাকবে।

[তাফসিরে ইবনে জারির]

ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সিরিন হজরত ওবায়দ বিন সুফিয়ান ইবনুল হারেসকে জিজ্ঞেস করলেন, এ বিধানের ওপর আমল করার পদ্ধতি কী? তিনি চাদর উড়িয়ে পদ্ধতি বলে দিলেন আর নিজের কপাল, নাক ও একচোখ ঢেকে শুধু একটি চোখ খোলা রাখলেন। [তাফসিরে ইবনে জারির]

৩. আবুদাউদ, তিরমিজি, মোআত্তা এসব হাদিসের কিতাবে লেখা আছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] নারীদের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় চেহারা ঢেকে ফেলা আর মোজা পরতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা যায়, ওই যুগে চেহারা ঢেকে রাখা আর হাতে-পায়ে মোজা পরার ব্যাপক প্রচলন ছিলো।

৪. হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] বলেন, পুরুষেরা যখন আমার পাপ দিয়ে যেতো, আর আমরা রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর সাথে এহরাম অবস্থায় থাকতাম তখন আমরা চাদর মাথার ওপর থেকে আমাদের চেহারার ওপর ঢেলে দিতাম। যখন তাঁরা চলে যেতো তখন আমরা মুখ খুলে ফেলতাম। [আবুদাউদ]

যৌবনের মৌবনে • ১০০

৫. 'জাওয়াজের' কিতাবে ইমাম ইবনে হাজার [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ইমাম শাফেয়ি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] মত বর্ণনা করেন, যদিও নারীদের চেহারা ও হাতের কজি পর্যন্ত ঢেকে রাখার ফরজ পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত না, এটা খোলা রেখেও নামাজ হয়ে যায় তবে পরপুরুষকে শরিয়তসমর্থিত কোনো প্রয়োজন ছাড়া তা দেখানো জায়েজ নেই।

৬. ইমাম মালেক [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর প্রসিদ্ধ মতামতও হলো, পরনারীর চেহারা ও হাতের কজি পর্যন্ত দেখা শরিয়তসমর্থিত প্রয়োজ ছাড়া জায়েজ নেই।

৭. আব্দামা শামি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] তাঁর ফতোয়ায় লিখেছেন-

**وَالْمَغْنَى تَنْتَعُ مِنَ الْكُفْهِ يَخُوفُ أَنْ يَرَى الرَّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ لِأَنَّ مَعَ الْكُفْهِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ**

"নারীদেরকে চেহারা খোলা রাখার ব্যাপারে নিষেধ করা হবে, যেনো পুরুষেরা তা দেখতে না পায়। কারণ চেহারা খোলা থাকলে কামাসক্ত দৃষ্টি পড়ে।"

[দুররেমুখতার: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৪৮]

৮. ইংরেজি পরিভাষা আছে-

Face is index of mind

[ফেইস ইজ ইনডেক্স অফ মাইন্ড]

নিজের যতো মন্দ ভালো

দেখতে যদি চাও

নিজের মনের আয়নাটিকে

সামনে টেনে নাও।

তাই কোনো নারীর চেহারা দেখে তার পুরো ব্যক্তিত্বের অনুমান করা যায়। লাজ-লজ্জা, ভালো-মন্দ, চিন্তা-খুশি এগুলো চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়। এজন্য চেহারা ঢেকে রাখা জরুরি।

৯. যখন কোনো মেয়েকে বিয়ের জন্য পছন্দ করা হয় তখন তার চেহারা দেখা হয়। কোনো মেয়ের চেহারা যদি ঢেকে দেয়া হয় তাহলে অন্যঅঙ্গ দেখে কি তার ব্যক্তিপরিচয় লাভ করা যাবে? এতে জানা গেলো, চেহারার পর্দা খুবই জরুরি।

১০. যদি পর কোনো নারী-পুরুষ পরস্পরের চেহারা দেখে নেয় তাহলে কোনো কথাবার্তা ও ভাববিনিময় ছাড়াই পরস্পরকে ভালোবাসতে থাকে। কবির ভাষায়-

**انكحوا انكحوا من اثاره بؤس**

[আঁখো আঁখো মৌ ইশারে হো গায়ো]

যৌবনের মৌবনে • ১০১



تم تمہارے تم ہمارے ہو گئے  
[ہام تمہارے تم ہمارے ہو گئے]  
چوٹے چوٹے ہمارے  
کথা ہمارے  
اکگلکے منٹا ہمارے  
آپن ہمارے

যেহেতু চেহারাই সবচেয়ে বেশি ফেতনাস্থল, তাই চেহারাকে পর্দা থেকে আলাদা করা অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার প্রমাণ।

কিছু কথা

কোনো মাহফিলে পর্দার মাসালা নিয়ে আলোচনা চলে এলে মহিলারা তেজে উঠেন আর নিজেদের পর্দাহীনতাকে বৈধো প্রমাণ করতে নানান ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন। এভাবে পর্দাহীনতা বৈধো তো হয় না, তবে গোনাবের পরিমাণ বাড়তে থাকে। গোনাব মনে করে করলে তওবা দিয়ে তা মাফ হয়ে যায়। কিন্তু কোনো গোনাবকে বৈধো মনে করলে তার ইমানহারা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিষয়টি পরিষ্কারের জন্য এখানে উত্তরসহ কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করা হলো—

প্রশ্ন-১: চাদর বা বোরকা পরলে কি হবে? আসলপর্দা তো হলো চোখের পর্দা।  
উত্তর: যারা বলেন, আসলপর্দা চোখের তাদের উচিত উলঙ্গ হয়ে ঘোরাফেরা করা। তাদের কী প্রয়োজন অনর্থক কাপড় দিয়ে ঢেকে থাকার। একটু উলঙ্গ হয়ে ঘরের মহিলাদের সামনে এলেই তাদের বোধোদয় হয়ে যাবে। এই প্রশ্ন ওই নারীরাই করতে পারে যাদের বিবেকের ওপর পর্দা পড়ে গেছে বা যাদের পুরুষদের বিবেকের ওপর পর্দা পড়ে গেছে। কবির ভাষায়—

بے پردہ نظر آئیں مجھے یہاں  
[বে পরদাহ নয়র আয়ে মুঝে বীবিয়া]  
اکبر زمین میں غیرت قوی سے لڑ گیا  
[আকবরে যমী মে গায়রতে কওমী সে গের গিয়া]  
پوچھا جوان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا  
[পূছা জো উন সে আপ কা পরদাহ ওহ কিয়া হয়া]  
کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا  
[কাহনে লাগে হে আকল পেহ মরদু কী পর গিয়া]

মৌবনের মৌবনে • ১০২

দেখছি আজি কুল-বধূরা  
ঘুরছে লাগামহীন  
নেইকো বুঝি জগতজুড়ে  
পর্দানামের চিন।  
হারিয়ে গেছে জগত থেকে  
মর্যাদারই বোধ  
হচ্ছি বুঝি সবাই মিলে  
অজ্ঞ ও নির্বোধ।  
গুধাই যদি মা-বোনেরা  
পর্দা কোথায় গেলো  
বলবে এবার পুরুষগুলোর  
বুদ্ধি বুঝি গেলো!

আমাদের মতে, এই কল্পনা ওই সময় মনে জাগে, যখন মনে উদাসীনতার চাদর ছেয়ে যায়। সাধারণ নিয়ম হলো, প্রথমে চোখ থেকে পর্দা সরে যায়, এরপর চেহারা থেকেও তা হয়ে যায় উধাও।

প্রশ্ন-২: পর্দা কি শিক্ষিত হওয়ার বাধা?  
উত্তর: আমরা বলবো, পর্দা শিক্ষিত হওয়ার বাধা না বরং সহযোগী ও উপকারী। যেসব প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষার প্রচলন আছে, সেখানে রোজ নতুন-নতুন উপাখ্যান জন্ম নেয়। মেয়েরা সেজেগুজে নিজেদের রূপের জাকাত দিতে আসে আর ছেলেরা তাদের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে ভোরে বাঁধার চেষ্টা করে। মেয়েদের মনোযোগ যেমন পড়াশুনার দিকে থাকে না তেমনি ছেলেরদের মনোযোগও থাকে না লেখাপড়ার দিকে। তাদের অবস্থা অনেকটা এ রকম—

کتاب کول کے بیٹوں کو آکھ روئی ہے  
[কিতাব খোল কে বাইটো তো আঁখ রুতী হায়]  
درق درق ترا چہرہ دکھائی دیتا ہے  
[অরক অরক তেরা চেহারা দিখাঙ্গ দেতা হায়]  
বইটি খুলে বসলে শুধু  
অশ্রু চোখে আসে  
বইয়ের পাতা যায় না দেখা  
মুখটি তোমার ভাসে।

অনেক ক্ষেত্রে তো প্রফেসররা পর্যন্ত মেয়েদের জন্য উৎসর্গ হয়ে যান!

মৌবনের মৌবনে • ১০৩

جب مسجد دشمن جاں ہو تو کیا ہو زندگی  
[جب ماسیہا دشمن نے جی ہو تو کیا ہو زندگی]  
کون رہ تیرا سکے جب خضر بہکا نے گے  
[کون رہ باتلا سے کہ جب خیریر بہکانے لاپے]

رক্ষاکاری ڈکٹو যদি  
دাঁڑی کُپاں ہاتھ  
تار ہاتھ کی باঁچہ جীবন  
کہ-ہی یا یاہے ساتھ؟

এসব সমস্যার ভালো সমাধান হলো, মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আলাদা আর ছেলেদের আলাদা। তখন ছেলেমেয়ে পরস্পরের ওপর দৃষ্টি না দিয়ে বইয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে পারবে।

প্রশ্ন-৩: পর্দাপ্রথা সামাজিক উন্নতির পথে বড় বাধা। কারণ এতে সমাজের অর্ধাংশ অচল হয়ে পড়ে। তারা সমাজউন্নয়নে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না।

উত্তর: প্রথমে বুঝতে হবে, আমরা উন্নতি বলতে কী বুঝি? নারীরা ঘরের বাইরে-অফিসে, ক্লাবে আর পাবলিকপ্লেসে গেলেই কি শুধু প্রগতি? না-কি একাত্তরের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারার মধ্যেই উন্নতি, যা প্রকৃতিগতভাবেই তাদের দেয়া হয়েছে। নারীদের আসল দায়িত্ব হলো, তারা সমাজকে সেরাপ্রজন্ম সরবরাহ করবে, যা আগামী তৈরি করতে পারবে। আর তা তখনই সম্ভব হবে যখন নারীরা ঘরের ভেতরে থেকে একাত্তর সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে। প্রগতি ও উন্নতিকে পশ্চিমাদের চোখে দেখার প্রয়োজন নেই। বরং উন্নতিকে ওই মাপকাঠিতে দেখতে হবে যা আদ্রাহ আর তাঁর রাসুল স্থাপন করেছেন।

প্রশ্ন-৪: পর্দা কি নারীদের জন্য বন্দিত্ব নয়?

উত্তর: বন্দিত্ব ও পর্দা শব্দদুটির মাঝে বিশাল তফাত। বন্দিত্ব বলা হয় কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও আটকিয়ে রাখা। আর পর্দা হলো, সঙ্কটচিত্তে স্বেচ্ছায় পরপুরুষ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা। বন্দি করে রাখার উদ্দেশ্য হলো, লোকেরা যেনো তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আর পর্দার উদ্দেশ্য হলো, নারীরা যেনো পরপুরুষের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কেউ যখন তার পোশাক পাল্টায় তখন তিনি এতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন না যে, কেউ তাকিয়ে তাকিয়ে গোপন অংশগুলো দেখুক। এজন্য তিনি কোনো আবহ রুমে বা দেয়াল ইত্যাদির আড়ালে কাপড় পাল্টায়। এটাকে বন্দিত্ব বলে না,

যৌবনের মৌবনে • ১০৪

বলে পর্দা। তাই জানা গেলো, বন্দিত্ব হয় বাধ্য হয়ে আর পর্দা পালন করা হয় স্বেচ্ছায়। বন্দিত্ব কারো অপকর্মের শাস্তি হিসেবে হয়ে থাকে। আর পর্দা আদ্রাহর পুরস্কারলাভের আশায় করা হয়। তাই নারীরা পর্দার মধ্যে থেকে বন্দি হয় না; অনেক বিপদাপদ থেকে বেঁচে যায়।

প্রশ্ন-৫: বোরকা তো মুখোশের মতো। বোরকাঅলারাও অপকর্ম করতে পারে।  
উত্তর: একথা ভালোভাবে মনে রাখবেন, পর্দাধারীদের মধ্যেও পদস্থলন পর্দাহীনতার কারণে হয়। তিনি যদি পর্দাহীনতা থেকে পুরোপুরি বেঁচে যান তাহলে পদস্থলনের প্রশ্নই আসে না। একটি বিষয় জাবনীয়, পর্দানশীরাও যদি সামান্য পর্দাপরিপন্থী কাজ করলে পদস্থলনের শিকার হয় তাহলে যারা একদম পর্দা করে না, তাদের অবস্থা কী হবে? এজন্য দেখা গেছে, পর্দাহীন অবস্থায় চলাচলকারী নারীদের বেশিরভাগ সময় কেটে যায় নিজেদের কর্মের ওপর পর্দা ঢাকতে গিয়ে।

প্রশ্ন-৬: কোনো কোনো মহিলা বলে থাকেন আমরা তিনসন্তানের মা হয়ে গেছি, এখন আর আমাদের দিকে কে কুদৃষ্টি দেবে?

উত্তর: যারা কুদৃষ্টি দেয়ার তারা ত্রিশসন্তানের মায়ের দিকেও মন্দদৃষ্টিতে তাকায়। তাই তিনসন্তানের মায়ের কী বলার আছে! প্রশ্নকারীরা কী করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন আমার দিকে আর কে তাকাবে? আমরা বলি, ধরুন, কোনো পুরুষ ভিন্নচোখে তাকালো, তাহলে বিপদ তো আপনার ওপরই আসবে। এই অহেতুক বাহানা করে পর্দাহীনতা তো জায়েজ নেই। যদি কেউ ওই মহিলাকে প্রশ্ন করেন, আপনি তিনসন্তানের মা হয়েছেন বলে কি স্বামীর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছেন? স্বামীর দরকার যদি আপনাকে দিয়ে পুরো হয় তাহলে পরপুরুষের জন্য বাধার কী আছে! আরবিতে একটি কথা আছে—

لَكِنْ سَاقِطَةُ لَوْحَةٍ

[লিকুদ্দি সা-কিতিন লা-কিতাতুন]

অসম্মানে অবহেলায়

যাই বা ফেলে যাও

দেখবে তুমি অবাক হয়ে

নিচ্ছে তুলে তাও!

প্রশ্ন-৭: পর্দা করলে পরপুরুষ বেশি আগ্রহের সাথে তাকায়।

উত্তর: আপনি নিজেই ভাবুন, পর্দানশীদের যদি পরপুরুষ এতো আগ্রহের সাথে তাকায় তাহলে পর্দাহীনদের দিকে কতো ভয়াবহ চোখে তাকাবে! আমাদের মতে, কসাই খাসির দিকে যতো লোভাতুর চোখে তাকায়, তার তাকানোটাও এমনই। এর

যৌবনের মৌবনে • ১০৫



প্রমাণ হলো, পর্দানশীলদের দিকে তাকালে তো কালোকাপড় ছাড়া কিছু দেখা যায় না আর পর্দাহীন নারীদের দিকে তাকালে তাদের সবকিছু ভেসে ওঠে। এটাও অনুমান হয়ে যায়, গোশত কতো কেজি আর চর্বি কতো কেজি!

পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতি

পশ্চিমামাজে নিজ-পর আর পর্দা-পর্দাহীনতা এগুলার কোনো বাছবিচার নেই। নগ্নতা ও অশ্লীলতা চূড়ান্তপর্যায়। লেখাপড়া জানা শিক্ষিতলোকেরা দীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে জন্তু-প্রাণীর মতো হয়ে গেছে। ঘরে ছেলে-মেয়ের সামনে মা-বাবা চুমোচুমি ও মাখামাখি করতে থাকে। নারী-পুরুষ সবাই ঘরে শর্টপাশাক পরে থাকে। নারী-পুরুষ সম্মতিতে বাস্তবিক করলে তা অন্যায় হিসেবে গণ্য হয় না। তাড়াতাড়ি অবস্থার কথা দুটি ঘটনা বললে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এক. এক অমুসলিম তার গাড়ি চালানোর জন্য বাড়িতে একজন ড্রাইভার রাখলেন যিনি মুসলমান। কেয়কমাস পর ওই লোককে অফিসিয়াল কোনো কাজে তিনমাসের জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলো। তিনি ড্রাইভারকে তাগিদ করে গেলেন, সে যেনো তার দায়িত্ব যথার্থ পালন করে ঘরের লোকদের খোঁজ-ববর রাখে। ড্রাইভার দায়িত্ব মতো রোজ আসতো আর বাইরে থেকে কিছু এনে দেয়ার দরকার হলে এনে দিতো। বেগম সাহেব কোনো কোনো কাজে বাইরে যাবার দরকার হলে নিয়ে যেতো। পনেরো দিন যাবার পর বেগম ড্রাইভারকে ডেকে তার রুম নিয়ে বললেন, আসো আমার সাথে ব্যাড্চার করো! ড্রাইভার ভাবলো, আমি আমার মালিকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কীভাবে করবো। তাই সে তাতে অস্বীকৃতি জানালো। বেগম এতে খুব ক্ষুব্ধ হলেন। ড্রাইভারকে বাড়ির বাইরে বের করে দিলেন। তিনমাসে বেগম ড্রাইভারকে আট-দশবার ব্যাড্চারের আমন্ত্রণ জানান এবং ড্রাইভার তাতে অস্বীকৃতি জানায়। মালিক ফিরে আসার পরদিন ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার স্ত্রী কি তোমার সাথে যোনাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে? ড্রাইভার জবাব দিলো, হ্যাঁ, তবে আমি তাতে সম্মত হইনি। আমি আপনার সাথে কীভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি! মালিক বললেন, আরে বোকা! বিশ্বাসঘাতকতা কোনটি? চিন্তা ও শোকে যদি আমার স্ত্রীর কিছু হয়ে যেতো তাহলে এর দায় কে নিতো। তোমার উচিত ছিলো, তার নির্দেশ মেনে যেয়ো। তোমার মতো অব্যাহা চাকরকে আমি ঘরে রাখতে চাই না। তাই আজ থেকে তোমার ছুটি। তোমাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো!!

দুই. থামের এক অমুসলিমযুবক একদিন সেজেগুজে ক্লাবের দিকে রওয়ানা দিলো। এ সময় তার যুবক পাগলে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এতো

যৌবনের মৌবনে • ১০৬

সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছে?' যুবক উত্তর দিলো, 'আমি আমার জৈবিকচাহিদা পূরণের জন্য নাইটক্লাবে যাচ্ছি।' বোন কান্ডে হয়ে বলতে লাগলো, 'আমি কি মনের গেছি। আমি তোমার প্রয়োজন ভালোভাবে পূরণ করতে সক্ষম!' তাই অসুস্থমুখবক বোনের রুমে চলে গেলো। প্রয়োজন সেরে ভাই যখন বেরিয়ে আসছিলো তখন বোন বললো, 'শাবীকিভাবে তোমার চেয়ে আরও বেশি বিস্ময়।' ভাই বললো, 'হ্যাঁ, আমায়ও একথা বলেছেন!'

শক্তিশালী ভাবে কামাড়া, এসব ঘটনা দিয়ে বোঝা যায়, অমুসলিমসমাজে সম্মতিতে যৌনোন্মিলন দোষের কিছু না। কাফেরদের মনোবাসনা হলে, মুসলিমসমাজ থেকেও লজ্জা জিনিসটি মুছে ফেলা; যাতে ব্যভিচার স্বাভাবিক আকার হয়ে যায়। ও জন্য তারা সঙ্গীত ও নগ্নচলচ্চিত্র দিয়ে মুসলিমসমাজে হামলা চালাচ্ছে। সেসব মুসলিম পশ্চিমাদের রীতিনীতি আপন করে নেয়, পর্দাহীন থাকে, সন্তানকে পাশে বসিয়ে যৌনোদ্দীপক ছবি দেখে, তাদের ঘরের অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। পাকিস্তানে কর্তৃত্ব আমাদের একভাঙারের কাছে উঁচুপর্যায়ের পর্দাহীন নারীরা নিজেরা ঘরের অবস্থা বর্ণনা করে যখন পরামর্শ চান তখন তার বিশ্বয়ের কোনো সীমা থাকে না। তিনি জানান, সমাজের উঁচুশ্রেণীর লোকদের ঘর থেকে আত্মমর্যাদাবোধ বিদায় নিয়েছে, আপন নারীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার যে নিদর্শন কোয়ামভেজ আগে আগে প্রকাশ হওয়ার কথা তা বাস্তব রূপ নিয়েছে। পর্দাহীনতার স্রোত লজ্জা-শরম ও অনুভূতি নিঃশেষ করে দিয়েছে। পশ্চিমাদেশগুলোতে অবশ্যনতর অনেক মুসলমানের ঘর থেকেও লজ্জা বিদায় নিয়েছে।

যখন সাধারণ ডাইনিংটেবিলে মদের বোতল থাকাটা স্বাভাবিক তখন পরিণতি সহজেই অনুমেয়। খুবই পরিতাপের সাথে কিছু ঘটনা লিখছি—

### ১. ফুফুর কেশরাজি

১. ফুফুর কেশরাজি  
কোনো একপক্ষিমা দেশে একমেয়ের উনত্রিশবছর বয়সেও বিয়ে হয়নি।  
ভাতিজার সাথে তার ভালোবাসার সম্পর্ক হয়ে গেলো। তাই সে কাজে-  
অকাজে ভাতিজাকে ঘরে ডেকে এনে সিনার ওপর কেশরাজি ফেলে ভাতিজার  
সাথে গলাগলি করতো। ভাতিজার বয়স ছিলো আঠারোবছর। কিছুদিন এভাবে  
চলার পর ফুফুর সম্মতি দেখে যুবক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলো। কথায়  
আছে, 'শতোদিন চোরের একদিন কৃষকের।' এভাবে একদিন ঘটনা ফাঁস হয়ে  
গেলো। এতে পুরো পরিবার লজ্জায় ডুবে গেলো। বাইরে মুখ দেখানোর  
অবস্থা আর রইলো না।

যৌবনের মৌবনে • ১০৭

## ২. খালার মুচকি হাসি

পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী খালা যখন বোনের বাসায় যায় তখনই বোনের পনেরো বছরের ছেলেকে নিজের বাসায় আসার কথা বলেন। গ্রামের ছটিতে বোনের ছেলে তার খালার বাসায় বেড়াতে গেলো। সকালের নাস্তা শেষে খালু অফিসে চলে যাওয়ার পর খালা তার বোনের ছেলেকে ডেকে নিয়ে পাশে বসালেন আর তার মুখে খাবার উঠিয়ে দিলেন। দু'দিনের হাসি-তামাশার ফল এই দাঁড়ালো, একপর্যায়ে বোনের ছেলে খালাকে চুমু খেলে খালা অসহ্য না হয়ে বরং মুচকি হেসে বললেন, ধন্যবাদ। এরপর তা-ই ঘটলো, যা শয়তান চায়। এভাবে একদিন তার স্বামী আপত্তিকর অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে তালুক দিয়ে দিলো। বোনের ছেলে পালিয়ে প্রাণে বাঁচলো। এবার তার অবস্থা দাঁড়ালো-না ঘরকা, না ঘাটকা।

## ৩. বোনের ফ্যাশন

মা-বাবা কোনো অনুষ্ঠানে চলে গেলেন আর মেয়ে ঘরে একা রইলো। কিছুক্ষণ পর ভাই অশ্লীল সিডি এনে ভাই-বোন একসাথে বসে দেখলো। এতে যৌনোদ্দীপক দৃশ্য এতো বেশি ছিলো, ভাই তার বোনের দিকে খারাপ চোখে তাকাতো থাকলো। একপর্যায়ে বোনকে বললো, তোমার কাপড়টি খুব সুন্দর, ভালো মানিয়েছে। দেবি কাপড়টি কেমন মসুন। বোন ভাইয়ের কাছে এলো, ভাই কাপড় দেখার বদলে বোনের শরীর নিয়ে খেলা করতে থাকলো। শেষে তা-ই হলো, যা হবার কথা না। পরদিন বোন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলো। তার পকেট থেকে লেখা কাগজ পাওয়া গেলো, যা দিয়ে ঘটনা জানা যায়।

## ৪. মায়ের উদাসীনতা

স্বামী মারা গেছেন দু'বছর হয়েছে। ছেলে আমেরের বয়স এখন ষোলো। মা ছেলের সব খবরাখবর রাখতেন। কিন্তু ছেলে খারাপ ছেলের সাথে মিশে নষ্ট হয়ে গেলো। মা ঘরের ভেতরে হাতা কাটা জামা পড়ে খোলামেলা কাজ করতো। সময় কাটানোর জন্য রাতে নিজেও ছবি নাটক দেখতো, ছেলেকেও দেখাতো। ছেলেকে বলতেন, বাইরে যাবে না। ছেলে কিছুদিন বাজে ছবি দেখে বাজেকাজের দিকে ঝুঁকে গেলো। একদিন সে চায়ের সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে মাকে অজ্ঞান করে এমন কাজ করলো, যা লিখতে কলম অপারগ।

৫. একবার একমহিলা আমার কাছে এসে বললেন, আমাকে এমন কিছু পড়ার আমল শিখিয়ে দিন যা করলে আমার স্বামী আমার যুবতী মেয়ের দিকে বাজেচোখে তাকাবে না। কবি বলেন-

যৌবনের মৌবনে • ১০৮

ماهر مكرهايا لى كيا كيه

[নাতেকায়ে সার বগরীবা হায় উসে কিয়া কাহিয়ে]

জিভের মাখায় হাজার কথা

বলবো তারে কি

বলেই যদি দু'চার কথা

দোষ বা দেবো কী?

পাতলা কাপড়ের ব্যবহার  
আল্লাহতায়লা বলেন-

عَنْ مَكْرُهَايَا لِي كِيَا كِيَه

“নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ফিরো না।”

কোরআনের ব্যাখ্যাকারকেরা এই আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন, এতো পাতলাকাপড় পরা যাবে না যা দিয়ে রূপ-সৌন্দর্য ভেসে ওঠে।

ইবনুল আরাবি ‘আহকামুল কোরআন’-এ লিখেছেন-

وَمِنْ التَّحْرِجِ أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْءُ ثَوْبًا رَقِيقًا يَصِفُّهَا.

“প্রদর্শন এর মধ্যে এটাও, নারীরা এতো পাতলাকাপড় পরবে না, ভেতর দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।” [আহকামুল কোরআন: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১৪]

রাসুল [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] হাদিসে বলেন-

رُبَّ نِسَاءٍ كَانَتْ عَارِيَّاتٍ مَائِلَاتٍ مُبِيلَاتٍ لَا يَدُ خُلْنِ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا.

“কাপড় পরে উলঙ্গ থাকা নারীরা যারা অন্যকে আকর্ষিত করে আর নিজেরাও আকর্ষিত হয় এমন নারী জান্নাতে যাবে না আর জান্নাতের গন্ধও পাবে না।”

[মেশকাত: খণ্ড: ২]

এই হাদিসে عَارِيَّاتٍ (কাপড় পরা) শব্দের পর مَائِلَاتٍ (নগ্ন) শব্দটি এজন্য এনেছেন, ওই নারী এমন কাপড় পরে যে, ভেতর দেখা যায়, তাই সে উলঙ্গ। সব আলেম-ওলামা এব্যাপারে একমত, নারীদের জন্য এমন কাপড় পরা হারাম যা পরলেও ভেতর দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সতর ঢেকে রাখা ফরজ। মহিলারা যদি এতো পাতলা ওড়না পরে নামাজ পড়ে, যা দিয়ে ভেতরের চুল দেখা যায়, নামাজ হবে না। আজকাল কোনো কোনো দীনদার মহিলা মোটাকাপড়ের সেমিজের ওপর পাতলা জামা পরে। এতে সতর ঢেকে যায়, তাই তা জায়েজ। যদিও তাকওয়া-খোদাভীতি হলো, পাতলাকাপড় না পরা। ইমাম আলকামা [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর

যৌবনের মৌবনে • ১০৯



ভাতিজি হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এলেন। তখন তাঁর গায়ে পাতলাকাপড়ের একটি ওড়না ছিলো। আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] তা দেখে ওড়নাটি ছিড়ে দান করলেন। [মেশকাত: পোশাক অধ্যায়] মুসলিমশরিফের একহাদিসে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] সাহাবি হজরত মিসওয়্যার বিন মাখরামা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে বললেন-

خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَشْغُرْهُ

“গায়ে কাপড় জড়িয়ে নাও, নগ্ন হয়ে চলাফেরা করো না।”

[মেশকাত: হাদিস: ২২৩১]

এতে জানা গেলো, এমন পাতলাকাপড় যা দিয়ে সতর ঢাকে না; সতরের অঙ্গগুলো ভেসে ওঠে, তা পরা হারাম।

#### পর্দাহীন নারীর সাজা

এক. হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে, তিনি বলেন, আমি আর আমার স্ত্রী ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] রাসুলের দরবারে হাজির হলাম। তাঁকে কাঁদতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেনো? রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, ‘আলি! আমি মেরাজের রাতে আমার উম্মতের নারীদের দেখেছি তাদের নানান সাজা দেয়া হচ্ছে। আজ আমার ওই দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় কান্না আসছে।’ রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, ‘আমি একশ্রেণীর নারীকে দেখলাম তাদের চুলে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের মগজ বেরিয়ে যাচ্ছে। আরেক শ্রেণীর নারীকে দেখলাম জিভে বেঁধে তাদের ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আর তাদের গলায় গরমপানি ঢেলে দেয়া হচ্ছে। তৃতীয় প্রকার নারী দেখলাম, তাদের পাদুটি স্তনের সাথে আর দুই হাত কপালের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। চতুর্থ প্রকার নারী দেখলাম যাদের স্তনে বেঁধে ওল্টো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পঞ্চম প্রকার নারী দেখলাম যাদের মাথা ইঁদুরের মাথার মতো অথচ তাদের পুরো শরীর গাধার মতো। ষষ্ঠ প্রকার নারী দেখলাম তাদের আকৃতি কুকুরের মতো। আশুন তাদের মুখ দিয়ে ঢুকছে আর পায়ুপথ দিয়ে তা বেরিয়ে যাচ্ছে। ফেরেশতারা আগুনের তৈরি মুণ্ড দিয়ে অবিরত তাদের পেটাচ্ছে।’ একথা শুনে ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] দাঁড়িয়ে গেলেন আর জিজ্ঞেস করলেন, ‘আব্বাজান কোন গোনাহের কারণে তাদের এতো কঠিন শাস্তি?’ রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, ‘প্রথম প্রকার নারী যাদের মাথার চুল দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তারা পুরুষের দেখা থেকে নিজেদের চুল বাঁচিয়ে রাখতো না। (চুল খোলা রেখে

বাজার-হাটে যেতে অভ্যস্ত ছিলো) দ্বিতীয় প্রকার নারীকে জিভে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের দোষ হলো, তারা স্বামীদের কষ্ট দিতো। (স্বামীদের জিভ দিয়ে আঘাত করতো) তৃতীয় প্রকার যাদের স্তনে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো তারা অস্বস্তিনারী ছিলো। যারা পরপুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। চতুর্থ প্রকার নারী যাদের দু’পা স্তনের সাথে আর দু’হাত কপালের সাথে বাঁধা। তাদের ওপর সাপ-বিছা ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। তারা স্বত্ববতী ও সহবাসের পর ফরজ গোসল করে ভালো করে পবিত্র হতো না আর নামাজের ব্যাপারে বিদ্রোহ করতো। পঞ্চম প্রকার নারী, যাদের মাথা ইঁদুরের মতো আর শরীর গাধার মতো। ওই নারীরা মানুষের ওপর অপবাদ দিতো আর মিথ্যাকথা বলতো। ষষ্ঠ প্রকার নারী যারা কুকুরের মতো। আশুন তাদের মুখে ঢেলে দেয়া হচ্ছে আর তা পায়ুপথ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। তারা ওই নারী, যারা লোকদের হিংসে করতো আর কাউকে উপকার করে তা বলে বেড়াতো।

[আল-কাবায়ের লিজজাহাবি: পৃষ্ঠা: ১৭৭]

ইমাম জাহাবি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] একটি ঘটনা বলেছেন, একমহিলা দুনিয়ায় খুব সাজগোছ করে পর্দাহীন অবস্থায় চলাফেরা করতো। সেজে সুগন্ধি লাগিয়ে রাস্তায় বের হতো। তিনি মারা যাওয়ার পর তার কোনো কোনো আত্মীয় স্বপ্নে দেখলো, তাকে আত্মহত্যা করে হাজির করা হয়েছে খুবই পাতলা ও মিহি কাপড় পরিয়ে। এ সময় আচমকা একটি ঝড়ো হাওয়া এসে তাকে উলঙ্গ করে দিয়ে গেলো। আত্মহত্যা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন আর নির্দেশ দিলেন, তাকে জাহান্নামের বাঁ দিকে ফেলে দাও। কারণ সে দুনিয়ায় সেজেগেজে রাস্তায় বের হতো।

হজরত মাজজুব [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর কয়েকটি চরণ-

یہی دھن ہے تجھ کو، سب سے بالا

[এই ধূন হায় তুম কো রাহো সব সে বালা]

ہو زینتِ زلالی اور فیشنِ زلال

[হো যীনত নুরালী আওর ফেশন নুরালী]

تجھے حسنِ ظاہر نے دھوکے میں ڈالا

[তুম্বে হুসনে জাহের নে ধুকে মৌ ডালা]

جیسا کہ تھے کیا ہی مرنے والا

[জিয়া করতা হায় কিয়া যুঁহী মরনে ওয়ালা]

عبرت کی جا ہے تراش نہیں ہے  
[ইয়েহু ইবরত কী জা হায় তামাশা নেহী হায়]  
শোনরে নারী! জগতপুরী  
বড়ই কঠিন দেশ  
পর্দার মতো থাকলে তুমি  
থাকবে সদা বেশ।

সদাই তুমি সবার ওপর  
থাকতে যদি চাও  
তোমার রূপ আর ফ্যাশন যতো  
আড়াল করে নাও!

এই জগতের খেল-তামাশা  
দিয়ে তোমায় ধোঁকা  
আজব রঙিন খেল দেখিয়ে  
করছে তোমায় বোকা!

এই দুনিয়া মনটা দেবার  
জায়গা তো নয় ভাই  
কতোজনে আসলো গেলো  
শিক্ষা নেয়া চাই।

ফলাফল: পর্দাহীনতার শান্তি ভয়াবহ ও করুণ। এর ফল হয় খুবই মন্দ।

পর্দাশীলতার বরকত

\* ইমাম ইবনুল আরাবি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, আমি 'নাবলিস' দেশের প্রায় একহাজার জনপদে গিয়েছি। এই শহরগুলোর কোনো একটিতে হজরত ইবরাহিম [আলায়হিস সালাম]-কে আঙনে ফেলা হয়েছিলো। আমি 'নাবলিস'-এর নারীদের থেকে পুণ্যাত্মা কোনো নারী দেখিনি। আমি ওই দেশে অনেক দিন থেকেছি, কিন্তু দিনের বেলায় কোনো নারী আমার চোখে পড়েনি। হ্যাঁ, জুমার দিন মহিলারা মসজিদে ছুটে আসতো। মসজিদে তাদের জন্য নির্ধারিত জায়গা ওইদিন ভরে যেতো। জুমার নামাজের পরপরই তারা নিজ নিজ ঘরে চলে যেতো। পরের জুমা পর্যন্ত অলিতে-গলিতে কোথাও তাদের দেখা যেতো না। [তাফসিরে কুরতবি]

\* তাবলিগিকাজে কয়েক বছর ধরে অধর্মের চিত্রালে যেতে হয়। সেখানকার একবুজুর্গ আলেম বললেন, এখানে হত্যা-সন্ত্রাস হয় না বললেই চলে। আমি

যৌবনের মৌবনে • ১১২

ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এতো শান্তি ও নিরাপত্তা কী করে এলো? তিনি জবাব দিলেন, আমাদের নারীরা পুরোপুরি পর্দার মধ্যে থাকে। কয়েক মাসেও অলিতে-গলিতে কোনো পর্দাহীন নারী দেখা যায় না। এই পর্দার বরকতে ব্যভিচার ও নগ্নতার দরোজা বন্ধ হয়ে গেছে। সবখানেই শান্তি, নিরাপত্তা, ব্রাহ্মত্ব ও সৌহার্দ্য। একমুসলমানকে অন্যমুসলমানের হিতাকাজক্ষী হিসেবে আপনি দেখতে পাবেন।

\* আমেরিকার একযুবতী মুসলমান হওয়ার পর সে যথার্থি নেকাবওয়াল বোরকা পরা শুরু করলো। তাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করলো, তুমি তো পুরোপুরি খোলামেলা পরিবেশ থেকে এসেছো, এতো গাঢ় ও কঠোর পর্দার ভেতরে নিজেকে নিয়ে আসতে কিছুটা সংকীর্ণ মনে হচ্ছে না? যুবতী বললো, আমি যৌবনে নাইটক্রাব ও নাচ-গানের আসরে অনেক রাত কাটিয়েছি, পুরুষদের আমার প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখেছি, রাস্তায় হাঁটলে আমার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি, সবসময় আতঙ্কে থাকতাম কোন যুবক না জানি আমার ওপর হিংস্র হয়ে আক্রমণ করে সর্বশ্ব কেড়ে নেয়। কিন্তু পর্দা করার পর থেকে আমার দিকে কাউকে লোভপুষ্টিতে তাকাতে দেখিনি, কেউ আমার রূপ-সৌন্দর্যও দেখতে পারে না। আমার মনেও কারো ব্যাপারে ভয় নেই। পর্দায় এসে আমি সুখী জীবনযাপন করছি। আমার অন্তরের শান্তি যদি পর্দাহীন নারীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারতাম তাহলে তারাও শান্তি অনুভব করতো। 'Behind the veil (বিহাইন্ড দ্যা ভেইল)' নামে ওই যুবতী একটি বইও লিখেছে।

\* আমেরিকার 'মিনিসুটা'র একমুসলিম যুবতী। নাম ফাতেমা। নেকাবওয়াল বোরকা পরে বাড়ি ফিরছিলো। তার হাতে-পায়ে মোজা পরা। এক পুলিশ অফিসার তাকে দেখে সন্দেহ করলো—এভাবে কাপড় ঢেকে কে যাচ্ছে? তিনি পুলিশের পাঁচ-ছয় সদস্যকে নির্দেশ দিলেন তাকে গ্রেফতার করে যেনো থানায় নিয়ে যায়। পুলিশেরা ফাতেমা নামি ওই যুবতীর পথ আগলে বললো, তুমি কাপড় সরাসরি যাতে আমরা চেহারা দেখতে পারি। ফাতেমা বললো, কোনো মহিলাকে ডাকো আমার চেহারা দেখার জন্য, তোমরা দেখতে পারবে না। পুলিশেরা বললো, তুমি কাপড় না সরালে আমরা বাধ্য হবো তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে। কারণ আমেরিকায় ১৯৬৩ সালে একটি আইন পাস হয়েছে, কেউ শরীরের শতোভাগ ঢেকে চলতে পারবে না। এতে বড়-বড় অপরাধী ঢেকে চলে যেতে পারে। ফাতেমা বললো, আমি এদেশে জন্মেছি, এখানেই আমার শিক্ষা-দীক্ষা। আমার জানা আছে, আমাদের দেশের আইন

যৌবনের মৌবনে • ১১৩



সবাইকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়। আমি এই পর্দা কোনো বাধ্যবাধকতায় করিনি; আল্লাহর নির্দেশের কারণে করেছি। এটা আমার আইনিঅধিকার। একথা শুনে পুলিশসদস্যরা তাকে ধানায় নিয়ে গেলো। মহিলা দিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করে একটি কার্ড দিয়ে দিয়ে দিলো আর বলে দিলো, আগামীতে কোনো পুলিশ আটকালে এই কার্ডটি দেখালেই হবে। কার্ডে লেখা ছিলো-‘ফাতেমাকে ১৯৬৩ সালের আইনের বাইরে রাখা হয়েছে!’ ফাতেমা আজও পুরোপুরি পর্দাসহ আমেরিকার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সম্বন্ধহানির যেমন কোনো ভয় নেই, তেমনি নেই প্রাণের কোনো শঙ্কা। তার জীবনটা-

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“তাদের কোনো ভয় নেই, তারা আশঙ্কাক্ষত ও নয়।”

এর বাস্তব চিত্র।

তথ্য-৪

খোলামেলা অনুষ্ঠান  
থেকে বিরত থাকা

নারী-পুরুষের মধ্যে অবাধে খোলামেলা অবস্থান হজরত আদম [আলায়হিস সালাম] থেকে নিয়ে হজরত মোহাম্মাদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] পর্যন্ত কোনো শরিয়তে বৈধো রাখা হয়নি। হজরত মুসা [আলায়হিস সালাম] মাদায়েনে পৌঁছার পর এককূয়োয় লোকদের ভিড় দেখলেন। সবাই তাদের প্রাণীদের পানি পানের জন্য এখানে ভিড় করেছেন। একদিকে দু'জন মহিলা তাদের ছাগল নিয়ে চুপ হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। যখন ভিড় কমে গেলো তখন তারা এসে অবশিষ্ট পানি থেকে তাদের ছাগলকে পান করালো; তবুও তারা পুরুষের ভিড়ে আসা পছন্দ করলো না। মুসা [আলায়হিস সালাম] তাদেরকে জিজ্ঞেস করার পর তারা বললেন—

فَالْتَأَلَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّئَاءُ

“তারা বললো, আমরা পানি পান করাবো রাখালরা চলে গেলে।”

[সূরা: কাসাস, আয়াত: ২৩]

এতে জানা গেলো, ভদ্রঘরের নারীরা পুরুষদের সাথে অবাধে খোলামেলা মেশাটাকে প্রকৃতিগতভাবেই পছন্দ করে না। তিরমিজিহরিফের বর্ণনা, যখন সাইয়েদা জয়নাব বিনতে জাহাশ [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে হচ্ছিলো তখন পর্দার আয়াত নাজিল হয়। এসময় জয়নাব [রদিয়াল্লাহু আনহা] তাঁর চেহারা দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে বসেছিলেন। হাদিসের ভাষা হলো—

وَحَيَّ مُؤَلِّيَةً وَجَهَهَا إِلَى الْحَائِطِ

“তিনি দেয়ালের দিকে ফিরে বসে ছিলেন।” [তিরমিজি]

এতে জানা গেলো, সুস্থকৃতি ওই জিনিসের দিকে আকৃষ্ট হয় না, যা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ শরিয়ত দিয়েছে। তার পরেও প্রবৃত্তি ও শয়তান আমাদের শত্রু। এর সাথে কাজ করলে ধীরে ধীরে ভালো মানুষদেরও গোনাহে জড়িয়ে ফেলে।

একটি অনবীকার্য বাস্তবতা

কোনো ছোটোরাস্তা দিয়ে যদি দু'দিকের গাড়িই আসা-যাওয়া করে তবে দুর্ঘটনার ভয় প্রবল থাকে। আর চওড়া রাস্তায় যদি আলাদা আলাদা পথে গাড়ি আসা-যাওয়া করে তাহলে দুর্ঘটনা অনেক কমে যায়। এভাবে কোথাও যদি নারী-পুরুষ অবাধে মিশতে থাকে তাহলে তাদের দিয়ে গোনাহ হওয়ার সম্ভব আশঙ্কা থাকে। আর পর্দা মেনে যদি নারী-পুরুষ আলাদা আলাদা জায়গায় থাকে তাহলে গোনাহ অনেক কমে যেতে বাধ্য। শরিয়ত এই নীতির কারণেই নারী-পুরুষকে অবাধে মিশতে নিষেধ করেছে। প্রবাদে আছে, বাঁশ না থাকলে

যৌবনের মৌবনে • ১১৬

বাঁশও বাজবে না। অন্যকথায় বাঁশ বাজানো বন্ধ করতে চাইলে বাঁশ উৎপন্ন হওয়া বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে কাজ করার নয় তার সুযোগ থেকেও বাঁচতে হবে। যখনই গাড়ি পরস্পরের মুখোমুখি হবে একদিন সংঘর্ষ হবেই। এভাবে যখনই পরনারী-পুরুষ পরস্পরের কাছাকাছি আসবে তখন একদিন না একদিন মিলন হয়ে যাবেই। দু'জন অভিজ্ঞ ড্রাইভারও সামান্য গাফিলতি করলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। এভাবে সংকর্মশীল মানুষেরা পর্দার ভেতরেও যদি অসতর্ক হয় তাহলে গোনাহে জড়িয়ে যাবে।

দুটি সোনালিনীতি

রোজকার অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে লোকেরা ভালো-ভালো নীতি গ্রহণ করে থাকে। এর মধ্যে থেকে দুটি নীতি এখানে উপস্থাপিত হলো।

এক, সতর্কনীতি (Murphy's law)

ইংরেজিতে বলে—

If anything can go wrong, it will go wrong

[ইফ এনিথিং ক্যান গো রঙ, ইট উইল গো রঙ]

বারে বারে আসলে সুযোগ

করবে গোনাহ সুখে

ভুল কী বা বল শুদ্ধ হলো

গুনবেরে কোন দুখে!

তাই সতর্কতার দাবি হলো, গোনাহের সম্ভাবনা থেকেই বেঁচে থাকতে হবে। এমনভাবে থাকতে হবে যাতে একত্র হওয়ার সুযোগই না আসে। যদি কোথাও নারী-পুরুষ একসাথে মেশার অনুষ্ঠান হয় তাহলে গোনাহের পদ্ধতিও সামনে আসতে থাকবে।

দুই, সতর্কতা লজ্জাশীলতার চেয়ে ভালো

ইংরেজিতে বলে—

Rather to be safe than to be sorry

[রাদার টু বি সেইফ দেন টু বি সরি]

লজ্জা পাওয়ার চাইতে ভালো

কাজটি নাহি করা

লাগবে কেমন লোকের কাছে

পড়লে কতু ধরা!

যৌবনের মৌবনে • ১১৭



কোনো কাজে যদি লজ্জা পাওয়া আর অনুশোচনা করার আশঙ্কা হয় তাহলে এ কাজে সতর্কতা অবলম্বন করে বিরতো থাকাই ভালো। এভাবে সম্মান ও সম্মান রক্ষা করে যদি চলতে হয়, তাহলে খোলামেলা যৌথো অনুষ্ঠানগুলো থেকে বিরতো থাকাই শ্রেয়।  
এ দুটি সোনালিনীতি সামনে নিয়ে এই ফল বের করা যেতে পারে, মহিলাদের পর্দাহীন অবস্থায় খোলামেলা কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে অন্যের চোখের সৌন্দর্য হওয়া উচিত নয়।  
এর মধ্যেই সম্মান ও সম্মানের সুরক্ষা আর এটা শরিয়তের নির্দেশনাও।

#### মোহাম্মাদিশরিয়তের সৌন্দর্য

ইসলামধর্মের বিধানাবলির মধ্যে এই সৌন্দর্য রয়েছে, যেসব কাজের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেসব কাজের সূচনা থেকেও নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। যেমন, ব্যভিচার হারাম করা হয়েছে। তাই নারী-পুরুষকে স্বাধীনভাবে মিশতেও মানা করা হয়েছে। যেসব জায়গায় নারী-পুরুষের মেলামেশার সম্ভাবনা ছিলো, এসব ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে এমন আইন করে দেয়া হয়েছে, মেলামেশার কোনো সম্ভাবনাই বাকি রাখেনি। এখানে এ নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো—

#### নারীদের শিক্ষা আলাদা

একবার হজরত আসমা বিনতে জায়েদ [রদিয়াল্লাহু আনহা] রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন, আমি মুসলিম নারীদের বড় একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কাছে এসেছি। আমি যা বলি, সবাই তাই বলবে। আমার যা মত, সবাই তাই। আমার আবেদন হলো, আল্লাহ আপনাকে নারী-পুরুষ দুইয়েরই রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমরা আপনার ওপর ইমান এনেছি আর আপনাকে অনুসরণ করি। আমরা নারীরা ঘরের ভেতর পর্দায় থাকি। পুরুষের জৈবিকচাহিদা পূরো করি। তাদের সন্তানদের লালন-পালন করি। পুরুষেরা নামাজের জামাতে হাজির হয়ে, জিহাদে শরিক হয়ে আর সৎকাজে আমাদের চেয়ে এগিয়ে। পুরুষেরা যখন জিহাদের জন্য বের হয় তখন আমরা তাদের সম্পদের সংরক্ষণ করি। তাদের সন্তানের লালন-পালন করি—আমরাও কি তাদের পুণ্যের অংশ পাবো? এসব কথা শুনে রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তার দিকে আরেকটি মনোযোগী হলেন এবং বললেন, তোমরা কি দীনের ব্যাপারে এর চেয়ে ভালো কোনো প্রশ্নকারী নারী কখনো? সাহাবায়েকেরাম বললেন, জি, হ্যাঁ (নারীরা বাস্তবেই অনেক ভালো প্রশ্ন করেছেন)।

যৌবনের যৌবনে • ১১৮

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, হে আসমা! সব নারীকে বলে দাও, তোমাদের স্বামীদের সেবা করা, তাদের সন্তান খোঁজা আর তাদের কথা মেনে নেয়া ওইসব পুণ্যের সমান হবে, যা তোমরা পুরুষদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছে। একথা শুনে হজরত আসমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] আল্লাহ আকবার বলতে বলতে কালেমায়ে তাইয়েবা পড়তে পড়তে খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। [ইবনে আব্দুলবার থেকে নেয়া]  
রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] নারীদের শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করেছিলেন। ওই দিন নারীরা তাদের ঘর থেকে পর্দার সাথে বের হয়ে একটি জায়গায় জমায়েত হতেন আর নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তাদের দীন শেখাতেন।

#### নারীদের চলার পথ আলাদা

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] নারীদের উদ্দেশ্যে করে বলেছেন—

عَلَيْكُمْ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ

“নারীরা! তোমরা পথের একপাশ দিয়ে চলে।”

কোনো নারীকে ঘরের বাইরে কোথাও যেতে হলে তারা যেনো রাস্তার মাঝ দিয়ে বা পুরুষের সাথে ঘেঁষে না চলে। রাস্তার একপাশ ধরে চলবে, যাতে পুরুষ থেকে দূরে থাকে।  
বর্ণনায় এসেছে, এই নির্দেশের পর মহিলাসাহাবিরা রাস্তার দেয়ালের এতো কিনার ঘেঁষে চলতেন, তাদের কাপড় দেয়ালের সাথে লেগে যেতো।

#### মসজিদে ঢুকানোর দুয়ার আলাদা

হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] মসজিদেনববির একটি দুয়ার নারীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তারা একদুয়ার দিয়ে আসা-যাওয়া করে। পুরুষেরা যেনো এই দুয়ারের ধারে-কাছেও না যায়। হজরত ইবনে ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] এই নির্দেশ শোনার পর মরার আগ পর্যন্ত দিন-রাত কখনো ওই দুয়ার দিয়ে যাওয়া-আসা পছন্দ করতেন না। ওই দুয়ারটির নামই ‘বাবুননিসা’ (মহিলাদের দুয়ার) পড়ে গেছে।  
আবুদাউদশরীফে বলা হয়েছে—

لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَأْفِقُ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ إِذْ عُمَرُ حَتَّى مَاتَ

“এই দরোজাটি নারীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক। ইমাম নাফে [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, এরপর থেকে ইবনে ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওই দরোজা দিয়ে মসজিদে ঢুকেননি।”

যৌবনের যৌবনে • ১১৯

সাহায্যেকেরামের খোদাভীতির ওপর উৎসর্গ হওয়া উচিত। যারা নারী-পুরুষের যৌথ ও আবাব বিচরণের প্রবৃত্তি, এই ঘটনা তাদের ওপর চপেটাঘাত।

পুরুষের নামাজের কাতার নারীদের থেকে আলাদা

আল্লাহতায়ালার নামাজের কাতারে পুরুষদের মহিলাদের থেকে দূরে থাকার আর মহিলাদের পুরুষদের থেকে দূরে থাকাকে পছন্দ করেছেন। অথচ নামাজের সময় মানুষ আজবাজে কোনো চিন্তা করতে পারে না। এছাড়া নামাজের অবস্থায় নারী-পুরুষ কারো পক্ষে পরস্পরের দিকে তাকানোও সম্ভব না। হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে—

فَوَضُّوْهُنَّ اِلَى اَوَّلِهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَوِّضُوْهُنَّ اِلَى اٰخِرِهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا

“পুরুষদের জন্য প্রথমকাতার উত্তম আর শেষের কাতার সবচেয়ে অনুত্তম। আর নারীদের জন্য শেষের কাতার উত্তম আর প্রথম কাতার অনুত্তম।”

[আবুদাউদ]

নামাজের মধ্যে আল্লাহর দিকে মনোযোগ আর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। মধ্যে কোনো না কোনোভাবে এই কল্পনা জাগে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এই একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার অবস্থায়ও যদি নারী-পুরুষের মেলামেশাকে পছন্দ না করা হয় তাহলে বিয়ে-শাদির লাগামহীন ও আবাব অনুষ্ঠানে কী করে নারী-পুরুষ একসাথে হবার বিষয়টিকে বৈধতা বলা হবে? নামাজে নারীদের শেষকাতারে দাঁড়ানোর নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে, নামাজের জন্য প্রথমে পুরুষেরা মসজিদে আসবে, পরে আসবে নারীরা। নামাজ শেষ হওয়ার পর নারীরা দ্রুতত মসজিদ থেকে বের হবে, পরে বের হবে পুরুষেরা। এতে শরিয়ত শয়তানের জন্য আফসোস ও রোদন ছাড়া আর কিছুই বাছাই করেনি।

নারীদের মসজিদগমন

তবে ইসলাম নারীদের মসজিদে যেতে বাধা দেয়নি। নারীরা যদি পুরোপুরি পর্দার অনুসরণ করে মসজিদে এসে জামাতে শরিক হয় তাহলে অনুমতি আছে। যদিও ইসলাম নারীদের মসজিদে না গিয়ে ঘরেই নামাজ আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করে।

উম্মেহোমাইদ সাদিয়া [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বলা হয়েছে, “তিনি নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে নিবেদন করলেন, যে

যৌবনের মৌবনে • ১২০

আল্লাহর রাসুল! আমার মনে চাচ্ছে আমি আপনার সাথে নামাজ আদায় করবো। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন, আমার এটা জানা আছে। তবে তোমার জন্য ঘরে এককোণে নামাজ পড়া ভালো, কোনো কামরায় নামাজ আদায়ের চেয়ে। আর কোনো কামরায় নামাজ আদায় ভালো ঘরের বারান্দায় নামাজ আদায়ের চেয়ে। তোমার ঘরের বারান্দায় নামাজ পড়া ভালো মহল্লার মসজিদে নামাজ আদায়ের চেয়ে। আর তোমার জন্য মহল্লার মসজিদে নামাজ আদায় করা ভালো জামেমসজিদে এসে নামাজ আদায়ের চেয়ে।” [মুসনাদে আহমাদ ও তাবারি]

সর্বশেষ কথা হলো, এই পার্থক্য কেনো পুরুষের জন্য বড় জামাতে নামাজ আদায় ভালো আর নারীদের জন্য ঘরের কোণায় একা নামাজ আদায় ভালো? এর রহস্য হলো, নারী-পুরুষের মেলামেশার সুযোগ বন্ধ করা।

হজ নারীদের পদ্ধতি

হজ ইসলামের অন্যতম মৌলিকবিধান। এটি নারী-পুরুষ দু'জনের ওপরই ফরজ। যদিও এটা সামষ্টিক ইবাদত কিন্তু এতেও যথাসম্ভব নারী-পুরুষকে পরস্পরে মিশতে মানা করা হয়েছে। আতা [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর যুগে নারীরা পুরুষদের সাথে তওয়াফ করতে তাবে পরস্পরে মিশতো না। এর অর্থ হলো, নারীরা মাতাফের (তওয়াফ করার জায়গা) একপাশ দিয়ে চলতো। হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] তওয়াফের সময় নারী-পুরুষকে পরস্পরের সাথে মিশতে নিষেধ করতেন। একবার একপুরুষকে নারীদের ভেতরে ঢুকে তওয়াফ করতে দেখে তাকে ধরে এনে বেত্রাঘাত করেন। [ফাতহুলবারি]

জানাজায় শরিক হওয়া

কোনো মুসলমানের জানাজায় শরিক হওয়া অন্যমুসলমানের জন্য ফরজকেফায়া। তবে নারীদের নিষেধ করা হয়েছে জানাজায় শরিক হতে। এতে একথা প্রমাণিতো, ইসলামে নারী-পুরুষের আবাব মেশার কোনো সুযোগ নেই।

নারীদের প্রকৃতি

নারীরা সৎ হলে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরাবস্ত হয়ে যায়। আর যদি বিকৃত হয়ে যায় তাহলে শতো পুরুষের চেয়েও বেশি নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা ছড়ায়। আগেরদের উক্তি আছে, পুরুষেরা যদি কোদাল নিয়েও ঘর ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে তবুও এতো দ্রুতত পারবে না নারীরা একটিমাত্র সুই

যৌবনের মৌবনে • ১২১



দিয়ে যতো দ্রুততো ভেঙে ফেলতে পারবে। এজন্য নারীদের উচিত স্বামী ও সন্তানদের সব মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানানো। যখন সময় পাবে ঈশ্বার ইবাদতে সময় ব্যয় করবে। অন্যলোকদের সাথে বেশি মেশা নারীদের ধ্বংসের বড় কারণ। যখন কোনো নারী তার স্বামী থেকে কথা গোপন করা শুরু করে তখন ওই সংসার ধ্বংস হওয়ার জন্য এটাই স্পষ্ট প্রমাণ। পুরুষ যতোই বিকৃত হোক নগ্নতা ও অশ্লীলতায় নারীদের ধারে কাছেও যেতে পারবে না। ইমাম সুয়ুতি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] 'আদদুররুফ মানসুর'-এ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন-

عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَأْتِي خَلْقَ الْأَرْضِ جَعَلَتْ تَمُورُ فَقَالَتْ الْبَلَاءُ كَيْفَ هَذَا بِمَقَرَّةٍ عَلَى كَهْرَهَا فَأَصْبَحَ صَبْحًا وَفِيهَا رَوَاسِيهَا فَلَمْ يَذُرُوا مِنْ آيِنِ خَلْقَتْ؟ فَقَالُوا هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنْ هَذَا؟ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيدُ. فَقَالُوا رَبَّنَا هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنَ الْحَدِيدِ. قَالَ نَعَمْ النَّارُ. قَالُوا رَبَّنَا هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنَ النَّارِ. قَالَ نَعَمْ الْمَاءُ. قَالُوا رَبَّنَا هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ هُوَ أَشَدَّ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ نَعَمْ الرِّيحُ. قَالُوا رَبَّنَا هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ هُوَ أَشَدَّ مِنَ الرِّيحِ. قَالَ نَعَمْ الزَّجَالُ. قَالُوا رَبَّنَا هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ هُوَ أَشَدَّ مِنَ الزَّجَالِ. قَالَ نَعَمْ الْمَرَاةُ.

“কায়েস ইবনে ইবাদ [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহতায়ালার পৃথিবী বানালেন তখন তা ঘুরতে শুরু করলো। ফেরেশতারা বললেন, এটি তো তার ওপর কাউকে স্থির হতে দেবে না। পরে যখন সকাল হলো তখন এতে পাহাড় পেরেক হিসেবে মেরে দিলেন। ফেরেশতারা একথা জানতো না যে, এটা কীভাবে করা হলো। ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে নিবেদন করলেন, হে আমাদের প্রভু! আপনার সৃষ্টির মধ্যে কি এমন জিনিস আছে যা পাহাড়ের চেয়েও বেশি শক্ত? বললেন, হ্যাঁ, আছে এর চেয়ে শক্ত হলো লোহা। (যা পাহাড়ও ভেঙে ফেলে)। ফেরেশতারা জানতে চাইলেন, লোহার চেয়ে শক্ত কোনো জিনিস কি আপনার সৃষ্টিতে আছে? বলা হলো, হ্যাঁ আছে, আগুন লোহার চেয়েও শক্ত। (যা লোহাকে গলিয়ে দেয়) ফেরেশতারা নিবেদন করলেন, হে প্রভু! এর চেয়েও শক্ত কোনো বস্তু কি আপনার সৃষ্টিতে আছে? বলা হলো, হ্যাঁ, আছে, পানি, (যা আগুনকেও নিভিয়ে দেয়)। ফেরেশতারা জানতে চাইলো, হে প্রভু! আপনার সৃষ্টিতে পানির চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে কি? বলা হলো, হ্যাঁ, আছে, প্রবল হাওয়া, (যা পানিকে উঠিয়ে নিয়ে যায়)।

ফেরেশতারা জানতে চাইলেন, বাতাসের চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে? বলা হলো, হ্যাঁ, আছে, মানুষ। (হজরত সোলায়মান [আলায়হিস সালাম]-এর মুঠিতে বাতাস ছিলো) ফেরেশতারা জানতে চাইলেন, হে প্রভু! আপনার সৃষ্টিতে পুরুষের চেয়েও শক্তিশালী কোনো কিছু আছে? বলা হলো, হ্যাঁ, আছে, নারী। যারা পুরুষদের নিজেদের কাছে ফাঁসিয়ে ফেলে।”

[আদদুররুফ মানসুর: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১১৩; তাফসিরে ইবনে কাসির: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৮০, ইমাম আহমাদ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর সূত্রে হজরত আনাস ইবনে মালেক হজরত আনাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণনা করেছেন] একথার সমর্থনে এটা বলা যায়, আল্লাহতায়ালার কোরআনে শয়তানের ধোঁকা ও মজ্জা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

“নিশ্চয় শয়তানের মজ্জা দুর্বল ও হীনকো।” [সূরা: নিসা, আয়াত: ৮৬] অথচ কোরআনের অন্যজায়গায় মিসরের মন্ত্রী কথা উল্লেখ করা হয়েছে-

إِنَّ كَيْدَ كُنْ عَظِيمٌ

“নিশ্চয় তোমাদের (নারীদের) ধোঁকা ও মজ্জা খুবই শক্তিশালী।” [সূরা: ইউসুফ, আয়াত: ২৮]

নারীদের মজ্জা ও ধোঁকা নিয়ে কয়েকটি ঘটনা এখানে লেখা হলো-  
এক. বনিইসরাইলসম্প্রদায়ে একজন সৎলোক ছিলেন। তার স্ত্রী স্ত্রী এক। বনিইসরাইলসম্প্রদায়ে একজন সৎলোক ছিলেন। তার স্ত্রী স্ত্রী অন্য এক যুবকের প্রেমে পড়ে যায়। ওই মহিলা যুবককে এমন উপায় বলে দেন যাতে সে যখন চায় তার কাছে চলে আসতে পারে। একদিন তার স্বামী বললো, “তোমার অবস্থা আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না। তাই বরকতপূর্ণ কোনো পাহাড়ে চড়ে শপথ করে বলো, তুমি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করোনি। তার স্ত্রী বললো, ঠিক আছে। যখন তার স্বামী কোনো কাজে বাইরে চলে গেলো মহিলা ওই যুবককে ডেকে সবকিছু খুলে বললো। যুবক জিজ্ঞেস করলো, এর থেকে বাঁচার পদ্ধতি কী? মহিলা বলে দিলো, ভাড়া করে গাধায় আরোহনকারীর পোশাক পরে শহরের অমুক জাগায় গিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করো। মহিলার স্বামী যখন এলো তখন স্বামীকে বললো, পবিত্রপাহাড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নাও। মহিলা তার স্বামীর সাথে সফরে বের হয়ে গেলো। শহরের বাইরে এসে সে যখন গাধায় আরোহনকারীকে দেখলো তখন বাহানা ধরে বললো, আমি অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বাকি পথ গাধায় চড়ে যাবো। স্বামী তাকে গাধার ওপর আরোহন করিয়ে দিলো। গাধা যখন পাহাড়ের ওপর

ওঠে গেলো তখন ওই মহিলা নামতে গিয়ে ইচ্ছে করে পড়ে গেলো আর গোপন অঙ্গের কাপড় খুলে দেখালো। আফসোস করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, আল্লাহর শপথ, আমার গোপনাস্ত্র আপনি ছাড়া আর কেউ দেখেনি। তবে একমাত্র এই গাথাওয়ালা দেখেছে!

দুই. একমহিলার একযুবকের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মহিলার স্বামী যখন বাইরে চলে যেতেন তখন ওই যুবককে ডেকে ঘরে আনতো আর মন্দাচারের মধ্যে সময় কাটাতো। একবার কোনো বিষয়ে ওই মহিলার সাথে যুবকের মনোমালিন্য হয়। যুবক তখন রাগে শপথ করে বলে উঠলো, আমি তোমার স্বামীর সামনে তোমার সাথে মন্দকাজ করবো। কিছুদিন পর যখন রাগ পানি হয়ে এলো তখন যুবক এসে বললো, আমার বুকে আসছে না এ শপথ কী করে পুরো করবো। মহিলা বললো, এটা তোমার জন্য তো কঠিন। তবে আমি চাইলে খুবই সহজ। যুবক তখন মহিলার বুদ্ধির প্রশংসা করে বললো, তুমি বাস্তবেই এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে।

ওই মহিলার বাড়িতে খেজুরের একটি বড় গাছ ছিলো, যার খেজুর ছিলো খুবই সুস্বাদু। তবে এতে উঠতে নামতে অনেক সময় লাগতো। একদিন ওই মহিলা তার স্বামীকে বললো, আমার মনে চাচ্ছে এই গাছের খেজুর নিজ হাতে পেড়ে তোমাকে খাইয়ে দেবো। স্বামী মনে করলো, তার স্ত্রী তার সাথে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করছে। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। ওই মহিলা রশি বেঁধে গাছে চড়লো। স্বামী নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো। মহিলা যখন খেজুর পেড়ে সারলো তখন নিচের দিকে তাকিয়ে শোরগোল ও কান্নাকাটি জুড়ে দিলো। স্বামী বেচারি ব্যাকুল হয়ে উঠলো, না জানি আমার স্ত্রীর কী হয়েছে। স্ত্রী নিচে নেমে এসে স্বামীর সাথে ঝগড়া শুরু করে দিলো, আমি যখন ওপরে ছিলাম নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছি তুমি একনারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত। বলো, সেই নারী কে? স্বামী অনেক চেষ্টায় তাকে বুঝানোর চেষ্টা করলো, এখানে আমি ছাড়া আর কেউ ছিলো না। তাই কোনো নারীর সাথে ব্যভিচারের প্রশ্নই আসে না। শেষে স্ত্রী বললো, ঠিক আছে তোমার প্রতি ভালোবাসার কারণে তোমার কথা মেনে নিলাম। বিষয়টি এখানেই শেষ হলো। কয়েক মাস পর ওই মহিলা তার প্রেমিকযুবককে বললো, তুমি এসে আমাদের ঘরের পাশে কোথাও এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি আমার স্বামীকে খেজুর গাছের ওপর উঠাবো। তিনি যখন ওপরে পৌঁছে যাবে তখন তুমি দ্রুত আমার সাথে ব্যভিচারে জড়াবে আর কাজ সেরে পালিয়ে যাবে। এসব ঠিক করার পর মহিলা তার স্বামীকে সুস্বাদু খাবার পাকিয়ে দিলো আর বললো, আমার প্রতি যদি তোমার ভালোবাসা থাকে তাহলে আজ তুমি খেজুর গাছে উঠে খেজুর

যৌবনের মৌবনে • ১২৪

পেড়ে এনে আমাকে খাওয়াবে। স্বামী কথা মেনে নিলেন আর রশি বেঁধে খেজুর গাছে চড়লেন। যখন ফল ছিঁড়তে লাগলেন তখন মহিলা ওই যুবককে ইশারা দিলো। যুবক এসে তার সাথে ব্যভিচারে জড়ালো। স্বামী যখন ওপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো তার স্ত্রী কারো সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত তখন তিনি চিৎকার ও হাঁকডাক শুরু করলেন। যুবক তার কাজ শেষ করে পালিয়ে গেলো। স্বামী বেচারি নিচে নেমে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, বলতো তুমি কার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলে? স্ত্রী বললো, তোমার মাথা হয়তো খারাপ হয়ে গেছে। এখানে তো কোনো পুরুষই ছিলো না। স্বামী যখন বললো, আমি নিজ চোখে তোমার ব্যভিচারের দৃশ্য দেখেছি। তখন স্ত্রী বললো, হ্যাঁ, কয়েকদিন আগে তোমার আমি গাছে চড়েছিলাম আমিও এমন দৃশ্যই দেখেছিলাম। তবে রাগে যখন আমি গাছে চড়েছিলাম, নিজের চোখের ওপর নির্ভর করিনি। আমি তোমার কথা মেনে নিয়েছিলাম, নিজের চোখের ওপর নির্ভর করিনি। আমার মনে হচ্ছে এই গাছে ভুতের আছড় আছে যার ফলে যে উঠে সে-ই আমার মনে হচ্ছে। চোখে যা দেখেছো তা ভুলে যাও আর আমার কথার ওপর এমন দৃশ্য দেখে। চোখে যা দেখেছো তা ভুলে যাও আর আমার কথার ওপর বিশ্বাস রাখো। স্বামী কথা মেনে নিলেন। স্ত্রী স্বামীর চোখের সামনে পরপুরুষের সাথে ব্যভিচার করেও স্বতীই রয়ে গেলো। এটাকেই বলা হয়—

إِنَّ كَيْدَ كُنْ عَظِيمٌ

“নিকর তোমাদের (নারীদের) ধোঁকা ও মন্ত্রণা খুবই কঠোর।”

দ্বি. এক স্বতী নারী ছিলো। নিজের গোপনকথা বান্ধবীকে বলে দিতো। তার বান্ধবী তাকে অনেক বুঝিয়েছে, পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক করা হারাম। গোনাহ বেড়ে নাও! ওই মহিলা ফিরলো না। বরং যখনই গোনাহ করতো এর বিবরণ এসে বান্ধবীকে বলতো। মহিলা বান্ধবীর স্বামীকে ইশারা-ইঙ্গিতে বলে দিলো, স্ত্রীর দিকে নজর রেখো, সে বিপথে চলে যাচ্ছে। মহিলা এমন বাকপটু আর ধূর্ত ছিলো যে, তিনি তার স্বামীর মাথায় একথা ঢুকিয়ে দিলেন, আমার মতো স্বতী নারী খুব কমই হয়ে থাকে। বান্ধবী যখন বারবার স্বামীকে বললো, তখন স্বামী বললেন, আমি তার মুখ থেকে সরাসরি শুনলে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো। বান্ধবী বললো, ঠিক আছে, আপনি আমার ঘরে এসে পর্দার আড়ালে বসে থাকবেন। আমি আপনার স্ত্রীকে পুরো বিবরণ জিজ্ঞেস করবো। তখন আপনিও শুনতে পারবেন। স্বামী বললো, ঠিক আছে। বান্ধবী ওই মহিলার স্বামীকে একদিন পর্দার আড়ালে ঢুকিয়ে রাখলো। মহিলাকে ডেকে তার বান্ধবী বললো, আজ তুমি বিস্তারিত বলো তো তোমার প্রেমিকের সাথে কীভাবে সময় কাটাও। মহিলা তার বান্ধবীর কাছে বিস্তারিত বুল বললো। তার স্বামীর হঠাৎ কাঁশি চলে এলে মহিলা ভাবলো, হয়তো পর্দার আড়ালে কোনো পুরুষ লুকিয়ে আছে। সে তার ঘটনা বলা অব্যাহত

যৌবনের মৌবনে



ওই মহিলার বাড়িতে খেজুরের একটি বড় গাছ ছিলো, যার খেজুর ছিলো খুবই সুস্বাদু। তবে এতে উঠতে নামতে অনেক সময় লাগতো। একদিন ওই মহিলা তার স্বামীকে বললো, আমার মনে চাচ্ছে এই গাছের খেজুর নিজ হাতে পেড়ে তোমাকে খাইয়ে দেবো। স্বামী মনে করলো, তার স্ত্রী তার সাথে ভালোমাসার বহিঃপ্রকাশ করছে। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। ওই মহিলা রশি বেঁধে গাছে চড়লো। স্বামী নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো। মহিলা যখন খেজুর পেড়ে সারলো তখন নিচের দিকে তাকিয়ে শোরগোল ও কান্নাকাতি জুড়ে পড়লো। স্বামী বেচারা ব্যাকুল হয়ে উঠলো, না জানি আমার স্ত্রীর কী হয়েছে। স্ত্রী নিচে নেমে এসে স্বামীর সাথে বগড়া শুরু করে দিলো, আমি যখন ওপরে ছিলাম নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছি তুমি একনারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত। বললো সেই নারী কে? স্বামী অনেক চেষ্টায় তাকে বুঝানোর চেষ্টা করলো, এখানে আমি ছাড়া আর কেউ ছিলো না। তাই কোনো নারীর সাথে ব্যভিচারের প্রশ্নই আসে না। শেষে স্ত্রী বললো, ঠিক আছে তোমার প্রতি ভালোবাসার কারণে তোমার কথা মেনে নিলাম। বিষয়টি এখানেই শেষ হলো। কয়েক মাস পর ওই মহিলা তার প্রেমিকমুবককে বললো, তুমি এসে আমাদের ঘরের পাশে কোথাও এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে গাছের ওপর উঠাবো। তিনি যখন ওপরে পৌঁছে যাবে তখন তুমি দ্রুততো আমার পাশে ব্যভিচারে জড়াবে আর কাজ সেরে পালিয়ে যাবে। এসব ঠিক করার সাথে মহিলা তার স্বামীকে সুস্বাদু খাবার পাকিয়ে দিলো আর বললো, আমার প্রতি যদি তোমার ভালোবাসা থাকে তাহলে আজ তুমি খেজুর গাছে উঠে খেজুর

শ্রীমতী ভোদার (নাসির) আমাকে ও ব্রজমুখীকে  
তিন, এক অশ্বতী নারী ছিলো। নিজেই গোপনকথা বান্ধবীকে বলে দিতে। তার  
বাধবী তাকে অনেক বুঝিয়েছে, পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক করা হারাম। গোনাহ  
ছেড়ে নাও! ওই মহিলা বিরলো না। বং যখনই গোনাহ করতো এর বিবরণ  
এসে বান্ধবীকে বলতো। মহিলা বান্ধবীর স্বামীকে ইশারা-হিস্তে বলে দিলো, স্বামী  
দিকে নজর রেখো, সে বিপথে চলে যাচ্ছে। মহিলা এমন বাকপটু আর ধূর্ত ছিলো  
যে, তিনি তার স্বামীর মাথায় একথা ঢুকিয়ে দিলেন, আমার মতো স্বতী নারী খুব  
কমই হয়ে থাকে। বান্ধবী যখন বারবার স্বামীকে বলতো, তখন স্বামী বলেন,  
আমি তার মুখ থেকে সরাসরি শুনলে এর পর্দাচ্ছে ব্যবস্থা নেবো। বান্ধবী বলতো,  
ঠিক আছে, আপনি আমার ঘরে এসে বন্ধুত্ব আলাপ বসে থাকবেন। আমি  
আপনার স্বীকে পুরো বিবরণ জিজ্ঞেস করবো। তখন আপনিও শুনতে পারবেন।  
স্বামী বলতো, ঠিক আছে। বান্ধবী ওই মহিলার স্বামীকে একদিন পর্দার আড়ালে  
লুকিয়ে রাখতো। মহিলাকে ডেকে তার বান্ধবী বলতো, আজ তুমি বিস্তারিত বলা  
তো আমার প্রেমিকের সাথে কীভাবে বসে কথা-ও, মহিলা তার বান্ধবীর কাছে  
বিস্তারিত বলে বলতো। তার স্বামীর হঠাৎ কঠিন চলে এলে মহিলা ভাবলো,  
হয়তো পর্দার আড়ালে কোনো পুরুষ লুকিয়ে আছে। সে তার ঘটনা বলা অব্যাহত

যৌবনের মৌবনে • ১২৫

রাখলো আর পুরো ঘটনা শুনিয়ে বললো, এরপর আমার চোখ খুলে গেলো। বান্ধবী জিজ্ঞেস করলো, এর মানে কী? মহিলা বললো, আমি তোমাকে একটি স্বপ্ন শুনিয়েছি। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। এসময় হঠাৎ পর্দার আড়াল থেকে মহিলার স্বামী এসে বললো, তুমি যা কিছু বলেছো এগুলো কি বাস্তব? মহিলা বললো, কখনো বাস্তব নয়। স্বপ্ন তো স্বপ্নই। স্বপ্নের কারণে আল্লাহ যেখানে ধরবেন না সেখানে তুমি কীভাবে অভিযুক্ত করবে? স্বামী বেচারি লজ্জিত হসেন আর স্ত্রীর অসদাচরণের পরেও এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারলেন না স্ত্রীর চালাকি ও ধূর্ততার কারণে।

চার. একমহিলা গ্রামে থেকে শহরে যাবার জন্যে দু'পায়ের গাড়িতে চড়ে বসলো। পথে গাড়িঅলার তার বন্ধুর সাথে দেখা হলো। ওই বন্ধুর কাছে গাড়িঅলা দু'হাজার টাকা পেতো। সেই টাকা বন্ধুকে শোধ করে দিলো। এসময় ওই মহিলা খেয়াল রাখলো, গাড়িঅলা এই টাকা কোন পকেটে রাখে। শহরে পৌছে গাড়িঅলা মহিলার কাছে দশ টাকা ভাড়া চাইলো। তখন মহিলা বললো, আমাকে আবার ফেরত নিয়ে যেতে হবে। আদালতে আমার সামান্য কাজ আছে, তুমি থাকো, তোমার গাড়িতেই আমি ফিরবো। গাড়িঅলা এতে রাজি হয়ে গেলো। মহিলা গাড়িঅলাকে বললো, আদালতে আমার একটু কাজ আছে। তুমি যদি বিচারকের কাছে গিয়ে বলো, আমি তোমাকে তিন তালাক দিলাম তাহলে ফিরে গিয়ে ভাড়া তো শোধ করবোই, পাশাপাশি অতিরিক্ত একটাকা তোমাকে দেবো। গাড়িঅলা লোভে পড়ে গেলো। সে আদালতে বিচারকের সামনে গিয়ে একথা বলে বসলো। মহিলা তখন কান্নাকাটির ভান করলো। গাড়িঅলা যখন তালাকের কথা বলে আদালত থেকে বেরিয়ে আসছিলো তখন মহিলা বিচারকের কাছে আবেদন জানালো, সে তো আমাকে তালাক দিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনি আমাকে তার কাছ থেকে মোহরের দু'হাজার টাকা আদায় করে দিন। বিচারক তখন গাড়িঅলাকে বললেন, তাকে মোহরের দু'হাজার টাকা আদায় করে দাও! গাড়িঅলা তখন বললো, সে তো আমার স্ত্রীই না। মহিলা বললো, টাকা বাঁচানোর জন্য তুমি এমনটা বলতে পারো না। তোমার অমুক পকেটে এতো টাকা আছে। আমি তোমার স্ত্রী। তোমার সববিষয়ে আমি জানি। গাড়িঅলার কাছে খুঁজে দু'হাজার টাকা পাওয়া গেলো। বিচারক আদেশ দিয়ে দিলেন যাতে স্ত্রীর মোহর আদায় করে দেয়। গাড়িঅলা লজ্জায় পড়ে দু'হাজার টাকা দিয়ে দিলো। মহিলা ওই টাকা নিয়ে দিবিয় বাজারে লোকদের মধ্যে মিশে গেলো।

পাঁচ. হজরত লোকমান [আলায়হিস সালাম] তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিরে বলেন, হে ছেলে! কোনো নারীর পিছু যাওয়ার চেয়ে কোনো বাঘের পেছনে চলে যেও। কারণ বাঘ ফিরে এলে তোমার প্রাণ চলে যেতে পারে, কিন্তু নারী ফিরে এলে তোমার ইমান চলে যাবে।

যৌবনের মৌবনে • ১২৬

একজনীর কথা আছে, ভদ্রনারীদের থেকে সতর্ক থেকে আর অসৎনারীদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখো!

পুরুষের প্রকৃতি  
আল্লাহতায়ালা বলেন-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

“মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা-নারী।”

[সূরা: আলৈইমরান, আয়াত: ১৪]

এই আয়াত দিয়ে বুঝে আসে, পুরুষের প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি কামনা নারীদের সাথে নিজের মনোবাসনা পূরণ করা। একথার সত্যায়ন হয় রাসুলের আরেক হাদিস দিয়ে। তিনি বলেন-

مَا تَوَكَّلْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَشَدَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“আমি আমার পরে পুরুষের জন্য নারীদের চেয়ে বড় কোনো আপদ দেখি না।” [বোখারি, মুসলিম]  
নারীদের আপদ সবচেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ। এজন্য শয়তানের বক্তব্য হলো, নারীরা আমার তীর, যা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। রাসুল [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন-

النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيَاطِينِ

“নারীরা শয়তানের রশি।” [মেশকাত]

যেভাবে রশি দিয়ে শিকারী তার শিকার ধরে তেমনি শয়তান নারীদের দিয়ে পুরুষকে গোনাহে ফাঁসিয়ে দেয়। এ থেকে বেঁচে থাকার উপায় সম্পর্কে নারীদের জন্য এখানে কিছু টিপস লেখা হলো।

পুরুষকে সুযোগ দেবে না

নারীদের উচিত পরপুরুষ থেকে দূরে সরে থাকা। যদি কোনো পুরুষের ওপর ভরসা করে তাহলে নিশ্চতভাবে ধোঁকা খাবে। বেশিরভাগ পুরুষ এজন্য গোনাহ করে না যে, তিনি গোনাহের সুযোগই পান না। যদি কোনো পুরুষ হাতের নাগালে নারী পাওয়ার পরেও গোনাহ না করে তাহলে হয়তো তিনি আল্লাহর ওলি বা বোকা। স্বাভাবিক পুরুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় গোনাহে জড়িয়ে যাবে। আমাদের আগেকার মনীষীরা বলেছেন, যুবতী বোনকে তার যুবক ভাইয়ের ওপর আস্থা রেখে নির্জনে বসেও উচিত নয়। কারণ শয়তান আপদে ফেলে দিতে পারে। পুরুষ নারীদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দুর্বল।

যৌবনের মৌবনে • ১২৭



পুরুষ কখনো বুড়ো হয় না

নারীদের ব্যাপারে পুরুষ কখনো বুড়ো হয় না। এজন্য কামনা ও প্রত্যাশা সবসময় যুবকদের মতো হয়ে থাকে। যুবকছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে তার বাবা ও দাদা মনে মনে এই আফসোস করতে থাকে, এই বিয়ের অনুষ্ঠানটি যদি আমার হতো!

হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেছেন, একলোকের বয়স একশো বছর পেরিয়ে গিয়েছিলো। একদিন কয়েকজন মহিলা বসে পরস্পরে আলোচনা করছিলো, তার বয়স শতো বছর পেরিয়ে গেছে। এখন তার সাথে পর্দা না করলেও চলবে। হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] তাদের কথা শুনে বললেন, মাত্র কিছুদিন আগে তার সাথে একত্রে থাকার সুযোগ হয়। সকালে উঠে তিনি খাদেমকে বললেন, রাতে স্বপ্নদোষ হয়ে গেছে। গোসলের পানির ব্যবস্থা করো। একথা শুনে নারীরা এমনভাবে চূপ হয়ে গেলো যেনো তাদের কোনো সাপ ছোবল মেরেছে।

মন কখনো ভরে না

আলেমরা লিখেছেন, কয়েকটি জিনিসে মানুষের কখনো মন ভরে না। যেমন- ১. আকাশ দেখে: প্রত্যেকেই রোজ আকাশ দেখেন। নীল, মেঘলা, সূর্যোজ্জ্বল, চাঁদের হাসি, তারার খেলা আরো কতো কী? কিন্তু কাউকে এমন পাওয়া যাবে না যিনি একথা বলেন, আকাশ দেখতে দেখতে আমার মন ভরে গেছে। আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। বরং রোজ নতুন উৎসাহ ও আগ্রহে আকাশ ও তারকারাজি দেখে থাকে।

২. পানি পান করে: সবাই রোজ পানি পান করে। কিন্তু তার পরেও কখনও মন ভরে না। একদিন যতো পেট ভরেই পানি পান করুক পরদিন আবার পীপাসার কারণে পানি চাইবে। এটা হয়-কৃত্রিমপানি পান করে বিরক্তি এসে যায় কিন্তু সাদা পানি পানে কখনো পরিতৃপ্তি আসে না।

৩. বায়তুল্লাহ দেখে: আষ্টাহতায়াল্লা বায়তুল্লাহশরিফ দেখার মধ্যে এতো খাদ রেখে দিয়েছেন, কেউ একবার দেখলে ফের দেখার আশা জাগে। একবার দেখার পর বারবার দেখতে মন চায়। কবির ভাষায়-

يَزِيدُكَ وَجْهَهُ حُسْنًا إِذَا مَا دُتُّ نَظْرًا

[ইয়াযীদুকা ওয়াজহুহু হুসনান ইজা মা যিদতুহু নায়ারান]

বাড়ছে তোমার ভালোবাসা

দেখছি তোমায় যতো

মৌবনের মৌবনে • ১২৮

থরছে তোমার এক হাসিতে

রূপ যে শতো শতো।

৪. নারীদের প্রতি পুরুষের মন: এটাও দিনের আলোর মতো সত্য, পুরুষের মন নারীদের দিয়ে পরিতৃপ্ত হয় না। যদি বাস্তবেই প্রয়োজন পুরো হয়ে যাওয়ায় আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। কিন্তু দু'চারদিন পর ফের মনে বাসনা তৈরি হয়। তখন মিলিত হওয়া ছাড়া স্বস্তির ঘুম আসে না। যদিও মানুষ যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হয় কিন্তু নারীর প্রতি আকর্ষণে কোনো কমতি আসে না। সম্ভবত ক্ষুধা, পীপাসা ও ঘুমের মতো জৈবিকচাহিদাও মানুষের প্রকৃতির অংশ, যা আমৃত্যু মানুষের সাথে থাকে।

হরতাল তাই শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা

একধনীলোক সারাজীবন কাটিয়েছেন খুবই আমোদ-প্রমোদে। বার্ধক্যে পৌঁছার পর তিনি শারীরিকভাবে নারীদের জন্য যোগ্য রইলেন না। কিন্তু তার পরেও তিনি পেশাদার নারীদের মোটা অর্থের বিনিময়ে ডেকে আনতেন আর আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিতেন। একমহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলো, যেহেতু আপনি নারীদের সাথে মেলামেশার সামর্থ্য রাখেন না তাহলে শুধু শুধু এই পয়সা খরচের কী দরকার। তিনি জবাব দিলেন, আমি অযোগ্য হতে পারি, কিন্তু নারীদের বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে, তাদের গোপনঅঙ্গে হাত লাগিয়ে আর আলিঙ্গন করে আমার কামনা পূর্ণ হয়ে যায়। আমার শরীরে বার্ধক্যের কারণে হরতাল চলছে। তাই আমি নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সময় পার করে দেই।

কথিত আছে, এককবি খাবারের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন। খেতে বসে খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন। তার স্ত্রী যখন দস্তুরখান উঠাতে আসতো তখন বলতেন-

گو ہاتھ میں بنیش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے

[গো হাত মৈ জাম্বাশ নেহী আঁখো মে তো দম হায়]

رہنے دو انجی ساغر و دینا میرے آگے

[রাহনে দো আজী সাগর ওয়া মীনা মেরে আগে]

দুই হাতে আর শক্তি তো নেই

জ্বলছে আলো চোখে

সামনে থাকুক মদীর আমার

মরবো না হয় দুখে!

এই কবিতাংশটিতে ওই ধনী লোকের অবস্থা যথার্থই ফুটে উঠে।

—৯

মৌবনের মৌবনে • ১২৯

ছাগলে-ছাগলে খেলা

আল্লামা দমিরি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] তাঁর লেখা বই 'হায়াতুল হাইওয়ান'-এর মধ্যে লিখেছেন, একবুড়ো পুরুষ ও নারীছাগল পালতো। তিনি রোজ বসে বসে ছাগলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এভাবে সময় নষ্ট করেন কেনো? তিনি বললেন, আমি নিজে বার্থক্যের কারণে স্ত্রীর যোগ্য নই। তবে ছাগলের দিকে তাকিয়ে থাকি-যখন কোনো পুরুষছাগল জৈবিকচাহিদা পূরণের জন্য নারীছাগলের ওপর ওঠে তখন আমার যৌবনকালের কথা মনে পড়ে যায়।

তুকনো হাড়ের মধ্যে আকর্ষণ

হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, যদি কোথাও দুটি তুকনো হাড় পাশাপাশি রাখা হয় তাহলে তাও পরস্পরে মেশার চেষ্টা করবে। কেউ একথার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বললেন, যদি কোনো বুড়ো ও বৃদ্ধি একত্রে থাকার সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে তারাও পরস্পরে মিলিতো হবে।

হজরত সিদ্দিকি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর বাণী

আলেম ও সংলোকদের নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের কথা আলোচনা করতে ইমাম খাজা মোহাম্মদ আব্দুল মালেক সিদ্দিকি বলতেন, পুরুষের মধ্যে নারীদের প্রতি এতো আকর্ষণ রেখে দেয়া হয়েছে, নারী যদি কোনো পথ দিয়ে যায় আর তার পায়ের চিহ্ন মাটিতে থেকে যায়, পরে কোনো পুরুষকে এ পথ ধরে চলতে হয় আর তার পা নারীর পদচিহ্নের ওপর পড়ে যায়, এতেও পুরুষের মধ্যে একধরনের কামনার উদ্বেক হবে।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আগমন

ওপরের বাস্তবতাগুলো দিয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে সামনে এসেছে, নারীদের ব্যাপারে পুরুষের হিতাহিতজ্ঞান সবসময় ঠিক থাকে না। বিবাহিতপুরুষদের মধ্যে নারীদের নিয়ে আলোচনা এলে প্রত্যেককেই নয়া বিয়ের জন্য তৈরি বলে মনে হয়। একপ্রফেসর ঘরে বসে উপন্যাস পড়ছিলেন। তার স্ত্রী সেজেগেজে তার পাশে বসছিলেন। তিনি স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু স্বামী তার দিকে ফিরেই তাকালো না। অনেকক্ষণ পর তিনি স্বামীর কাছে এসে বললেন, হায় আমি যদি বই হতাম তাহলে তো তুমি আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা দেখতে। প্রফেসর সাহেব বলে উঠলেন, কতোই না ভালো হতো, যদি তুমি ডায়েরি হতে আর প্রতি বছর তা পাল্টানো যেতো!

যৌবনের যৌবনে • ১৩০

এতে একথা স্পষ্ট, পুরুষ বিবাহিতো হোক বা অবিবাহিতো, তাকে পরনারীর কাছে ভেড়ার সুযোগ দেয়াই উচিত না। একযুবক রেল সফরের জন্য স্টেশনে এলো। বিশ্রামাগারে পর্দানশীল একনারীও ট্রেনের অপেক্ষায় ছিলেন। কোনো কারণে বরবর এলো, গাড়ি আসতে দু'ধন্টা দেরি হবে। যুবক ভাবলো, ওই মহিলার সাথেই গিয়ে কথাবার্তা বলি। যুবক প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, আপনিও কি এখানে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছেন? মহিলা মাথা নেড়ে হ্যাঁসূচক জবাব দিলো। যুবকের সাহস বেড়ে গেলো, সময়ও আছে, মহিলা কথার উত্তরও দিয়েছে, তাই তার সাথে একটু কথা বলা যাক। যুবক এবার জিজ্ঞেস করলো, আপনার জন্য কোনো পানীয় বা ঠাণ্ডাবোতল আনতে পারি। মহিলা প্রথমে তো মানা করলো কিন্তু বারবার পীড়াপীড়ির কারণে শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ বললো। যুবক গিয়ে ঠাণ্ডাপানীয় নিয়ে এলো। মহিলা পান সেরে বোতল একদিকে রেখে দিলো। কিছুক্ষণ পর যুবক জানতে চাইলো, আমি আপনার জন্য খাবারের কিছু আনতে পারি। মহিলা মাথা নেড়ে না করলো। যুবক বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকলো। এদিক থেকে পীড়াপীড়ি আর অন্যদিক থেকে অস্বীকৃতি-এভাবে অনেক সময় কেটে গেলো। এ সময় যুবক দূরে ফলবিক্রেতাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনার জন্য কি কিছু ফল আনতে পারি? মহিলা এবার মাথা নেড়ে নিষেধ করে দিলো। তখন যুবক খুবই ভালোবাসাপূর্ণ শব্দে বললো, কী ব্যাপার, আপনি আমার কিছুই গ্রহণ করলেন না। মহিলা তখন চুপ রইলো। শেষ পর্যন্ত যুবক যখন খুবই অনুনয়-বিনয় করে জানতে চাইলো, আপনি আমার ফল কেনো গ্রহণ করছেন না, তখন মহিলা উপায়স্বত্ব না দেখে বলে দিলো, আমার মুখে তো দাঁতই নেই। আমি আশি বছরের বৃদ্ধি। যুবক খুবই লজ্জা পেলো এবং এখান থেকে ছিটকে পড়লো! একদিকে নারীদের ব্যাপারে পুরুষদের অবস্থা এতো নড়বড়ে অন্যদিকে কোনো নারীর মনে যদি বিজয়ী হওয়ার ইচ্ছে থাকে ধোঁকা ও মজ্জা দিয়ে সে স্বামীর নাকের নিচে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখিয়ে দেয়। এজন্য শরিয়ত নারী-পুরুষের অবাধ ওঠাবসা ও চলাফেরায় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। শয়তানকে গোনাহ করানোর সুযোগ দেয়া যাবে না, সম্মান-সম্মানের দাফনও করা যাবে না আর সমাজে আপদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়ানো নিয়মও অবলম্বন করা যাবে না।

সহশিক্ষার কুফল

আজকাল স্কুল-কলেজে ছেলে-মেয়ে একসাথে পড়ার বিষয়টি ব্যাপক হয়ে গেছে। এর ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক ক্ষতিগুলো দিন দিন সামনে আসছে। অভিজ্ঞতা দিয়েও একথা প্রমাণিতো-

যৌবনের যৌবনে • ১৩১



وَأَشْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“এর উপকারের চেয়ে ক্ষতি অনেক বেশি”

পরনারী-পুরুষের অসঙ্কোচ

সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মৌলিকপার্থক্য এটা আসে, পরনারী-পুরুষের সাথে কথা বলার সঙ্কোচবোধ দূর হয়ে যায়। মেয়েরা শিক্ষকদের সাথে আর সহপাঠি ছেলেদের সাথে অবাধে কথাবার্তা বলছে। হোমওয়ার্কের নামে সারাদুনিয়ার কথাবার্তা চলতে থাকে আর একসময় বিষয়টি জীবনের সাথে পর্যন্ত গড়ায়। একমনীষীর কথা—

ذَكَرْتُ جِبِّ حُجْرَتِي قِيَامَتِهَا

[জিকির জব ছুড় গিয়া কিয়ামত কা]

بَاتَ كَيْفِيَّتِي تَرَى جَرَانِي تَك

[বাত পহচতী তেরী জাওয়ানী তক]

যায় ভুলে যায় মনটা যখন

প্রলয় দিনের কথা

রয় কথা রয় মনটা জুড়ে

যৌবনেরই গাঁথা।

যখন যৌবনের আলোচনা চলে আসে তখন অবস্থা এই দাঁড়ায়—

دُونُ طَرَفٍ بِيْ اَگْ بَرَابَرِ كِيْ بُوئِي

[দুন্টো তরফ হায় আগ বরাবর লাগী হোয়ী]

লাগলো আগুন দুকোল জুড়ে

চলবো রে কোন পথে

একূল ওকূল দুকূল ছেড়ে

চড়বো রে কোন রথে?

পরনারী-পুরুষের সাথে কথা বলতে সঙ্কোচবোধ করা আল্লাহর অন্যতম অনুগ্রহ। এর কারণে গোনাহের দুয়ার বন্ধ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো পুরুষ পরনারীর সাথে কথা বললে নারীর দৃষ্টি লজ্জার কারণে মুইয়ে আসে। আর সহশিক্ষায় পরপুরুষের সাথে কথা বলার কারণে সঙ্কোচ দূর হয়ে যায়। তখন দৃষ্টি অবনত হবার বদলে অন্যের চেহারার ওপর গিয়ে পড়ে। আর এটা তো বাস্তব, যেখানে দৃষ্টি অবাধ হয়ে যায় সেখানে আচারের মতো পরস্পরকে খাওয়ার জন্য মনে চাইতে থাকে। কবির ভাষায়—

যৌবনের যৌবনে • ১৩২

اِنْ تَاكِي يَنْقُضُ جَانِي

[এনতেহা তক হী পহচ জায়েগী]

تَمْ كِهَانِي كِي اِيْتَا تَاكِرُو

[তুম কাহানী কী এবতেদা তো করো]

শেষটা না হয় করবো আমি

তোর হাতে হোক গুরু

কেমন করে হুদমাঝারে

প্রেমটা হলো গুরু।

ফ্যাশনপূজা

যখন মেয়েরা এমন পরিবেশে থাকবে যেখানে পরপুরুষের লোলুপচোরাদৃষ্টি তার ওপর পড়ে তখন তার মনে চাইবে লোকেরা আমার রূপ-সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হোক। আমার প্রশংসা করুক। এভাবে সে সেজে-গুজে থাকে যাতে তাকে বেহেশতিছর বলে মনে হয়। কথা বলার সময় গলার স্বরে মোলায়েম আর চলাচলের ভঙ্গিতে রাজকীয়ভাব ফুটে উঠে। কবির ভাষায়—

بِجَايَا دِيْكِيْ دِلُوں پے کراتے آئے

[বিজলিয়া দেখনে ওয়ালো পেহ গেরাতে আয়ে]

تَمْ جَدْر آئے اَدھر آگ لگتے آئے

[তুম জিধার আয়ে উধার আগ লাগাতে আয়ে]

তার মাথাতেই পড়বে রে বাজ

দেখবে যে তা চেয়ে

তাকাও তুমি যেই দিকে আজ

যাচ্ছে আগুন ছেয়ে।

এমন পরিবেশ শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি কোনো মনোযোগ থাকে না বরং ধ্যান-খেলায় থাকে ছবির দিকে। আল্লাহর ভয় মন থেকে উঠে যায়। গোনাহের প্রতি ঘৃণার বদলে গোনাহের আফসোস মনে তৈরি হয়। মানুষ প্রবৃত্তিপূজা, নারীপূজা আর মনোবাসনার পূজার রাস্তায় চড়ে বেড়ায়। মেয়েরা ফ্যাশনপূজারী হয়ে যায়। ফলে ছেলে-মেয়ে দু'জনেই ‘আল্লাহপূজা’ থেকে দূরে সরে পড়ে।

বহুত্বের সম্পর্ক

সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অবৈধো সম্পর্কের ঘটনা অহরহই ঘটছে। এর কারণে শয়তানের কাজ সহজ হয়ে যায়। স্কুল-কলেজে

যৌবনের যৌবনে • ১৩৩

আসা-যাওয়ার পথে মেলামেশার সুযোগ হয়। একটি শহরের বড় একটি স্ট্রিটের নাম 'সিক্সরোড' (six road) কিন্তু লোকেরা এর নাম দিয়েছে 'সেক্সরোড' (sex road)। ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে গিয়েও ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলছে। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মোবাইল ফোনে পরস্পরে এসএমএস বিনিময় করছে। একছাত্র তার সহপাঠী ছাত্রীর সাথে তার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে জানালো, আমরা দু'জন ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলি। একবার আমি তাকে বললাম, কাল আমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্সের ট্যাক্স দিতে যেতে হবে। সে বললো, প্রথমে আমার ট্যাক্স দাও আর বললো ট্রাফিক সিগন্যালের কোন কথাটি তোমার ভালো লাগে। আমি বললাম, one way (ওয়ান ওয়ে) 'একমুখী পথ' সে বললো, আরো বলো। আমি বললাম, wet and slippery (ওয়েট এন্ড স্লিপারি) 'অদ্র ও পিচ্ছিল'। পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কোন কথাটি ভালো লাগে। সে বললো, no stopping (নো স্টপিং) 'থামানো নয়।' এর উদ্দেশ্য হলো, আমরা বাহ্যিক ভাষায় কথা বলছি কিন্তু মূলতো নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্কের ব্যাপারে নিজের পছন্দের কথাগুলো পরস্পরকে শুনিয়ে দিচ্ছি।

#### অবাধ যৌনাচার

ফিরিসিদেশগুলোতে নগ্নতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অবাধ মেলামেশা নিতানৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যৌনাচার তো অতীতের সব রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে। এখানে কিছু তিব্বতবস্ততা তুলে ধরা হলো:

#### এক তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র

সরকারি স্কুলগুলোতে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে বলা হয়। একমুসলমান ফোন করে কাদতে কাদতে বলেন, আফসোস, যদি এখানে আমাদের সন্তানেরা মুসলমান কোনো শিক্ষকের কাছে পড়ার সুযোগ পেতো! আজ আমার ছেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে আমাকে প্রশ্ন করলো আম্মু! আব্বু যখন তোমার সাথে মিলিত হয় তখন কি কনডম ব্যবহার করেন? তার কথাগুলো আমার শরীরের রগ-রেশায় বিজলির মতো ছড়িয়ে পড়ে। আমি রাগ না হয়ে আদর করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ প্রশ্ন কোথা থেকে শিখেছো? সে বললো, আজ স্কুলে তৃতীয় ক্লাসের শিক্ষক সব ছেলে-মেয়েকে নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে বলেছেন। পরে দুই আঙ্গুলের ফাঁকে বেবুন ঢুকিয়ে দেখিয়েছেন এভাবে বিশেষ অঙ্গে কনডমে মিলিত হলে এর দুটি উপকার। প্রথমতো, গর্ভবতী হবে না। দ্বিতীয়তো, রোগ-

যৌবনের মৌবনে • ১৩৪

ব্যাধি পরস্পরের মধ্যে সংক্রমিত হবে না। এরপর ওই শিশুটি তার মাকে বললো, একমেয়ে তার ছেলেবন্ধুকে বলতে থাকলো, আমি তোমাকে এই পদ্ধতি ছাড়া কিছু করতে দেবো না। ছেলে জবাব দিলো, আমি বাড়ি থেকে কনডম চুরি করে এনে আমরা বাস্তবে দেখবো। এতে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা জোরে হেসে উঠলো।

#### দুই লজ্জাদুরীকরণ ক্রিম

ফিরিসিদের কাছে লজ্জা কোনো গুণ নয় বরং এটি অসুখ। তা দূর করার জন্য নিচের ক্লাস থেকেই ছাত্র আর ছাত্রীকে পাশাপাশি সিটে বসানো হয়। রোল নম্বর এমনভাবে দেয়া হয় যাতে মেয়ের দুই পাশে ছেলে থাকে। শিক্ষকের ডিউটি হলো এদিকে দৃষ্টি রাখা-ছেলেমেয়ে পরস্পরে খোলামেলা কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা ও চিমটি কাটছে কী-না। কোনো মেয়ে যদি অন্যছেলেদের সাথে একটু দূরত্ব বজায় রাখে তাহলে তাকে বুঝানো হয় এমন করা ঠিক নয়। কোনো মেয়ে যদি তাতেও না বুঝে তাহলে কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডেকে চেকআপ করানো হয় মেয়েটি নরমাল নয় কেনো বোঝার জন্য। প্রতিমাসে একবার বা দু'বার সুইমিংক্লাস রাখা হয়। এতে ছেলে-মেয়ে দু'জনেই বলা হয় সব কাপড় খুলে যেনো গোসল করে। একছেলে তার মাকে বললো, যখন আমরা সুইমিংপুলে গোসলে নামি তখন ছেলে ও মেয়েরা পরস্পরে গোপন অঙ্গ খুবই গভীরভাবে দেখতে থাকি। কোনো-কোনো দুটুছেলে তো নিজেই লজ্জাস্থান অন্যকে দেখাতে থাকে। এসব এজন্যই করা হয়, যাতে ছেলে-মেয়েদের পরস্পরে সঙ্কোচ কেটে যায় আর লজ্জা-শরমের বীজ যেনো মরে যায়। এর ওপরের ছাত্রদের শারীরিক সম্পর্কের ওপর ফিল্ম দেখানো হয়, যাতে প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে জানতে পারে কীভাবে মিলিত হতে হয়। যদি মুসলমান মা-বাবা স্কুলের প্রিন্সিপালকে লিখে জানায় আমাদের সন্তানদের এ ক্লাস নেবেন না, আমরাই উপযুক্ত সময়ে দাম্পত্যজীবন নিয়ে জানাবো তখন ছেলে-মেয়েদের এ ক্লাস না করার অনুমতি দেয়। কিন্তু পরে ক্লাসে পাশে বসা ছেলেমেয়েরা তাদের দেখা বিষয়গুলো বর্ণনা করে। ছাত্রীরা যদি নাও দেখে তবুও শুনে নেয়। পরে এসব দৃশ্য নিভৃত কল্লনার চোখে দেখে আর এতে মন ভরার চেষ্টা করে।

ফাইন আর্টসের একছাত্র বলেছে, আমরা যখন কলেজে যাই তখন আমাদেরকে ছবি আঁকাসংক্রান্ত বিষয়ে পড়ানো হয়। একদিন প্রাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য সব ছাত্রকে একটি হলরুমে জমায়েত করা হয়। সবাইকে বলা হয় আর্টিস্ট ও তুলি নিতে ছবি আঁকতে হবে। পরে একপেশাদার মহিলাকে ডাকা হয়। মহিলা এসে সবার সামনে একে একে তার গায়ের সব পোশাক খুলে ফেলে।

যৌবনের মৌবনে • ১৩৫



এরপর বিশেষ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকে। সবাইকে বলা হয় ছব্ব তার ছবি আঁকতে। সব ছাত্র প্রায় দু'ঘণ্টা পর্যন্ত ওই মহিলার নগ্ন শরীর ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে ড্রয়িংশিটে তার ছবি আঁকে। এ ছবি এতো নিপুণভাবে আঁকে যে, গোপন অঙ্গের চুলগুলোও ছবিতে ওঠে আসে। রঙের বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা হয়। যখন ক্লাস শেষ হয়ে যায় তখন ওই মহিলার সাথে মিলে সবাই চাপান করে আর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাকে সম্মানি দিয়ে বিদায় জানানো হয়। এতে অনুমান করা যায়, ক্লাসের পর কদিন পর্যন্ত ওই মহিলার নগ্নদৃশ্য ছাত্রদের মনে ঘুরপাক খাবে।

অনেক সময় লজ্জা-শরম শেষ করে দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি থেকে দূরে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়া হয়। যাতে যুবক-যুবতীরা মা-বাবা থেকে দূরে থেকে স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারে। যেসব ছাত্র হোস্টেলে থাকে সেখানে বড় কামরায় কিছু ছেলেমেয়েকে একসাথে থাকতে দেয়া হয়। রাত-দিন একসাথে থাকলে বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। ছাত্র-ছাত্রীদের বাথরুমও একত্রে থাকে। মেয়ে গোসল করতে ঢুকলে ছেলে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। মুসলমান ছাত্ররা বলেছে, অনেক সময় দুই ছেলেরা বাথরুমের দরোজার লক নষ্ট করে দেয়। অনেক সময় এমন হয়, মেয়ে হয়তো নষ্টলকের বাথরুমে নগ্ন হয়ে গোসল করতে ঢুকে আর কোনো ছেলে এসে টান দিয়ে দরোজা খুলে মেয়ের নগ্ন শরীর দেখে ফেলে। যখন সবাই এককামরায় একত্র হয় তখন পরস্পরে শরীরের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে থাকে।

এসব বিষয়ের সাথে শিক্ষার কী সম্পর্ক। এসব করাই হয় নিজেদের বিকৃতসংস্কৃতি ছাত্রদের মন-মগজে ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য।

বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের সম্মতিতে পরস্পরের সাথে শারীরিকভাবে মিলিত হয়। শুধু সতর্কতা আরোপ করা হয় যাতে গর্ভবতী না হয়ে যায়। কারণ এতে পড়াশুনা বাধাগ্রস্ত হবে। ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মানিব্যাগে জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধ পাওয়া যায়। একছাত্রীর ব্যাগে কনডম পেলে তার পাশেরজন ক্লাসের সব ছাত্রকে ঘোষণা দিয়ে দেয় কারণ তখনও শিক্ষক ক্লাসে এসে পৌঁছাননি।

এসব বিষয় এজন্য লেখা হয়েছে যাতে মুসলমান মা-বাবাদের অনুমান হয় তাদের সন্তানেরা পাশ্চাত্যের সমাজে কোন পরিবেশে পড়াশুনা করছে। আর মা-বাবাকে এর পরিণতি কী ভোগ করতে হবে।

### তিন. একশো প্রার্থী

একবার সুইডেনের এককলেজে আমার লেকচার দেয়ার সুযোগ হয়। লেকচারের বিষয় ছিলো 'ইসলামে মানবাধিকারের ধারণা।' লেকচারের আগে

যৌবনের মৌবনে • ১৩৬

কলেজের প্রিন্সিপাল বললেন, 'আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ভাষণের শুরুতে সাইপের সব ছাত্র থাকবে। তাদের মধ্যে যদি আকর্ষণবোধ হয় তাহলে বসবে, না হয় চলে যাবে, আমি কাউকে জোর করে রাখতে পারবো না।'

যখন লেকচার শুরু হলো আমি মানবাধিকারের মাধ্যমে আমার বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা শুরু করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, ছাত্ররা উঠে যাবে কি, অন্যক্লাসের ছাত্র-শিক্ষকও দরোজায় এসে ভিড় জমালো। লেকচার শেষ হওয়ার পর শুরু হলো প্রশ্নোত্তর। একছেলে প্রশ্ন করলো, আপনি মানবাধিকারের কথা বলছেন অথচ ইসলাম চার বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। আমি বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বললাম, ইসলাম চার বিয়ের অনুমতি দিয়েছে যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা সামনে রেখে প্রয়োজনমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যখন এর উদাহরণ দিলাম তখন উপস্থিতি আশ্বস্ত হলো। তারা তাতে সম্মতি জানালো।

এরপর সে পরের প্রশ্নের জবাব জানতে চাইলো। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি আশ্বস্ত হয়েছেো? সে বললো, হ্যাঁ। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তোমাকে ছোটো একটি প্রশ্ন করতে পারি? সে বললো, অবশ্যই। আমি বললাম, তোমাদের এই সমাজে যখন কোনে যুবক বিয়ে করে সে ক'জন মেয়ের সাথে শারীরিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা অর্জন করে? সে বললো, আমি কি সত্য বলবো? আমি বললাম, সত্যটাই জানতে চেয়েছি। সে বললো, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর নাইটক্লাব-এগুলো মিলিয়ে গুলে কমকরে একশো মেয়ের সাথে শারীরিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। একথা ক্লাসভর্তি ছাত্র-ছাত্রীরা শব্দ করে হাসতে থাকলো।

### চার. নারীরা বাসের মতো

একটি কারখানায় কারিগরিকাজে ফাপ থেকে একইজিনিয়ার এলো। কাজ শেষ করতে দু'মাসের মতো সময়ের প্রয়োজন। কয়েক দিনের মধ্যে স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারের সাথে ফরাসিইঞ্জিনিয়ারের খোলামেলা সম্পর্ক হয়ে গেলো। দু'সপ্তাহ যেতেই ফরাসিইঞ্জিনিয়ার বলতে লাগলো, নারী ছাড়া আমার রাতে ঘুম আসে না। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার ভাবলো, এটা তো একমহাবিপদ। তাই তিনি ফরাসিইঞ্জিনিয়ারকে সাথে নিয়ে অশ্রীল ছবি দেখে দেখে সময় কাটাতে থাকেন। যখন কাজ শেষ হয়ে গেলো আর ফিরে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো তখন স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে এখানে চলে এসেছেন আপনার গার্লফ্রেন্ড কি এতোদিন আপনার জন্য অপেক্ষা করবে? হয়তো এ সময়ে সে অন্যকারো সাথে সম্পর্ক করে নিয়েছে। ফরাসিইঞ্জিনিয়ার জবাবে বললেন-

যৌবনের মৌবনে • ১৩৭

In our country women are like buses,  
[হিন আওয়ার কান্ট্রি ওমেন আর লাইক বাসেস]  
if you miss one take another one.  
[ইফ ইউ মিস ওয়ান টেইক এ্যান আদার ওয়ান]

আমার দেশে হরেক নারী  
চলছে যেমন গাড়ি  
একটি গেলে আরেক এসে  
নেবেই তোমায় বাড়ি।

পাঁচ. গাভী পালনের দরকার কী

একবার কারখানায় মেশিন লাগানোর জন্য লন্ডন থেকে ইঞ্জিনিয়ার এলেন। দু'সপ্তাহ থাকাকালে স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তার বেশ সম্পর্ক হয়ে যায়। দু'জন একসাথে কাজ করতেন। একদিন তিনি স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারের কাছে জানতে চাইলেন, তোমার সন্তান ক'জন? তিনি বললেন, তিনজন। এরপর স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সন্তান ক'জন? তিনি বললেন, নেই। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার জানতে চাইলেন, এর কারণ কী? তিনি বললেন, আমি এখনও বিয়ে করিনি। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার জানতে চাইলেন, আচ্ছা! আপনার বয়স কতো? তিনি বললেন, বায়ান্ন বছর। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার বললেন, কী কারণ, আপনি শিক্ষিত এবং চাকুরে, অনেক টাকা-পয়সা রোজগার করেন, এতো বয়স হওয়ার পরও বিয়ে না করার কারণ কী? তিনি মুচকি হেসে জবাব দিলেন—

If you can get milk from market, there  
[ইফ ইউ ক্যান গেট মিল্ক ফ্রম মারকেট, দেয়ার]  
is no need to keep a cow in the house.  
[ইজ নো নীড টু কীপ এ কাউ ইন দ্যা হাউজ]

বাজারেতে যায় যদি গো  
কিনতে পাওয়া দুধ  
সইবে জ্বালা, পোষবে গাভী  
এমন কে নির্বোধ!

দ্বিতীয় বাক্যে তিনি বলতে চাচ্ছেন, যখন আমার জৈবিকচাহিদা পূরণের জন্য সহজেই তরুণীদের পেয়ে যাই তখন ঘরে স্ত্রী রাখার কী প্রয়োজন? রোজ তার বাসিচেহারা দেখতে হবে!

যৌবনের মৌবনে • ১৩৮

ছয়. ব্যভিচারের সম্মিলিত অনুষ্ঠানগুলো

পশ্চিমদেশগুলোতে বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানের জন্য বড় হল ভাড়া করা হয়। প্রথমে হয় খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান। পরে আনন্দ-ফুটির অনুষ্ঠান চলে। একপর্যায়ে মদ খেয়ে ব্যভিচারে জড়ায়। হলে যতো পুরুষ থাকে নারীও ততোজনই থাকে। নারীর অধিকার থাকে, যাকে ইচ্ছে মেলামেশার জন্য গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, ওই সময় বাতি নেভানোর ঝামেলাটুক পর্যন্ত তারা বহন করে না। প্রত্যেক জুটি নিজেদের উন্মাদনা মেটাতে ব্যস্ত থাকে, অন্যের দিকে মনোযোগের সময় পায় না। অনেকেই সাগরে জাহাজ ভাড়া করে সম্মিলিত পোনাহের এই অনুষ্ঠান করে থাকে। এর জন্য আমন্ত্রণপত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমন্ত্রণপত্র প্রত্যেকের সাথে থাকতে হয়!

সাত. জোর করে ব্যভিচারের প্রবণতা

পশ্চিমদেশগুলোতে পুরুষের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অনায়াসে নারী পাওয়া যায়। তবে কোনো কোনো যুবকের কাছে এটা ভালো লাগে না। তারা ভাবে, আমরা মনোবাসনা চরিতার্থ করতে চাইলে নারীরা যদি না না করে, বাধা দেয় আর জোর করে তাদের সাথে মিলিতো হওয়া যায়, তাহলে এতে মজা রয়েছে। এজন্য তারা ধর্ষণের পথ বেছে নেয়। সংবাদপত্রে ছাপা খবর মতে, একস্বামী তার তিন বন্ধুকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে তার ঘুমন্ত স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। অন্ধকারের কারণে স্ত্রী অন্যপুরুষদের চিনতে পারেনি কিন্তু তার স্বামী যখন চুমুতে তরু করলো তখন তিনি চিনে ফেললেন। সকালে স্ত্রীর কথা মতো স্বামীকে গ্রেফতার করলে পুরো ঘটনা বেরিয়ে আসে। পুলিশ ওই স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার তো স্ত্রীর সাথে জৈবিকচাহিদা পূরণে কোনো বাধা ছিলো না তবুও এমন করলে কেনো? তিনি বললেন, জোর করে সম্বোগ করলে প্রকৃতস্বাদ পাওয়া যায়। আমরা চারজন মিলে পরিকল্পনা করি, প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে জানবো, কার স্ত্রী বেশি বাধা দেয় আর কার স্ত্রী বাধা দেয় না। আমার স্ত্রী একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, আমাকে গ্রেফতার করিয়েছে।

আট. কুকুরের সাথে মিলন

একমহিলা ঘরে কুকুর পালতো। তার স্বামী মামলা দায়ের করলো, আমার স্ত্রী আমার সাথে না শুয়ে পাশের রুমে কুকুরের সাথে ঘুমায়। আলাদা শোয়ায় আমার কোনো অভিযোগ নেই, তবে সে আমার অবর্তমানে কুকুরের সাথে সহবাস করে। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, হ্যাঁ, কুকুর মিলিত হওয়ার সময় যতো সময় থাকতে পারে ততো সময় কোনো পুরুষ নারীর সাথে থাকতে

যৌবনের মৌবনে • ১৩৯



পারে না। আমি যখন কুকুরের সাথে সহবাস করি তখন আমি পুরোপুরি ভুগ্ন হয়ে যাই। স্বামী চাইলে আমাকে তালাক দিয়ে দিতে পারেন। আমি স্বামী ছাড়তে পারবো কিন্তু কুকুরকে ছাড়তে পারবো না!

#### নয়. ব্যভিচারের উপকরণ

অনেক শহরে Adult toys (এডাল্ট টয়েস) নামে দোকান খোলা হয়েছে। এতে এমন খেলানাও পাওয়া যায় যা সহবাসের সময় মজা বাড়িয়ে দেয়। প্রাস্টিকে বানানো নারী পাওয়া যায়। তাদের সাথে যতো ইচ্ছা সহবাস করা যায়। অস্বীকৃতি জানানোর কোনো পদ্ধতি নেই। পুরুষদের এমন যন্ত্র পাওয়া যায়, যা দিয়ে বিশেষ অঙ্গের প্রস্তুত ও দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হয়ে যায়, যাতে নারীদের তৃপ্তির উপকরণ তাদের চাহিদামতো থাকে। এমন ফিল্মও পাওয়া যায়, যাতে নারীদের সাথে সহবাসের দৃশ্য দেখানো হয়।

#### দশ. ওরালসেক্স

নারী-পুরুষ জৈবিকসম্পর্কের যোগ্য না হলে একে অন্যের গোপন অঙ্গকে চুমু দেয়া ও চোষা শুরু করে। নারীরা পুরুষের বিশেষ অঙ্গ মুখে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। পুরুষ নারীদের গোপন অঙ্গ এমনভাবে চাটতে থাকে যেমন কুকুর কোনো হাড় চাটছে। প্রাণীরাও এমন কাজ করে না, মানুষেরা যা করছে।

#### এগারো. চলেও এসো!

পশ্চিমাসমাজে যদি কোনো নারীকে তিরিশ বছর বয়সে তার স্বামী ছেড়ে দেয় তাহলে ওই স্ত্রীর জন্য অন্যস্বামী জোগাড় করা কঠিন। নাইটক্লাবে তার সাথে মিলিত হওয়ার মতো পুরুষ তো রোজ পাওয়া যায়। তবে আপন করে নেয়া আর স্ত্রীর মর্যাদায় ঘরে তোলার মতো কোনো পুরুষ পাওয়া যায় না। আমার একডাক্তার বন্ধুর মতে, পশ্চিমাসমাজে শুধু যুবকরাই আশঙ্কায় নয়, যদি কোনো বুড়োলোকও ঘরের বাইরে বের হয় তাহলে বিয়ের জন্য কোনো না কোনো মেয়ে মিলে যাবে। বত্রিশ বছরের একযুবতী একঘণ্টা মেকাপ করে ঘরের দুয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকে পয়শত্টিবছরের বয়স্ক তার সাথে দেখা করতে আসবে!

কবির ভাষায়—

چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

[চলে ভী আও কেহ গুলশান কা কারুবাব চলে]

আসলে তুমি এই বাগানে

ফুটবে বাগে ফুল

হাসবে আকাশ হাসবে নদী

হাসবে বাগের ফুল।

প্রতিবেশী কোনো মহিলা যাওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলো—কী অবস্থা? তখন তিনি জবাব দিলেন—

Life is very difficult

[লাইফ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট]

জীবনটা তো নয়রে সহজ

কষ্ট-জ্বরা আছে

এসব ছাড়া হয় যে জীবন

মিলবে খোদার কাছে।

বারো. আমি আপনি আর একাগ্রতা!

ইউরোপের কোনো কোনো পত্রিকায় মিলতে আশ্রয়ী নারী-পুরুষের হাজারো ফোন নম্বর ছাপা হয়। যখন কয়েকদিন চলে যাওয়ার পরও কেউ যোগাযোগ করে না তখন নিজের ফোন নম্বরের পাশে খুবই আক্ষেপের বাক্য লিখে রাখে—

You me and haven

[ইউ মী এন্ড হেভেন]

জীবন চলার এই পথেতে

নেই বুঝি কেউ কাছে

তুমি-আমি ছাড়াও দেখি

শূন্যতাটা কাছে।

#### ফলাফল

ওপরের ঘটনা ও অবস্থা দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়, পশ্চিমানারীরা পর্দাহীন হয়ে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বাড়িয়ে নিজেদের দাম কমিয়েছে। পুরুষের অবস্থা এমন একমৌমাছির মতো, যার সামনে ফুলের গাদা পড়ে আছে। একথা স্পষ্ট, সে যখন একটির সুগন্ধি শুকে নেবে আর রসের স্বাদ নেবে তখন ফের এ ফুলে বসার পরিবর্তে নতুন ফুলের ওপর বসবে। এসব খেলায় খেলনা নারীরা, তামাশার বস্তুও তারা। পর্দাহীন হয়ে তাদের হাতে কী এসেছে? পুরুষেরা স্বাধীনতার নামে তাদের বোকা বানিয়েছে। যখন নারীদের সাথে ব্যবহৃত কাগজের মতো ব্যবহার করা হয় তখন তারা বাধ্য হয়ে কুকুর পালতে শুরু

করে আর তাদের সাথে জৈবিকচাহিদা পূরণ করে। এমন নারীদের ভয়াবহ বার্ষিকের কথা কল্পনা করুন। বেচারী তো মরে গিয়েও বেঁচে গেলো। এমন বেঁচে যাওয়ার চেয়ে মরাটাই ভালো।  
কবির ভাষায়—

آدمی کے پاس سب کچھ ہے  
[আদমী কে पास सब कुछ है]  
مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں  
[মাগার এক তনহা আদমিয়াত হী নেহী]  
লোকের কাছে সবই আছে  
নেইরে মানবতা  
এগুণ ছাড়া মিলবে না তো  
সোনার সফলতা।

ইসলামি শিক্ষায় নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের শিক্ষা এজন্য দেয়া হয়েছে, নারী-পুরুষ বিয়ের মাধ্যমে সম্মানজনক জীবন-যাপন করবে। কোরআনেকারিম—

لَسْتُ لَكُمْ نَزِيلًا

“যাতে তোমরা তাদের কাছে স্বস্তিলাভ করো।”

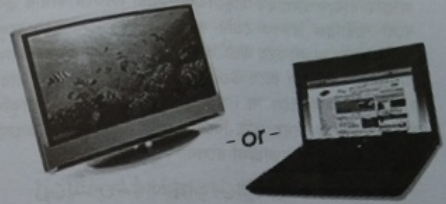
শব্দ ব্যবহার করে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে স্বস্তিলাভ করে। তাই সম্মিলিত অনুষ্ঠানগুলো থেকে পুরোপুরি বিরতো থাকা চাই, যাতে স্বামী-স্ত্রীর মনোযোগ পরস্পরে গিয়ে পড়ে আর দু'জনে ভালোবাসা ও সৌহারদের মধ্যে জীবন কাটাতে পারে। অভিজ্ঞতায় বলে, ক্ষুধার্ত মানুষ ঘরে যদি শুকনো ও বাসি রুটিও পায় তাহলে এটাকেই অনুগ্রহ মনে করে আগ্রহভরে খেয়ে ফেলে।

এভাবে যখন সম্মিলিত অনুষ্ঠানগুলো না হয়, পর্দাহীন সুন্দরী নারীদের দেখা না যায় তাহলে পুরুষেরা নিজেদের ঘরের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীদেরও সম্পদ মনে করবে আর প্রয়োজনের সময় তার থেকেই উপকৃত হবে। তালকের ধমক আর অসুন্দরের কোনো ভৎসনা নেই, নেই সবসময়ের মানসিকযন্ত্রণা—স্বামী রাত করে বাড়ি ফেরে! এ অবস্থায় তো প্রত্যেক ঘর ছোট্ট একখানি জান্নাতের নমুনা হয়ে থাকবে আর এটাই ইসলামি শিক্ষার উদ্দেশ্য। কোরআনের ভাষায়—

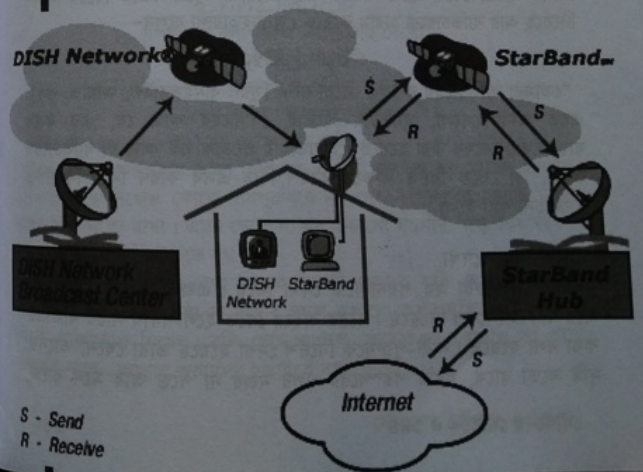
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِخَدِيجٍ نَزِيلًا

“আমি আল্লাহকে প্রভু, মোহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]—কে নবি আর ইসলামকে নিজের ধর্ম হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।”

## অধ্যায়-৫



## ব্যভিচারের উপকরণ





আল্লাহ রাক্বুলআলামিন মানুষের বংশধারা টিকিয়ে রাখার জন্য নারী-পুরুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছেন। মানুষের প্রবৃত্তিতে যখন এই প্রয়োজন জোরালো হয়ে উঠে তখন অন্যসব প্রয়োজন শ্রিয়মান হয়ে যায়। মনে বিক্ষিপ্ততা ও বিশেষ অঙ্গে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘুম চলে যায়, আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতে মন বসে না। মন চায় যেভাবেই হোক প্রাকৃতিকচাহিদা পূরো করতে। অনেক সময় বুদ্ধি-বিবেক লোপ পেয়ে যায়, ভালো-মন্দের পার্থক্য করা যায় না। আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

ذُوْنِ اللَّيْثِ اِنْ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

“মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা-নারী।”

[সূরা: আল-ইমরান, আয়াত: ১৪]

এ অবস্থায় যখন পুরুষের প্রকৃতিতে প্রবৃত্তির ভূত চড়ে বসে, যদি কোনো নারী তাকে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয় তাহলে পুরুষের জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা নবিদের কীর্তির মতো হবে। এভাবে কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে ফুসলায়, তাহলে নারীও জালে আটকা পড়ে যায়। যখন ছাগল প্রাকৃতিকচাহিদা পূরণের শব্দ করে তখন ছাগলানি পাগল হয়ে যায়। কবুতর বিশেষ শব্দ করলে মেয়েকবুতর মজা পেতে থাকে। এভাবে মোরগের বিশেষ শব্দে মুরগীর মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এভাবে পুরুষ যখন ভালোবাসার মিষ্টকথা বলতে থাকে তখন নারী মাথা ঝুকিয়ে দেয়। সাধারণত নারী পুরুষ থেকে দূরে থাকে। কাছে তখনই আসে যখন মিলিত হওয়া বৈধ হয়। শরিয়ত এই প্রয়োজন পূরো করতে বিয়ের নির্দেশ দিয়েছে আর ব্যভিচারকে হারাম করেছে। আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ

“তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না।” [সূরা: বনিইসরাইল, আয়াত: ৩২] এতে জানা গেলো, ব্যভিচার এতোই গোনাহের কাজ যে, এর কাছে যাওয়ার একেও নিষেধ করা হয়েছে। অন্যভাষায় প্রত্যেক ওই কাজ যা ব্যভিচারের কারণ, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। নিচে এসব কারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

#### ১. পরনারীকে দেখা

ব্যভিচারের গুরুত্ব হয় পরনারীকে দেখা দিয়ে। এজন্য শরিয়ত নারীদের ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। ঘরের বাইরে যেতে হলে পর্দার সাথে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। নারী-পুরুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেনো তাদের দৃষ্টি নতো রাখে, যাতে পরস্পরের ওপর নজর না পড়ে আর মনে বাজে

কল্পনার সৃষ্টি না হয়। যেখানে পর্দার ক্ষেত্রে উদাসীনতা হবে, পরনারী-পুরুষ পরস্পরকে দেখবে, সেখানে প্রবৃত্তি জেগে উঠবে। প্রবৃত্তি ও শয়তান যোড়ার ডাকের কাজ করবে আর ব্যভিচারে জড়িয়ে ছাড়বে। অপরিচিত পরনারীর সাথে মিলিত হতে অনেক বাধা কিন্তু কাছের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা পরনারী তাদের সাথে মিলিতো হওয়া অনেক সহজ। এজন্য হাদিসে বলা হয়েছে—

اَلْكَلْبُ الْمَوْتُ

“দেবর মৃত্যুভুল্য।”

শরিয়ত দেবর ও বোনদের সাথে পর্দার নির্দেশ দিয়েছে। সাধারণত খালাতো, মামাতো, ফুফাতো আর চাচাতো—এ চারধরনের নিকটাত্মীয় হয়। এটা নিষসন্দেহে নাজুক আত্মীয়তা নয় বরং ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। নারীরা তাদের ভাই বলে, আসলে তারা পরপুরুষ। সাধারণ লোকেরা বলে থাকে, শ্যালিকা অর্ধেক ঘরনী হয়ে থাকে। অথচ শালিই সওয়ালি তথা প্রার্থনাকারী হয়ে থাকে! নারীদের দুর্বলতা হলো, তারা যখনই কারো ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য, কথাবার্তা আর স্বভাব-চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে যায় তখনই তার প্রতি দূর্বল হয়ে পড়ে। বরং তার সাথে মেশার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। কবির ভাষায়—

عورت جدوں کے تے مہربان ہوئے

[আওরাত জুদোঁ কে সে তায় মেহেরবান হোয়ে]

پیارے بول والا گے ڈاؤ دیوے

[পিয়ালাহ বুল ওয়ালা আগে ডাহ দেবে]

হইলে নারী কোমলমতি

অন্যকারো প্রতি

দেয় বিলিয়ে আপনারে সে

হয় শেষে তার ক্ষতি।

নারীদের জন্য সন্তিদায়ক হলো, নিজেকে কোনো পরপুরুষের সামনে প্রদর্শন না করা আর নিজেও কোনো পরপুরুষকে না দেখা। পুরুষের জন্যও মঙ্গল হলো, দৃষ্টি নতো রাখা। এমন যেনো না হয়, কোনো মস্তগায় পড়ে কেয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হয়।

যেভাবে পরনারী-পুরুষ দেখা হারাম তেমনি তাদের ছবি দেখাও হারাম। সংবাদপত্রের বিনোদনপৃষ্ঠা বা রাস্তার পাশে ঝুলানো অশ্লীলদৃশ্যের পোস্টারের দিকে তাকানোও নিষেধ। রশি ছেড়ে রাখলে কোথাও না কোথাও তা প্যাচ লেগেই যাবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন!

তাই যিনি ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চান, তার উচিত যথাসম্ভব পরনারী দেখা থেকে বিরতো থাকা। যখন কাজের সূচনাই হবে না তখন সমাপ্তির প্রমাণ আসবে না।

## ২. পরনারী-পুরুষের সাথে কথা বলা

পরনারী-পুরুষের সাথে কথা বলাও ব্যভিচারের অন্যতম উপাদান। এজন্য কোরআনে নারীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিশেষ কোনো প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে পরপুরুষের সাথে কথা বলতে হলে নিজের আওয়াজে যেনো মাধুর্য ও কোমল ভাব না আনে। কৃত্রিমভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতেও নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الذَّيْ فِي قَلْبِهِ مَرْءٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا  
“তোমরা (পরপুরুষের সাথে) কোমলকণ্ঠে কথা বলো না। তাহলে যার অন্তরে অসুখ রয়েছে সে প্রলুব্ধ হবে। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।”

[সূরা: আহজাব, আয়াত: ৩২]  
পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার সময়ও নারীরা আওয়াজে মিষ্টতা ও কোমলতার সৃষ্টি করবে না। শুকনো ও কর্কশভাষায় কথা বলবে। এমন ভঙ্গিতে কথা বলবে, যাতে পুরুষ তার প্রতি আসক্ত হবার বদলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। পরপুরুষের সাথে ইনিয়ে-বিনিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলবে না এবং খোলামেলা স্পষ্ট ও সংক্ষেপে কথা বলবে। যেকথা দুটিবাক্যে বলা যায় তা একবাক্যে বলতে পারলে ভালো। তখন পুরুষেরও আগ বেড়ে একটির জায়গায় দুটি কথা বলার সাহস হবে না।

## কথায় কথা বাড়ে

যখন পরনারী-পুরুষের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার অভ্যাস গড়ে উঠে তখন বিষয়টি আরো একধাপ এগিয়ে যায়। অর্থাৎ পরস্পরকে দেখতে মন চায়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কোরআনেকারিমে। দুনিয়ায় প্রায় একলাখ চব্বিশ হাজার নবি-রাসুল এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ ইহজগতে আল্লাহকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করেননি। শুধু হজরত মুসা [আলায়হিস সালাম] করেছেন—

رَبِّ ارْنِي إِلَيْكَ

“হে প্রভু! তুমি আমাকে তোমার দেখা দাও, যাতে আমি দেখতে পারি।”

[সূরা: আরাফ, আয়াত: ১৪৩]

তাফসিরকারকেরা লিখেন, যেহেতু হজরত মুসা [আলায়হিস সালাম] আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য তুরপাহাড়ে যেতেন, এজন্য তাঁর অন্তরে প্রকৃতোপ্রেমিক

আল্লাহকে দেখার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। এতে প্রমাণিতো হয়, কথায় কথা বাড়ে। প্রথমে কথা বলার ধাপ, পরে দেখার পর্ব। যখন দেখাদেখি হয় তখন আসে মিলিতো হবার পর্ব। কবির ভাষায়—

نه تودا به نه میرا عشق فرشتوں جیسا

[নাহ তো খোদা হায় নাহ মোরা ইশক ফেরেশতৌ জেইসা]

دونوں انسان ہیں تو کیوں اسنے فرشتوں میں ملیں

[দুইনৌ ইনসাঁ হেঁ তো কিয়ৌ এতনে হিজারৌ মৌ মিলৌ]

প্রেম যে আমার নয়রে খোদা

ফেরেশতাদের মতো

সবাই মানুষ মিলবো কেনো

আসামিদের মতো।

যখন পর্দা ওঠে যায় তখন শুরু হয়ে যায় মেলামেশার পর্ব। যার ফল লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু নয়।

## সূরের জাদু

নারীর সুর যদিও সতর (যা ঢেকে রাখতে হয়) নয়, প্রয়োজনের মুহূর্তে পরপুরুষের সাথে আলাপ করতে পারে, তবে এটাও বাস্তবতা, সূরের উদয়ে আসক্তি জন্মে। এজন্য দীনবিশেষজ্ঞরা নারীদের আজান দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ আজান দেয়া হয় মিষ্টসুরে। এতে আপদ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এ থেকে যে, রেডিও ঘোষকের অদেখা অনেক ভক্ত থাকে, সূরের জাদুও নিজের প্রভাব বিস্তৃত করে। এজন্য পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলার সময় যথার্থ ভঙ্গিতে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেসব নারী বাধ্য হয়ে কেনাবেচা আর লেনদেন নিজেই করেন, তারাও আশঙ্কায় থাকে। দোকানদার, দর্জি, স্বর্ণকার, রঙমিষ্টি, ডাক্তার, বিচারক—এদের সাথে অনেক সতর্ক হয়ে কথা বলা উচিত। পুরুষেরা তো প্রথমেই নারীদের আসক্তিতে ফেলানোর চেষ্টা করে। নারী যদি একটু শিথিলতা দেখায়, তবেই বিষয় অনেক দূর গড়িয়ে যায়। এক দোকানকর্মচারী নিজে আমাকে বলেছে, কলেজের মেয়েরা তার কাছে এসে বলে, যা করার দ্রুত করে নাও, আমাকে ফেরত যেতে হবে। পরে ওই যুবক তাদের মাল দেখানোর কথা বলে স্টোররুমের গোপন জায়গায় নিয়ে যায় আর খারাপকাজে জড়ায়। যেসব মেয়ে কাপড় সেলাই করতে টেইলার্সের কাছে যায় তাদের শরীরের মাপও দিতে হয়। নতুন নতুন ফ্যাশন আর সাইজের কাপড় তৈরির বাহানায় টেইলারের সাথে



খোলামেলা কথা বলার সুযোগ হয়। অনেক সময় গায়ের কাপড় খুলে নতুন কাপড় পরতে হয়। স্বর্ণকারের কাজই তো সৌন্দর্য ও রূপসংশ্লিষ্ট। কোনো কোনো নারী আংটি ও চুড়ি কিনে পুরুষকে বলে-পরিণে দিন। যখন হাত হাতের ওপর রেখে দিলো তখন আর বাকি রইলো কী? কবির ভাষায়-

مجھے پہل ہو گئیں منزلیں تو خزاں کے دن بھی بدل گئے  
[میرے سہاگل ہو گئے ہیں منزلیں تو خزاں کے دن بھی بدل گئے]

ترا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغِ رہ کے بدل گئے  
[تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغِ رہ کے بدل گئے]

আমার তরে সহজ হলো  
পেরিয়ে যাওয়া ধাপ  
বদলে গেলো জীবন খাজার  
আর রবে না পাপ।

হাতটি তোমার আসলে হাতে  
জ্বললো মনে বাতি  
হাসলো দেখে কুলদুনিয়া  
হাসলো রে কুলজাতি।

ডাক্তারের কাছে অসুস্থতার কথা জানাতেও খুব সতর্ক হওয়া চাই। এমন যেনো না হয় শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা করাতে করাতে অন্তরের অসুখে আক্রান্ত হয়ে যায়। অনেক ডাক্তার রোগীনির চিকিৎসা করাতে করাতে নিজেই রোগীনির প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে।

#### সেলফোন না-কি হেলফোন

বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষের কারণে সেলফোন বা মুঠোফোনের ব্যবহার ব্যাপক হয়েছে। মোবাইল কোম্পানিগুলো এশা থেকে ফজর পর্যন্ত অফার দেয়। এ সময় শয়তানি ও প্রবৃত্তিভাড়া কথাবর্তা বলার জন্য। যুবক-যুবতীরা সেলফোনে নিজেদের কামরায় নির্জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে। এভাবে এই সেলফোন হেলফোন বা নরকফোনে পরিণত হয়েছে। ভাই-বোন, মা-বাবা কাছে থাকলেও বিছানায় শুয়ে-শুয়ে এসএমএসের মাধ্যমে কথাবর্তা চলে। মোবাইল ভাইব্রেশন (কাঁপুনি) দিয়ে রাখলে শব্দও হয় না। ফোনের ঝাঁকুনিতে অন্তরে কাঁপুনি সৃষ্টি হয়ে যায়!

মোবাইল কতো অবলা নারীর সন্মম যে কেড়ে নেয় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। গরিবঘরের মেয়েরা যদি ফোন কিনতে না পারে তাহলে প্রেমপ্রত্যাশী যুবকেরা

যৌবনের মৌবনে • ১৪৮

নিজেরা মোবাইলফোন কিনে তাদের উপহার দেয়। বিলের ব্যাপারে যেমন কোনো চিন্তা নেই। তেমনি নেই রিংটোনের কোনো চিন্তা। এটা জাহান্নামে যাওয়ার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা না হলে আর কী!

#### চ্যাটিং, না-কি চিটিং

চ্যাটিং বলা হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানকে। আর চিটিং বলা হয় ধোঁকা ও প্রতারণাকে। আজকাল যুবক-যুবতীরা পরস্পরে চ্যাট করে না বরং পরস্পরকে চিট (প্রতারণিত) করে। কলেজের একছাত্র জানতে চাইলো, আমি আমার জীবনের বিষয়-আশয় মা-বাবার সামনে বলতে পারি না। আমার এক আংকেল পাঁচসন্তানের জনক। বয়সে তিনি আমার দ্বিগুণ। আমি কি কম্পিউটারে তার সাথে চ্যাট করতে পারবো? তাকে মানা করা হলো, এটা অবৈধো। তবে সে একথা মানেনি। ছ'মাস পর জানা গেলো, তারা দু'জন অপকর্মে লিপ্ত!

#### টিউশন সেন্টার, না-কি টেনশন সেন্টার

অনেকেই তার যুবতী মেয়েকে পুরুষশিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে পাঠায়। অথবা কোনো শিক্ষককে বাসায় ডেকে আনে। দুই অবস্থায় ফলাফল খারাপ আসে। শরিয়তের নির্দেশের প্রতি উদাসীনতার ফল সবসময় খারাপ হয়। ছাত্রী শিক্ষকের পাশে বসে কথা বলার সুযোগ পেলে শয়তান মন্ত্রণা দেয় যে, বই পড়ার পাশপাশি পরস্পরকে জেনে নাও। যখন ব্যক্তিগত জীবনের কথাবর্তা শুরু হয়ে যায় তখন অবৈধোবাকাজের দুয়ার খুলে যায়। টিউশন পড়ে আর পালতে থাকে টেনশন। পুরুষদেরও নারীদের সাথে কথাবর্তা বলার সময় একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আদ্যমাত্র জাজারি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেছেন-

أَنْ يَخْضَعَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِمْرَةٍ أَنْ يَلْزِمَ لَهَا بِالْقَوْلِ بِهَا يَطْمَعُهَا مِنْهُ

"রাসুল [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] পুরুষকে তার স্ত্রী ছাড়া কোনো পরনারীর সামনে এমন নরমভাষায় কথা বলতে বাধা করেছেন, যা নারীদের পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট করে।" [আননিহায়া]

#### নারীদের চাকরি পেশা

অনেক মেয়ে পরিস্থিতিকে বাহানা বানিয়ে অফিস বা কারখানায় পুরুষদের সাথে চাকরি করেন। এমন মেয়েদের পাশে জড়ানো শয়তানের জন্য বা হাতের খেলামাত্র। অনেক ক্ষেত্রে তো অফিসার নিজেই ইজ্জত লুটে নেয়। না হলে সহকর্মী পুরুষদের সাথে মিলিতো হওয়ার পথ খুঁজে বেড়ায়। পুরুষেরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যাতে নারীরা গোনাহে জড়িয়ে যায়। প্রথমতো, এই কঠোরতা করা হয়, তুমি ভালো কাজ করছো না, তোমাকে বিদায় করে দেবো।

যৌবনের মৌবনে • ১৪৯

এতে মেয়েরা ঘাবড়ে যায়। দ্বিতীয়তো, লোভ দেখায়, তোমায় সাহায্য করবো। তোমার কিছু হতে দেবো না। কিছুদিন পর দেখা যায়, মেয়ে ওই লোকের ফাঁদে পড়ে গেছে। অফিসে যেসব মেয়ে কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রে কম-বেশি এধরনের ঘটনা ঘটে। হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয়। ওই চাকরিজীবী নারীদের মধ্যে যারা কমকথা বলে, কোনো পুরুষের ওপর নির্ভর করে না, নিজের জীবনের একান্তবিষয়গুলো নিয়ে তাদের সাথে মতবিনিময় করে না, শুধু কাজই করতে থাকে, যারা পুরুষের সাথে অবাধে কথাবার্তা শুরু করে দেয় তাদের ধমক দেয়, তিনি অফিসে যদিও কিছুটা অসামাজিক বলে খ্যাত হন তবে অন্তত তার সম্মুখি রক্ষা হয়।

#### হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর আমল

ফারুকখেলোফতের যুগে একলোক কোথাও যাবার সময় গুনতে পেলেন একজন নারী ও পুরুষ কোমলভাষায় কথাবার্তা বলছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, তারা পরস্পরে পরনারী-পুরুষ। ওই লোক তখন পুরুষলোকটির মাথায় এমন জোরে কোনো জিনিস ছুঁড়ে মারলেন যাতে তার মাথা ফেটে গেলো। এ বিষয়ে হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর কাছে যখন মামলা গেলো তিনি যিনি মাথা ফাটিয়েছেন তাকে কোনো শাস্তি দিলেন না। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেন, এভাবে কঠোরতা করে নষ্টামির বীজ ধ্বংস করে দেয়া চাই, যাতে অন্যরা এ থেকে শিক্ষা নেয়।

#### ৩. নারী-পুরুষের সাথে নির্জনে বসা

নারীদের পরপুরুষের সাথে একান্তে বসা খুবই ভয়ঙ্কর বিষয়। রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন-

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ وَرَأْسُ امْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ بَيْنَهُمَا الشَّيْطَانُ

“কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হয় না তবে তাদের মধ্যে তৃতীয়জন থাকে শয়তান।” [মেশকাত: হাদিস: ২৬৯]

এ অবস্থায় শয়তান দু'জনের প্রবৃত্তিকে উক্কে দেয়। মনে পাপের মন্ত্রণা দিতে থাকে। যদি এতে সফল নাও হয় তৃতীয় কাউকে ফুসলাতে থাকে তাদের ওপর অপবাদ দেয়ার জন্য।

#### হাসান বসরি ও রাবেয়া বসরি [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]

আলেমরা লিখেছেন, হাসান বসরি যদি শিক্ষক হন আর রাবেয়া বসরি যদি ছাত্রী হন আর দু'জনে নির্জনে কোরআন পড়তে থাকেন তখনও শয়তান চেষ্টা করতে থাকবে যাতে পরস্পরের প্রতি দুর্বল করা যায়।

হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলতেন, যদি শুকনো হাড় পাশাপাশি রেখে দেয়া হয় তবুও পরস্পরের সাথে মিলিতো হওয়ার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ হুড়ুনারী-পুরুষও ব্যভিচারে জড়িয়ে যাবে।

#### বরসি সাপ্তাহিক পরিণতি

শয়তানের কুমন্ত্রণা নিয়ে হাদিসে অনেক বিস্ময়কর ঘটনার কথা লেখা আছে। ইবনে আমের [রদিয়াল্লাহু আনহু] উবায়দে ইবনে ইয়াসার থেকে নিয়ে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] পর্যন্ত এ ঘটনার পরস্পরা পৌঁছিয়েছেন।

‘তালবিসে ইবলিস’ বইয়ে এ ঘটনা লেখা আছে। বনিসরাইলসম্প্রদায়ের বরসি নামে একপাত্রী ছিলেন। সেসময় ওই গোত্রে তার মতো ইবাদতকারী আর কেউ ছিলেন না। তিনি একটি ইবাদতখানা বানিয়ে দিন-রাত এখানে বসে ইবাদত করতেন। লোকদের সাথে তার তেমন কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তার সাথে কেউ এসে দেখা করতো না, তিনিও কারো কাছে যেতেন না।

শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করলো। বরসি তার কামরা থেকে বের হতেন না। তিনি এমন ইবাদতকারী ছিলেন, সামান্য সময়ও বৃথা যেতে দিতেন না। শয়তান দেখলো তিনি মাঝে মাঝে একটু বিরতির সময় জানালার পাশে গিয়ে বাইরে তাকান। আশেপাশে কোনো জনবসতি ছিলো না। তার ইবাদতখানার আশেপাশে ছিলো খেত ও বাগান। শয়তান যখন দেখলো তিনি দিনে এক-দু'বার জানালা দিয়ে বাইরে তাকান তখন সে একজন নামাজমানুষের আকার ধারণ করে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়।

বরসি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কাউকে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে অবাক হলেন। পরেরবার যখন তাকে দেখলেন তখন রুদ্ধভেদে দেখা গেলো।

তৃতীয়বার দেখলেন সেজদারত অবস্থায়। কয়েক দিন এভাবে চললো। শেষে বরসিয়ার অন্তরে একথা এলো, তিনি তো কোনো মহান লোক হবেন, যিনি রাত-দিন ইবাদতে মগ্ন থাকেন। কয়েক মাস পর্যন্ত শয়তান এভাবে দাঁড়ানো, রুদ্ধ ও সেজদা অবস্থায় থাকলো। এভাবে বরসিয়ার মনে মনে এই প্রত্যাশা জন্মলো, আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো, তিনি কে?

বরসিয়ার অন্তরে যখন এই কল্পনা এলো তখন শয়তান জানালার পাশে জায়নামাজ বিছানো শুরু করলো। জায়নামাজ যখন জানালার একদম কাছে চলে এলো তখন বরসি সা মাথা বের করে জিজ্ঞেস করলেন-তুমি কে? শয়তান বলতে লাগলো, আমাকে দিয়ে আপনার কী দরকার? আমি আমার কাজ করছি, অনুগ্রহ করে আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না। তিনি ভাবলেন, বিস্ময়কর



ব্যাপার তো! ওই লোক কারো কথা শুনতেই চায় না। দ্বিতীয় দিন বরসিমা আবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পরিচয়টুকু তো দিলেন না। ওই লোক বললো, আমাকে আমার কাজ করতে দিন। আমি অবসর নই। আল্লাহর কী মহিমা! একদিন বৃষ্টি শুরু হলো। ওই লোক বৃষ্টিতেও নামাজে দাঁড়িয়ে থাকলো। বরসিসার অন্তরে একথা এলো, যেহেতু তিনি এতাই ইবাদতকারী, বৃষ্টিতেও নামাজ ছাড়ছেন না, তাই আমি কেনো আমার উত্তমচরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবো না, তাকে বলবো, আপনি ভেতরে আসুন। শয়তান তখন বললো, হ্যাঁ, মোমিনকে দাওয়াত গ্রহণ করতে হয়। তাই আপনার দাওয়াত গ্রহণ করলাম। শয়তানের বাসনাই তো এটা ছিলো। তাই সে কামরায় এসে নামাজের নিয়ত বেঁধে ফেললো। কয়েক মাস পর্যন্ত সে ওই কামরায় নামাজে দাঁড়িয়ে থাকলো। মূলতো সে ইবাদত করেনি; শুধু নামাজের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলো। এটাকেই বরসিমা ইবাদত মনে করতে থাকলেন। কয়েক মাস যাওয়ার পর পাত্রী শয়তানকে প্রকৃত ইবাদতকারী মহান লোক মনে করতে থাকলেন। তাকে নিয়ে মনে সুধারণার জন্মালো। কিছুদিন পর শয়তান বরসিসাকে বলতে লাগলো, এবার আমার বর্ষপূর্তি হয়ে গেছে, তাই আমি এখন থেকে চলে যাবো। আমার ঠিকানা অন্যকোথাও। রওয়ানার সময় এমনিতেই অন্তর কোমল থাকে। তাই শয়তান বরসিসাকে বলতে লাগলো, আচ্ছা! যাওয়ার সময় আমি আপনাকে এমন একটি উপহার দিয়ে যেতে চাই যা আমি বড়দের থেকে পেয়েছি। উপহারটি হলো, আপনার কাছে যদি কোনো রোগী আসে আর আপনি তা পড়ে ফুঁ দেন তাহলে ভালো হয়ে যাবে। বরসিমা বললেন, আমার এমন উপহারে কোনো প্রয়োজন নেই। শয়তান বললো, এই উপহার আমার দীর্ঘ সাধনার পর লাভ করেছে। আমি এটা আপনাকে উপহার হিসেবে দিচ্ছি আপনি তা নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন! তাই শয়তান তাকে একটি আমল শিখিয়ে এই বলে বিদায় হয়ে গেলো যে, পরে দেখা হবে। শয়তান সেখান থেকে সোজা বাদশার বাড়িতে গেলো। বাদশার ছিলো তিন ছেলে আর একমেয়ে। শয়তান গিয়ে বাদশার মেয়ের ওপর ভড় করে তাকে পাগল করে দিলো। বাদশার মেয়ে ছিলো সুশ্রী এবং শিক্ষিতা। কিন্তু শয়তানের প্রভাবে সে পুরো মাতাল। বাদশা তার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার-কবিরাজ ডাকলেন। বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করার পরও কোনো উপকার পেলো না। অনেক দিন চিকিৎসার পরও যখন কোনো উপকারে এলো না তখন শয়তান বাদশার মনে একথা ঢেলে দিলো, বড় কোনো ডাক্তার বা কবিরাজের চিকিৎসা করাতে হবে। কোনো মহান লোককে দিয়ে ফুঁ দেয়াতে হবে। এ কল্পনা আসার পরই তিনি ভাবলেন, কোনো ইবাদতকারীর খোঁজ করতে হবে। তাই তিনি

যৌবনের যৌবনে • ১৫২

সরকারিলোক পাঠালেন এটা জানার জন্য, বর্তমানে কে বেশি ইবাদতে মগ্ন আছেন। সবাই বললো, এখন বরসিমা পাত্রী সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী। তবে তিনি তো কারো সাথে দেখা করেন না। বাদশা বললেন, তিনি যদি কারো সাথে দেখা না করেন, তাকে গিয়ে বলো, আমি তার সাথে দেখা করতে চাই। বাদশার দূত বরসিসার কাছে গেলো। তাকে দেখে বরসিমা বললেন, তুমি আমাকে ডিস্টার্ব করতে কেনো এসেছো? দূত বললো, বাদশার মেয়ে অসুস্থ। বড়-বড় ডাক্তার-কবিরাজ চিকিৎসা করেছে কিন্তু কোনো উপকার হয়নি। বাদশা চান না আপনি গিয়ে আপনার ইবাদতে বিঘ্ন ঘটান। আপনি বললে বাদশার মেয়েকে এখানে নিয়ে আসবো, আপনি ফুঁ দিয়ে দেবেন। আমাদের আশা, আপনি ফুঁ দিলে ভালো হয়ে যাবে। বরসিসার মনে এলো, হ্যাঁ, আমি তো একটা দোয়া শিখেছি। তা পরীক্ষা করার এটা একটি সুযোগ। ওই ফুঁ ঠিক কী-না তা জানা যাবে। তাই তিনি বাদশার অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে আসার অনুমতি দিয়ে দিলেন। বাদশার তার মেয়েকে নিয়ে বরসিমা পাত্রীর কাছে গেলেন। তিনি ফুঁ দেয়ার সাথে-সাথে বাদশার মেয়ে ভালো হয়ে গেলো। অসুস্থতা শয়তান দিয়েছিলো, আর ফুঁও শিখিয়েছে শয়তান। তাই ফুঁ দিতেই শয়তান চলে গেলো। আর সব ঠিক হয়ে গেলো। বাদশার পুরোপুরি বিশ্বাস হলো, এই মহান লোকের ফুঁ দিয়ে আমার মেয়ে সুস্থ হয়েছে। এক-দেড়মাস পর শয়তান এভাবেই ওই মেয়ের ওপর ভর করলো এবং তাকে পুনরায় বরসিসার কাছে আনা হলো। তিনি ফুঁ দিলে সাথে-সাথে চলে গেলো এবং মেয়ে সুস্থ হয়ে গেলো। এভাবে কয়েকবার হওয়ার পর বাদশাহর বিশ্বাস জন্মে গেলো, আমার মেয়ের আরোগ্য ওই বুজুর্গের ফুঁতে। এবার বরসিসার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো যে, বাদশার মেয়ের আরোগ্য তার ফুঁ দিয়ে হয়েছে। কিছুদিন পর ওই বাদশাহর রাজত্বে কেউ হামলা চালালো। বাদশা তার ছেলেরদে নিয়ে প্রতিরোধের তৈরি নিলেন। এবার বাদশা চিন্তায় পড়লেন যুদ্ধে গেলে মেয়েকে কার কাছে রেখে যাবেন। কেউ পরামর্শ দিলো, তাকে কোনো মন্ত্রীরা কাছে রেখে যান। বাদশা বললেন, তাকে যদি ফের শয়তান ভর করে তাহলে চিকিৎসা কে করাবে। বরসিমা তো কারো কথা শুনবেন না। তাই বাদশা বললেন, আমি খোদ বরসিসার কাছে আমার মেয়েকে রেখে যাবো। বাদশা তার তিন ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে বরসিসার দরবারে গিয়ে বললেন, আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি, মরবো না-কি বাঁচবো এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই মুহুর্তে আমার সবচেয়ে বেশি নির্ভরতা আপনার ওপর। আর আমার মেয়ের চিকিৎসাও আপনার হাতে। তাই আমি চাই আমার মেয়ে আপনার কাছেই থাকুক। বরসিমা বললেন, তওবা,

যৌবনের যৌবনে • ১৫৩

তওবা! এটা কীভাবে সম্ভব, সে একা আমার কাছে থাকবে। বাদশা বললেন, এটা কোনো বিষয় না। আপনি শুধু অনুমতি দিয়ে দিন। আমরা তার থাকার জন্য আপনার ইবাদতখানার সামনে একটি ঘর বানিয়ে দিচ্ছি, সে এই ঘরে থাকবে। বরসিসা একথা শুনে বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। তার অনুমতি পেয়ে বাদশা ঘর বানিয়ে মেয়েকে রেখে যুদ্ধে চলে গেলেন।

বরসিসার মনে একথা এলো, আমি তো নিজের জন্য খাবার পাকাই। মেয়েটির খাবারও যদি আমার সাথে পাকিয়ে নিই। তাহলে ক্ষতি কোথায়? কারণ সে একা থাকলে নিজের জন্য খাবার পাকাবে কী-না তাতে সন্দেহ আছে। তাই বরসিসা খাবার পাকিয়ে নিজে অর্ধেক খেয়ে বাকি অর্ধেক বাইরে রেখে দরোজায় শব্দ করতেন, তাতেই বাদশার মেয়ে ইঙ্গিত পেতো খাবার রেডি। এভাবে খাবার খেয়ে চললো কয়েক মাস। এরপর শয়তান তার অন্তরে একথা ঢুকিয়ে দিলো, তুমি খাবার পাকিয়ে বাইরে রাখো আর বাদশার মেয়ে বাইরে এসে নিয়ে যায়। এতে আশঙ্কা আছে, সে বাইরে আসার সময় কেউ তার সন্ধান কেড়ে নিতে পারে। এর চেয়ে ভালো হবে তুমিই যদি দরোজা ফাঁক করে খাবারটি ভেতরে রেখে দাও। তাই বরসিসা খাবার রান্না করে নিজে খেয়ে বাকিটুকু দরোজার ভেতরে দিয়ে শব্দ করে জানিয়ে দিতেন। এভাবে চলতে থাকলো।

আরো কয়েক মাস যাওয়ার পর শয়তান অন্তরে এই মন্ত্রণা ঢেলে দিলো, তুমি নিজে তো ইবাদতে মগ্ন থাকো। এই মেয়ে একা একা থাকে। এমন যেনো না হয় একাগ্রতার কারণে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই ভালো হলো, তাকে কিছু উপদেশ দাও, সেও যেনো ইবাদতকারী হয়ে যায় আর সময় নষ্ট না করে। একথা মনে আসতেই তিনি ভাবলেন, হ্যাঁ, এটা তো খুব ভালোবিষয়। তবে এর ধরন কী হবে? শয়তান এর পদ্ধতিও মনের মধ্যে ঢেলে দিলো। মেয়েকে বলবেন সে যেনো তার ঘরের ছাদে উঠে আর আপনি আপনার ঘরের ছাদে উঠে তাকে উপদেশ দিতে থাকবেন। বরসিসা এভাবে উপদেশ দিতে থাকলেন। এবার শয়তান মনের মধ্যে ঢেলে দিলো, দেখুন আপনার উপদেশে মেয়েটির কতো পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাই এমন উপদেশ রোজই হওয়া চাই। বরসিসা রোজ উপদেশ দিতে শুরু করলেন। এভাবে যখন অনেক সময় কেটে গেলো তখন শয়তান বরসিসার মনে একথা ঢুকিয়ে দিলো, আপনি আপনার ঘরের ছাদে আর সে তার ঘরের ছাদে বসে আলাপ করেন। এতে পাশ দিয়ে যাতায়াতকারী মানুষেরা কী মনে করবে, কে এভাবে কথা বলছে। এভাবে তো অনেক ভুল বুঝাবুঝি হয়ে যেতে পারে। এজন্য ছাদে দাঁড়িয়ে উঁচুআওয়াজে বলার চেয়ে তার দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে আপনি উপদেশ দিন আর সে দরোজার ভেতর থেকে তা শুনে নেবে। তাই এবার এভাবে চললো উপদেশের

যৌবনের যৌবনে • ১৫৪

যারা। এরপর শয়তান আবার বরসিসার মনে একথা ঢুকিয়ে দিলো, আপনি দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিচ্ছেন এটা দেখে লোকেরা কী বলবে, লোকটা পাগলের মতো বকবক করছে। তাই উপদেশ দিতে হলে ঘরের ভেতরে গিয়েই দিন। মেয়েটি দূরে দাঁড়িয়ে শুনে নেবে। তাই এভাবে বরসিসা দরোজার ভেতরে গিয়ে উপদেশ দেয়া শুরু করলেন। মেয়েটি তাকে জানালো, আমি এই পরিমাণ নামাজ পড়েছি, ইবাদত করেছি। একথা শুনে তিনি খুব খুশি হলেন, আমার কথার প্রভাব মেয়েটির ওপর পড়েছে। এবার আমি একা ইবাদত করছি না, সেও ইবাদত করছে। এভাবে চললো বেশ কিছুদিন। শেষে শয়তান মেয়েটির মনে বরসিসার ভালোবাসা ঢেলে দিলো। তাই মেয়েটি তাকে বললো, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, এতে আপনার কষ্ট হয়। আমি আপনার জন্য চৌকির ব্যবস্থা করছি, আপনি বসে বসে কথা বলবেন আর আমি দূরে দাঁড়িয়ে কথা শুনবো। বরসিসা বললেন, ভালোপ্রস্তাব। মেয়েটি দরোজার কাছে চৌকি রেখে দিলো। বরসিসা তাতে বসে বসে উপদেশ দিতেন আর মেয়েটি দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতেন। এ সময় শয়তান বরসিসার মনে বাদশার মেয়ের প্রতি দয়া ও আকর্ষণ ঢেলে দিলো। কিছুদিন পর শয়তান মনের মধ্যে একথা ঢেলে দিলো, উপদেশ তো বাদশার মেয়েকে দিচ্ছেন। দূরে বসার কারণে জোরে বলছেন, যা বাইরের কেউ শুনে অন্যকিছু ভাবতে পারে। এর চেয়ে দু'জনের চৌকি কাছাকাছি এনে নিচুআওয়াজে বলুন, যাতে বাইরে থেকে কেউ শুনতে না পায়। তাই চৌকি কাছাকাছি করে নিলেন আর উপদেশেরধারা অব্যাহত রইলো।

কিছুদিন এভাবে যাওয়ার পর শয়তান মেয়েটিকে সুসজ্জিত করে বরসিসার সামনে উপস্থাপন করলো আর তার রূপ ও সৌন্দর্য আরো স্পষ্ট করে দিলো। এবার শয়তান বরসিসার মনে যৌবনের কল্পনা ঢুকিয়ে দিলো। এমনকি বরসিসার মন ইবাদতখানা থেকে উঠিয়ে তার প্রতি নিবদ্ধ করে দিলো। বরসিসা ইবাদতের চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে থাকলো বাদশার মেয়ের সাথে কথা বলায়। এভাবে কেটে গেলো বছরখানেক। একবার বাদশার ছেলো এসে তাদের বোনের খবরাখবর নিলো। দেখলো তাদের বোন আনন্দ-ফুর্তিতে আছে আর সে বরসিসার খুব গুণগ্রাহী। বাদশার ছেলেদের ফের যুদ্ধে যেতে হবে। তারা খুব আশঙ্কিত হয়ে গেলো। এবার শয়তান তার চেষ্টা আরো জোরে-শোরে চালালো। তাই বরসিসার মনে বাদশার মেয়ের প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিলো আর বাদশার মেয়ের মনেও বরসিসার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিলো। এভাবে দুই দিকে সমানভাবে ভালোবাসার আগুন জ্বালিয়ে দিলো। এবার যতো সময় বরসিসা উপদেশ দিতেন পুরোটা জুড়েই দৃষ্টি থাকতো বাদশার মেয়ের চেহারার ওপর। একপর্যায়ে দুই চৌকি ছেড়ে একচৌকিতে

যৌবনের যৌবনে • ১৫৫



বসে বসে দু'জন কথা বলতেন। বরসিসা যখন বাদশার মেয়ের চেহারার দিকে তাকাতে তখন তার আপদমস্তক রূপে ও গুণে ভরপুর দেখতে পেতেন। তাই বরসিসা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একপর্যায়ে বাদশার মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বাদশার মেয়েও মুচকি হেসে তাতে সায় দিলো। এভাবে বরসিসা ব্যভিচারে জড়িয়ে গেলো। দুজনের মাঝ থেকে লজ্জার অদৃশ্য দেয়াল যখন উঠে গেলো আর ব্যভিচারে জড়ালো তখন তারা পরস্পরে স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকা শুরু করলো। একপর্যায়ে বাদশার মেয়ে গর্ভবতী হয়ে গেলো। বরসিসার এবার সম্বিত ফিরে এলো, কেউ জেনে ফেললে কী উপায় হবে? কিন্তু শয়তান তার মনে একথা ঢেলে দিলো, কোনো চিন্তার বিষয় নয়। বাচ্চা জন্ম নিলে তাকে জীবিতো কবর দিয়ে দেয়া হবে আর বাদশার মেয়েকে বুঝাতে হবে সে যেমনো তার নিজের সম্মান রক্ষা করে আর আপনার সম্মানও রক্ষা করে। এই কল্পনা আসার সাথে-সাথে সব ভর-ভয় দূর হয়ে গেলো। বরসিসা প্রবৃত্তিপূজায় পুরোপুরিই জড়িয়ে গেলো। একপর্যায়ে বাদশার মেয়ে সন্তান জন্ম দিলো। বাচ্চার দুধপানের অনেক সময় কেটে যাওয়ার পর শয়তান বরসিসার মনে একথা ঢেলে দিলো, এবার তো দেড়-দুই বছর চলে গেছে, বাদশা ও অন্যরা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। তাই তুমি এই বাচ্চাটিকে মেরে ফেলো, যাতে পাপের কোনো চিহ্ন বাকি না থাকে। একদিন বাদশার মেয়ে ঘুমিয়ে ছিলো। এ সময় বাচ্চাটিকে নিয়ে মেরে বরসিসা অগ্নিনায় মাটিচাপা দিয়ে রেখে দিলেন। মা তো মা-ই। সে যখন ঘুম থেকে জাগলো তখন জানতে চাইলো আমার ছেলে কই? বরসিসা বললো, আমি কিছু জানি না। মা পাগল হয়ে এদিক সেদিক দেখেও কোনো খোঁজ পেলো না। তাই সে বরসিসার ওপর খুব খেপে গেলো। এবার শয়তান বরসিসার মনে একথা ঢুকিয়ে দিলো, সে তো মা, কখনও তার সন্তানকে ভুলতে পারবে না। সে তো একথা অবশ্যই লোকদের কাছে বলে দেবে। তাই ওযুধ একটাই-তাকেও মেরে ফেলো। বাঁশও থাকবে না, বাঁশিও বাজবে না। বাদশা এসে যখন তার মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করবে তখন বলবেন, তার রোগ হয়েছিলো, তাতে সে মারা গেছে। একথা তার মনে আসার সাথে-সাথে বলে উঠলো, একদম ঠিক। তাই বরসিসা বাদশার মেয়েকেও মেরে ছেলের পাশে কবর দিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ইবাদতে মগ্ন হয়ে গেলেন।

কয়েক মাস পর বাদশা সুস্থভাবে ফিরে এলেন। তিনি ছেলের পাঠালেন, যাও তোমাদের একমাত্র বোনকে নিয়ে এসো। তারা বরসিসার কাছে এসে বললো, আমাদের বোন আপনার কাছে ছিলো। আমরা তাকে নিতে এসেছি। বরসিসা একথা শুনে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের বোন খুব

ভালো ছিলো, ইবাদতকারীনি ছিলো কিন্তু সে আল্লাহর কাছে চলে গেছে। এই অগ্নিনায় তার কবর। ভাইয়েরা একথা শুনে কান্নাকাটি করে চলে গেলো। কিন্তু বাড়ি ফিরে তারা যখন ঘুমালো তখন স্বপ্নে শয়তান বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের বোনের কী অবস্থা? বড় ভাই বললো, আমরা যুদ্ধে যাওয়ার সময় তাকে বরসিসা পাত্রীর কাছে রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে মারা গেছে। শয়তান বললো, সে মারা যায়নি। বড় ভাই বললো, সে মারা না গেলে কী হয়েছে? শয়তান বললো, বরসিসা তার সাথে ব্যভিচার করেছে। তার যখন সন্তান জন্ম নিয়েছে তখন নিজেই সন্তানকে হত্যা করে অমুক জায়গায় দাফন করেছে। এরপর আপনার বোনকে মেরে সন্তানের পাশে দাফন করেছে। এরপর শয়তান স্বপ্নেই মোকোভাই আর ছোটোভাইয়ের কাছে গিয়ে একই কথা বলে। সকালে উঠে তিনভাই পরস্পরের কাছে একই স্বপ্নের কথা বলতে থাকে। তারা বলাবলি করতে লাগলো, কী বিস্ময়! সবাই একই স্বপ্ন দেখা কীভাবে সম্ভব! ছোটোভাই বললো, এটা কাকতালীয় বিষয় নয়, আমি গিয়ে বিষয়টি যাচাই-বাছাই করবো। দ্বিতীয় ভাই বললো, থাক, এ বিষয়ে আর বাড়াবাড়ির দরকার নেই। ছোটোভাই বললো, আমি অবশ্যই তদন্ত করবো। রাগে সে উঠে গেলো। তাকে দেখে অন্যদু'ভাইও তার সাথে ছুটলো। তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি খুঁড়ে বোনের হাড় যেমন পেলো পাশে ছোটোশিশুর হাড়ও পেলো। যখন প্রমাণ পেলো তারা বরসিসাকে গ্রেফতার করলো। বিচারকের সামনে গিয়ে বরসিসা নিজের সব অপকর্মের কথা অকপটে স্বীকার করলেন। বিচারক তার ফাঁসির আদেশ দিলেন।

বরসিসাকে যখন ফাঁসির কাঠে ঝুলানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হলো আর কয়েক মুহূর্ত পরেই ফাঁসি কার্যকর হবে এমন সময় শয়তান ওই ইবাদতকারীর অবয়ব ধারণ করে সামনে এসে বললো, আমাকে কি চিনতে পেরেছেন? বরসিসা বললেন, হ্যাঁ, আপনি আমাকে ফুঁ দেয়া শিখিয়েছিলেন। শয়তান বললো, শুনুন, ওই ফুঁও আমি শিখিয়েছিলাম আবার বাদশার মেয়ের ভরও আমিই করতাম। সবশেষে তাকে হত্যাও আমিই করিয়েছিলাম। এবার যদি তোমাকে বাঁচাতে হয় সেটা আমিই পারবো। বরসিসা বললেন, এই অবস্থায় তুমি আমাকে কীভাবে বাঁচাতে পারবে? শয়তান বললো, তুমি আমার একটি মাত্র কথা মেনে নাও, আমি তোমার একাজ করে দেবো। বরসিসা জানতে চাইলেন কী কথা মানতে হবে? শয়তান বললো, শুধু বলো, আল্লাহ নেই। বরসিসা শয়তানের ফাঁদে পুরোটাই পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবলেন, একবার একথা বলে ফেলি, পরে ফাঁসি থেকে বাঁচার পর ফের ইমান নিয়ে আসবো। তাই তিনি বলে দিলেন আল্লাহ নেই। ঠিক সেই মুহূর্তে জল্লাদ রশি টেনে দিলো। এভাবে এই ইবাদতকারী ইমানহীন অবস্থায় মারা গেলো। নাউজ্জবিলাহ!

এ ঘটনা দিয়ে অনুমান করা যায়, শয়তান কতো প্রান-প্রোগ্রাম করে মানুষকে গোনাহের কাছে নিয়ে যায়। এর থেকে মানুষ নিজে বাঁচতে পারে না। আল্লাহই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখেন। আমরা সবাই আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করা উচিত-

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ اعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ.

“হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্টতা থেকে বাঁচাও। হে প্রভু! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি-এ ব্যাপারে, শয়তান আমার কাছে আসবে।”

#### সাজাহ ও মোসায়লামাতুল কাজ্জাব

সাজাহ বিন হারেস হাওয়াজিনগোত্রের বনিতামিমে জন্ম নেয়। সে বেড়ে উঠে আরবের উত্তর-পশ্চিমের ওই ভূখণ্ডে যাকে বর্তমানে ইরাক বলা হয়। এটি দুই সাগরের (দজলা-ফোরাৎ) মাঝে হওয়ায় আলজাজিরা বলা হয়। সাজাহ ছিলো খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। খুবই স্পষ্ট ও বিগতভাষী উচ্চমনোবলের অধিকারী নারী ছিলো। বক্তৃতা দেয়ায় খুব দক্ষ ছিলো। বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণতার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়া ছিলো। যুগের প্রসিদ্ধ গণক ছিলো। রূপ-সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সে চাঁদকেও হার মানাতো। আরব-অনারবের সর্দার নবি মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সন্তান) আলয়াহি ওয়া সাল্লাম যখন ইশ্তিকাল করলেন তখন নবুয়তের দাবি করে বসলো। সর্বপ্রথম বনিতাগলিব তার নবুয়তের স্বীকৃতি দেয়। সাজাহ কাব্যাকারে চিঠি লিখে আরবের সবগোত্রের কাছে নতুনধর্মের দাওয়াত দেয়। বনিতামিমের সর্দার মালেক ইবনে হোবায়রা তার চিঠির ভাষা ও পাণ্ডিত্য দেখে তার দলভুক্ত হয়ে গেলো। এভাবে অল্পসময়ে তার পতাকাতে অনেকেই জড়ো হয়ে গেলো। সাজাহ সর্বপ্রথম হামলা করে বনিতামিমে। তবে এ গোত্রের লোকেরা তার সাথে সন্ধি করে নেয়। সাজাহ পরদিন আরো প্রভাবক বক্তব্য রেডি করলেন আর সকালে সেনাদের বললেন, এবার আল্লাহর ঐশী বাণীর ভিত্তিতে ইমামায় হামলা করতে চাই। ইমামা ওই জায়গা যেখানে মোসায়লামা কাজ্জাব তার সেনাসহ হাজির ছিলো। মোসায়লামা যখন সাজাহর আসার খবর শুনলো তখন কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিলো। দামি উপহারসহ নিজের লোকদের সাজাহর কাছে এই পয়গাম দিয়ে পাঠালো, আরবের সব শহর অর্ধেক আমাদের ছিলো আর অর্ধেক কোরাইশদের। যেহেতু কোরাইশরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে তাই ওই অর্ধেক তোমাদের বুঝিয়ে দিয়ে দেবো। এই পয়গামও পাঠালো, আপনার সাথে দেখা করার আমার খুব ইচ্ছে। অনুমতি থাকলে হাজির হয়ে যাবো। সাজাহ তাকে সাক্ষাতের সময় দিয়ে দিলো

যৌবনের মৌবনে • ১৫৮

মোসায়লামা কাজ্জাব তার বিচক্ষণ চতুর্শসেনাসহ সাজাহর কাছে গেলো আর ঝাঁকঝমকপূর্ণভাবে দেখা করলো। সে সাজাহর রূপ-সৌন্দর্য দেখে আসক্ত হয়ে গেলো। তার বিশ্বাস ছিলো, যুদ্ধ-বিগ্রহ করে নারীদের জয় করা কঠিন। তবে প্রেম ও ভালোবাসার জালে ফেলে তাদের জয় করা খুবই সহজ। মোসায়লামা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সাজাহর প্রশংসা করলো আর তার তাবুতে আসার জন্য সাজাহকে দাওয়াত দিলো। সে বললো, সেখানে এলে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলবো আর পরস্পরের নবুওয়ত নিয়েও আলোচনা করা যাবে। তবে সাজাহ তার বেশি প্রশংসা শুনে ফুলে-ফেঁপে যায়নি। তবে সহযোগিতার আশ্বাস দিলো আর বললো, দেখা করার সময় দু'জনের ভক্ত-অনুরাগীরা তাবু থেকে দূরে থাকবে, তাবুর ভেতরে কেউ যাবে না। মোসায়লামা খুশি হয়ে গেলো। ফিরে এসে নির্দেশ দিলো, একটি ঝাঁকঝমকপূর্ণ তাবু তৈরি করতে। সেখানে উন্নত সব ব্যবস্থা রাখতে। তাবুতে সুগন্ধি ও ফুলে ফুলে সজ্জিত করে বাসর ঘরের মতো সাজাতে বললো। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর সে সাজাহকে আসার অনুমতি দিলো। সাজাহ এমনিতেই খুবই সুন্দরী ছিলো, মোসায়লামার তাবুতে আসার সময় আরো বেশি সেজেগুজে সুন্দর হয়ে এলো। মোসায়লামা বয়সের দিক থেকে যদিও সাজাহর দ্বিগুণ ছিলো কিন্তু শারীরিক গঠনে বেশ সুঠাম ছিলো। সে মুচকি হাসি দিয়ে সাজাহকে অভ্যর্থনা জানালো। খুবই মিষ্টি ও কোমলভাষায় কথাবার্তা বলতে লাগলো। সুগন্ধি সাজাহকে পাগল করে দিচ্ছিলো। মোসায়লামা জানে, নারীরা যখন সুগন্ধিতে মুগ্ধ হয়ে যায় তখন পুরুষের দিকে আসক্ত হয়ে পড়ে। মোসায়লামা সাজাহকে বললো, বর্তমানে আপনার ওপর কোনো ওহি নেমে থাকলে বলুন। সাজাহ বললো, না আপনি প্রথমে শোনান। মোসায়লামা তো আগে থেকেই যৌনোত্তেজক কথাবার্তা বলার জন্য প্রস্তুত ছিলো। সাজাহর কথা শুনে বললো, আমার ওপর এখন এই ওহি নেমেছে-

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ قَعَلَ بِالْخَمَلِ أَخْرَجَ مِنْهَا نَسِمَةً تَسْعَى بَيْنَ صَفَاقٍ وَخَشَى

“তুমি কি দেখো না, তোমাদের প্রভু গর্ভবতী নারীর সাথে কী আচরণ করছেন। তার থেকে জলজ্যান্ত প্রাণী বের করেন, যা পর্দা ও সুলিতে মোড়ানো থাকে।”

যেহেতু মোসায়লামার ওহি (আসমানিবার্তা) সাজাহর প্রবৃত্তির চাহিদা মতো ছিলো, যৌবনের উন্মাদনায় সে উন্মাতাল ছিলো। পরপুরুষের সাথে নির্জনে বসে আছে। আর সেও চাচ্ছিলো যৌনোত্তেজক আলোচনা চলতে থাকুক, এছাড়া ওহির কথাও চলতে থাকলো। মোসায়লামা যখন দেখলো এই মহিলা এতো অশ্লীলকথাবার্তা মেনে নিয়েছে এবং তা খারাপ মনে না করে বরং খুশি হচ্ছে তাতে সে আরো সাহস

যৌবনের মৌবনে • ১৫৯



গেলো। সে চুপি-চুপি সাজাহর চেহারার দিকে তাকিয়ে তার রূপ-গুণের প্রশংসা করে বললো, আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতও অবতীর্ণ করেছেন—

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلنِّسَاءِ أَفْرَاجًا وَجَعَلَ الرِّجَالَ لَكُنْ أَرْوَاجًا فَتَوَلَّجَ فِيهِنَّ إِلَاجًا ثُمَّ يُخْرِجُ إِذَا نَشَاءُ إِخْرَاجًا فَيُتَنَبِّحُنَّ لَنَا سَخَالًا وَائْتِاجًا.

“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা নারীদের যৌনাস্থ সৃষ্টি করেছেন, আর পুরুষদেরকে তাদের স্বামী বানিয়েছেন। তাই আমরা তাদের সাথে যৌনোচ্চাহিদা চরিতার্থ করবো। এরপর যখন ইচ্ছে যৌনাস্থ বের করবো। আর তারা আমাদের জন্যে বাচ্চা জন্ম দেবে।”

এধরনের লজ্জাজনক, অশ্লীল ও শয়তানিকথাবার্তা শুনে সাজাহর মধ্যে যৌনোত্তেজনা জেগে উঠলো। তার চোখে-মুখে এর অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। মোসায়লামা ছিলো খুবই ধূর্তপ্রকৃতির, নারীদের স্বভাব তার ভালো জানা ছিলো। সে বললো, শুনুন, আল্লাহমহান অর্ধেক ভূখণ্ড আমাকে দিয়েছেন আর অর্ধেক দিয়েছেন কোরাইশসম্প্রদায়কে। কোরাইশদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের অর্ধেক আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম। আমি আপনাকে নিষ্ঠুর সাথে বলছি, আমাদের সেনাবাহিনী একসাথে হয়ে গেলে আমরা পুরো আরবের কর্তৃত্ব নিতে পারবো। আপনাকে বলা হবে আরবের রানী। আপনার সেনাদের দেখাশোনা আমি করবো। আসুন আমরা বিয়ে করে নিই। এতে আমাদের নবুয়তও অনেক ছড়াবে। সাজাহর ওপর মোসায়লামার জাদু কাজ করেছিলো। সেও বললো, আপনার পরামর্শে আমার সম্মতি আছে। একথা শুনে মোসায়লামা মুচকি হেসে বললো, হ্যাঁ, এটা করার জন্যও আমাকে আসমানিনির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোটকথা, “মিয়া বিবি রাজি তো কিয়া কারেগা কাজি।” দু’জনে কোনো সাক্ষী ছাড়াই বিয়ে করে নিলো আর সেখানেই তাদের মিলন হয়ে গেলো।

নির্জনে পরপুরুষের সাথে কথা বলার অনিবার্য পরিণতি এটাই। তাবুর বাইরে উভয়ের অনুসারীরা অপেক্ষা করছে আর ভাবছে, হয়তো সববিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলছে। যুক্তি-তর্ক চলছে চূড়ান্তপর্যায়। সাক্ষাৎের ফলাফল জানতে সবাই চোখ-কান খোলা রেখেছে। অথচ তাবুর ভেতরে নবুয়তের দুই দাবিদার চূড়ান্ত যৌনোখেলায় মগ্ন। আনন্দ-হৃতির অবস্থা এই ছিলো যে, তিনদিন পর্যন্ত তারা তাবুর বাইরে কেউ বের হলো না। মোসায়লামা সাজাহর সাথে পরিতৃপ্ত হয়ে প্রবৃত্তির চাহিদা নিবারণ করলেন। তিনদিনে নিজের নবুয়তকে ভুলুপ্তিত করে, মোসায়লামার কাছে নিজের সম্মম বিকিয়ে দিয়ে লজ্জায় ডুবে সাজাহ হেলেদুলে তার সেনাবাহিনীর কাছে

যৌবনের মৌবনে • ১৬০

ফিরলো। সর্দারেরা জিজ্ঞেস করলো, তিনদিনের বৈঠকের ফল কী? সাজাহ বললো, তিনিও সত্যনবি। আমি তার নবুয়ত স্বীকার করে তাকে বিয়ে করেছি। সেনাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিলো, একজন জিজ্ঞেস করলো, বিয়ের সাক্ষী কে আর মোহর কতো? সাজাহ লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললো। লজ্জিত চেহারা বাজিতে হেরে গিয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে গেলো। সে বললো, আমি মোসায়লামার কাছে মোহর চাওয়ার কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। ভক্তরা পরামর্শ দিলো, আপনি ফের গিয়ে মোহর ঠিক করে আসুন। এছাড়া বিয়ে বৈধো নয়। তারা এতে বাধ্য করায় সাজাহ জীবন্ত মূর্তি হয়ে আবার ফিরে গেলো। মোসায়লামা তাবুর দরোজা বন্ধ করে দিয়েছিলো। সে ভেবে ছিলো, সাজাহর ভক্ত-অনুরাগীরা তাদের নবি অপমানিত হয়েছে ভেবে তাকে হত্যা করতে আসতে পারে। মোসায়লামা যখন জানতে পারলো সাজাহ দরোজায় দাঁড়ানো তখন সে একটি ছিদ্র দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ফের কেনো এসেছো? সাজাহ বললো, আমি আমার বিয়ের মোহরের কথা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। মোসায়লামা মুচকি হেসে বললো, মোহাম্মদ [সদ্ব্যভিচারী আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম] আসমান থেকে পাঁচওয়াক্ত নামাজ নিয়ে এসেছিলেন। জ্ঞানহতায়ালো মোমিনদেরকে সাজাহর মোহর হিসেবে ফজর ও ইশার নামাজ মাফ করে দিয়েছেন। সাজাহ ফিরে এলে তার বাহিনীর পুরুষ সদস্যদের কারো কারো সন্দেহ হলো—‘ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।’ যে সাজাহ তার কথার ফুলঝুড়ি ও আকর্ষণীয় বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে কাবু করে ফেলতো সে এখন লজ্জায় লুটিয়ে পড়ার মতো অবস্থা। মুখ থেকে অসংলগ্ন কথাবার্তা বের হতে থাকলো। নারীরা যখন তাদের অমূল্য সম্পদ সন্মম বিকিয়ে দেয় তখন তাদের অবস্থা এমনই হয়। তার বাহিনীর লোকেরা বিরক্ত হয়ে চলে যেতে লাগলো। ওই সময় খালিদ বিন ওলিদ [রদিয়াল্লাহু আনহু] তাঁর বাহিনী নিয়ে ইয়ামামা গেলেন। মোসায়লামাকে হত্যা করা হলো। সাজাহ জাজিরা গিয়ে প্রাণ বাঁচালো। নবুয়তের দাবি থেকে ফিরে এসে ইসলাম কবুল করলো। বনুতগলিবগোত্রের সাথে তার নানার দিকের আত্মীয়তা ছিলো। সেখানে গিয়ে নিভূতে জীবনযাপন করতে লাগলো। তার কথায় পুরো সম্প্রদায় মুসলমান হয়ে যাবার পর সে বসরায় চলে গেলো। সেখানে খুবই সং ও খোদাভীতির জীবনযাপন করতে লাগলো। হজরত আমিরে মোয়াবিয়া [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর যুগে তিনি মারা গেলো একসাহাবি হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব [রদিয়াল্লাহু আনহু] তাঁর জানাজা পড়ান।

এই পুরো ঘটনায় একথা স্পষ্ট হয়ে সামনে আসে, সাজাহ যদি নির্জনে গিয়ে মোসায়লামা কাজ্জাবের সাথে না মিশতেন তাহলে মোসায়লামা তার বশ্যতা

যৌবনের মৌবনে • ১৬১

স্বীকার করতো। দু'জন বুড়ো পুরুষ নির্জনতার সুযোগ নিয়ে দু'জন নারীকে (বাদশার মেয়ে আর সাজাহ) পুরো জীবনের জন্য নিঃশেষ করে দিলো। আর তাদের জীবনে লজ্জা ও অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই এলো না। সামান্য সময়ের ভুল সারা জীবনের সম্মান জুলুস্তিত হলো। সাজাহ এই দুঃখ ও অনুশোচনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। কারণ তিনি নিজের ও মোসায়লামার বাস্তবতা বুঝেছিলেন। অনুশোচনার অনুভূতিও কতো বিস্ময়কর সম্পদ। আল্লাহতায়ালার সাজাহর পরিণতি ভালো করে দিয়েছিলেন। একথা সত্য, তওবার দরোজা সবসময় খোলা। পাপী যখন চায় তার প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইতে পারে।

#### ৪. পরপুরুষের কাছে গোপনীয়তা ফাঁস

মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এমন ভুল করে বসে যা তার পুরো জীবনের গ্লানির কারণ হয়ে যায়। এর মধ্যে একটি হলো নারী পরপুরুষের কাছে নিজের একান্ত গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয়া। এর শুরুটা যতো নিষ্ঠতাপূর্ণই হোক না কেনো, এর পরিণতি হয় খারাপ। অনেক মেয়ে তার মা-বাবার কাছে কোনো বিষয় বলতে সন্কোচবোধ করে। তার এমন কোনো বোনও থাকে না, যার কাছে সে গোপন কোনো বিষয় শেয়ার করতে পারে। অথচ সে তার কোনো কাজিনের কাছে অথবা প্রতিবেশী কোনো ভাইয়ের কাছে, মহল্লার কোনো ছেলের কাছে বা ক্লাসমেটের সাথে সে কথা বলে বসে। ছেলেরা অনেক উদারমনে তাদের কথা শুনে। তার সাহায্যও করে। তবে এর পাশাপাশি ওই মেয়েকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালায়। শুরুতে দু'জনের এধরনের কথাবার্তায় মন্দকিছু চোখে পড়ে না। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তা অবৈধো সম্পর্কে গড়ায়। আজকের যুবকেরা কলা-কৌশলে মেয়েদেরকে জালে ফেলা আর টোপ দেয়ার বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। সাধারণত মেয়েরা হয় অনভিজ্ঞ। অন্যদিকে ছেলেরা ভালোবাসার খেলা বেশ রপ্ত করে নেয়। এজন্য প্রত্যেক নতুন মেয়েকে সে এমনভাবে কৌশলে কাছে ভেড়ায় যে, ভাবলে অবাক হতে হয়। মেয়েকে যদি ধার্মিক বলে মনে হয় তাহলে তার সাথে নামাজ-রোজার আলোচনা শুরু করে দেয়। ওই মেয়েকে বলে, তোমার কারণে আমার মনে ভালো হওয়ার প্রেরণা জন্ম নিয়েছে। মেয়ের মধ্যে যদি কোমলতা ও দয়ালু গুণ দেখে তাহলে তার সামনে নিজের মায়ের কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি বা নিজের স্ত্রীর তিক্ত কথাগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করে, তার ওপর ওই মেয়ের দয়া চলে আসে। সে ভাবে, আমি যদি এই ছেলের সাথে কথা না বলি তাহলে সে আত্মহত্যা করে বসতে পারে। মেয়ে যদি গরিব হয় তাহলে তাকে চাকরির

প্রলোভন বা নিজের পায়ে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। মেয়ে যদি ফ্যাশনধারী হয় তাহলে তার জুতা-কাপড়ের প্রশংসা জুড়ে দেয়। তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হলেও বলে, আহ! গোলাপের কী সুবাস! কালার মেচিংয়ের প্রশংসা করে তাকে কাছে টানে। যে মেয়ে দেখতে খুব সাধারণ, তাকে বলে তোমার চেহারা অসাধারণ। যে মেয়ে বয়সে বড়, তাকে বলে, তোমার চোখারায় নিম্পাপতার ছাপ দেখা যাচ্ছে। যে মেয়েকে দেখতে বোকা বোকা মনে হয়, তার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে থাকে। যে মেয়ে দেখতে মোটা, তাকে বলে, আপনার সুস্থাত্মের রহস্য কী? আমাকে বলে দিন আপনি কোন ভিটামিন ব্যবহার করেন। যদি অন্যকিছু মনে না আসে, তাহলে বলতে থাকে, আমার মনে আপনার প্রতি খুবই সম্মান। আপনার ভদ্রতা আমার ভালো লেগেছে। মোটকথা, কোনো না কোনো এমন কথা বলে যাতে মেয়েরা মনে করতে থাকে, আমাকে অনুভব করার মতো লোকও আছে। পাশাপাশি এই বিশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করে, আমি সাধারণ ছেলেদের মতো নই, আমি তো কারো সাথে কথাই বলি না। জানি না আমার ভেতরে আপনার আসন এতো বড় কেনো। মেয়ে যখন কথাবার্তা শুরু করে দেয় তখন তাকে আন্তে আন্তে আসক্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকে। তার জন্মতারিখ লিখে রাখে, যাতে ওইদিন শুভেচ্ছা জানাতে পারে। চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ হলে এমন এমন পংক্তি লিখে দেয় যা দেখে পাঠকের মন আকৃষ্ট হয়ে যায়। কখনও বলে, আমার খাওয়ার সময় তোমার কথা মনে পড়ে, ঘুমুতে গেলে মনে পড়ে, নামাজের সময় তোমাকে মনে পড়ে। পায়খানায় গিয়েও মনে পড়লে সে কথা বলবে না। মেয়ের মধ্যে ভদ্রতা দেখলে বলে, তুমি আমাকে সোজাপথে এনেছো, আমি অনেক খারাপপথে চলে গিয়েছিলাম। মেয়ে নামাজি হলে বলে, তুমি আমার জন্য দোয়া করো, আমার এটা বিশ্বাস আছে, তুমি দোয়া করলে তা কবুল হবে। মেয়ের মধ্যে রোগ দেখলে তার চিকিৎসার আলোচনা করতে থাকে।

উদ্দেশ্য হলো, এমন কোনো কথা বলা, যা মেয়ের ভালো লেগে যায় আর তার সাথে কথা বলে। কথায় কথা বাড়ি। মেয়ে যখন কথাবার্তায় নিশঃস্ফোট হয়ে যায় তখন একপর্যায়ে বলে, আচ্ছা বলো তো আমার তোমাকে এতো ভালো লাগে কেনো? একথায় মেয়ে যখন মুচকিহেসে দেয় তখন বলে, প্রিজ তুমি আমাকে মনে করো না। আমার নিয়ত ভালো, এমন যেনো না হয় তোমাকে ভুলে আমার জন্য কঠিন হয়ে যায়। কখনো কখনো কথাবার্তার একপর্যায়ে বলে, আচ্ছা বিশ্বাসের বিষয় হলো, তোমার আমার পছন্দ-অপছন্দ অনেক ক্ষেত্রে এক। কোনো কোনো সময় বলে, তুমি বেশ বুদ্ধিমতী, তোমার অমুক পরামর্শ আমার অনেক উপকারে এসেছে। একপর্যায়ে পরিকারভাষায় বলে



দেয়, আমি তোমাকে আপন করে কাছে পেতে চাই, আমার কোনো খারাপউদ্দেশ্য নেই। এসব কটকৌশলের মূলউদ্দেশ্য হলো, মেয়েটি যেনো আমার সাথে কথাবার্তা বলে। রঙ-তামাশা করে, নিজের জীবনের একান্ত বিষয়গুলো আমার সাথে ভাগাভাগি করে। যখন মেয়ে কথাবার্তা শুরু করে দেয় তখন ধরে নেয় এবার পাখি ফাঁদে পা দিয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে ওই মেয়েকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে যে, আমার উদ্দেশ্য খারাপ না, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে। মুখে বলে, I love you (আই লাভ ইউ) 'তোমাকে আমি ভালোবাসি' কিন্তু মনে মনে বলে, I need you (আই নীড ইউ) 'তোমাকে আমার চাই'!

যখন দেখে এবার আরো একপা সামনে অগ্রসর হওয়া যায় তখন মেয়েকে কৃত্রিম ও মিথ্যা ভালোবাসার উপাখ্যান শুনাতে থাকে। সে যদি মনোযোগ দিয়ে শুনে তাহলে বলতে থাকে, আজ রাতে আমি অমুক মেয়েকে স্বপ্নে এই বলেছি, এই করেছি এসব। মেয়ে যদি একথাও মনোযোগসহ শুনে তখন নানান নাটক ও ছবি নিয়ে মতবিনিময় শুরু করে। বলতে থাকে, 'তোমার কোন গান পছন্দ?' 'আমার অমুক গান পছন্দ।' 'তোমার কোন ছবি পছন্দ?' 'আমার অমুক ছবি পছন্দ?' মোটকথা, এধরনের অশ্লীল কথাবার্তা যখন স্বাভাবিক হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে সফলতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

তৃতীয় ধাপে ওই মেয়েকে বলে, আমার মন আছে তোমার কাছে বসে সামনা সামনি মন ভরে কথা বলতে। আমার জন্য সামান্য সময় বের করো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলে, আমার মন চায়, সমুদ্রসৈকতে আমরা দু'জন কথা বলতে বলতে অনেক দূর চলে যাই। গরমকালে বলে, আমার মন আছে জমাবীধা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে যাই। শীতকালে বলে, আমার মন চায় আমরা একটি চৌকিতে বসে কথা বলি আর আমাদের হাত-পা কল দিয়ে মোড়ানো থাকুক। মেয়ে যদি এসব কথা আনন্দচিত্তে শুনে তাহলে মনে করতে হবে গন্তব্য খুব কাছে।

চতুর্থধাপে, ওই মেয়ের সাথে একান্ত-নির্জনে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা দেখায়। কিছুকথাবার্তা হওয়ার পর বলে, আসো একটু গলায় গলা মিশিয়ে নিই। তোমার চোখে একবার চুমো খেতে দাও! যদি অনুমতি মিলে তাহলে প্রত্যেক সাক্ষাতে হুলতে হুলতে একপর্যায়ে ব্যভিচারে জড়িয়ে যায়।

সাক্ষাতে হুলতে হুলতে একপর্যায়ে ব্যভিচারে জড়িয়ে যায়। সে একথাও বলেছে, একলম্পট যুবক তওবার সময় এসব গল্প শুনিয়েছে। সে একথাও বলেছে, কোনো কোনো সময় আমার একসাথে পাঁচজনের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো। একজনের সাথে কথাবার্তা বলে ফোন রাখার সাথে সাথে অন্যজনের

কাছে করুণভাবে বলতো, আজ আমি তোমার জন্য খুবই ব্যাকুল। তার সাথে কথা বলে ফোন রাখার সাথে সাথে তৃতীয়জন ফোন করলে বলতো, হায়! আজ তো আমি তোমার সাথে কথা বলার জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। শরতানিকাজের জন্য প্রতিক্রিয়া কসম খায়। উদ্দেশ্য, শুধু মেয়ের সাথে নিজের যৌনোত্তেজনা নিবারণ করা। কিন্তু যে মেয়ের সাথে একবার যৌনোন্মাদ নিয়েছে, তাকে বিয়ে করতে তৈরি নয়। মনে মনে একথা ভাববে, যে মেয়ে কুমারী থাকা অবস্থায় আমার সাথে অবৈধসম্পর্ক গড়েছে, সে বিয়ের পর অন্যপুরুষের সাথে সম্পর্ক গড়বে না—এর কি নিশ্চয়তা আছে? তাই ধাপে ধাপে তার প্রতি ভালোবাসাও শেষ হয়ে যায়।

#### প্রথমস্তর: মেয়েকে ব্যবহার করা

মেয়ের সাথে নিজের যৌনোত্তেজিত মেটাও, যতোদিনই সম্পর্ক রাখতে হয়। যখন মেয়ে বাধ্য করবে—তুমি বিয়ের জন্য আমার বাড়িতে প্রস্তাব পাঠাও তখন বাহানা বানাবে। মেয়ে যদি বুদ্ধিমান হয় আর পেছনে ফিরে যেতে থাকে তাহলে তাকে মন্দকাজের জন্য বাধ্য করতে হবে।

#### দ্বিতীয়স্তর: মেয়েকে বাধ্য করা

মেয়েকে বাধ্য করে তার সাথে যৌনোত্তেজিত পুরো করো। কখনও বলে, আমি গুলি খাবো, ফাঁসির কাঠে ঝুলবো, পকেটে তোমার নামে চিঠি লিখে ছাদ থেকে ঝাঁপ দেবো। অন্যথায় তুমি অবশ্যই আমার সাথে দেখা করবে। এভাবে যতো সময় কাটানোর দরকার তা করে।

#### তৃতীয়স্তর: মেয়েকে বিভ্রান্ত করা

মেয়ের অভিভাবকরা যদি মেয়ের আত্মীয়তার জন্য অন্যকোনো সম্বন্ধ খোঁজে তাহলে তার সামনে উদাসীনতার বাক্য ব্যবহার করে। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। তুমি আমার শান্তি কেড়ে নিয়েছ। তোমার কারণে আমার পড়াশুনায় মন বসে না, এজন্য আমি ফেল করেছি। আমাকে যদি তুমি বিয়ে না করো, সত্যি সত্যিই আমি আত্মহত্যা করবো। মনে রাখবে, আমাকে বিয়ে না করলে তোমার হবু স্বামীর কাছে সবকিছু বলে দেবো। আমি তোমার স্বামীকে তোমার চিঠি আর ছবি দেখাবো। তোমাকে ভালুক দেয়াবো। তুমি শুধু আমার স্ত্রী হিসেবেই শান্তিতে থাকতে পারবে। মেয়ে এসব মিথ্যা ঝাড়িতে প্রভাবিত হয়ে ভালো-ভালো পাত্রের সাথেও বিয়ের ব্যাপারে রাজি হয় না। মা-বাবার সামনে অপমান সহ্য করে কিন্তু জেদ ধরে বসে, আমার বিয়ে অমুকের

সাথেই হাত হবে। না হয় আমি আত্মহত্যা করবো। অজানা পথে পাড়ি জমাবো। সবার নাক কেটে দেবো। যদি মা-বাবা রাজি হয়ে যায়, এই লম্পটহেলের সাথেই তোমাকে বিয়ে দেবো আর মেয়ে গিয়ে ছেলেকে বলে, তোমার অভিভাবকদের বলা আমাদের বাড়িতে বিয়ের আলাপ নিয়ে যেতে। তখন ছেলে মনে করে, এবার চতুর্থপর্ব শুরু হয়ে গেলো।

**চতুর্থপর্ব: মেয়েকে অদরকারী করে দেয়া**

ছেলে যখন দেখে মেয়েটি সবদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার জন্য হয়ে গেছে তখন তার সাথে শারীরিক অবৈধ সম্পর্ক রাখে কিন্তু বিয়ের জন্য অভিভাবক পাঠানোর ব্যাপারে গড়িমসি করে। কখনো বলে, অমুক কাজে আম্মু ব্যস্ত। কখনো বলে, অমুক বিষয়টি ঘটে গেছে, এখন বাড়িতে একথা কীভাবে বলি। মেয়েটি যখন বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয় তখন ছেলেটি বলে, আমার মা মানবেন না। কী করবো, আমার বাবা মানবেন না। এভাবেই সময় কাটিয়ে দেবে। মেয়েটিকে একটি বিপদে ফেলে দেয়। তার আগেও যায় না, পিছেও না। এই পর্যায়ে এসে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করে বসে। অনেকে তদবির করতে থাকে, যাতে ছেলেটি তার মাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠায়। এজন্য তাবিজ-তুমারের পেছনেও দৌড়ায়। কেউ কেউ নিজের ভুল স্বীকার না করে নামাজ পড়া ছেড়ে দেয়-আল্লাহ আমার দোয়া করুল করেননি। অথচ ভুল তো নিজের হয়েছে। ছেলে এই মেয়ের সাথে যোনোপ্রবৃত্তি পুরো করে ফেলেছে। এবার ওই ছেলের কাছে মেয়েটি ব্যবহৃত টয়লেট পেপারের মতো। তাই সে তালবাহানা করে মেয়েটির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। মনে করে, মেয়েটিকে কোনো আবক্ষগলির ভেতরে ফেলে আমি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবো!

**পরিণতি**

অনেক ক্ষেত্রে তো গোপন সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে বিয়েই হয় না। আর যদি হয়ও তবুও দুটি কারণে বেশিরভাগ সময় তালাকের সুযোগ এসে যায়। এক, স্বামী তার স্ত্রীর ব্যাপারে কর্কশস্বভাবের হয়। এমনকি স্ত্রীকে নিজের সহোদর ভাইয়ের সাথে মুচকি হেসে কথা বলতে দেখলেও অবৈধো সম্পর্কের ব্যাপারে সন্দেহ করতে থাকে। স্ত্রী যদি মা-বাবাকে দেখতে যেতে অনুমতি চায় তখন তাতেও অনুমতি দেয় না। না জানি সেখানে গিয়ে কোনো পুরুষের সাথে অবৈধো সম্পর্ক গড়ে তুলে।

একশিক্ষিত যুবক প্রেম করে বিয়ে করার পর অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে ভেতরে রেখে বাইরে দিয়ে তালা বুলিয়ে যেতো। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো,

যৌবনের মৌবনে • ১৬৬

ঘরে কখনও জরুরি প্রয়োজনে তোমার স্ত্রীকে বাইরে বের হওয়া লাগতে পারে। তুমি তালা মেরে যাচ্ছে কেনো? সে জবাব দিলো, যে মেয়ে মা-বাবাকে লুকিয়ে ভালোবাসা করতে পারে, সে আমাকে লুকিয়ে কোনো প্রতিবেশীর সাথে প্রেম করবে না এর কী নিশ্চয়তা আছে!

এতে অনুমান করা উচিত, গোপনে যেসব মেয়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে তারা আজীবনের জন্য নিজের ওপর বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলে।

দুই, বিয়ে বার্থ হওয়ার দ্বিতীয় কারণটি হলো, বিয়ের আগে ছেলে মেয়েটির সবকাজের প্রশংসা করতো। তার সব উল্টোবিষয়কে সোজা দেখতো। বিয়ের পর বাস্তবে স্বামী হলো, ঠিকবিষয়কে ঠিক আর ভুলকে ভুল বলে। মেয়েটি মনে করে, আগে আমি ভালো ছিলাম, এখন কী হলো, আমি খারাপ হয়ে গেলাম। এভাবে পরস্পরে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। বিয়ের আগে ছেলেটি মেয়েটির প্রশংসার যে ফুলঝুড়ি ছড়াতো, নানান উপলক্ষে তাকে উপহার-গিফট দিতো এখন আর তা নেই। মেয়েটি মনে করতে থাকে-এখন আর আমার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেরা বিয়ে তো করে নেয়, কিন্তু চুটিয়ে গোপনে প্রেম করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তাই সে অন্যকোনো মেয়ের সাথে নতুন করে গোপনে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে। এর কারণে প্রথমবিয়ে অনেকটা অকেজো হয়ে পড়ে।

**উপদেশের কথা**

এটা বাস্তব সত্য, কোনো নারী পরপুরুষের পাতা ফাঁদে পা দেয় তখনই যখন তার ঘরের ভেতরের অবস্থা ভালো থাকে না। মা মারা গেলে সংমা মেয়ের কোনো খোঁজ-খবর নেয় না। মা নিরক্ষর হলে মেয়ের অবস্থার খোঁজ-খবর রাখতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের সাথে ঝগড়া লাগিয়ে রাখে তাহলে সন্তানেরা বিপথগামী হয়। অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত মা-বাবা মেয়েদের অনেক শাসায় কিন্তু ছেলেদের কিছুই বলে না। অথবা মেয়ের সামান্য ভুলেও মা তাকে টুকতে থাকে, তখন মেয়ে নিজের কোনো ভুলের কথা স্বীকারই করে না। বা মেয়েকে ঘরে একা রেখে মা বাইরে চলে গেলেন আর মেয়েকে পরপুরুষের সাথে ফোনে আলাপ করার সুযোগ করে দিয়ে গেলেন বা কাছের পরপুরুষের কাছে অবাধে মিশতে দিয়ে মেয়েকে প্রেমখেলার সুযোগ করে দিলেন। এ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ লেগে থাকলে, স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসা না দিলে ভালোবাসাপ্রত্যাশী স্ত্রী পরপুরুষের আওয়াজ শুনে তো উৎসর্গ হবেই। অথবা স্বামী বাড়ির বাইরে কোথাও থাকে আর স্ত্রী এ দিকে পরপুরুষের ফাঁদে আটকা পড়ে গেলো। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে খুবই রক্ষ ব্যবহার করেন স্বামী। এখন

যৌবনের মৌবনে • ১৬৭



যৌবনের মৌবনে • ১৬৯

ইবনে রবিয়ার ওপর একথা কোনো প্রভাব ফেললো না; বরং তিনি বারবার নীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। ওই মহিলা ছিলেন সৎ, তিনি ভাবলেন, এই পুরুষ আমার পিছু ছাড়বে না, তার চিকিৎসা করতে হবে। তৃতীয় দিন তিনি তার ভাইকে বললেন, তুমি আমার সাথে চলো আর হজ ও ওমরার বিধানগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে দাও! ওই দিনও ওমর ইবনে রবিয়া তার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু মহিলার ভাইকে যখন সাথে দেখলেন তখন সেখান থেকে ছিটকে পড়লেন। এই অবস্থা দেখে মহিলা কবিতার পংক্তি পড়লেন—

تَعُدُّوا النَّيِّبَاتِ عَلَى مَنْ لَا يَلَابُ لَهُ

[তা'দুয যিআ-বু আলা মান লা কিলা-বা লাহু]

وَتَتَّقِي صَوْلَةَ الْمُسْتَأْسَدِ الصَّارِي

[ওয়া তাস্তাকী সওলাতাল মুসতা'সিদ্যি ঘ-রী]

তারেই বাঘে হামলা করে

একলা যে পথ চলে

কিন্তু এবাঘ নিজেও ভাবে

মরবো রে কোন ছলে!

মুসলমানদের খলিফা মনসুর আব্বাসি যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন—

আমার মনে চাচ্ছে এ ঘটনা কোরাইশসম্প্রদায়ের সব নারীকে জানাই, যাতে কেউ এ ঘটনা জানা থেকে বঞ্চিত না হয়।

আরবিতে প্রবাদ আছে—

لَا يَخْفُظُ الْمَرْءُ إِلَّا بَيْتَهُهَا أَوْ زَوْجَهَا أَوْ قُبُورَهَا

[লা ইয়াহ্ফযুল মারআতা ইব্রা বাইতুহা আওঝাওজুহা আও কবরুহা]

ঘরছাড়া ওই মুক্ত নারী

থাকলে বারে বারে

মুক্ত মরুয় বকরি পেলে

বাঘ বলো কী ছাড়ে?

পুরুষের জন্য উচিত হলো, কোনো প্রয়োজনে বাড়ি থেকে দূরে কোথাও থাকতে হলে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এছাড়া সফরে বের হবার সময় এ দোয়া পড়া—

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْتَظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

যৌবনের যৌবনে • ১৭০

“হে আল্লাহ! তুমি আমার সফরের সঙ্গী। তুমি আমার পরিবারবর্গের রক্ষক। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট থেকে, বেদনাদায়কদৃশ্য দেখা থেকে আর ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গের কোনো ক্ষতি থেকে।”

[রিয়াদুস সলিহিন]

যিনি সফরে যাবেন তার প্রতিও ইসলামের নির্দেশনা হলো, কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর যেমতো দ্রুত বাড়ি ফিরে আসে। হাদিসে আছে—

السَّفَرُ قِتْلَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْتَنِعُ أَحَدُكُمْ نَعَامَهُ وَشِرَاؤُهُ وَتَوَمُّهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيَعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

“সফর শাস্তির একটি টুকরো, যা তোমাদের খাবার-দাবার আর ঘুম থেকে ফিরিয়ে রাখে। তাই সফরের কাজ শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথে পরিবারবর্গের কাছে ফিরে এসো।” [রিয়াদুস সলিহিন]

যারা দীনের প্রয়োজনে ইসলামের প্রচার-প্রসারের স্বার্থে বাড়ির বাইরে থাকেন ইসলাম তাদের নারীদের সম্মুখে সাধারণ নারীদের সম্মুখে চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। হাদিসে আছে—

خُزْمَةُ النِّسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَخُزْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ. مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نِيْلٌ أَخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى.

“আল্লাহর পথে লড়াইরতো মোজাহিদদের স্ত্রীদের সম্মুখে বাড়ি অবস্থানকারীদের মায়ের মতো। বাড়িতে অবস্থানকারী কেউ যদি মোজাহিদদের স্ত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতকামূলক কোনো কাজ করে তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ ওই মোজাহিদকে তার সামানে ডেকে এনে বলবেন, তার যতো পুণ্য আছে তুমি নিয়ে নাও।” [রিয়াদুস সলিহিন]

ইসলাম এসব শিক্ষার আলোকে স্পষ্ট করে দিয়েছে, প্রথমতো নারীরা একা ঘরের বাইরে যাবে না। অগত্যা সফরে যেতেই হলে কোনো ‘মাহরামপুরুষ’ তার সাথে থাকতে হবে। এভাবে পুরুষ তার স্ত্রীকে বাড়িতে একা একা রেখে যাবে না। অগত্যা সফরে যেতেই হলে পরিবারবর্গকে আল্লাহর সংরক্ষণে রেখে যাবে। কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে বাড়ি ফিরবে। দীনিকাজে সফরে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে আর বাড়িতে স্ত্রী একা একা থাকলে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া হাদিসের ভাষ্যমতে, তা মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার মতোই জঘন্য। একথা পরিষ্কার, লজ্জার লেশমাত্র যার মধ্যে আছে সে নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারের কথা কল্পনা করতে পারে না।

যৌবনের যৌবনে • ১৭১



৬. গান-বাদ্য ব্যভিচারের অলঙ্কার  
ইসলামে গান-বাদ্যের নিন্দা  
আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا  
هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

“আর লোকদের মাঝে অনেকে না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদাকথা খরিদ করে আর তারা এগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে নেয়, তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আজাব।” [সূরা: লোকমান, আয়াত: ৬] তাফসিরে ‘কুহুলমাআনি’তে ‘লাহওয়ালহাদিস’ শব্দের অর্থ লিখেছেন, প্রত্যেক ওই জিনিস যা আল্লাহর ইবাদত থেকে উদাসীন করে দেয়। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রদিয়াল্লাহু আনহুমা]-এর কাছে এ শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। তখন তিনি তিনবার শপথ করে বললেন—

هُوَ وَاللَّهُ الْغَنَاءُ

“আল্লাহর শপথ এতে উদ্দেশ্য গান-বাদ্য।”

এ নিয়ে কিছুহাদিস আর মনীষীদের উক্তি আলোকপাত করা হলো—

# হজরত আবুউমামা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে, রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] গায়ক বাদীদের কেনা-বেচা আর তাদের গান শেখাতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, এর বিনিময় খাওয়া হারাম। এরপর ওপরে আয়াত তেলাওয়াত করেন।

# হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বলা হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] আমাকে দুটি শব্দ শোনা থেকে নিষেধ করেছেন। একটি হলো, গান-বাদ্য, দ্বিতীয়টি হলো, বিলাপ।

# রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন, যেলোক গায়ক বাদীদের আসরে বসে তাদের গান শুনবে, কেয়ামতের দিন তাদের কানে গলিত শীশ ঢেলে দেয়া হবে।

# হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] বলেন, সঙ্গীত মনে ব্যভিচারের কল্পনা এমনভাবে জাগিয়ে তোলে যেমন পানি সবজি উৎপাদে সাহায্য করে।

# রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] রাখালদের বাঁশির আওয়াজ শুনে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন। অনেক দূরে চলে যাবার পর আঙ্গুল খুললেন।

যৌবনের মৌবনে • ১৭২

# হজরত ফুজাইল ইবনে আযাজ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, গানবাদ্য অন্তরকে বিকৃত আর স্রষ্টাকে অসন্তুষ্ট করে। ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদ বলেন, হে বনিউমায়ইয়াস! তোমরা গানবাদ্য থেকে দূরে থেকে, কারণ গান যোনোওজনা জাগিয়ে দেয়।

# একবুজুর্গ বলতেন, তোমাদের মেয়েদের গানবাদ্য থেকে দূরে রাখো। কারণ গান ব্যভিচারের আহ্বায়ক।

# হজরত সফওয়ান বিন উমাইয়া [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে, একবার ওমর ইবনে কুররা রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে অঙ্গীল গান ছাড়া সাধারণ গানের অনুমতি চাইলেন। রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, আমি তোমাকে কখনও এর অনুমতি দেবো না। আমি তোমাকে কোনো সম্মান দেখাবো না, কোনো করুণার চোখেও তোমার দিকে তাকাবো না। হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যা বলছো। আল্লাহতায়াল্লা তোমাকে হালাল আর পবিত্র রিজিক দান করেছেন অথচ তুমি হারামপথ ধরেছো। আমি আগেই তোমাকে মানা করলে তুমি আরো জঘন্যভাবে উপস্থাপিত হতে। তুমি আমার সামনে থেকে উঠে যাও, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। মনে রাখবে, তুমি গান বাজালে আমি তোমাকে ভয়ঙ্কর সাজা দেবো। তোমার মুখ বিকৃত করে দেবো। তোমাকে ঘর থেকে বের করে দেবো। তোমার সাজ-সরঞ্জাম মদিনার মুবকদের হাতে তুলে দেবো। উরওয়া ইবনে কুররা যখন চিন্তিত হয়ে উঠে গেলো তখন নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, এই লোক অবোধ ও পাপী। এধরনের যেকোনো লোক তওবা ছাড়া মারা যাবে আল্লাহতায়াল্লা তাদেরকে উলঙ্গ করে হাশরের দিন উঠাবেন। গায়ে একটুকরো কাপড়ও থাকবে না। যখন দাঁড়াতে চাইবে, কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাবে।

# হজরত আনাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে, রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, শেষযুগে কিছুলোক বানর ও গুকরের আকৃতি ধারণ করবে। সাহাবায়েকেরাম জানতে চাইলেন, তারা কি আল্লাহর একত্ববাদ ও আপনার নবুয়তের কথা স্বীকার করবে? রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, (নামধারী) নামাজ, রোজা ও হজ তারা করবে। সাহাবায়েকেরাম জানতে চাইলেন, তাদের এই অবস্থা কেনো হবে? রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, বাদ্যযন্ত্রের কারণে। নৃত্যশিল্প ও বাদ্যযন্ত্রের শব্দ থাকবে আর মদ পান করবে। রাতভর গানবাদ্যে লেগে থাকবে আর ভোর হবার সময় বানর ও গুকরের মতো নেতিয়ে পড়ে থাকবে।

গান-বাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব (একটি গবেষণা)

১. পাক্ষাত্যে ১৯২০-১৯৫০ সাল পর্যন্ত গানবাদ্যকে বিনোদন মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হতো। কাজে-কর্মে একঘেয়েমি এসে গেলে বা দাম্পত্যজীবনের

যৌবনের মৌবনে • ১৭৩

জটিল আবর্তে আবদ্ধ হয়ে লোকেরা গান বাজিয়ে শুনে অনুভব করতো, সামান্য সময়ের জন্য সবধরনের ব্যস্ততা ভুলে গিয়ে নিজের মস্তিষ্কে বিনোদন দিয়ে সতেজ করে নিতো। মনের বোঝা কিছুটা হলেও হালকা হতো। সামান্য সময়ের পর স্বস্তির ঘুম এসে যেতো বা ফের নিজের কাজে ডুবে যেতো।

২. ১৯৫০-১৯৮৫ পর্যন্ত গানবাজনাকে পুঁজিবাদীরা নিজেদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে শুরু করে। কোনো গায়ক বা গায়িকা জনপ্রিয়তা অর্জন করলে তাকে পণ্যের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা শুরু হলো। যেমন টেলিভিশনে তাকে পেপসিকোলা পান করতে দেখলে এর চাহিদা বেড়ে যায়। বা গায়ক-গায়িকা কোনো পোশাক পরলে অথবা তার কোনো সাক্ষাতকার প্রচার করলে ভক্তরা এ পোশাক পছন্দ করতে থাকে। তাই পুঁজিপতিরা তাদের কারখানায় এ পোশাক তৈরি করে অর্থকড়ি কামায়। বিজ্ঞাপনে একশো ডলার খরচ হলে লাভ করে নেয় হাজার ডলার। এটা মানুষের প্রকৃতি, সে কাউকে দিয়ে প্রভাবিত হলে বা কাউকে পছন্দ করলে তার মতো হতে চায়। তার মতো খাবার-দাবার পছন্দ করতে থাকে। গ্র্যামারদের প্রতিটি জিনিসে অটোব্রান্ডের বিনিময়ে যখন লাখো ডলার পেতে থাকে তখন নতুনপ্রজন্ম নিজের প্রতিভাকে গ্র্যামার হওয়ার জন্য ব্যবহার করতে থাকে। গানবাদের জগতে আসার ভিত্তি জমে যায়। যুবক-যুবতীরা একজনের চেয়ে বেড়ে অন্যজন নিজেদের জাদুঘর সুরে মোহিত করার জন্য অস্থির হয়ে যায়।

৩. ১৯৮৫-২০০০ পর্যন্ত গানবাদ্য পারিপার্শ্বিকতার ওপর নিজের গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সুযোগে শয়তান মানুষের মস্তিষ্কে নতুন নতুন সুর-ছন্দ ঢেলে দিতে থাকে। গায়কেরা নিজেদের সঙ্গীতের সাথে বিশেষ ধরনের বাদ্য ও মিউজিক যোগ করে। এধরনের গান অনেক জনপ্রিয় হয়ে যাওয়ায় তাকে 'পপুলার' শব্দ থেকে 'পপমিউজিক' নামে অভিহিত করে। এধরনের গানের উদ্দেশ্য ছিলো নারী-পুরুষের মাঝে জৈবিকপ্রেম ও ভালোবাসার কথা মনে করিয়ে দেয়া।

যেমন-

- To be in love (টু বী ইন লাভ) 'ভালোবাসা কীভাবে করবে?'
- Guy missing a girl (গাই মিসিং এ গার্ল) 'প্রিয় তার প্রিয়া ছাড়া'
- Pain is real but no one knows (পেইন ইজ রিয়েল বাট নো ওয়ান নোজ) 'ব্যথা সত্য কিন্তু অনুভবের কেউ নেই'

এসব গান পশ্চিমাসমাজে জৈবিকউত্তেজনা, বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের ধারণাকে ব্যাপক করে দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিলো, প্রেমের পরিবেশকে ব্যাপক করে

দেয়া। স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির যুবক-যুবতীরা পরস্পরের সাথে জ্বলন্তপ্রেমের সম্পর্ক গড়তে লাগলো। প্রথম দিকে তাদের কাছে এসব গানই ভালো লাগতো, যাতে এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, প্রেম কীভাবে করবে। কয়েক দিনের বন্ধুত্বের পর সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকলে আর অসন্তুষ্টি বাড়তে থাকলে তাদের কাছে ওই গান ভালো লাগে যা প্রিয়াকে হারিয়ে প্রেমিক গায়। মোটকথা প্রত্যেক যুবক-যুবতী নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী যেসব গানের কথা ভালো লাগে তা নিজের ঘরে, পাড়িতে তথা সবখানে বাজিয়ে হাজারবার শুনতে থাকে। এভাবে গান-বাদ্যের ভক্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সময়ের ধারাবাহিকতায় একথা প্রমাণিত হয়েছে, একাজ প্রেমের নামে শুরু হয় আর আস্তে-আস্তে তা যৌনোদ্দীপক (সর্বশেষ) পর্যায়ে উন্নীত হয়। আজকাল পপমিউজিকের গান মানুষের মধ্যে যৌনোত্তেজনা উদ্বেগ দেয়। জৈবিকচাহিদা পূরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। গানের একপর্যায়ে সুশ্রী অর্ধনগ্ন যুবতী মডেলকে ভাস্কর্যে দেখা যায়। যা জুলন্ত পেট্রলের কাজ দেয়। যুবক-যুবতীরা গান শুনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না, কোনো না কোনোভাবে নিজের জৈবিকচাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে। তাই love (ভালোবাসা) এর উদ্দেশ্য যে গানের সূচনা, তা শেষ পর্যন্ত নিজের যৌনোত্তেজনা নিবারণের চূড়ান্তপর্যায়ে পৌঁছে গেলে। রাসুল [সদ্দাউদাহ আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর হাদিস থেকেও প্রমাণ মিলে, গানবাদ্য শোনায় মনে ব্যভিচারের কল্পনা এমনভাবে জন্ম নেয় যেভাবে বৃষ্টি ঝরলে মাঠে ঘাস জন্মে।

৪. পশ্চিমাসমাজে ব্যভিচারের আধিক্যের কারণে বিয়েবহির্ভূত গর্ভপাতের সংখ্যা অনেক বেশি। অনেক মেয়ে তো দশবছর বয়সে গর্ভবতী হয়ে যাচ্ছে। এগারো, বারো বা তেরোবছরের মেয়েদের গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি তো নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। এসব মেয়ে তাদের সন্তানদের দ্রুত নিজের থেকে আলাদা করে দেয়। ফলে এসব ছেলে-মেয়ে স্কুলের পরিবেশে যেতে যেতেই নিজের একাগ্রতা দূর করার জন্য কাউকে না কাউকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নেয়। এই অল্পবয়সী বাচ্চা নিজের সময় কাটানোর জন্য নিজের আলাদা গ্রুপ বানিয়ে নেয় যাকে 'গ্যাং' বলা হয়। যেহেতু এই শিশুর পারিবারিক কোনো অঙ্গন নেই তাই 'গ্যাং' হয়ে যায় তার পরিবার। সে তার প্রয়োজন পূরণের জন্য ছোটো ছোটো অপরাধ দিয়ে শুরু করে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সে বড় অপরাধী হিসেবে পরিচিত হয়। তার মনে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে ক্ষোভ জমতে থাকে। পারস্পরিক ঝগড়া ও বিবেদের কারণে ঘৃণার চূড়ান্ত আকার ধারণ করে সে নিজেকে ভাগ্যবিড়ম্বিত মনে করতে থাকে। তাই সে চায় অন্যের কাছ



থেকে কোনো জিনিস কেড়ে নিতে। এমন অপরাধপ্রবণ যুবকদের জীবনের উদ্দেশ্য শুধু এটাই, অন্যের থেকে প্রতিশোধ নাও আর নিজের রাগ দমন করে। তাই রাগ দমনের জন্যে এসব লোক গান ও সঙ্গীতের একটি নতুন ধারার সূচনা করেছে, যাকে 'র্যাপমিউজিক' বলা হয়। এসব গানে গতানুগতিক ছন্দের বাইরে মুক্তভাষা ও ব্যাথাভুর কাহিনীকে আকর্ষণীয় সুরে এমনভাবে শোনায় যে, শ্রোতাদের অন্তর এতে প্রভাবিত হয়ে যায়। শ্রোতারা কোমল ও দয়াদ্রতার উত্তেজনায় দুর্বল হয়ে এধরনের সঙ্গীতের ভক্ত হয়ে যায়। এমনকি মুসলমান যুবক-যুবতীরা পর্যন্ত এমন সঙ্গীত ভালোবাসে। নিজের মা-বাবাকে পর্যন্ত বলে, আমরা গান শুনি না, শুধু কাহিনীটা শুনি। এমন গায়কেরা সাধারণতো লম্বাচুল, সাইজহীন জামা, কোনো কোনো অঙ্গে আঁকা রঙিন চিহ্ন আর হাতে গিটার দিয়ে পরিচিত। এই সঙ্গীত প্রথমে আফ্রিকা-আমেরিকানরা শুরু করে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সাদা-কালো-গৌর সবাই এর ভেতরে এসে গেছে। আজকাল 'র্যাপমিউজিক' যুবক-যুবতীদের পছন্দ। ছেলে-মেয়েরা পথে যাতায়াতের সময়, জগিৎকালে সবখানে ওয়াকমেন পকেটে রাখে আর হেডফোন দিয়ে সারাক্ষণ মিউজিক শুনতে থাকে। কিছুদিন পর শ্রোতাদের মধ্যে কথার প্রভাব পড়তে থাকে। তাই ভালো পরিবারের একজন সন্তান এমন কাজ করে বসে যা গ্যাংয়ের লোকেরা করে থাকে। তারা কোনো বড় অপকর্ম করে টিভিস্ক্রিনে আসতে চায় আর সংবাদপত্রের পাতার সৌন্দর্য বাড়াতে চায়! এমন যুবকদের জিজ্ঞেস করলে, তোমার উদ্দেশ্য কী তাহলে সে জবাব দেবে-ভয়ঙ্কর জেলে পৌঁছা। কবির ভাষায়-

پہلے وہیں سے نکال جائیں گے  
[پہلے وہی پہنچ جائے گا یا خیر]  
پہلے وہیں سے نکال جائیں گے  
پہلے وہیں سے نکال جائیں گے  
پہلے وہیں سے نکال جائیں گے  
پہلے وہیں سے نکال جائیں گے  
پہلے وہیں سے نکال جائیں گے  
پہلے وہیں سے نکال جائیں گے  
پہلے وہیں سے نکال جائیں گے  
پہلے وہیں سے نکال جائیں گے

সঙ্গীতের এ ধারণাটিকে পশ্চিমাসমাজে প্রথমদিকে অপছন্দ করা হতো। বরং অনেকেই এতে ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যুবক-যুবতীদের কারণে আস্তে আস্তে এ গান ব্যাপকতা লাভ করে। বর্তমান সময়ে এটা সঙ্গীতের অন্যতম পছন্দনীয় ধরন। এর সিডি-ভিসিডি প্রচুর বেচা হয়। পুঁজিবাদীরা এটাকে দেশের গ্রামে-গঞ্জে পৌঁছে দিয়েছে।  
৫. গান যারা বাজায় তারা যখন কিছুদিন নিজেদের অত্যাচারিত হওয়ার বিষয়টি অনেক চর্চা করলো আর সাধারণের মধ্যে তা জনপ্রিয়তা লাভ করলো

তখন তারা আরো কয়েকধাপ এগিয়ে সঙ্গীতের শীর্ষচূড়া আবিষ্কার করে যা হতাশাজনক জীবনযাপনকারীদের মনে দোলা দেয়। পশ্চিমাসমাজে হতাশালোকের সংখ্যা অনেক। কেউ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, কেউ বাড়ি থেকে বিতাড়িত, কেউ প্রেমিকার সাথে বিরহে, কেউ বার্ষিক অবস্থায় নির্জনতার শিকার। মূলত আত্মহত্যা থেকে দূরে থাকার কারণে হতাশার শিকার হয় এবং এমন লোক হতাশার ওষুধ ব্যবহার করে। তাদের আত্মহত্যা করতে মন চায়। তাদের কাছে সঙ্গীতের নতুন ধরনটি দারুণ লাগে। সঙ্গীতের এই ধরনে গায়ক চিৎকার করে হাঁটে, উঁচুআওয়াজে গায়, অনেক শোরগোল করে আর একধরনের ঝড় চালিয়ে দেয়। যেমন চটে যাওয়া কোনো পাগল তার উন্মাদনার প্রকাশ ঘটায় বা মৃত্যুযাত্রী শোরগোল করে নিজের ভেতরের বোঝা কিছুটা হালকা করে। এধরনের গান বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এটিকে রকমিউজিকের একটি প্রকার বলে।

৬. শয়তান লোকদের খোদাবিদ্‌মুখ আর নিজের পূজারী বানাতে কোনো কোনো গায়কের মনে সঙ্গীতের নতুন ধারা ও ধারণা চলে দেয়। ওই সঙ্গীতের নামই 'স্যাটানিক ওয়ারশিপ' বা 'শয়তানিগোলামি' রাখা হয়েছে। এটাকে রকমিউজিকের দ্বিতীয় প্রকার বলা হয়। এই সঙ্গীতে এমন গান গাওয়া হয়, যা শয়তান ও প্রবৃত্তিপূজার সাথে সংশ্লিষ্ট। সোজাকথায় বলা যায়, আমরা শয়তানের পূজারী আর প্রবৃত্তির দাস। এটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এ ধরনের গানের গায়ক নারীরা স্টেজে খুবই খোলামেলাভাবে অর্ধনগ্ন হয়ে গান পরিবেশন করে। নিজের অনেক অঙ্গের ইচ্ছাকৃত প্রদর্শন করে। যুবকদের যৌনোন্মাদনাকে উদ্দেশ্য করে। তাদের অঙ্গভঙ্গি দেখে আর তাদের গানের সুর শুনে যুবকেরা তাদের বাহুতে টেনে নেয়ার জন্যে যেনো অস্থির হয়ে পড়ে। আত্মহরণ ভয় নামের বস্তুটি এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়, প্রতিটি বাক্য শয়তানের পূজা করা শেখায়। এধরনের গায়ক পুরুষেরা খাপ ছাড়া পোশাক পড়ে। প্রথমে জিলের কাপড় পড়তো, পরে পট্টা লাগানো জিলের পোশাক শুরু হলো আর আজকাল 'স্টোন ওয়াস গেইন' পোশাক ব্যাপক হয়ে গেছে। পুঁজিবাদীরা এর বিশেষ প্রচার করছে। এতে তাদের কারখানার লাভ বেড়ে গেছে। মার্কেটে তাদের তৈরি পোশাকের বিশেষ চাহিদা রয়েছে। নিতানতুন অর্ডার তারা পাচ্ছে। এই সঙ্গীতশিল্পীরা বেশিরভাগ কালোপোশাক পরে। চেহারার নানান জায়গায় ছিদ্র করে খুলি পড়ে। কখনও নাকে, কানে, ঠোঁটে, জিভে মোটকথা নতুন নতুন জায়গায় খুলি পরার প্রথা ব্যাপক হয়ে যাচ্ছে। বাইরে তাদের অবয়ব এমন বানিয়ে নিয়েছে, দেখে মনে হবে এই শয়তানের বাচ্চা কোথেকে এলো? গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেও এ সঙ্গীত দেশের গান হিসেবে পরিচিতিলাভ করেছে।

৭. সঙ্গীতের এই নতুন যুগ নতুন নতুন রঙ দেখিয়েছে। প্রতিটি মিউজিকের ভিডিও হয়। এই উদ্দেশ্যে একটি ডিভিডিয়ানেল চালু হয়েছে যা 'এমটিভি' নামে পরিচিত। সঙ্গীতপ্রেমিরা সারাদেশ এই চ্যানেলে ডুবে থাকে। এই টিভি চ্যানেলটি পশ্চিমবিশ্ব ছাড়া প্রত্যেক ছোটো-বড় শহর থেকে দেখা যায়। এর প্রভাব যুবসম্প্রদায়ের ওপর দ্রুতচে ছড়িয়ে পড়ছে বলে অনুভূত হচ্ছে। এই চ্যানেলটি শুধু সঙ্গীত নয় পশ্চিমসমাজের সংস্কৃতি ছড়াতো ও সহায়তা করবে। এটাকে বলা হচ্ছে 'কালচার প্রো মিডিয়া।' সংস্কৃতিকে মিডিয়া নামে মানুষের মনে বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে। যুবসমাজকে বলা হচ্ছে, পৃথিবীতে আমাদের জন্মের উদ্দেশ্য হলো—

[লীভ, লাভ এন্ড লাফ]

## Your Dreams Will Come True

[ইউর ড্রিমস্‌ উইন কাম ট্র]

মনটা খোলে হাসতে থাকো

জড়াও প্রেমের টানে

পূর্ণ করো মনের আশা

ভাসতে থাকে বানে ।

৮. শয়তানের মারাত্মক কুটচালগুলো

## অনুভূতিহীনতা

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানবমস্তিষ্কের ওপর গবেষণামূলককাজ বেশে জারোশোরে চলছে। দুনিয়ার হাজারো বিজ্ঞানী রোজ গবেষণাগারে বসে মস্তিষ্কের প্রকৃতি ও কার্যকারিতা বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই নিতানন্দ্য ধারণা ও তথ্য সামনে আসছে। এতে এই বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে গেছে, মানবমস্তিষ্ক তার বাইরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য মাত্র পরোক্ষরো ব্যাবহার করে। অথচ মস্তিষ্কের পঁচাশিভাগ সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রথমতে পারে, এই পঁচাশিভাগ কী কাজ করে? আর পর্যন্ত এই রহস্য পুরোপুরি জানা যায়নি। একথা স্পষ্ট, আমাদের অনুভূতিশক্তি আমাদের মস্তিষ্কে এমন সিগন্যালও দেয়, যা আমরা অনুভব করি। আবার এমন সিগন্যালও দেয়, যা আমরা অনুভব করি না। তবে মস্তিষ্কে এই ইনফরমেশন আসার কারণে মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর এর প্রভাব পড়ে। যেমন, রাস্তায় কোনো গাড়ি দেখলে এই অনুভূতি আমাদের মধ্যে জাগে, গাড়ি চলছিলো, রও ছিলো লাগি, গতি ছিলো অল্প, কোনো পুরুষ গাড়িটি চালাচ্ছিলো আর, এতে অনুভূতিই

যৌবনের মৌবনে • ১৭৮

কিছুতথ্যও আমাদের জানা হয়ে যায়। যেমন, গাড়িটি দামি, স্ট্রাইক অকেজো ছিলো না, একা পড়ে যাবার ভয় ছিলো না।

খৃষ্টি উদাহরণ, রঙের ব্যাপারে দেখা যায়। মানুষের চোখে সবুজরঙের প্রভাব বুঝি ইতিবাচক। এজন্য অল্লাহতায়াল্লা গাছপালাকে সবুজ বানিয়েছেন। আজকাল ইউনিভার্সিটিতে স্ট্রাকচারবোর্ডের জন্য যুগযুগ প্রিনবোর্ড করা হচ্ছে। ট্রাফিকসিগন্যালের লম্বা ইয়িক্‌ট দেয়ার জন্য সবুজরঙের ব্যবহার করা হয়। লালরঙ বসবাসে ভয়ঙ্কর। চোখ যখনই লালরঙ দেখে, মস্তিষ্ক তাক্ষবিকভাবে কোনো বিপদের আশঙ্কা করতে থাকে। এজন্য লালরঙের লাইট খামানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানীরা রাত-দিন খেটে এই ইহুসা উদঘাটনের চেষ্টা করছে, আমরা মস্তিষ্ক পর্যন্ত আমাদের বার্তা কী করে পৌঁছাই। পূঁজিবাদী ব্যবস্থা এই গবেষণা থেকে উপকৃত হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। যেমন, একদশনের বিশেষ সুগন্ধি আরণ্ণ নিলে মানুষের মাঝে যৌনোত্তেজনা জাগে। পেশাদার নারীরা এই সুগন্ধি ব্যবহার করা শুরু করেদিয়েছে, যাতে তাদের ব্যবসা ভালোভাবে জমে ওঠে। আরেকটি বিশেষ সুগন্ধি আছে, যার গন্ধ পেলে মানুষের মন-মস্তিষ্ক টাকা খরচের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। এজন্য ইউরোপের বড়-বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে এসির বাতাসের সাথে এই সুগন্ধি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা অজিজ্ঞাতব্য প্রমাণিতা হয়েছে। যিনি বাড়ি থেকে একশো টাকা খরচ করার নিয়ত করে এসেছিলেন, তিনি কয়েকশো টাকা খরচ করে বসেন। যখন এই গবেষণা সামনে এলো তখন পূঁজিবাদীরা চিন্তা করলো, আমরা এমন কিছু চালু করি লোকেরা আমাদের পণ্য কিনতে বাধ্য হয়। তাই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ প্রজেক্টের জন্য মোটা অংকের অর্থ দিয়ে বলে দেয়, আমরা কেজানোর পণ্য কেনার জন্য কীভাবে আকর্ষণ করতে পারি তা বের করুন। বিজ্ঞানীরা পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানবমস্তিষ্কের প্রকৃতি ও ধরন বোঝার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন, না-কি শিকার

তিভিক্তিৰে যখন নানান পণ্যেৰ বিজ্ঞাপন দেয়া হয় তখন এৰ সাথে মিউজিকও যোগ কৰা হয়। এই সঙ্গীতৰ মধ্যে একটি বাৰ্তা যোগ কৰে দেয়া হয় যা মানবমস্তিষ্কে গিয়ে আটকে থাকে। তিনি যখন পণ্য কেনাৰ জন্য বাজাৰে যান তখন এই পণ্য না মিলে স্বস্তি পান না। এই কৰ্মপদ্ধতি আইনত হয়ে গেছে। তাই বিজ্ঞাপন কলত শিকারে পৰিণত হয়ে গেছে।

শয়তানিজাল

সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুভূতিহীন পথে মানুষের মস্তিষ্কে নিজের বার্তা পৌঁছানোর  
 ক্ষেত্রে যখন সাফল্য এসেছে তখন শুধু ব্যবসায়ী ও কোম্পানির মালিকেরাই

যৌবনের মৌবনে • ১৭৯



এতে উপকৃত হয়নি; শয়তান ও শয়তানের চেলারা তা নিজেদের নিদিভোউদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। নগ্নতা, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা ছড়ানোর কাজে নিয়োজিতো লোকেরা তাকে সুরসঙ্গীতের সাথে মিলিয়ে নিয়েছে। তাদের জানা ছিলো, যে গান লোকেরা পছন্দ করবে, তা শতাব্যার নয়, হাজারবার শুনবে। তাই হাজারবার শয়তানিবর্তী তাদের কানে পৌঁছে যাবে। এটাকে পারিপার্শ্বিকবর্তী বলা হয়। যেমন শ্রোতা মনে করছে গান শুনছে। কিন্তু তার মস্তিষ্কে শয়তানিকল্পনা জন্ম নিচ্ছে। এজন্য গানের পরিবেশে বর্তী পৌঁছে যায়-শয়তানের পূজা করে। একগানের শ্রোতা লোকদের মধ্যে মায়ের প্রতি ঘৃণা জাগানোর চেষ্টা করতো। খবর নিয়ে জানা গেলো, তার গানের মধ্যে পরোক্ষবর্তী ছিলো মাকে হত্যা করে! কয়েক বছর আগেও পাশ্চাত্যের সমাজে সমলিঙ্গের উত্তেজনাতে খুবই মন্দচোখে দেখা হতো। কিন্তু যখন আইনে অনুমতি দিলো তখন ব্যাপক জনমত গঠনের জন্য প্রসিদ্ধ সঙ্গীতে এর প্রেক্ষাপট তৈরি করা হলো।

#### সমকামিতাই ঠিক

তাই আজকাল পশ্চিমাসমাজে সমকামিতাকে খারাপ বললে তাকে খুবই মন্দচোখে দেখা হয়। নারী-পুরুষ সবাই এ জীবনধারাকে মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছে। এমনকি চিকিৎসকরা, যারা আগে এর স্বাস্থ্যগত ক্ষতি নিয়ে কথা বলতেন, তাদের মুখও আজকাল চুপ হয়ে গেছে। তাদের টোটে যেদো নীরবতার মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে। এখন একথা বুঝে এসেছে, কোনো কোনো কোম্পানি যারা তাদের বিজ্ঞাপনের জন্য লাখো ডলার খরচ করে থাকে। বিজ্ঞাপন নির্মাণ বাবদই খরচ হয় লাখো ডলার। অথচ ওই বিজ্ঞাপন দশভাগ টাকা দিয়েও করা যায়। বিজ্ঞাপন দিয়ে মূলতো একটি আবহ তৈরি করে। তবে তাদের লাভ হলো, গ্রাহকেরা তাদের পণ্য কেনার অভিভাবক হয়ে যায়। এককোম্পানি ঘোষণা দিয়েছে, আমরা আমাদের বার্ষিক আয়ের নব্বই শতাংশ বিজ্ঞাপনে খরচ করি। তবে আমাদের আয় এই পরিমাণ হয় যে, বাকি দশভাগ অর্থ আমাদের কোম্পানি চালানোর জন্য যথেষ্ট!

#### পটভূমিবর্তী

আমার খুব ঘনিষ্ঠ ধার্মিক একবন্ধু পিএইচডির ছাত্র ছিলেন। প্রফেসর তাদেরকে ক্লাসে পড়িয়েছেন-মানুষ কিছুবর্তী জ্ঞাতভাবে গ্রহণ করে আর কিছু করে অজ্ঞাতভাবে। ছাত্ররা জানতে চাইলেন, এটা কীভাবে? তিনি ক্লাসের তিনশো শিক্ষার্থীর সামনে বিখ্যাত গায়িকা ম্যাডোনার প্রসিদ্ধগানের একটি ক্যাসেট

বাজালেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এই গান থেকে অস্বাভাবিক কোনো বর্তী পেয়েছো? তিনশো ছাত্রই অস্বীকার করলেন। এ নিয়ে অনেক যুক্তি-তর্ক হলো। পরে ওই প্রফেসর কমনতরসে অর্থাৎ কমগতিতে টেপ চালালেন। তখন এই গান থেকে থেমে থেমে এই বর্তী ভেসে এলো-O'satan, O'satan (ও'সাতান, ও'সাতান) 'শয়তান! শয়তান!!'

এতে ছাত্রদের চোখমুখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেলো! প্রফেসর এটাও বললেন, শাসকেরা এই কর্মকৌশল নিজেদের হীনউদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। যেমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো জনমত তৈরি করতে হলে পটভূমিবর্তী লোকদের অন্তরে মুসলমান সম্পর্কে ঘৃণা ঢেলে দেয়ার চেষ্টা করে। দুনিয়ার কোথাও ব্যাপকহারে মুসলিমনারী-পুরুষ, শিশু-বুড়ো মারা গেলে এর খবর প্রচার করার আগে এমন মিউজিক বাজাবে, যার পটভূমিবর্তী হলো, এমনটা তো হয়েছে থাকে। এটা নতুন কোনো বিষয় না। যখন খবর প্রচার করা হয় পুরো বিশ্বে কোনো মুসলমান এ নিয়ে বিমর্ষ হয় না। সবার ভঙ্গি এমন থাকে-যেনো কিছুই হয়নি। আজকাল পাশ্চাত্যসমাজ খুবই হৃদয়গ্রাহীভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। বিশ্বের মানুষের সাধারণ মতের কোনো পরোয়া তাদের নেই।

তারা মনে করে, বিশ্ব যতো খারাপই বলুক, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পুরো করে ফেলবো। কিছু পটভূমিবর্তী দিয়ে লোকদের মন-মস্তিষ্ক আমাদের প্রতি দুর্বল করে নেবো। যারা আজ আমাদের গালি দিচ্ছে, তারা কাল আমাদের প্রশংসা করবে। একথা বুঝতে সহজ হবে, যিনি সঙ্গীত ও গান শোনায় অভ্যস্ত, তিনি দ্রুতো দীন থেকে সরে যান। বরং তিনি হয়ে যান অনুভূতিশূন্য। বাড়ির লোকেরা তাকে যতো উপদেশই দিক না কেনো, তার মধ্যে এর কোনো প্রভাব ফেলে না। তিনি এমন বেয়ারা ঘোড়া হয়ে যান, পাপকে আর পাপ মনে করেন না। গানের দিকে আসতে চাইলে নিজের অজান্তে ধর্মহীনতার দিকে ছুটে চলে। এসবই পটভূমিবর্তীর কালো অবদান। যা সঙ্গীত দিয়ে সংকর্মশীল যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গি বানিয়ে দেয়।

#### মিউজিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি

সঙ্গীত আজকাল মিউজিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির রূপ ধারণ করেছে। গবেষণাগারে এর ওপর অনেক কাজ হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ো-মেডিসিন আর আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসব বিষয়ে ভর্তি হওয়া যেমন কঠিন, এখন অডিও প্রসেসিং বিষয়ে ভর্তি ততো কঠিন হয়ে গেছে। প্রকৌশলীরা এখন কম্পিউটার দিয়ে

সুরের মডেল বানায়। তাই কারো সুরে নিজের বার্তা ঢুকিয়ে দেয়া সাধারণ বিষয়। পুরুষের সুর নারীর সুরের মতো বানানো আর নারীর সুর পুরুষের সুরের মতো বানানো হাতের খেলার মতো হয়ে গেছে। অনেক লোকের মধ্যে কারো সুর সনাক্ত করা সহজ হয়ে গেছে। এটাকে সুরের গবেষণা বলা হয়। কম্পিউটার প্রোগ্রাম দিয়ে কারো সুর সহজেই সনাক্ত আর রেকর্ড করা যায়। গায়কদের গানকে যান্ত্রিকভাবে তার নিজের সুরের চেয়েও ভালোভাবে উপস্থাপন করা যায়।

প্রথমযুগে সঙ্গীত শুধু এই কারণে হারাম ছিলো, এতে রাগ ও রাগিনীর (বিশেষ গানের গায়ক-গায়িকা) সুর থাকতো। আজকাল তো এতে অশ্লীলতা ও নগ্নতার পটভূমি থাকে। তাই এযুগের গান-বাদ্য আরো কয়েক গুণ বেশি অবৈধ। আগের যুগে যারা গানবাদ্য শুনতো, তাদের স্বত্বকর্ম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করা হতো। আর এখন যারা গানবাদ্যের পাগল, তাদের ইমানের ব্যাপারে আশঙ্কা করা হয়। আগে গানবাদ্যের শ্রোতাকে স্বত্বকর্মবিমুখ বানিয়ে দিতো। আর আজকের গানবাদ্য শ্রোতাকে আল্লাহবিমুখ বানিয়ে দেয়। তাই এখনকার গানবাদ্য শোনা অনেক বেশি হারাম।

#### ১০. একটি স্বীকৃত বাস্তবতা

এটা স্বীকৃত বাস্তবতা, সঙ্গীতপ্রিয়মানুষেরা স্বত্বকর্মশীল মানুষের সাথে মিশে যতো স্বত্বকর্মশীলই হয়ে যাক, তাদের অন্তরে সঙ্গীতের প্রতি কোনো ঘৃণার সৃষ্টি হয় না। বিশবছরের সঞ্জীবন কাটানো সত্ত্বেও তিনি যদি বাজার বা দোকানের পাশ দিয়ে যান আর পুরনো কোনো গান শুনতে পান তাহলে তিনি থেমে যান। একমুহূর্তের মধ্যে বিশ্ববছরের সাধনা দূরে ঠেলে দেন। পুরনো স্মৃতি তার মনে পড়ে যায়। একারণে সঙ্গীত অনেক ভয়ঙ্কর জিনিস। শৈশবের গান শৈশবে কেউ ভুলে যায় না। সঙ্গীতের প্রভাব মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মস্তিষ্কে অটুট থাকে। ভালোমানুষ তিনিই, যিনি এই আপদের ধারে-কাছেও যান না। নিজের মস্তিষ্কে সবকিছু থেকে মুক্ত রাখেন।

#### ৭. ফিল্ম ও নাটক

স্টেজ ও স্ক্রিনে তামাশা দেখানোর ইতিহাস তো অনেক পুরনো। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত হলিউড এর কেন্দ্রবিন্দু। লোকেরা এটাকে Sex Capital of the world (সেক্স ক্যাপিটাল অব দ্যা ওয়ার্ল্ড) 'যৌনতার রাজধানী' বলে অভিহিত করে। ইউনিভার্সেল, সনি, কলোম্বিয়া, ফোকাস, এমজিএম-এর মতো প্রযোজকরা পুরো চলচ্চিত্রজগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখেছে।

যৌবনের মৌবনে • ১৮২

#### Drama [ড্রামা]

ড্রামা বলা হয় ওই ছবিকে, যাতে নির্মাতা কোনো কিছু শেখাতে চায়। এটা একটা তিক্তবাস্তবতা, লোকেরা ফিল্মের মাধ্যমে হাজারো যুবককে বিপথগামী হতে দেখে, একজনকেও সুসভ্য হতে দেখে না। এতে ড্রামার মন্দপ্রভাব নিয়ে অনুমান করা যায়।

#### Thriller Action [থ্রিলার অ্যাকশন]

থ্রিলার বলা হয় ওই চলচ্চিত্রকে, যাতে মারামারি কাটাকাটি থাকে। মনকে সেলা দেয়ার মতো চিত্র থাকে। এধরনের ছবি দেখে শিশুরা মারামারি কাটাকাটি শেখে। চুরি আর হত্যা শেখে। অনেক ক্ষেত্রে না বুঝে নিজের জীবনই ধ্বংস করে দেয়।

#### Comedy [কমেডি]

কমেডি বলা হয় ওই ছবিকে, যাতে হাসি-কৌতুকের দিকটির প্রাধান্য থাকে। দর্শকেরা শুধু বাস্তবেই আনন্দিত হয় না, তারা পুরো জীবন কমেডি বানানোতে ব্যস্ত থাকে আর এটাকে ট্রাজেডি বানায়।

#### Cartoon [কার্টুন]

কার্টুন-শিশুদের মন মাতানোর জন্য বিভিন্ন প্রাণীর মাধ্যমে তৈরিকৃত ছবি। এতে শিশুদের থেকে লাজ-লজ্জা ভুলে নেয়া হয়। পটভূমিবর্তায় শিশুদের অমিত্বে শিক্ষা দেয়া হয়। কার্টুনের প্রতি এমন আসক্ত হয়ে পড়ে, নামাজ কাজ হোক, কোনো কার্টুন যেনো ছুটে না যায়!

#### Science Fiction [সাইন্স ফিকশন]

সাইন্স ফিকশন-বিজ্ঞানের আলোকে ভবিষ্যতের একটি চিত্র অঙ্কন করা হয়।

#### Romance [রোমান্স]

রোমান্স-এধরনের ফিল্ম প্রেম, এর জন্য পাগলপারা হয়ে যাওয়া-এসব শেখায়। যাতে যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রেমালোপে সহজ হয়। এর নানান ধরন হতে পারে।

- G-জেনারেল বা সাধারণ রোমান্সসম্পর্কিত ছবি।
- PG-(Parental Guidance) মা-বাবা নিজেরা পাশে বসে শিশুদের ছবি দেখায় আর বুঝিয়ে দেয়।

যৌবনের মৌবনে • ১৮৩



- pG 13-মা-বাবা তেরো বছর পর্যন্ত সন্তানদের নিজেদের কাছে বসিয়ে ছবি দেখায়।
- NC 17 (No child Less than 17) এধরনের চলচ্চিত্র অশ্লীলতা ও নগ্নতা শেখানোর জন্য হয়ে থাকে।
- R-(Restrictd) এই ছবি থেকেই দেখতে পারে না। কারণ চারিত্রিক নোংরা মিতে এগুলো ভরপুর।
- x-(Lust) এমন ছবি যা মানুষের যৌনতা জাগিয়ে দেয়।
- N-(Nude) এমন ছবি যাতে অভিনয়কারী নারী-পুরুষ শরীর থেকে কাপড় খুলে নগ্ন হয়ে যায়।
- S (Sex) ওই ছবি যাতে অভিনয়কারীরা পরস্পরে যৌনোন্মত্ত করে দেখায়।

এই ব্যাখ্যা এজন্য দেয়া হয়েছে, যাতে মা-বাবার অনুমান হয় তাদের সন্তানরা ভাড়া ভিডিও ক্যাসেট এনে কী জিনিস দেখে! স্কুলের ছেলেদের থেকে জানা গেছে, ছেলেরা নানা কৌশলে মেয়েদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি দেখায়। ছবি দেখে মেয়েদের মধ্যে যৌনতা এতোটাই প্রবল হয়ে যায় যে, তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। কোনো কোনো নারী শিশুদের দিয়ে পুরুষদের লুকিয়ে সিডি ভাড়া করে এনে দেখে। এটা এমন বদঅভ্যাস, একবার এতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর তা ছাড়ার নাম-গন্ধও নেয় না।

কোনো কোনো পুরুষ ভিডিওতে বিকৃতপন্থায় নারী-পুরুষের মিলনের নানা পদ্ধতি দেখে নিজের জীবনের সাথে তা করার চেষ্টা করে। এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা বাড়ার বদলে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। নারীরা চলচ্চিত্রজগতের তারকাদের পোশাক দেখে সে ধরনে পোশাক বানাতে চায়। এভাবে ফ্যাশনপূজা বাড়ছে।

অনেক মা-বাবা সন্তানদের পাশে বসিয়ে চলচ্চিত্র দেখেন। পাঁচবছরের একশিশু বলেছে, আমি সন্ধ্যায় মা-বাবার সাথে বসে ছবি দেখেছি। যখনই কোনো নগ্নদৃশ্য চলে আসতো, মা আমাকে চোখ বন্ধ করতে বলতেন। আমি চোখ বন্ধ করে নিতাম কিন্তু চোখের এককোণা দিয়ে দেখে ফেলতাম। আগেকার দিনের লোকেরা ছবি দেখার জন্য সিনেমা হলে যেতো। আজকাল ভিসিআর প্রতিটি ঘরকে সিনেমা হল বানিয়ে দিয়েছে। আগের যুগে লস্ট কেট মেয়েদের সাথে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে চাইলে হাজারো ধাপ পেরুতে হতো। আজকাল তো স্ক্রিনে মেয়েকে যা ইচ্ছা তা দেখাতে পারে, মা-বাবার কোনো পাতা-ই নেই। আগে পুরুষ কোনো নারীর সাথে ব্যভিচার করতে চাইলেও

নারী সম্মত হওয়া কঠিন ছিলো। আজ চলচ্চিত্রের যৌনো সুবসুরিমূলক দৃশ্যগুলো দেখে দেখে মেয়ে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে যদি কোনো পুরুষ তার কাছে আসতো! পশ্চিমা টিভিচ্যানেলগুলোতে রাত ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত নগ্নরাবের ছবিগুলো দেখানো হয়। যাতে নারী-পুরুষেরা নগ্ন হয়ে নানাভাবে যৌনোন্মত্তন করছে। মুসলিম দেশের যুবকদের এসব থেকে যখন মানা করা হয় তখন ইসলামকে সন্দ্বীর্ণ ও কঠোর বলে মনে হতে থাকে। যে বর্তমান যুগে টিভি দেখা আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হারাম হয়ে গেছে। যে ঘরে টিভি আছে মনে করুন ওই ঘরে শয়তানের এক ব্রিগেট সেনা বিদ্যমান আছে। কেউ কেউ ঘরে টিভি রাখার এই অজুহাত দেখায়, আমাদের শিশুরা পাশের বাসায় গিয়ে টিভি দেখে। এই অপারগতার কারণে আমরা ঘরে টিভি এনেছি। এর দৃষ্টান্ত তো এমন, কেউ বলছে, কী করবো, আমাদের শিশুরা বাইরে গিয়ে বিষ খায় তাই আমরা ঘরে নিজ হাতে তাদের বিষ খাওয়াতে শুরু করেছি! টিভির মন্দপ্রভাব ঘরের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পড়ে জীবী ওপর। পুরুষেরা প্রতিটি টিভিস্ক্রিনে সুন্দর সুন্দর নারীদের দেখে নিজের জীবী প্রতি কোনো আকর্ষণবোধ করে না। ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ আর বিয়ে বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়ে যাবার অন্যতম কারণ এটাও। টিভি আর বিবি পাশাপাশি শব্দে মনে হয় তারা পরস্পরে কাজিন!

#### ইন্টারনেট, না-কি এন্টারনেট

ইন্টারনেট বালা হয় কম্পিউটার কানেকশনকে আর এন্টারনেট বলা হয় জালে ফেসে যাওয়াকে। আধুনিক যুগে শিক্ষার বিস্তৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে পশ্চিমা বিশ্ব ইন্টারনেট এজন্য আবিষ্কার করেছিলো, শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণে যেনো সহজ হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই, জ্ঞানার্জনে ইন্টারনেটের কোনো বিকল্প নেই। তবে আশঙ্কার বিষয় হলো, এর ভালোব্যবহার তো স্বস্থানে সঠিক। কিন্তু এর অপব্যবহার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। শয়তান আর শয়তানের এজেন্টরা ইন্টারনেটক্রাবকে অপব্যবহার করতে শুরু করেছে। ছেলে ও মেয়ে পরস্পরে বন্ধুত্বের জন্য ইন্টারনেটে চ্যাটিং করে। এখন তো পরস্পরের কাছে নগ্ন ছবির আদান-প্রদানও করে। এমন দৃষ্টান্তও সামনে এসেছে, মুসলিমমেয়েরা অমুসলিমছেলেদের সাথে ইন্টারনেটে বন্ধুত্ব করছে। অনেক ক্ষেত্রে তো এমনও শোনা যায়, ইন্টারনেটে বন্ধুত্বের সূত্রে মেয়ে তার সংসার ছেড়ে ইন্টারনেটের বন্ধুর কাছে চলে যায়। নিজের আর বংশের সম্মান মাটিতে পুঁতে দেয়। বেশিরভাগ মা-বাবা মনে করেন, আমার ছেলে-মেয়ে সবসময় পড়াশুনায় ব্যস্ত আছে। তাদের কি জানা আছে, আদরের সন্তানরা বসে-বসে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কম্পিউটার জিনে নিজের বন্ধুর সাথে চ্যাট করছে। এই রোগে শুধু যুবকরাই বন্দি না, অনেক বুড়োও এতে আক্রান্ত। তারাও যুবতীদের সাথে এমনভাবে চ্যাটিং করেন, যেনো কোনো যুবক চ্যাট করছে।

নগ্নতা ও অশ্লীলতা বিস্তারকারী পেশাদার লোকেরা ইন্টারনেটকে তাদের ইনউদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ফ্রেডিটকার্ডের মাধ্যমে তাদের কাছে অর্থ পাঠিয়ে দিলে তারা নারীদের নগ্ন ছবি পাঠাবে। পরে নির্ধারিত বিশমিনিট বা আধাঘণ্টার জন্য ওই মেয়ে যৌনোন্মীপক অঙ্গভঙ্গি আর খুবই অশ্লীল কথাবার্তা বলবে। যুবকেরা তাদের ছবি দেখে আর যৌনোন্মীপক কথাবার্তা শুনে উত্তেজনায় উন্মাদ হয়ে যাবে। পরে বৈধো বা অবৈধোউপায়ে নিজের উত্তেজনা নিবারণ করবে। কেউ ইন্টারনেটে বসে নিজের দরকারী কাজ করতে থাকলে হঠাৎ জিনে কোনো নগ্ননারীর বিব্রতকর ছবি ভেসে উঠে। নিচে লেখা থাকে-আমার সাথে সম্পর্ক করতে চাইলে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। তাই মুহূর্তের মধ্যে এই বিজ্ঞাপন এক সংমানুষের জীবনকে তছনছ করে দিতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে ই-মেইলে এমন কিছু আসে, যা পড়লে আধ্যাত্মিকতার মূর্তি অনিবার্য। ইন্টারনেটে ইসলামের নামে কিছু কিছু ওয়েবসাইট আছে, কিন্তু তাদের কাজ ইসলামপরিপন্থী। একবার খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, একহিন্দু ভদ্রলোক ইসলামের নামে ওয়েবসাইট খুলেছেন ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের জন্য। যুবকেরা ইন্টারনেটে অনেক কিছু পড়ে মনে করে এটা ইসলাম। অথচ ইসলামের সাথে এর দূরতম কোনো সম্পর্কও থাকে না। বর্তমান অবস্থা ও প্রেক্ষাপট সামনে রেখে এই সিদ্ধান্ত পৌছা যায়, ইন্টারনেট মূলতো এন্টারনেট (জালে ফেঁসে যাওয়া) হয়ে গেছে। এজন্য যুবকদের জন্য এ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকাই নিরাপদ।

#### ভিডিও গেমস

পশ্চিমাকোম্পানিগুলো শিশুদের আকৃষ্ট করার জন্য কম্পিউটারে এমন এমন গেমসের ব্যবস্থা রেখেছে যা খেলে শিশুরা কখনো ক্লান্ত ও পরিতৃপ্ত হয় না। একেকটি গেমস বানাতে কয়েকটি টিম যৌথকাজ করে। টিমে যেসব বিশেষজ্ঞ থাকে-

১. গ্রাফিক্স ডিজাইনার; ২. গেম ডিজাইনার; ৩. কম্পিউটার প্রোগ্রামার; ৪. মিউজিক ডিজাইনার; ৫. কালার ডিজাইনার আর ৬. মনোবিশেষজ্ঞ
- গেমস ডিজাইন করার জন্য প্রায় দুশো বিশেষজ্ঞ মিলে কাজ করে। মনোবিশেষজ্ঞরা শিশুদের মনোজগত সামনে রেখে এমন গেমস তৈরি করে,

যৌবনের যৌবনে • ১৮৬

শিশুদের মন এর প্রতি পাগল হয়ে যায়। তারা গেমসের জন্য প্রাণ দিয়ে দিতে চায়। এজন্য শিশুরা যখন গেমস খেলতে বসে, তাদের পড়াশুনার কথা মনে থাকে না, নামাজের কথাও ভুলে যায়। আমার একঘনিষ্ঠ বন্ধু তার ছেলের অবস্থা বলতে গিয়ে বললেন, সে এশার পর গেমস খেলতে বসলো আর সেখানে বসেই তার সকাল হলো। অথচ গেমস খেলতে চোখ, মন-মস্তিষ্ক আর দু'হাত ব্যস্ত থাকে। তারপরেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে জিনের সামনে বসে থাকে। বাহ্যত শুধু এটা মনে হয় যে, গেমস দিয়ে শিশু অনেক সময় নষ্ট করছে। নামাজে উদাসীনতা দেখাচ্ছে। কিন্তু গেম মিউজিকে যে পটভূমিকার্তা দিয়ে যায় তা সাধারণলোকদের জানা থাকার কথা না। এই গানের মধ্যে এমন বিষ ঢুকিয়ে দেয়া, যা শিশুরা শিগগিরই ধর্ম থেকে ছিটকে পড়বে। বড়দের বিষ ঢুকিয়ে দেয়া, যা শিশুরা শিগগিরই ধর্ম থেকে ছিটকে পড়বে। বড়দের জন্য যে গেমস তৈরি করা হয় এর মধ্যে মেয়েদের নগ্নছবি থাকে। একথা স্পষ্ট, যখন বিদ্যুত চমকাবে তখন বৃষ্টি তো ঝরবেই। এর ফল ব্যভিচার।

#### ৮. নাটক ও উপন্যাস

আজকাল প্রেমের ওপর নতুন নতুন নাটক লেখা হচ্ছে। সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের পাতা পর্যন্ত এ দিয়ে ভরা থাকে। 'তিন নারী তিন কাহিনী' জাতীয় সিরোনামে এমন ঘটনা লেখা হয় যুবক-যুবতীরা খুব আগ্রহ নিয়ে তা পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে নিজেও এমন করা শুরু করে। যেসব যুবক-যুবতী কারো সাথে বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক করতে পারে না তারা উপন্যাসের কাহিনীতে ডুবে আকৃষ্ট পাপে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তাদের চিন্তা-ভাবনাও নাপাক হয়ে যায়। বাইরে নামাজ-রোজাও করে আবার মনে প্রিয়ার চিত্র আঁকতে থাকে। নামাজে দাঁড়িয়েও তার চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ে। মনে হয় কল্পিত কোনো ভূতের পূজা করছে। পশ্চিমদেশগুলোতে পর্নোগ্রাফি নামে একদম নগ্নছবি ছাপানো হয়। গ্রাণ্ডবয়স্কদের আকৃষ্ট করার জন্য নারীদের গোপন অঙ্গের জায়গাগুলোর ছবি কাছ থেকে নিয়ে ছাপিয়ে দেয়া হয়। এসব ছবি দেখা এই পরিমাণ দুর্ভোগের কারণ, যৌনোত্তেজিত হয়ে বুড়ো গাধাও যুবক হয়ে যায়। পাতাভোর দেশগুলোতে পেশাদার একনারীর ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে যাকে সেক্সচ্যাম্পিয়ন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে, তিনি পর্যায়ক্রমে তিনশো পুরুষের সাথে যৌনোসঙ্গম করে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন! অমুসলিমরা আজকাল সেক্স খেলাধুলার মতো মনে করতে শুরু করেছে। যেনো যতো চাও ততো গোল করো। মাঠ ফাঁকা রয়েছে।

#### ৯. পরিবার-পরিকল্পনা

আজকাল পরিবার-পরিকল্পনা সরকারি কার্যক্রমও ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার একটি বড় মাধ্যম। এটি একটি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র যা আমাদের ওপর

যৌবনের যৌবনে • ১৮৭



চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলাফল পরিণতির কোনো পরোয়া না করে মিডিয়ার মাধ্যমে এটাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। একটু ভেবে-চিন্তে পর্যালোচনা করলে এ কার্যক্রমের ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক ক্ষতি অনেক বেশি। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, বিজ্ঞাপনযুদ্ধের মাধ্যমে এটাকে উপকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। কবির ভাষায়—

خرد ۷۴۸ جون ۷۴۸ جون کا خرد  
[খরদ কা নাম জুন পড়গিয়া জুন কা খরদ]  
جو ہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے  
[জোঁ চা হয় আপ কা হসনে কারিশমাহ সাঝ করে]  
বুদ্ধি যদি পাগলামী হয়  
পাগলামী তো কী  
এই ভবেতে চাইবে যা মন  
করতে পারি কি?

এই প্রোগ্রামের কারণে সমাজের ওপর যেসব বিরূপ প্রভাব পড়ছে এর কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো—

১. আল্লাহতায়ালার নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি যৌনোৎসাহিতা এজন্য রেখেছেন যাতে মানবপ্রজাতিতে সমৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু পরিবার-পরিকল্পনাকারীরা চায় শুধু উত্তেজনা ও প্রবৃত্তি পুরো হবে কিন্তু মানুষের বংশধারা বাড়বে না। যা সহজাতপ্রকৃতির পুরোপুরি বিপরীত।
২. রাসুল [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন—

لَوْ وَجَدَ الْوَلَدُ دُونَ فَنِي مُكَارِهِ يَكْمُ الْأَمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“তোমরা বেশি প্রণয়িনী আর বেশি সন্তান প্রসবকারীন্দী দেখে বিয়ে করো। কারণ কেয়ামতের দিন অন্যউম্মতদের চেয়ে তোমাদের আধিক্যের ওপর আমি গর্ববোধ করবো।”  
এই পরিকল্পনাকারীরা রাসুলের গর্বকে নস্যাত করার ষড়যন্ত্র করছে।  
নাউজুবিল্লাহ!

৩. মানবসৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহতায়ালার জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন করে দিয়েছেন। এর মধ্যে মহান স্রষ্টার অনেক বড় নৈপুণ্য রয়েছে। তিনি যাকে সৃষ্টি করেন তার রিজিকও তিনি ব্যবস্থা করেন। এর মধ্যে যদি কেউ তাদের সীমিতজ্ঞানে ঘোড়া দৌড়ায় যে, এতোগুলো সন্তান হওয়া চাই, এতোগুলো হওয়া চাই না, আর সন্তান কম

হওয়ার উপায় বের করে, তাহলে এটা এমন যেনো (নাউজুবিল্লাহ) কেউ আল্লাহর খোদায়ির মাঝে অংশীদারিত্ব নিতে চাচ্ছে। এটা শুধু মূর্খতা আর দুর্বল ইমানের স্পষ্ট নিদর্শন।

৪. জন্মনিয়ন্ত্রণের ধারাবাহিকতায় কখনও অবৈধোপাধে গর্ভপাত করা হচ্ছে। এটা একটি প্রাণী হত্যার শামিল। কেয়ামতের দিন এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।  
৫. জন্মনিয়ন্ত্রণের বৈধোপাধে মধ্য এটিও জায়েজ, যখন মায়ের স্বাস্থ্যগতো বড় ধরনের কোনো আশঙ্কা থাকে। তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য গর্ভধারণ না করার কোনো পদ্ধতি অবলম্বন জায়েজ। তবে এখানে একটি প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্য, জনসংখ্যা কমানো উদ্দেশ্য নয়।

**সাংস্কৃতিক প্রভাব**  
পরিবার-পরিকল্পনার এই কার্যক্রমে রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র আর অন্যান্য গণমাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি এমনভাবে উৎসাহিত করা হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর শারীরিকসম্পর্কের কথা যাকে আমাদের সমাজে খুবই লজ্জার বিষয় বলে মনে করা হতো আজকাল তা বর্ণনা করা কোনো লজ্জার বিষয়ই মনে হয় না। বরং এখন এটা আমাদের কালচারের অংশ হয়ে গেছে। জেনারেল স্টোর, মার্কেট আর অন্যান্য পাবলিকপ্লেসে জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধ আর অন্যান্য যন্ত্রপাতির খোলামেলা প্রদর্শন করা হয়। এর ওপর বয়স্কলোকদের পাশাপাশি শিশুদের নজরও পড়ে। আর প্রকৃতিগত অনুসন্ধানের কারণে শিশুরাও জেনে যায়—এটি কী জিনিস আর এর কাজ কী। এককথায়, পরিবার-পরিকল্পনা ফ্রিম সমাজ থেকে লজ্জা-শরমের জড়তা উপড়ে ফেলার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে।

**সহজলভ্য ব্যভিচার**  
গর্ভনিরোধউপকরণ আর ওষুধের খোলামেলা প্রদর্শনের কারণে এই ফ্রিমের পরিণতি অবৈধোযৌনোমিলনের রূপে প্রকাশ হচ্ছে। কারণ যখন এসব জিনিসের সতর্কতা ছিলো না আর উপায় বলা ছিলো না তখন নারীদের বদনামের আশঙ্কা ছিলো। ফলে তারা কোনো ধরনের ভুলপদক্ষেপের কথা ভাবতোও না। কিন্তু এখন পরিকল্পনাসমৃদ্ধ সাহিত্য আর উপকরণের সহজলভ্যতার কারণে অবৈধোসম্পর্ক স্থাপনে যে একটা ভয় ছিলো তা দূর হয়ে গেছে। এমনভাবে পরিবার-পরিকল্পনার এই কার্যক্রম ব্যভিচারকে সহজলভ্য করে দিয়েছে।

**সামাজিক প্রভাব**  
পরিবার-পরিকল্পনার প্রবর্তকেরা একথা ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে, সন্তান বেশি হলে জীবনোপকরণে সংকট সৃষ্টি হবে। একথা যারা বলেন তারা শুধু

ভাবেন, প্রত্যেক আগন্তুক উপকরণ ব্যবহার করবে, ফলে উপকরণের স্বল্পতা দেখা দেবে। তারা একথা ভাবেন না, আল্লাহ্‌তায়ালার মানুষকে উপকরণ যোগানের সামর্থ্য দিয়েছেন। তাদের খাওয়ার মুখ দিয়েছেন একটি অথচ কাজের হাত দিয়েছেন দুটি। সত্যকথা তো হলো, মানবশক্তি যতো বাড়বে, উপকরণ যোগানের সামর্থ্যেরও ততো সমৃদ্ধি ঘটবে। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তাদের বক্তব্য-দুটি সন্তানই যথেষ্ট! একথাটি যদি সুস্থবিরেক দিয়ে চিন্তা করা হয় তাহলে জানা যাবে, সব লোক এর ওপর আমল করা শুরু করে দিলে একপ্রজন্ম পরে যুবকদের চেয়ে বুড়োদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তখন উপকরণ উপভোগ নয়, উপকরণ সৃষ্টির বিষয়টি সামনে চলে আসবে। অভিজ্ঞতার বিষয় হলো, যেসব দেশে জন্মনিয়ন্ত্রক উপকরণ বেড়ে গেছে, তাদের মানবশক্তির জন্য অন্যদেশের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।

#### স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

পরিবার-পরিকল্পনার ভিত্তিতে জন্মনিরোধ যেসব ওষুধ ও উপকরণ ব্যবহার করা হয় আর জন্মসঙ্কমতা বিনাশের জন্য যে অপারেশন করা হয়, তা মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। বেশিরভাগ দেখা যায়, এসব পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে শরীরে ব্যথার (Toxication) জন্ম নেয়, যা খুবই কষ্টকর। অনেক ক্ষেত্রে তো অবস্থা এই পর্যায়ে দাঁড়ায়, একারণে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে! এটা নিজের কৃতকর্মের পরিণতি!! ওপরের সব বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে, পরিবার-পরিকল্পনা স্ট্রটার আইনের সরাসরি বিরোধিতা। এতে লাভের বদলে উল্টো নির্লজ্জতা ও ব্যভিচার সহজলভ্য হয়ে যায়। তাই এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

#### মোহাম্মাদিশরিয়ত ও মাধ্যমের প্রতিবন্ধকতা

মোহাম্মাদিশরিয়তের সৌন্দর্য ও মাধুর্য দেখুন, সমাজ থেকে নগ্নতা ও অশ্লীলতা দূর করতে হবে-এজন্য শুধু ব্যভিচার থেকে বাঁচার নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং এর মাধ্যম ও উপকরণও অবৈধ করা হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ-‘বাঁশও নেই, বাঁশি বাজার প্রস্তুত নেই।’ যে গন্তব্যে যেতে নেই, সে পথের সন্ধান কেনো জানতে চাবে। তাই ব্যভিচারের সাথে যুক্ত করতে পারে এমনসব কাজ শরিয়তে নিষিদ্ধ। এখানে কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হলো-

#### ১. নারীদের নাম

ইসলামিশাস্ত্রবিদেরা এ বিষয়টি পছন্দ করেছেন যে, নারীদের নাম পরপুরুষের সামনে প্রকাশ না করা। যদি কোথাও বলতে হয় তাহলে হাবিবের মা,

সাইফের সহধর্মিনী, ফকিরের স্ত্রী, আহমদের বোন-এভাবে কোনো ‘মাহরামপুরুষ’-এর প্রতি সম্বোধন করে বলবে। তবে পরিচয়পত্র বা পাসপোর্টের ক্ষেত্রে প্রকৃতনাম বলা যেতে পারে। নামের প্রতিও আকর্ষণবোধ হতে পারে। এমন হতে পারে, আমের নামের কোনো ছেলে আমেরা নামের কোনো মেয়ের নাম শুনে তার সাথে সম্পর্ক করার আগ্রহ জাগতে পারে।

#### ২. নারীদের স্বর

নারীরা ঘরে আস্তে কথা বলার অভ্যাস করবে। তাদের জন উচ্চআওয়াজে কথা বলা নিষেধ। যাতে বিনাপ্রয়োজনে নারীদের গলার স্বর পরপুরুষ পর্যন্ত না পৌঁছে। এ জন্য নারীদের জামাতে নামাজের ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের কোনো ভুল হয়ে গেলে নারীরা সোবহানাত্বাহ জাতীয় কোনো শব্দ করবে না। বরং একহাতের তালুর ওপর আরেক হাত মেরে শব্দ করবে। কোনো কোনো শাস্ত্রবিদ নারীদের গলার স্বরকে সতর তথা অবশ্য ঢেকে রাখার অঙ্গুলার মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে বেশিরভাগ ইসলামিআইনবিশেষজ্ঞের মতে, নারীদের গলার স্বর সতর তথা ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক-এমন পর্যায় না।

#### ৩. নারীর স্বরে যেনো মাধুর্য না থাকে

যদি অপরাগতাবশত কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে হয় তাহলে লক্ষ রাখতে হবে, কোনোভাবেই স্বরে যেনো মাধুর্য ও মিষ্টতা না আসে। যাতে অসংউদ্দেশ্যের কেউ তাতে মজা অনুভব না করে। কোরআনে আছে-

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَدْ نَزَّلَ مُعْرَوِّقًا

“(পরপুরুষের সাথে) কোমলকণ্ঠে কথা বলো না। তাহলে যার অন্তরে অসুখ রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।”

[সূরা: আহজাব, আয়াত: ৩২]

নারী যে ভঙ্গিমায়, কোমলতায় আর মাধুর্যতায় স্বামীর সাথে কথাবার্তা বলে তা শুধু স্বামীর জন্যই। অন্যকোনো পুরুষের সাথে এভাবে কথা বলতে পারবে না। পরপুরুষের সাথে কথা বলার সময় গলার স্বর শুকনো ও নীরস রাখতে হবে। এমন স্বরে কথা বলবে না, যাতে পুরুষের ভেতরের প্রবৃত্তি জেগে ওঠে।

আল্লামা শামি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেছেন-

صَوْتُ الْمَرْءِ “নারীর স্বর দিয়ে একথা বুঝাবে না, আমরা কথাবার্তা বলাকে বৈধো বলছি। বরং বিশেষ প্রয়োজনে পরপুরুষের সাথে কথা বলা বৈধো বলছি। তবে এটাকে বৈধো মনে করে নারীরা পরপুরুষের সাথে মিষ্টস্বরে



কোমলভাষায় কথা বলা শুরু করে দেবে না। এ কারণে নারীদের আজানের অনুমতি দেয়া হয়নি। কারণ এখানে কোমলকণ্ঠের ব্যবহার করতে হয়।”

[দূররুল মুখতার]

#### ৪. নারীদের সালাম করা

পুরুষদের যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা পথে চলতে গিয়ে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে এমনটা নারীদের ক্ষেত্রে দেয়া হয়নি। নারীরা রাস্তায় চলার সময় পরপুরুষকে সালাম করবে না। তবে যদি জানা-শোনা হয় আর আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে তবে পর্দায় থেকে সালাম দেয়া বৈধো আছে। ভালো হলো, বিয়ে বৈধো নয় এমন পুরুষ দিয়ে সালাম পৌছানো।

#### ৫. নারীর খুটা পানি

নারীদের জন্য এটা জায়েজ না, নিজের উচ্ছিষ্টপানি বা খাবার কোনো পরপুরুষকে দেয়া। এটি গোপনবার্তা পৌছানোর একটি অংশ। হ্যাঁ, মেহমান পুরুষের অবশিষ্ট খাবার হলে নারীরা তা বরকত হিসেবে বা প্রয়োজনবশত খেতে পারবে। তবে বিষয়টি নির্ভর করবে নিয়তের ওপর। নিয়ত ভালো হলে বৈধো আর খারাপ হলে অবৈধো।

#### ৬. নারীদের কাপড়

নারীরা তাদের কাপড় এমন জায়গায় বুলিয়ে রাখবে না যেখানে পরপুরুষের চোখ পড়ে বা যেখানে পরপুরুষের দেখার আর ছোঁয়ার সুযোগ আছে।

#### ৭. নারীর চুল

নারীরা যদি তাদের মাথা চিরুনি করে আর তাতে চুল পড়ে তাহলে এগুলো কোনো গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখবে। এমন জায়গায় ফেলবে না, যেখানে পুরুষের চোখ পড়ে।

#### ৮. নারীর গোপনসৌন্দর্য প্রকাশ করবে না

নারীরা হাতে-পায়ে অনেক গয়না পরে। এসবের মধ্যে নুপুর জাতীয় কিছুর শব্দ হলে তা নিষেধ। কারণ গয়নার আওয়াজ অনেক সময় আপদ-বাহাইয়ের সৃষ্টি করে।

‘তাকসিরে কবির’-এর মধ্যে আছে, পুরুষ যখন নারীর গয়নার আওয়াজ শুনে তখন তার মধ্যে যৌনোত্তেজনা জেগে ওঠে।

‘মেশকাতশরিফ’-এ আছে, মুক্তি দেয়া এক ক্রীতদাস একটি মেয়ে নিয়ে ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর দরবারে হাজির হলো। মেয়ের পায়ে শব্দ করে এমন

যৌবনের যৌবনে • ১৯২

গয়না ছিলো। হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] তা কেটে দিলেন আর বললেন, আমি রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে বলতে শুনেছি-

مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانٌ

“প্রত্যেক ঘন্টাধ্বনির সাথে শয়তান থাকে।” [আবুদাউদ]

একবার হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর ঘরে একমহিলা শব্দ করে এমন গয়না পরে এলেন। তিনি তাকে ঘরে ঢুকতে বাধা দিয়ে বললেন-

لَا تَدْخُلِي الْمَلِكَةَ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ

“যে ঘরে ঘন্টাধ্বনি থাকে, ফেরেশতারা সেই ঘরে প্রবেশ করেন না।”

#### ৯. নারীরা পর্দাহীন বের হবে না

আল্লাহতায়াল্লা বলেন-

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

“তারা সৌন্দর্য দেখায় না।”

একহাদিসে আছে, নারীরা যখন পর্দাহীন অবস্থায় ঘরের বাইরে বের হয় তখন ফেরেশতারা তার ওপর অভিশাপ দিতে থাকে। ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

#### ১০. নারীরা সেজেগুজে বেরোবে না

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন-

الرَّافِقَةُ فِي الزَّيْنَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ غُلَامَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا

“নিজের পরিবার-পরিজন ছাড়া অন্যলোকদের কাছে সেজেগুজে যাওয়া কেয়ামতের দিনের অন্ধকারের মতো, যাতে আলোর ছিটেফোটাও নেই।”

[ইবনেকাসির: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৮৭]

#### ১১. নারীরা সুগন্ধি মেখে বের হবে না

রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন-

الْمَرْءُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَّاءٌ وَكَذَا يَغْنِي زَانِيَةً

“যে নারী সুগন্ধি লাগিয়ে কোনো আসরে যায় সে ব্যভিচারিনী।”

[ইবনেকাসির: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৮৭]

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর সাথে রাস্তায় একমহিলার সাক্ষাত হলো, যার থেকে সুগন্ধি বেরিয়ে আসছিলো। আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু]

জিজ্ঞেস করলেন, মসজিদ থেকে আসছো? ওই মহিলা বললেন, জি, হ্যাঁ। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, সুগন্ধি লাগিয়ে? মহিলা জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তখন আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] বললেন, আমি আমার প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে বলতে শুনেছি, যে নারী সুগন্ধি মেখে মসজিদে আসে তার নামাজ আত্মাহ কবুল করেন না। তাই একথা শুনে ওই মহিলা ফিরে ঘরে গেলেন আর কাপড় ভালো করে ধুইলেন।" [ইবনেকাসির]  
আজকাল নারীরা এতোটাই ভারি সুগন্ধি ব্যবহার করে, অন্ধলোকেরাও টের পায় তাদের পাশ দিয়ে কোনো নারী চলে গেছে।

#### ১২. নারীদের চলার পথ

নারীদের উচিত আপদ থেকে বাঁচার জন্য মাঝপথ দিয়ে না চলা, যেখানে পুরুষের ধাক্কাধাক্কি হয়। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَخْتَضِينَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُمْ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ.

“তোমাদের (নারীদের) রাস্তার মাঝ দিয়ে চলা ঠিক নয়। তোমাদের উচিত হলো রাস্তার একপাশ দিয়ে চলা।” [ইবনেকাসির: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৮৭]  
এই নির্দেশ দেয়ার পর মহিলাসাহাবিরা রাস্তার পাশ দিয়ে চলতেন। তাঁরা এমনভাবে চলতেন, তাঁদের কাপড় দেয়ালে লেগে যেতো।

#### ১৩. নারীরা পরপুরুষের সাথে মোসাফা করবে না

পশ্চিমাসমাজে নারীরা পরপুরুষের সাথে দেখা হলে সাথে মোসাফা করে। ইসলাম এটাকে হারাম করেছে। পরনারী-পুরুষ পরস্পরের সাথে মোসাফা করতে পারবে না। একহাদিসে উমাইয়া ইবনে রুকাইয়া [রদিয়াল্লাহু আনহা] বলেন, একবার নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে আমি নিবেদন করলাম, আপনি আমাদের কাছে আসুন যাতে আমরা আপনার হাতে বায়াত বা শিষ্যত্বগ্রহণ করতে পারি। তিনি বললেন, আমি নারীদের সাথে মোসাফা করি না। শুধু মৌখিকস্বীকৃতিই যথেষ্ট।

একহাদিসে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, যেলোক কোনো নারীর হাত ছোঁবে, যার সাথে তার বৈধোসম্পর্ক নেই, ওই হাতের তালুতে কেয়ামতের দিন আগুনের ফুলকি রাখা হবে।

আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] বলেন, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] জীবনে কোনোদিন কোনো পরনারীকে ছোঁতেন।

#### ১৪. নারীরা পরপুরুষকে চিঠি লিখবে না

নারীদের যদি পরপুরুষের কাছে কোনো বার্তা পৌঁছানোর প্রয়োজন পড়ে তাহলে বিয়ে বৈধো না এমন পুরুষ দিয়ে পৌঁছাবে। কোনো চিঠি লিখতে হবে

বিয়ে বৈধো না এমন পুরুষের অনুমতিতে লিখবে। যেমন দীনি কোনো মাসয়াল জানতে মুফতি সাহেবের কাছে চিঠি লেখার অনুমতি।

#### ১৫. পুরুষের উচিত কারো ঘরে উঁকি মেরে না দেখা

পুরুষের কারো ঘরে ঢোকার প্রয়োজন হলে ঘরবাসীর অনুমতি নিয়ে ঢুকবে। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

إِذَا شِئْنَا أَنْ تَلَاكَ كَانَ إِذْنُكَ وَالْأَفْزَاجُ

“তিনবার অনুমতি চাইবে, পাওয়া গেলে ভালো, নয়তো ফিরে যাবে।”

[বোখারি, মুসলিম]

অনুমতির দরকার এজন্য, আগন্তুক ঘরের লোককে বিশেষ কোনো অবস্থায় দেখে না ফেলে। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর ঘটনা আছে। একবার মাথার চুল চিরুনি করছিলেন। কেউ এসে দরোজায় উঁকি মারলেন। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] এটা জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। আর বললেন, আমি জানলে তার চোখ গলিয়ে দিতাম। তার কি জানা নেই—

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

“অনুমতি প্রার্থনার বিধান রাখা হয়েছে দেখার জন্যই।” [বোখারি]

এটাও মনে রাখবেন, অনুমতি প্রার্থনাকারী দরোজায় শব্দ করার পর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে না বরং ডানে বা বাঁয়ে সরে দাঁড়াবে। এভাবে দরোজা ও জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি করাও নিষেধ। বোখারি ও মুসলিমশরিফে আছে, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন—

لَوْ أَمُرُّهُ أُكْلَعُ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخُذْ فَتَةً بِحَصَاةٍ فَفَقِّأَتْ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جَنَاحٍ

“কেউ যদি অনুমতি ছাড়া তোমাদের ঘরের দিকে উঁকিঝুঁকি করে তাহলে তার চোখে পাথর দিয়ে ঢিল মারো। এতে তার চোখ নষ্ট হলে তোমার কোনো জরিমানা হবে না।” [ইবনে কাসির: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৮০]

এতে অনুমান করা যায়, অন্যের ঘরের দিকে উঁকিঝুঁকি করা কতো বড় অন্যায়। কোনো কোনো যুবক নিজের বাড়ির ছাদের ওপর বসে দূরবীণ দিয়ে দূরের কোনো বাড়ির নারীদের এমনভাবে কাছে এনে দেখে যেমন একহাত দূর থেকে দেখছে—এটা হারাম।

#### ১৭. পুরুষ তার মায়ের ঘরে যেতেও অনুমতি চাইবে

হাদিসে আছে, একলোক রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে ঢোকার জন্য আমি কি আমার মায়ের অনুমতিও চাইবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, মায়ের কাছেও অনুমতি চাইতে হবে। ওই লোক বললেন, আমি



তো মায়ের সাথে একই ঘরে থাকি। রাসুল [সদ্দায়াহ আলয়াহি ওয়া সাল্লাম] বললেন, তবুও তার থেকে অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে। লোকটি বললেন, আমি তো তার সেবায় নিয়োজিত। এতে তো সমস্যা হবে। রাসুল [সদ্দায়াহ আলয়াহি ওয়া সাল্লাম] বললেন, তুমি কি তোমার মাকে বিবস্ত্র দেখতে পছন্দ করো? ওই লোক বললেন, না। রাসুল [সদ্দায়াহ আলয়াহি ওয়া সাল্লাম] বললেন, এ কারণে আমি বলছি, অনুমতি নিয়ে যাও।

হজরত ইবনে মাসউদ [রদিয়াল্লাহু আনহুমা]-এর স্ত্রী হজরত জয়নাব [রদিয়াল্লাহু আনহা] বলেন, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখন কোনো প্রয়োজনে অন্দরমহলে আসতেন প্রথমে দরোজায় এসে থেমে যেতেন, কঁশি দিতেন, শব্দ করতেন, পরে ঢুকতেন।

ইবনুলআরাবি লেখেন, অন্যের ঘরে ঢোকার জন্য অনুমতি চাওয়া জরুরি। নিজের ঘর হলে অনুমতি চাওয়া জরুরি নয়। হ্যাঁ, একই ঘরে মা-বোনও থাকলে দরোজার সামনে এসে শব্দ করবে, যাতে মহিলারা খবর পেয়ে যায়। কারণ মা-বোনরাও কখনও এমন অবস্থায় থাকতে পারেন, যা আমাদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে পারে।

#### ১৮. হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর সতর্কতা

একবার কেউ হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে দেখলেন, তাঁর ঘরের দরোজার সামনে বসে আছেন। তিনি তাঁকে সালাম দিয়ে সামনে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি যখন এ রাস্তা দিয়ে ফিরছিলেন তখন দেখলেন, ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] দরোজার সামনে বসে আছেন। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুসলমানদের খলিফা! আপনি দরোজার সামনে এভাবে বসে আছেন কেনো? তিনি বললেন, আমার মেয়ে হাফসা আজ বাড়িতে এসেছে। আর আমার স্ত্রী বাড়িতে নেই, ঘরে মেয়ে একা। এজন্য আমি ঘরে তাঁর সাথে নির্জনে বসার চেয়ে দরোজার সামনে বসে থাকাকে ভালো মনে করছি।

#### ১৯. পুরুষেরা রাস্তায় বসবে না

পুরুষেরা রাস্তায় এমনভাবে বসবে, চলাচলকারী নারীদের দেখা যায়-এটা হারাম। কোনো কোনো স্কুল-কলেজের মেয়েরা যখন বাড়ি ফিরে তখন বখাটে ছেলেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের উত্তর করে। প্রথমতো, মেয়েদের একা বাড়ির বাইরে যাওয়া ঠিক নয়। আর গেলে কয়েকজন একসাথে যাবে। দ্বিতীয়তো, মহল্লাবাসী এধরনের ছেলেরা দেখলে কঠোরভাবে শাসাবে, যাতে সামনে এমনটা করার সাহস না করে।

#### ২০. পুরুষের সামনে পরনারীর অবস্থা

শরিয়ত এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে, কোনো নারী তার স্বামীর সামনে অন্যান্য নারীর অবস্থার খোলামেলা বর্ণনা দেবে না। হতে পারে এই পুরুষের ভেতরে ওই নারীর রূপ ও সৌন্দর্যের প্রভাব পড়ে তার পিছু নিতে পারে।

রাসুল [সদ্দায়াহ আলয়াহি ওয়া সাল্লাম] বলেন-

لَا تَبَايِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعِيهَا بِزُجَّهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

“(ভাবার্থ) নারী অন্যান্য নারীর সাথেও এমনভাবে থাকবে না, সে নিজ স্বামীর কাছে তার গুণ বললে স্বামী সেই নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়।” [বোখারি]

#### ২১. পুরুষ তার স্ত্রীর রহস্য খুলে দেবে না

রাসুল [সদ্দায়াহ আলয়াহি ওয়া সাল্লাম] পুরুষদেরও নিষেধ করেছে, তারা যেনো স্ত্রীর একান্ত কোনো বিষয় অন্যকোনো পুরুষের কাছে বর্ণনা না করে। হাদিসে আছে-

إِنَّ مِنْ أَشْرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ الرَّجُلِ يُخْفِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُخْفِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

“আত্মার কাছে লোকদের মাঝে নিকৃষ্ট পুরুষ ওই লোক, যে স্ত্রীর সাথে সহবাসের কথা অন্যের কাছে বলে বেড়ায়।” [মুসলিম: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৬৪]

#### ২২. নারী-পুরুষ যৌনোত্তেজক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবে

পুরুষ পুরুষের সাথে আর নারী অন্যকোনো নারীর সাথে প্রেম-ভালোবাসার এমন কাহিনী বর্ণনা করবে না, যৌনোত্তেজনা চরমে পৌঁছে আর মনে পাপের জন্য তৈরি হয়ে যায়। হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও এমন কথা বলবে না, যা যৌনোত্তেজনা জাগিয়ে তোলে।

#### ২৩. দু'জন নারী বা পুরুষ একসাথে ঘুমাবে না

ইসলাম এই বিষয়টি নিষেধ করেছে, দু'জন নারী বা পুরুষ এককাপড়ে জড়িয়ে থাকবে। হাদিসে আছে-

وَلَا يُفْقِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْقِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

“একপুরুষ অন্যপুরুষের সাথে এককাপড়ে জড়িয়ে থাকবে না আর একনারীও অন্যান্য নারীর সাথে এককাপড়ে জড়িয়ে থাকবে না।” [মুসলিম]

নারী-পুরুষের এভাবে স্বজাতির এতো কাছাকাছি চলে আসাও একটি নষ্টামির কারণ। হজরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, এতে যৌনোত্তেজনা উক্কে উঠে। এর কারণে সমকামিতার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

## ২৪. চৌকি আলাদা করা

রাসূল [সদ্দাউল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ وَاضِرُّهُمْ عَنْهُمُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشِيرَةٍ  
فَقُوا أَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاحِفِ

“তোমাদের শিশুদের বয়স যখন সাত হয়ে যায় তখন তাদের নামাজের নির্দেশ দাও। দশবছর বয়স হয়ে গেলে নামাজ না পড়লে তাদের সামান্য মেয়ে শাসন করো আর তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।” [আবুদাউদ]  
বয়সের এই ধাপ থেকে মানুষের মধ্যে যৌনোন্মত্ততার সৃষ্টি হয়। এজন্য শিশুদের আলাদা আলাদা চৌকিতে শোয়ানো জরুরি। কাছাকাছি শুইলে ঘুমে বা জাগা অবস্থায় শয়তান নিয়তে দুইতারা জন্ম দিতে পারে। পরস্পরে যৌনোন্মত্তকলাপের সুযোগ করে দিতে পারে। এই হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম রাজি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন—

لَا يُجُوزُ لِلرَّجُلِ مَضَاجِعَةَ الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي جَانِبِ الْفِرَاشِ  
“দু’পুরুষ একসাথে শোয়া বা ঘুমানো জায়েজ নেই, চাই দু’জন বিছানার দু’প্রান্তেই থাকুক না কেনো।” [তাফসিরেকাবির: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৫৯]  
যৌনবিশেষজ্ঞরাও বিজ্ঞানের আলোকে এই বাস্তবতার কথা স্বীকার করেছেন।

## ২৫. বিনা কারণে বিয়েতে দেরি

ব্যভিচার ও অশ্লীলতার বড় একটি কারণ বিয়েতে বিনা কারণে দেরি করা। মা-বাবা ভাবে, ছেলে আমার পড়াশুনা করবে। এরপর চাকরি পেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর বিয়ে করবে। এর মধ্যেই ছেলের বয়স তিরিশ পেরিয়ে যায়। অনেক সময় বড় ছেলের বিয়েতে দেরি হওয়ায় পরের তিন ছেলেও বিয়ের বয়সে পৌঁছে যায়। আবার কোনো সময় ছেলে আদর্শবধূর বোঁজে থাকে কিন্তু তার কাক্ষিত বেহেশতিছর আর মিলে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড় ভাই ভাবে, আগে ছোটোবোন-ভাইদের বিয়ের কাজ সেরে নিই, পরে নিজে করবো। এভাবে তার বয়স হয়ে যায় চল্লিশ ছুঁইছুঁই। পুরুষের জন্য বিয়ের আদর্শবয়স পঁচিশবছর আর মেয়ের জন্য আঠারোবছর। যতো দেরি হবে ততোই খারাপের আশঙ্কা থাকে। সন্তান বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যাবার পরও মা-বাবা তাদের বিয়েতে যতো দেরি করবে এ সময়ে তারা যতো পাপাচারে জড়াবে এর শাস্তি তে মা-বাবারও একটি অংশ থাকবে।

হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলতেন, আমাকে প্রিয়নবি [সদ্দাউল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে দ্রুততাতার নির্দেশ দিয়েছেন।

যৌবনের যৌবনে • ১৯৮

যখন সময় হয়ে যায় নামাজ আদায়ে;

১. মৃতের দাফন-কাফনে আর

২. মেয়ের বিয়েতে যখন উপযুক্তপাত্র মিলে যায়।

৩. কোনো কোনো পরিবারের মেয়ের বয়স পঁয়ত্রিশবছর হয়ে যায় কিন্তু মা-বাবা উপযুক্তপাত্রের বোঁজেই থাকে। এধরনের দেরি অনেক বেশি ক্ষতিকর। আমাদের আগেকার মনীষীরা একথা জানলে কোনো ঘরে বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে আছে আর তার বিয়েতে কালক্ষেপণ করা হচ্ছে—ওই ঘরে পানিও পান করতেন না। মেয়েকে বিয়ে দিতে দেরি করলে আরেকটি বড় ক্ষতি হলো, সন্তান প্রসবের সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর ছেলে বিয়েতে দেরি করলে নানা শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে যৌনোচ্চাহিদার ঘাটতি দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে সহবাসের যোগ্যতাই থাকে না।

ছেলোরা সাধারণত পনেরোবছর বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়। ত্রিশবছর বয়স পর্যন্ত যৌবন ধরে রাখা তাদের ক্ষেত্রে অসম্ভব না হলেও খুবই কষ্টকর। সে মা-বাবাকে লুকিয়ে কোনো না কোনোভাবে কোনো মেয়ের সাথে অবৈধোসম্পর্ক স্থাপন করবেই। এমনিভাবে মেয়ের বয়স পঁচিশ হয়ে গেলে সেও অবৈধোপথে হাঁটার চেষ্টা করবে। মা-বাবার নাক কেটে দেয়াও বিচিত্র নয়। চাকরিজীবনে নারীদের বিয়েতে সাধারণতো দেরি হয়, এটা খুবই মারাত্মক। কোনো গ্রাম্যএলাকায় মেয়েদের বিয়েই দেয়া হয় না, যাতে জায়গা-জমি ভাগ করে দিতে না হয়। আবার কোথাও মেয়েকে বিয়ে দেয়া হয় কোরআনের সাথে—এটা খুবই অজ্ঞতার বিষয়।

সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বোখারি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] জানতে পারলেন অমুক ঘরে মেয়ে রয়েছে। তার বিয়েতে মা-বাবা অকারণে দেরি করছে। তিনি মেয়ের মাকে বললেন, তোমার মেয়েকে দ্রুততো বিয়ে দিয়ে দাও। মা বললেন, মেয়ের বয়স আর তেমন কী হয়েছে, এখনও মুখ থেকে দুধের গন্ধ আসে। আতাউল্লাহ শাহ বোখারি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] তখন বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু দুধ পড়ে গেলে কিন্তু দুর্গন্ধ আসতে পারে। পরে সেই দুধ মানুষের কাজে না লেগে হুতুরের খাবার হবে!

একশহরে সৈয়দবংশের একমেয়ে থাকতো। তিনি খুবই সৎ ছিলেন। তবে তার বিয়ে হয়নি। তিনি দিনভর রোজা রাখতেন আর রাতভর নফল নামাজ পড়তেন। এলাকার মহিলারা তার খুব সুনাম করতো। তাকে দিয়ে দোয়া করতো। তাকে নানান উপহার-উপটোকন দিতো। একবার ওই মেয়ে এমন অনুস্থ হয়ে পড়লেন যে, অবস্থা খুবই খারাপ। মহন্তার তরুণীরা তার সেবার জন্য একত্রিত হলো। কথাবার্তার একপর্যায়ে কেউ তাকে বললো, আপনি

যৌবনের যৌবনে • ১৯৯



আমাদের এমন কোনো উপদেশ দিন যা সারাজীবন কাজে আসবে। সৈয়দা মেয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের এমন একটি বিষয়ে উপদেশ দেবো যা তোমাদের আজীবন কাজে আসবে, সেটা হলো, উপযুক্তসম্বন্ধ এলে তোমরা বিয়েতে কখনও দেরি করবে না। একথা শুনে মেয়েরা খুব বিস্মিত হলো। একজন বললো, আপনি তো নিজেই বিয়ে করেননি অথচ আমাদের বলছেন দ্রুত বিয়ে করতো! তিনি বললেন, আমি আমার মনের অবস্থাটা তোমাদের সামনে কী করে খুলে বলবো। আমার বিয়েতে দেরি হওয়ায় আমার প্রবৃত্তি যৌনোত্তেজনা নিবৃত্ত করার জন্য তাড়িত করছিলো। আমার মন নামাজ আর তেলাওয়াত কিছুতেই বসতো না। আমি দিনে রোজা রাখতাম আর রাতে জেগে জেগে ইবাদত করতাম। তার পরেও উত্তেজনায় আমার অবস্থা খারাপ। রাতে যখন আমি কোরআন তেলাওয়াত করতাম আর গলিতে বুড়োপাহারাদার আওয়াজ করতো তখন আমার মনে চাইতো তাকে কাছে ডেকে এনে যৌনোত্তেজনা নিবৃত্ত করি। কয়েকবার আমি উঠে গিয়ে দরোজা খুলতে চেয়েছি। কিন্তু বদনামের ভয়ে ফিরে এসেছি। এতে সারাজীবনের সম্মান-প্রতিপত্তি ধুলোয় মিশে যাবে। লোকেরা বলাবলি করবে, সৈয়দ বংশের মেয়ে হয়ে এমন কাজ করেছে! আমি ছটফট করে রাত কাটাতাম। কোনো পাশ ফিরেই স্থিতি পেতাম না। আমি যন্ত্রণা সহ্য করায় চাই না তোমরা কেউ এই যন্ত্রণা ভোগ করো। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] যথার্থই বলেছেন, উপযুক্তপাত্র পেলে মেয়ের বিয়েতে দেরি করবে না। আর যৌতুক ইত্যাদি শুধু প্রথা ছাড়া কিছুই না।

## ব্যভিচারের প্রকারভেদ



নারী-পুরুষ তাদের জৈবিকচাহিদা নানাভাবে পূরণ করে নেয়। এর মধ্য থেকে বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে বা ক্রীতদাসীর সাথে মালিকের যৌনোচ্চাহিদা পূরণ বৈধো। এছাড়া সবপদ্ধতি অবৈধো। জৈবিকচাহিদা পূরণের অবৈধো সব পথ ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। এখানে এ নিয়ে আলোচনা করা হলো—

#### ১. স্বমেহন

নারী বা পুরুষ যখন নিজে-নিজে যৌনোত্তেজনা পুরো করে নেয়, এটাকে স্বমেহন বলে। এর দুটি পদ্ধতি—

ক. কল্পিত ব্যভিচার: যখন পুরুষ তার চিন্তায় কোনো মেয়ের সাথে সহবাস করে বা কোনো মেয়ে কোনো পুরুষের সাথে সহবাসের কল্পনা করে এতে যৌনোত্তেজনা চরমরূপ ধারণ করে। উঠতিবয়সী তরুণ-তরুণীরা এতে যাদ নেয়। অনেকের বীর্যপাতের অবস্থাও হয়ে যায়, যাতে গোসল ফরজ হয়। এটা দিয়ে অন্তর কলুষিত হয়। এটাকে মন ও মস্তিষ্কের ব্যভিচার বলা হয়। তওবা করলে এ গোনাহও মাফ হয়ে যায়। এটা ব্যভিচারের প্রথমধাপ।

খ. হস্তমৈথুন: কোনো পুরুষ প্রচণ্ড যৌনোত্তেজনায় সময় নিজের হাত দিয়ে বিশেষ অঙ্গে নড়াচড়া করে বীর্য বের করা বা কোনো নারী তার গুণ্ডাঙ্গে আঙ্গুল ঢুকিয়ে যৌনোত্তেজনা নিবারণ করা—এটাকে স্বমেহন বলে। এটাও অবৈধো। আদ্বাহতায়াল বালেন—

فَتَنِ الْبَتَقِي وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَاوُونَ

“যারা স্ত্রী ছাড়া যৌনো নিবারণ করবে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী।”

[সূরা: আল-মামিনুন, আয়াত: ৭]

আল্লামা আলুসি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] তাঁর তাফসিরে লেখেন, “বেশিরভাগ আলেম এটি (স্বমেহন) হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত। তাঁদের মতে, এটি কোরআনের ঘোষণা وَرَاءَ ذٰلِكَ (এর বাইরে কিছু)—এর অন্তর্ভুক্ত।”

আবুহাব্বান উনুদুলুসি ‘তাফসিরে আলবাহরুল মুহিত’-এ লিখেছেন, “বেশিরভাগ আলেম হস্তমৈথুনে বীর্যপাত হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত।” আল্লামা কুরতুবি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] তাঁর তাফসিরে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখেছেন, “বেশিরভাগ আলেম এটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত।” আল্লামা ইবনে আরাবি তাঁর তাফসিরে লিখেছেন, “বেশিরভাগ আলেম এটি হারামের ব্যাপারে একমত। আর এটাই সঠিক।”

#### স্বমেহনের প্রভাব

কোনো যুবকের স্বমেহনের অভ্যাস হয়ে গেলে তার স্বাস্থ্য এর কুপ্রভাব পড়ে। এখানে এ নিয়ে আলোকপাত করা হলো—

যৌবনের মৌবনে • ২০২

চেহারায় প্রভাব: এমন যুবকের চেহারা মলিন হয়ে যায়। চেহারার লাবণ্যতা শেষ হয়ে যায়। প্রাকৃতিক ঔজ্জ্বল্য ও লাবণ্যতা থাকে না। গাল ভেসে যায়। চোখের কোণায় কালো দাগ পড়ে যায়। রক্তশূন্যতার কারণে কেউ দেখলে প্রথমদর্শনেই মনে হবে সে অসুস্থ।

স্নায়ুগতো প্রভাব: স্নায়ুগতো দুর্বল হয়ে স্বভাবে অস্থিরতা চলে আসে। বিটখিটে মেজাজের কারণে ধৈর্যশক্তি কমে যায়। শরীর সবসময় ক্লান্ত মনে হয়। এমন লোক সবসময় শুয়ে থাকতে পছন্দ করে। কোনো কাজে মন বসে না। একপর্যায়ে কাজচোর হয়ে যায়। রাগ বেড়ে যায়।

মনের ওপর প্রভাব: চলাফেরা বা কোনো কাজ করলে বুক ধরপড় করে কাঁপতে থাকে। যুবক ভুলের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ছাত্রদের পড়াশুনা ভাটা পড়ে। অনেক কষ্ট করে পড়া মনে করতে হয় কিন্তু দ্রুত ভুলে যেতে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তিককাজ করতে মন সায় দেয় না। ছাত্রদের পড়াশুনা ছাড়া সব কিছু ভালো লাগে।

শারীরিক ক্ষতিতে প্রভাব: ওজন কমে কমে হাড়মূল মনে হয়। কেউ দেখলেও বলে, তুমি এমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেনো। সামান্যকাজ করলে হাঁপিয়ে ওঠে। যৌবনকালেই বার্ষিকের ছাপ এসে যায়। রক্তশূন্যতার কারণে কাজের সময় হাত-পা কাঁপতে থাকে। বসা থেকে উঠলে চোখের সামনে সব অন্ধকার দেখা যায়। নার্ভ দুর্বল হয়ে বায়ু বেরিয়ে যাওয়ার রোগ হয়। প্রস্রাব শেষ করার পরও ফোঁটা ফোঁটা পড়তে থাকে।

যৌনোশক্তি প্রভাব: যৌনোশক্তিমতর দিক থেকে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্রুত বীর্যপাতের রোগে আক্রান্ত হয়। বেশি বেশি স্বপ্নদোষ হয়। বিশেষ অঙ্গে শিথীলতা চলে আসে। উত্তেজনায় সময় পুরোপুরি শক্ত হয় না। ফলে স্ত্রীসহবাসের যোগ্য থাকে না। লাঞ্ছনা ও অপমান ছাড়া কপালে কিছু থাকে না। মেয়েরা সাধারণতো লিকরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। হজমে দুর্বলতার কারণে খাবারে অরুচি চলে আসে। মনের সাদ্ব্যনার জন্য নিজে নিজেকে স্মার্ট মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা দেখে মন থেকে বেরিয়ে আসে—

الله تعالى كى شان ہے

[আল্লাহ কী শান হয়]

كوى من بى جان ہے

[লাকড়ী মৌ ভী জান হয়]

মনটা নাচে দেখছি যতো

আল্লাহ তোমার শান

যৌবনের মৌবনে • ২০৩



লাঠির ভেতর কেমন করে  
দিলে তুমি প্রাণ!

যদিও এই পাপের শারীরিক ক্ষতি অনেক বেশি কিন্তু যোহেতু মানুষ নিজ হাতে নিজের জীবন ধ্বংস করে দেয়, নিজেরই ক্ষতি করে, তাই ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা আসা দিয়ে এই পাপ দ্রুত ক্ষমাযোগ্য।  
কারণ আদ্বাহর সাথে বান্দার বিষয়টি হলো—

هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ.

“আদ্বাহ ওই সত্তা, যিনি তওবা কবুল করেন আর পাপ ক্ষমা করে দেন।”

## ২. বিপরীত লিঙ্গের সাথে যৌনোচ্ছ্বাস নিবারণ

আদ্বাহতায়াল নারীকে পুরুষের আর পুরুষকে নারীর যৌনোচ্ছ্বাস পূরণ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। প্রাপ্তবয়স্ক নারীর বিশেষ অঙ্গে পুরুষের যৌনাস্রব চোকানোকে যৌনোমিলন বলে। এই মিলন যদি হয় পরনারী-পুরুষের মধ্যে তাহলে তাকে বলে ব্যভিচার। এর নানান ধরন হতে পারে। ভয়াবহতা ও নষ্টামীর মাত্রা হিসেবে ধারাবাহিকভাবে এখানে তা লেখা হলো—

### অঙ্গের ব্যভিচার

কোনো পরপুরুষ পরনারীর প্রতি যৌনোত্তেজনার সাথে তাকালে এটাকে চোখের ব্যভিচার বলে। হাদিসে আছে—

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزَنَا هُمَا النَّظَرُ

“দ’চোখও ব্যভিচার করে তবে এর ব্যভিচার হলো তাকানো।”

[বোখারি, মুসলিম]

একবুজুর্প বলতেন, যেলোক যৌনোত্তেজনার দৃষ্টিতে কোনো পরনারীকে দেখে নিলো সে মনে-মনে ওই নারীর সাথে ব্যভিচার করে ফেলেছে।

রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

وَالْأُذُنَانِ زَانَاةَانِ زَنَا هُمَا السَّمْعُ

“আর কানের ব্যভিচার হলো শোনা।”

জানা গেলো, পরনারী-পুরুষ পরস্পরে যৌনোলোচনা করা বা হাসি-তামাশা করা কানের ব্যভিচার। পরস্পরে ছোঁয়া হাতের ব্যভিচার। রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

لَا تَبْتَغِي فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُسَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

যৌবনের যৌবনে • ২০৪

“পরনারীকে নির্জনে ছোঁয়ার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার সুঁই দিয়ে আহত করে দেয়া অনেক ভালো।”

কাপড়ের ওপর দিয়ে পরনারী-পুরুষ পরস্পরে বাহবদ্ধ হওয়া, চুমু খাওয়া, পরস্পরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত বুলানো, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক—সবকিছুই ব্যভিচারের অংশ। গভীর তওবা দিয়ে গোনাহ ক্ষমা হয়ে যায়।

### স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার

আদ্বাহতায়াল স্বামী-স্ত্রীর সহবাসকে পুণ্যের মাধ্যম বানিয়েছেন। কিন্তু পিরিয়ড চলাকালীন আর সন্তান জন্মের পর চল্লিশদিন পর্যন্ত তা থেকে নিষেধ করেছেন। আদ্বাহতায়াল বলেন—

فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجْنِيزِ

“পিরিয়ড চলাকালীন নারীদের থেকে আলাদা থেকে।”

[সূরা: বাকারা, আয়াত: ২২২]

রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دَبْرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“যে পিরিয়ড চলাকালীন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বা স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে বা কোনো গণকের কাছে যায়, সে মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর ওপর নামা ওহি অস্বীকার করলো।” [তিরমিজি, মেশকাত]  
ইমাম আহমাদ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণনা করেছেন—

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذِّي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَئَارٍ أَوْ نَشِيطٍ دِينَئَارٍ.

“তিনি নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেন, যে লোক পিরিয়ড চলাকালীন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে সে যেনো একটি পূর্ণ সোনার মুদ্রা বা অর্ধেক সদকা করে।” [তিরমিজি]  
বেশিরভাগ ইমাম ও আলেম একথার ওপর একমত, তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা দিয়ে এ পাপ মোচা যায়।

### পরনারীর সাথে ব্যভিচার

যখন পরনারী-পুরুষ এমনভাবে মিলিতো হয়, পুরুষের বিশেষ অঙ্গ নারীর বিশেষ অঙ্গে ঢুকায় তখন এটা ব্যভিচারের পূর্ণাঙ্গরূপ। এর জন্য শরিয়ত নির্দেশিত শাস্তি হতে পারে। আদ্বাহতায়াল বলেন—

যৌবনের যৌবনে • ২০৫

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا  
 “ব্যভিচারের কাছেও যেনো না। নিঃসন্দেহে এটি অশ্লীল ও মন্দপথ।”  
 [সূরা: ইসরা, আয়াত: ৩২]

রাসূল [সদ্দাওয়াহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وَاللَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَبَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِي فِي عَبْدِهِ أَوْ  
 تَزِي أُمَّتُهُ. وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبْكَيْتُمْ كَثِيرًا।

“(ভাবার্থ) হে উম্মতেমোহাম্মাদি! আল্লাহর শপথ, পাপকাজকে আল্লাহর চেয়ে ঘৃণাকারী আর কেউ নেই। দুনিয়ার মনিবরা নিজের গোলাম-বান্দির ব্যভিচারকে যে পরিমাণ ঘৃণা করে, এর চেয়ে মহান আল্লাহ সর্বাধিক ঘৃণাকারী। আল্লাহর শপথ, পাপকাজের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে খুব কম হাসতে আর খুব বেশি কাঁদতে।”

[মেশকাত: হাদিস: ১৪৮৩]

বিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার

অবিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে তাদের একশো দোররা মারতে হয়। কিন্তু বিবাহিত নারী-পুরুষ যদি ব্যভিচার করে তাহলে তাদের সাজা হলো পাথর মেরে প্রাণনাশ করা। এতে জানা গেলো, বিবাহিত নারী যেহেতু কারো আমানত, এজন্য তার সাথে ব্যভিচার করা জঘন্য পাপ। কারণ এটা আমানতে খেয়ানত, কারো সম্পর্কে কলুষিত করা আর স্বামীর মনে কষ্ট দেয়াও। রাসূল [সদ্দাওয়াহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

مَا مِنْ ذَنْبٍ يَغْدِلُ الشَّرَّكَ أَكْثَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَصَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ لَا يَجِلُّ لَهُ.  
 “শিরকের পর এর চেয়ে জঘন্য কোনো পাপ নেই, কোনো লোক তার বীর্ষ এমন গর্ভাশয়ে রাখে, যা তার জন্য বৈধো নয়।”

[ইবনে কাসির: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৮]

প্রতিবেশীর সাথে ব্যভিচার

হাদিসে আছে, রাসূল [সদ্দাওয়াহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে মারাত্মক গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো তখন তিনি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা আর হত্যা করার কথা উল্লেখের পর বললেন—

أَنْ تَزِي فِي حَبِيلَةِ جَارِكَ

“তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।” [বোখারি]

যৌবনের যৌবনে • ২০৬

অন্যহাদিসে রাসূল [সদ্দাওয়াহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بِوَالِقَةٍ

“ওই লোক জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্টতা থেকে তার পড়শী নিরাপদ নয়।”  
 [বোখারি]

একহাদিসে আছে, রাসূল [সদ্দাওয়াহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ. وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ. وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ قَالُوا مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بِوَالِقَةٍ.

“আল্লাহর শপথ, মোমিন না, আল্লাহর শপথ, মোমিন না, আল্লাহর শপথ, মোমিন না। সাহাবারা নিবেদন করলেন, কে হে রাসূল [সদ্দাওয়াহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]? তিনি বললেন, যার অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।” [বোখারি]

আলেমরা লিখেন, ঘরের চারদিকে চল্লিশঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর সাথে ব্যভিচার করলে ব্যভিচারের পাশাপাশি প্রতিবেশীর অধিকার নষ্ট করার জন্যও গোনাহগার হবে।

নিকটাত্মীয় নারীর সাথে ব্যভিচার

যদি প্রতিবেশী নিকটাত্মীয় হয় তাহলে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করাও ভয়াবহ পাপ। কারণ এতে প্রতিবেশীর মনোকষ্টের পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন—

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

“আর তারা ভাঙ্গে ওই সম্পর্কে, যা জোড়া লাগানোর নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন।” [সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৭]

হাদিসে আছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের শবেকদরেও ক্ষমা করা হয় না। সাধারণতো দেখা গেছে, আত্মীয়তার মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে প্রেমের রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় আর একপর্যায়ে তা ব্যভিচারের রূপ নেয়। প্রচলিত প্রথায় জীবনযাপনকারী মেয়েরা তার খালাতো, মামাতো, ফুফাতো ও চাচাতো ভাইদের সাথে পর্দা করে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ‘দিনে ভাই ভাই, রাতে চার পায় (চৌকি)’। যখন অবৈধ যৌনো সম্পর্কের বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় তখন আত্মীয়তায় স্থায়ী বিচ্ছিন্নতা ঘটে।

মোজাহিদের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার

ওই লোক, যারা আল্লাহর বিধানকে সম্মত করার জন্য তাঁর পথে বের হয় আর তাদের স্ত্রীরা বাড়িতে একা থাকে, শরিয়ত তাদের সম্মত ও সম্মানের

যৌবনের যৌবনে • ২০৭



দিকটি অন্যান্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূল [সদ্ব্যাহ আল্লাহি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُزْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ. وَمَنْ مَاتَ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ عَنْ عُنُقِهِ. ثُمَّ التَّقَاتِ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ مَا كُنْتُمْ.

“মোজাহিদের স্ত্রীদের সম্মত বাড়িতে থাকা পুরুষদের জন্য তাদের মায়ের মতো। কোনো লোক, যিনি মোজাহিদের প্রতিনিধি হয়ে রইলো আর তাদের স্ত্রীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা (ব্যভিচার) করলো, তাকে কেয়ামতের দিন দাঁড় করানো হবে, এরপর তার আমল থেকে যতো খুশি ততো নিয়ে যাবে ওই মোজাহিদরা। পরে রাসূল [সদ্ব্যাহ আল্লাহি ওয়া সাল্লাম] আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী বলো?”

[মুসলিম: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৫০৮]

এর ব্যাখ্যা আলেক্সান্দার লিখেন—

مَا كُنْتُمْ أَنْ أَفْتَكُمْ أَنْ يَتَوَكَّلَ الْإِبْرَ لَا يَنْبَغُ وَلَا الصَّدِيقُ بِصَدِيقِهِ حَقًّا يَجِبُ عَلَيْهِ

“তোমাদের এ নিয়ে কী মতামত, বাবা ছেলের জন্য বা বন্ধু বন্ধুর জন্য এমন কোনো অধিকার কি ছেড়ে দেবে, যা সে পাবে।”

দীনিইলম অর্জনের জন্য যারা মাদরাসায় যায় বা দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে যারা সফরে বের হয়, তারাও মোজাহিদের বিধানের আওতায় পড়বে।

বিষয়ে অবৈধো এমন নারীর সাথে ব্যভিচার

আজকাল ঘরে-ঘরে টিভি, ভিডিও, ইন্টারনেট এসব চারিত্রিক এতো স্থলন ঘটিয়েছে যে, পুরুষেরা তাদের বিয়ে অবৈধো এমন নারীদেরও যৌনোত্তেজনা চোখে দেখে। এমনকি ব্যভিচারেও জড়ানোর উদাহরণ আছে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] নবিকারিম [সদ্ব্যাহ আল্লাহি ওয়া সাল্লাম] থেকে বলেছেন—

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَخْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ.

“যে তার বিয়ে অবৈধো এমন নারীর সাথে ব্যভিচারে জড়ালো, তাকে মেরে ফেলো।” [ইবনেমাজাহ]

অন্যহাদিসে আছে—

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِأَمْرَأَةٍ ابْنِهِ فَخَرَّبَ عَنْقَهُ وَخُسَّ مَالَهُ.

যৌবনের মৌবনে • ২০৮

“রাসূল [সদ্ব্যাহ আল্লাহি ওয়া সাল্লাম] তাঁকে (আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস) একলোকের কাছে পাঠালেন, যে তার সৎমায়ের সাথে ব্যভিচার করেছে। তিনি নিয়ে ওই লোককে হত্যা করলেন আর তার পঞ্চমাংশ সম্পদ সরকারি কোষাগারে জমা করলেন।” [ইবনেমাজাহ]

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাতরাফ রাসূল [সদ্ব্যাহ আল্লাহি ওয়া সাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেছেন—

مَنْ تَحَقَّقَ الْخُرْمَتَيْنِ فَخُطُّوا وَسَطُهُ بِالسَّيْفِ.

“যেলোক বিয়ে অবৈধো এমন নারীকে বিয়ে করলো, তার পেটের ভেতর তলোয়ার ঢুকিয়ে দাও অর্থাৎ তাকে হত্যা করে ফেলো।” [তবরানি]

তালাক পাওয়া নারীর সাথে ব্যভিচার

কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ের নিদর্শনগুলোর মধ্যে এটাও একটি, স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পরও নিজের কাছে রাখবে আর ব্যভিচারে জড়াবে। নানান দেশে মুসলমানদের মধ্যে এ বিষয়টি বেড়ে যাচ্ছে যে, স্বামী রাগে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়। পরে ছেলে-মেয়ের দিকে তাকিয়ে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হওয়ার অসম্ভব মনে করে তাই ‘মিয়া বিবি রাজি তো ক্যার করে কাজি’—এধরনের বিষয় ঘটে। মানুষের সামনে লজ্জার ভয়ে তালাকের কথা প্রকাশ করে না অথচ কেয়ামতের দিন লজ্জিত হওয়ার কথা ভুলে যায়। ‘তাকসিরে রুহুল মাআনি’তে লিখেছেন, “সবচেয়ে জঘন্য ব্যভিচার হলো কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, পরে হারাম হবার পরেও তার সাথে থাকে।”

বুড়োদের ব্যভিচার

বুড়োরা যদি ব্যভিচার করে তাহলে এটি ব্যভিচারের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরন। আলেক্সান্দার লিখেন, “তিনি যদি বুড়ো হন তাহলে তার পাপ অনেক বড়। আর তিনি ওই তিনধরনের লোকেরই অন্তর্ভুক্ত, যাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। যাদের পুত্র-নিহৃত করবেন না আর যাদের জন্য ডাবাহ শাস্তি রয়েছে।”

৩. সমলিঙ্গের সাথে ব্যভিচার

কখনও দু’জন নারী বা পুরুষ পরস্পরের সাথে যৌনোন্মত্ততা পূরণ করে নেয়। এটি দুধরনে হতে পারে—

ক. সমকামিতা

সমকামিতা অর্থ হলো, একপুরুষ অন্যপুরুষের পায়ুপথে লিঙ্গ ঢোকানো। এই নিকৃষ্ট অভ্যাসটির সূচনা হয় লুত [আলায়হিস সালাম]-এর জাতি থেকে। এজন্য

যৌবনের মৌবনে • ২০৯

এর নাম লাওয়াতাত বা সমকামিতা। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে হজরত লুত [আলায়হিস সালাম]-এর জাতির আলাচনা প্রসঙ্গে এর কথা বলেছেন—  
 أَتَيْنَ الْكَافِرِينَ مِنَ الْعَالَمِينَ. وَقَدْ رُؤُوا مَا خَلَقَ لَكُمْ رُبُّكُمْ مِنْ أَوْجَاحِكُمْ بَلَى

“সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমরা কি কেবল পুরুষদের সাথেই কুর্কর্ম করো? আর তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা ত্যাগ করো, বরং তোমরা একসীমালব্ধনকারী সম্প্রদায়।”

[সূরা: শুআরা, আয়াত: ১৬-১৬৬]

আল্লাহ তায়ালা পুরুষের জৈবিকচাহিদা পূরণের জন্য নারীদের বানিয়েছেন। কোনো লোক যদি নারীদের ছাড়া পুরুষদের সাথে যৌনোচ্চাহিদা পূরণ করে তাহলে এটা তার বিকৃতমানসিকতা ও রুচির পরিচয়। তার অনুভূতিশক্তি হারিয়ে গেছে। বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হলো ওই লোকের মতো, যারা পাকানো ডুনা গোশত খাওয়ার পরিবর্তে পঁচা ও কাঁচাগোশত খাওয়ার ইচ্ছা দেখায়। লুতজাতির আগে মানবেতিহাসে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَتَيْنَ الْفَاجِئَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“তোমরা কি নির্লজ্জদের কাজ করতে চাচ্ছে যা পৃথিবীতে এর আগে কেউ করেনি।” [সূরা: আরাফ, আয়াত: ৮০]  
 মানুষকে আল্লাহ তায়ালা বুদ্ধি ও বিবেকের আলো দান করেছেন। বিশ্বাসের বিষয় হলো, প্রাণীরা পর্যন্ত সমকামিতা করে না। লুতজাতি যদি এই অপকর্ম শুরু না করতো তাহলে হয়তো মানুষেরা এই পাপাচার থেকে বেঁচে যেতো। আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের উক্তি আছে—

لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى. ذَكَرَ الْإِنْسَانَ فِي الْقُرْآنِ مَا كُنْتُ أَنْ أَحْدَأُ فَعَلَهَا.

“আল্লাহ যদি কোরআনে লুতসম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ না করতেন তাহলে আমি কল্পনাও করতাম না কোনো মানুষ এমনটা করতে পারে।”

#### সমকামের শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা লুতসম্প্রদায়কে তাদের পাপের অপরাধে পাঁচধরনের শাস্তি দিয়েছেন, যাতে অন্যরা এ থেকে শিক্ষা নেয়।

#### ধ্বংস

কয়েকজন মোমিন বাদে পুরো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হয়। এতে জ্ঞান গেলো, সমকামিতায় লিপ্ত লোকেরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য বেঁচে

থাকার কোনো অধিকার রাখে না। তাদের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। বাঁশও নেই, বাঁশিও আর বাজবে না।

#### তাদের ঘর-বাড়ি উন্টিয়ে দেয়া

লুতসম্প্রদায়ের পুরো জনপথ তাদের ওপরই উন্টিয়ে দেয়া হয়। ইবনে কাইয়িম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন—

وَإِذَا يَدِيرُ هِمُّ قَدْ أَقْبَعَتْ مِنْ أَصْلِبِهَا وَزُفِعَتْ نَحْوَ السَّمَاءِ حَتَّى سَمِعَتْ الْمَلَائِكَةُ نَبْأَ الْكِلَابِ وَتَهَيَّئِ الْخَمِيرَ.

“তাদের ঘর-বাড়ি শেকড় থেকে আকাশের এতো ওপরে উঠিয়েছিলেন, ফেরেশতারাও কুকুরের ঘেউ-ঘেউ আর গাধার হাসির শব্দ শুনেতে পেয়েছিলেন।”

#### তাদের ওপর পাথর মারা

লুতসম্প্রদায়ের ওপর পাথরের বৃষ্টি ঝরানো হয়। ‘লিসানুল আরব’ নামের অভিধানে سَجَلِيل শব্দের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে—

جِبَارَةٌ مِنْ طِينٍ طُبِعَتْ بِئَارُ جَهَنَّمَ مَكْتُوبٌ فِيهَا أَشْمَاءُ الْقَوْمِ وَمَعْنَى مَنُشُودَائِي مُتَتَابِعٌ يَكْتَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

“ওই মাটি দিয়ে বানানো পাথর দোজখের আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়েছে। পাথরের গায়ে লুতসম্প্রদায়ের লোকদের নাম লেখা ছিলো।”  
 আশ্চর্য্য আলুসি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] তাঁর তাফসিরে লিখেন—

حَتَّى أَنْ تَأْجِرَ مِنْهُمْ كَانَ فِي الْحَرَمِ قَوْفَقَتْ لَهُ حَجْرًا يَوْمًا حَتَّى قُتِيَ وَجَارَتْهُ وَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ قَوْفَعٌ عَلَيْهِ.

“আল্লাহ তায়ালা পাথরের এমন বৃষ্টি বর্ষণ করলেন যা দিয়ে তাদের উপস্থিত-অনুপস্থিত সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন। এমনকি তাদের কোনো কোনো ব্যবসায়ী বাইরে থেকে ফিরে আসার পর চল্লিশদিন পরেও পাথর এসে গায়ে লেগেছিলো।”  
 শাস্তির এই ভয়াবহতা প্রমাণ করে সমকামিতাকে আল্লাহ কতো অপছন্দ করেন।

#### মাটিতে পুঁতে দেয়া

লুতসম্প্রদায়ের সবাইকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হয়। কারণ তাদের জন্য ভূপৃষ্ঠে ওপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ অপেক্ষাকৃত ভালো।



অপদস্থ করা

আল্লাহতায়াল্লা লুতসম্প্রদায়ের বিস্তারিত আলোচনা কোরআনেকারিমে করে তাদের খুবই অপদস্থ করেছেন। লুতসম্প্রদায়ের ব্যাপারে যতো লাঞ্ছনা ও অপদস্থমূলক শব্দ ব্যবহার করেছেন তা আর কোনো সম্প্রদায়ের জন্য করেননি। সমকামিতা এতো ভয়াবহ পাপাচার, কোমলতা ও দয়ালুতা একদিকে রেখে কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা চূড়ান্তরূপ ধারণ করেছে। এই দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি এজন্য দেয়া হয়েছে, যাতে অন্যলোকেরা কানে হাত ঢুকায় আর মন-মস্তিষ্কে এ পাপের কল্লনাও যেনো না আনে।

ব্যভিচার ও সমকামিতার তুলনামূলক পর্যালোচনা

ব্যভিচার ও সমকামিতা দু'টিই কবירה বা বড়পাপ। তবে সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়ার কারণে খুবই ভয়াবহ আর পাপের দিক থেকেও বড়। বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

সমকামিতা	ব্যভিচার	ক্রম
দু'জন পুরুষ মিলে সমকাম করে।	নারী-পুরুষ মিলে ব্যভিচার করে।	১
সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাই তা ভয়াবহ।	ব্যভিচার যদিও পাপ কিন্তু নারী-পুরুষের মিলন প্রাকৃতিকচাহিদা।	২
সমকামিতায় বীর্যপাত করা হয় এমন জায়গায় যেখানে তা নষ্ট হওয়া ছাড়া গতি নেই।	ব্যভিচারের ক্ষেত্রে এমন জায়গায় বীর্যপাত করা হয় যেখান থেকে মানবপ্রজন্ম বৃদ্ধি পায়।	৩
সমকামিতার ক্ষেত্রে কোরআনে ফাহেশা বা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু অনির্দিষ্ট শব্দ এজন্য অর্থ হলো, ব্যভিচারও অন্যতম পাপ। আল্লাহতায়াল্লা বলেন-	ব্যভিচারের ক্ষেত্রে কোরআনে ফাহেশা বা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু অনির্দিষ্ট শব্দ এজন্য অর্থ হলো, ব্যভিচারও অন্যতম পাপ। আল্লাহতায়াল্লা বলেন-	৪
أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ	إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا	
হাদিসে সমকামীর ওপর তিনবার অভিযাচ করা হয়েছে।	হাদিসে ব্যভিচারকারীর ওপর মাত্র একবার অভিযাচ করা হয়েছে।	
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمٍ		
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ لُوطٍ		
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمٍ لُوطٍ		

যৌবনের যৌবনে • ২১২

লুতসম্প্রদায়ের জন্য কোরআনে নানান জায়গায় নানান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেমন-	ব্যভিচারকারীকে কোরআনে خَوِيْتُ বা অপবিত্র শব্দে অভিহিত করা হয়েছে।	৬
فَاسِقِينَ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. مُسْرِفُونَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. مُفْسِدِينَ قَالَ رَبِّ النَّصْرُ عَلَيَّ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ. إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا فَاسِقِينَ. عَادُونَ. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ		
সমকামীদের আল্লাহ নিজে পাথরের বৃষ্টি ফরিয়ে সাজা দিয়েছেন।	ব্যভিচারকারীকে পাথর মারার জন্য মানুষদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।	

ফলাফল

সমকামিতা ব্যভিচারের চেয়ে পাপের দিক থেকে ভয়াবহ। এজন্যই ইসলামিবিধানশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা লিখেছেন, যদি কেউ একদিকে নারী-পুরুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখে আর অন্যদিকে দু'জন পুরুষকে সমকামিতায় লিপ্ত দেখে তাহলে তার উচিত প্রথমে পুরুষদের আলাদা করা আর তাদের গ্রেফতার করা। পরে ব্যভিচারে লিপ্ত নারী-পুরুষকে আলাদা করবে। কারণ নারী-পুরুষের যৌনোমিলনে বৈধোতার সম্ভাবনা আছে। কারণ হতে পারে তারা যামী-স্ত্রী অথবা বাদী ও মুনিব। কিন্তু সমকামিতায় বৈধোতার কোনো পথ নেই। ব্যভিচার যদি মন্দকাজ হয় তাহলে সমকামিতা অনেক বেশি মন্দকাজ।

সমকামিতা ইসলামে

ইসলাম সমকামকে খুবই অপছন্দ ও নিকৃষ্টকাজ মনে করে। লুতসম্প্রদায়ের লোকদের কর্মকাণ্ডে জড়ানোদের অনেক শাস্তির বিধান রেখেছেন। রাসুল [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন-

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي دُبُرِهَا

"আল্লাহতায়াল্লা কেয়ামতের দিন ওই লোকের দিকে ফিরে তাকাবেন না যে আরেকজন পুরুষ বা তার স্ত্রীর সাথে পায়ুপথে সহবাস করে।" [তিরমিজি]

সমকামিতার পাপের ভয়াবহতা এতে অনুমান করা যায়, লুতসম্প্রদায়ের অবয়ব দেখাটাও পছন্দ করেননি। অন্যহাদিসে আছে-

যৌবনের যৌবনে • ২১৩

مَنْ وَجَدَ شُرَكَاءَ يَعْمَلُ عَنْ قَوْمٍ لَوْ كَانُوا الْقَائِلِينَ وَالْمُفْعُولِينَ بِهِ.  
“কাউকে লুতসম্প্রদায়ের লোকদের কাজে জড়াতে দেখলে সমকামী দু'জনকেই হত্যা করে ফেলো।” [ইবনেহাক্বান, তিরমিজি, আহমাদ]

স্ত্রীর সাথে সমকাম  
ইসলাম স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের সাথে যৌনমিলনের অনুমতি দিয়েছে আর এটাকে ইবাদতের পর্যায়ে রেখেছে। তবে স্বামীকে নিষেধ করে দিয়েছে যেমন স্ত্রীর পায়ুপথ দিয়ে সহবাস না করে। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন-

إِنَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ

“তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যেভাবে ইচ্ছা সহবাস করতে পারো, যদি তা স্ত্রীলিঙ্গে হয়।” [আহমাদ]  
রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন-

أَقِيلَ وَأَذْبُرُ وَأَتَى الذَّيْبُ وَأَذْبُرُ وَالْحَيْضَةُ.

“সামনে, দাঁড়িয়ে, পাশে থেকে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তবে পেছনের রাস্তা আর পিরিয়ড চলাকালীন সহবাস থেকে বিরতো থাকো।” [আহমাদ]  
জানা গেলে, স্বামী স্ত্রীর সামনে থেকে বা পেছন দিক থেকে এসে সামনে দিয়ে সহবাস করবে। কিন্তু পায়খানার রাস্তা আর পিরিয়ড চলাকালীন সহবাস থেকে বিরতো থাকবে। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে এক আনসারিসাহাবি স্ত্রীমিলনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন-

صَبَامًا وَاحِدًا أَيْ الْفَرْجَ فَقَطَّ.

“এক হেঁদায় হওয়া চাই। অর্থাৎ স্ত্রীর যৌনাঙ্গে।” [আহমাদ, তিরমিজি]  
নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] আরো বলেন-

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبِّهَا

“যে স্ত্রীর বায়ুপথে সহবাস করে, সে অভিশপ্ত।”

[মুসনাদে আহমাদ]

الَّذِي يَأْتِي امْرَأَةً فِي دُبِّهَا هِيَ الْوُطِيَّةُ الصُّغْرَى

“যে স্ত্রীর পায়ুপথ দিয়ে সহবাস করে এটা ছোটো সমকামিতা।” [আহমাদ]  
ওমর ইবনে শোয়ায়েব তাঁর বাবা ও দাদার সূত্রে হাদিস বলেন, রাসুল

যৌবনের মৌবনে • ২১৪

[সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন-

ইমাম দারামি তাঁর হাদিসের কিতাবে বর্ণনা করেছেন, সাইদ ইবনে ইয়াসার হজরত ইবনে ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহুমা]-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, “স্ত্রীর পেছনের পথ দিয়ে সহবাস করা কেমন? তিনি জাববে বললেন-

هَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“এটা কি কোনো মুসলমান করতে পারে?” [সুনানেদারামি]

সমকামীর সাজা

কোরআনে সমকামিতায় লিপ্তদের নিয়ে বলা হয়েছে-

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأَذْهُبَا.

“তোমাদের মধ্যে যখন দু'জন পুরুষ অপকর্ম (সমকাম) করে, তাদের কঠোর সাজা দাও।”

রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] সমকামের পাপাচারের কথা কয়েক হাদিসে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। পাশাপাশি তার উম্মতের ক্ষেত্রে এর আশঙ্কার কথা বলে দিয়েছেন-

إِنِّي أَخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَنْ قَوْمٍ لَوْ كَانُوا الْقَائِلِينَ وَالْمُفْعُولِينَ بِهِ.

“আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা লুতসম্প্রদায়ের অপকর্মের ব্যাপারে।” [জামেউলফাওয়ায়েদ]

এই অপকর্ম নিশ্চিহ্ন করার জন্য তিনি বলেছেন-

مَنْ وَجَدَ شُرَكَاءَ يَعْمَلُ عَنْ قَوْمٍ لَوْ كَانُوا الْقَائِلِينَ وَالْمُفْعُولِينَ بِهِ

লুতসম্প্রদায়ের অপকর্মে লিপ্ত কাউকে দেখলে সমকামী দু'জনকেই মেরে ফেলো।” [তিরমিজি]

এ হাদিসের ভিত্তিতে ইসলামি শাস্তিবিদরা এব্যাপারে একমত যে, সমকামে রতো দু'জনকেই মেরে ফেলা হবে। তবে কীভাবে মারবে এতে দুটি মত আছে। ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মতে, ব্যভিচার ও সমকামের মধ্যে অনেক পার্থক্য। ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারিত কিন্তু সমকামের শাস্তি নির্ধারিত নয়। এজন্য সমকামীকে খুবই কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। হয়তো পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিতে হবে বা হাতির পায়ের তলায় পিষে মারতে হবে বা আগুনে জ্বালিয়ে দিতে হবে।

হজরত আবুবকর [রদিয়াল্লাহু আনহু] আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর সাথে পরামর্শক্রমে একসমকামীকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। খালিদ ইবনে ওলিদও এ

যৌবনের মৌবনে • ২১৫



সাজা চালু করেছিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের, খালেদ ইবনে জায়েদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মার্মার জুহরি, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, ইমাম মালেক আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [রহমাতুল্লাহি আলায়হিম] প্রমুখ এই মত পোষণ করেন, সমকামীর সাজা ব্যভিচারকারীর চেয়ে কঠোর হওয়া চাই।

এ নিয়ে দ্বিতীয় মতটি হলো, শরিয়তে ব্যভিচারকারীর যে সাজা নির্ধারিত তা সমকামীরও। হাসান বসরি, আতা ইবনে আবিরেবা, সাইদ ইবনে মুসায়্যিব, ইবরাহিম ইবনে নখয়ি, কাতাদা, আওজায়ি, ইমাম আবুইউসুফ আর ইমাম শাফেয়ি [রহমাতুল্লাহি আলায়হিম] প্রমুখ এই মতপোষণ করেন। জানা গেলে, সমকামের ভয়াবহতা ব্যভিচারের চেয়েও বেশি। এজন্য হত্যাকৃতের উত্তরাধিকারীরা চাইলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাতে পারে কিন্তু সমকামীর মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচার কোনো পথ খোলা নেই।

#### মোহাম্মদিশরিয়তের সৌন্দর্য

শরিয়তের সৌন্দর্যের মধ্যে অন্যতম হলো, হেঁদা দিয়ে শয়তান হামলা করতে পারে তা বন্ধ করে দেয়া। যে ধাপে যেতে মানা সে পথে প্রথম পা উঠাতেই বাধা দেয়া হয়েছে। যেমন, সমকাম থেকে নিষেধ করা উদ্দেশ্য। তাই দাড়ি-গোফহীন ছেলেদের দিকে যৌনোত্তর চোখে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে। শৈশবে শরীর থাকে নরম তুলতুলে। পুরুষের সাথে থাকাটাকে মন্দও কিছু মনে করা হয় না। তাই পাপে জড়ানো খুবই সহজ।

#### দাড়ি-গোফহীন বালককে দেখা

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন—

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْدُثَ الرَّجُلُ النَّظَرَ الْغُلَامَ الْأَمْرَدُ.

“রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] দাড়ি-গোফহীন বালকদের দিকে তাকাতে মানা করেছেন।”

হজরত আনাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন—

لَا تُجَالِسُوا أَبْنَاءَ الْمُلُوكِ فَإِنَّ الْأَنْفُسَ تَشْتَاتُ إِلَى الْيَوْمِ مَا لَا تَشْتَاتُ إِلَى الْيَوْمِ الْعَوَاتِي.

“তোমরা ধনীর দুলালদের পাশে বসো না, কারণ প্রবৃত্তি তাদের থেকে এমন কিছুর কামনা করে, যা সুদর্শন ক্রীতদাসীদের থেকেও কামনা করা হয় না।”

[জিমুল হাওয়ায়ি: ইমাম ইবনে জাওজি]

হজরত সুফিয়ান সাওরি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলতেন—

قَاتِي أَرَى مَعَ إِمْرَأَةٍ شَيْطَانًا وَمَعَ كُلِّ صَبِيٍّ بَضْعَةٌ عَشْرَ شَيْطَانًا.

“নিকটই আমি নারীদের সাথে একশয়তান দেখতে পাই আর বালকদের সাথে দশের চেয়েও বেশি শয়তান দেখতে পাই।” [মিফতাহুল খোতাবাহ]

হাফেজ ইবনে হাজার [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] এ নিয়ে লিখেন, ধনী লোকদের ছেলেদের সাথে গুঠা-বসা কম করতে হবে। তারা আকার-আকৃতি আর পোশাক-আশাকে আপাদমস্তক আপদ। এমন আপদ, অনেক ক্ষেত্রে নারীদের চেয়েও ভয়াবহরূপ ধারণ করে।

আল্লামা শামি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] “দুররেমুখতার”-এ লিখেন, “যৌনাকাজ্জার আশঙ্কা হলে নারীদের আর দাড়ি-গোফহীন ছেলেদের চেহারার দিকে তাকানো হারাম। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, বালক যদি সুশ্রী হয় তাহলে সে নারীদের বিধানে। যেনো মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার ঢেকে রাখার মতো। ইবনুল খাত্তান মোহাম্মদিস বলেন, যে ছেলের দাড়ি গজায়নি তাকে দেখে মজা পেলো আর তার সৌন্দর্য আকৃষ্ট করলে তার দিকে তাকানো হারাম। যদি মজা অনুভব না হয় আর যিনি দেখেন তিনি আপদমুক্ত, তাহলে বৈধো। যৌনাকাজ্জার ব্যাখ্যায় আল্লামা শামি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেছেন, মনের চিনের নামই যৌনাকাজ্জা।”

হজরত আবুসাহাল বলেন, অচিরেই এই উম্মতের মধ্যে একটি শ্রেণী এমন হবে মাদেরকে “বালকপ্রেমী” বলা হবে। তারা হবে তিনধরনের—

১. একশ্রেণী শুধু সুন্দরছেলেদের দেখবে।
২. দ্বিতীয় শ্রেণী তাদের সাথে হাত মেলাবে আর কোলাকুলি করবে এবং
৩. তৃতীয় শ্রেণী তাদের সাথে অপকর্মে জড়াবে।

#### দাড়ি-গোফহীনদের নিয়ে আগেরদের কর্মপদ্ধতি

হজরত ইমাম মালেক [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] হাদিস শোনার জন্য দাড়ি-গোফহীন ছেলেদের তাঁর ক্লাসে থেকে উঠিয়ে দিতেন। একবার হেশাম ইবনে আম্মার যিনি ওই সময় দাড়ি-গোফহীন ছিলেন তিনি লোকদের মধ্যে চুপে চুপে বসে গেলেন। ইমাম মালেক [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ষোলোটি হাদিস শুনে নিলেন। যখন তিনি হিশামের কথা জানতে পারলেন তখন তাকে ডেকে নিয়ে ষোলোটি বেদ্বাঘাত করলেন।

ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর দরবারে যখন আবুইউসুফ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] প্রথমবার ক্লাসে হাদিস শোনার জন্য গেলেন তখনও

তিনি দাড়ি-গোফহীন ছিলেন। আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বললেন, তুমি আমার সামনে নয় পেছনের দিকে বসে হাদিস শুনবে। ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] এ ক্ষেত্রে এতোটাই সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, এ সময়ে একবারও তিনি আবুইউসুফ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর দিকে তাকাননি, এমনকি একবার আবুইউসুফ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] হাদিস পড়ে শোনাচ্ছিলেন আর তাঁর ছায়া দেয়ালের ওপর পড়ছিলো। ছায়া দেখে আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বুঝতে পারলেন তাঁর ছাত্রের দাড়ি-গোফ গজিয়েছে। তখন তাকে সামনে বসার অনুমতি দিলেন।

আমাদের আগেকার নেককাররা এ নিয়ে কতোই না সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের দরবারে একলোক এলেন, সাথে একটি বালকও ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘ও কে?’ ওই লোক বললেন, ‘আমার ভতিজা।’ ইমাম আহমদ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বললেন, ‘তাকে আর কোনোদিন আমার দরবারে নিয়ে আসবে না। এছাড়া তুমিও তাকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাবে না। এমন যেনো না হয়, কেউ তোমার ব্যাপারে খারাপ ধারণাপোষণ করে বসে।’

হজরত শেখ ফাতাহ মওসুলি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, আমি এমন তিরিশ বৃজ্জের কাছে গিয়েছি যারা আবদাল পর্যায়ের। তাঁরা সবাই আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, তুমি দাড়ি-গোফহীন ছেলেদের সান্নিধ্য থেকে বৈতে থেকে।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাইন [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর একছাত্র মোহাম্মদ বিন হোসাইন চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকাননি। হজরত মোহাম্মদ ইবনে আবুল কাসেম বলেন, আমরা তাঁর দরবারে গেলাম। আমাদের সাথে একটি বালক ছিলো, যে তার সামনে বসে যায়। তখন তিনি ওই বালককে বললেন, তুমি আমার সামনে থেকে উঠে যাও আর পেছনে গিয়ে বসো!

#### দু'জন পুরুষ একবিছানায় ঘুমালে

এই সতর্কতার কারণে দু'জন পুরুষকে একবিছানায় শুইতে মানা করা হয়েছে। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

لَا يُغْفَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ

“একপুরুষ অন্যপুরুষের সাথে এককাপড়ের নিচে ঘুমাবে না।”

[মুসলিম, মেশকাত]

এই হাদিসের আলোকে ইমাম রাজি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, “দু'জন পুরুষ একসাথে ঘুমালে জায়েজ নেই। যদিও দু'জন বিছানার দু'পাশে থাকুক।”

এজন্য সন্তানের বয়স যখন দশবছর হয়ে যায় তখন হাদিসের নির্দেশনা মতো—

فَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“তোমরা তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।”

#### সমকামিতার ক্ষতি

যুক্তি ও বর্ণনার আলোকে সমকামিতার ক্ষতিগুলো এখানে আলোচনা করা হলো—

##### নারীদের প্রতি অনাসক্তি

সমকামী যেহেতু প্রকৃতিবিরোধী কাজ করে সঙ্কট থাকে এজন্য সে সুস্থবিবেক ও সহজাতপ্রকৃতি হারিয়ে ফেলে। তার কাছে নারীদের চেয়ে ছেলেদের বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়। সমকামিতা করতে করতে একসময় পুরুষ স্ত্রীর সাথে সহবাসের যোগ্য থাকে না। এজন্য সংসার ভেঙ্গে যায়। সমকামীর স্ত্রীকে তালুকপ্রাপ্তিও বলা যায় না আবার বিবাহিতাও বলা যায় না। যেহেতু স্বামীর স্ত্রীর প্রতি কোনো আসক্তি নেই। তাই স্ত্রী কীভাবে স্বস্তিবোধ করবে। এ অবস্থায় স্ত্রীকে ঘরে রাখা জীবিত কবরে রাখার মতোই।

##### ক্রম হত্যার পাপ

সমকামীপুরুষ তার বীর্য এমন জায়গায় চালে যেখানে বংশ বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই সমকামীপুরুষ আল্লাহর দেয়া আমানতের খেয়ানত করছে। সমকামের গোনাহের পাশাপাশি তার ক্রমহত্যার গোনাহও হবে।

##### যৌনোপ্রশান্তি থেকে বঞ্চিত

আল্লাহতায়ালার নারীদের যৌনাস্ত্রকে পুরুষের উত্তেজনানিবৃত্ত করার উৎকৃষ্টজায়গা বানিয়েছেন। কোনো পুরুষ যখন স্ত্রীর সাথে মিলিত হন তখন তার বীর্য স্ত্রীর জরায়ুতে জমা হয়। এতে পুরুষের মধ্যে একধরনের প্রশান্তির সৃষ্টি হয়। এজন্য স্ত্রীর সাথে কয়েকবার মিলিত হওয়ার পরও এতো দুর্বল হয় না, যেতো দুর্বল অস্বাভাবিকপন্থায় একবার যৌনোমিলনে হয়। মনে করুন, নারী পুরুষের জন্য খাবারের মতো, পুরুষ নারী ছাড়া অন্যকোনো অস্বাভাবিকপন্থায় উত্তেজনা নিবৃত্ত করলেও তার মধ্যে ক্ষুধা রয়ে যায়। মনে একটা অস্বস্তি ও অপরাধবোধ কাজ করে। স্বস্তি নামের জিনিসটি সমকামিতা দিয়ে অর্জন হয় না। অথচ স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে পূর্ণস্বস্তি ও প্রশান্তি আসে। সত্যপ্রভুর সত্যবাণী হলো—



أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا.

“তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করা হয়েছে, যেনো তোমরা তার (স্ত্রী) কাছে প্রশান্তি পেতে পারো।”

#### শারীরিক দুর্বলতা

সমকামিতা অপ্রাকৃতিককাজ হওয়ায় এটি শারীরিক দুর্বলতার কারণ হয়ে যায়। শারীরিক সক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। রক্তশূন্যতার সৃষ্টি হয়। সমকামী পুরুষ মনে করে তার শরীর যেনো কেউ নিংড়ে দিয়েছে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বলতা দেখা দেয়।

#### মুখস্থশক্তির দুর্বলতা

সমকামীপুরুষের মুখস্থশক্তি অনেক কমে যায়। প্রথমতো, কিছু মনেই থাকে না। মনে করলে দ্রুত ভুলে যায়। সমকামিতায় অভ্যস্ত ছাত্র যদি অনেক কষ্ট করে পড়া মুখস্থও করে নেয় তবুও শোনাতে গিয়ে বা লিখতে গিয়ে এমনভাবে ভুলে যায়, যেনো পড়েইনি।

#### চেহারার লাবণ্যহীনতা

সমকামীপুরুষের চেহারার লাবণ্য-ওজ্জ্বল্য শেষ হয়ে যায়। যৌবনকালেই চেহারায় ভাজ পড়ে যায়। চোখের পাশে কালো দাগ জমে যায়। চেহারার লাবণ্য ও উজ্জ্বলতা একদম হারিয়ে যায়।

#### বিশেষ অঙ্গের ক্ষতি

সমকামিতার কারণে পুরুষের লিঙ্গে নেতিয়ে পড়া ভাব চলে আসে। অনেক ক্ষেত্রে নপুংসক হয়ে যায়। সিফিলিস ও গণরিয়ার মতো কষ্টদায়ক রোগ এই অপকর্মের কারণে হয়ে থাকে। এসব অসুখের কারণে মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে যায়।

#### ওষুধহীন দুচ্চিন্তা

সমকামীপুরুষের মধ্যে বালকপুরুষ দেখলেই যৌনোত্তেজনা জেগে উঠে। যেমন ব্যভিচারী পুরুষের মধ্যে নারী দেখলেই যৌনোত্তেজনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ব্যভিচারী পুরুষের জন্য নারীদের সাথে পর্দা করা বা তাদের থেকে দূরে থাকা সম্ভব। কিন্তু সমকামীপুরুষের জন্য বালক ও অন্যপুরুষ থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়। এজন্য সমকামীপুরুষের দুচ্চিন্তা ওষুধহীন। ওঠা-বসা-চলাফেরা সবকিছু

পুরুষদের সাথে হয়। এমনকি নামাজের জন্য মসজিদে গেলে সবার মন যখন আত্মাহ্বির ভয়ে ভরপুর থাকে তখন সমকামীপুরুষের চোখে-মুখে থাকে সুদর্শন বালকের সন্ধান। এমনকি জামাতে নামাজ আদায়ের সময় আগের কাতারের পুরুষদের দেখে যৌনোসুরসুরি শুরু হয়ে যায়। আত্মা ইকবাল যথার্থই বলেছেন—

مِنْ جُورِ بَيْتِهِمْ أَكْبَرُ تَوَاشِيٍّ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَدَا

[মাই জো সার বসেজদাহ হোয়া কভী তো যমী সে আনে লাগী সদা]

تِرَادِلْ تَوَاشِيٍّ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَدَا

[তেরা দিল তো হায় ছনম আশানা তুঝে কিয়া মিলে গা নামা-য মৌ]

আমার মাথা রাখলে পরে

জমিন আমায় বলে

মর্তিপুজার এই আমলে

মুক্তি পাওয়া চলে?

#### প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট

সমকামীপুরুষ এমন কাজ করে যা কোনো প্রাণীও করে না। তাই সে প্রাণী থেকেও নিকৃষ্টকাজ করে। মানবচরিত্রে সমকামিতার কুপ্রভাব পড়ে। এজন্য সমকামীরা মানুষের সাথে মিশতে সংকোচবোধ করে।

#### দুরারোগ্য ব্যাধি

সমকামীদের এইডসের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি হয়ে থাকে। যার আজ পর্যন্ত কোনো ওষুধ বের হয়নি। এই ব্যাধি তার থেকে তার স্ত্রীও হতে পারে। অনাগত সন্তানের মধ্যেও ছড়াতে পারে এই রোগ। সমকামিতার কারণে পরকালের শাস্তি তো হবেই তবে পার্থিবশাস্তিও কোনো অংশে কম না। এইডসে আক্রান্ত লোক তো পৃথিবীতে চলন্ত লাশের মতো।

#### অমুছনীয় অপবিত্রতা

সমকামিতা এমন মারাত্মক অসুস্থতা, সমকামীপুরুষ আত্মিকভাবে কখনও পবিত্র হতে পারে না। এর প্রতি চরম ঘৃণা জানাতে গিয়ে মোহাম্মদিস ইবনে আবিন্দুনইয়া মোজাহিদ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] থেকে বর্ণনা করেছেন—

إِنَّ الَّذِي يَغْتَمِلُ ذَلِكَ الْعَمَلُ لَوْ إِنْغَسَلَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنَ السَّمَاءِ وَكُنْ قَطْرَةً مِنَ الْأَرْضِ لَمْ يَزَلْ نَجَسًا.

“যারা একাজ (সমকাম) করবে তারা চাই আসমান-জমিনের সব পানির ফোঁটা দিয়ে গোসল করলেও সবসময়ের জন্য নাপাক থেকে যাবে।”  
হজরত ফোজাইল ইবনে আয়াজ থেকে বিদ্বৎ বর্ণনায় বলা হয়েছে—

لَا أَنْ لَوْ جِئْتُ إِنْ تَسَلَّ بِكُنْ قَطْرَةً مِنَ السَّمَاءِ لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

“যদিও সমকামী আসমানের প্রত্যেক ফোঁটা দিয়ে গোসল করে নেয় তবুও সে আল্লাহর সাথে অপবিত্র অবস্থায় মিলিতো হবে।”

তাই এর থেকে অপবিত্রসত্তা আর কী হতে পারে, সমকামীপুরুষ আসমান-জমিনের সব পানি দিয়ে গোসল করে নিলেও কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে হাজির হবে অপবিত্র অবস্থায়।

আল্লামা আলুসি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ‘তাকসিরে রুহুল মাআনি’তে এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, “পানি তার থেকে ওই পাপকে মুছে ফেলতে পারে না, যা তাকে তার প্রভু থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।”

এজন্য কেয়ামতের দিন আল্লাহ কোনো সমকামীকে দেখতেও চাইবে না। হাদিসে আছে—

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ فِي دُبُرِهَا

“আল্লাহ কেয়ামতের দিন এমন পুরুষের দিকে ফিরে তাকাবেন না, যারা পুরুষ বা স্ত্রীদের সাথে পায়ুপথে মিলিতো হয়।” [তিরমিজি, তাবরানি]

অন্ততপরিণতি

সমকামীপুরুষ যদি সমকাম থেকে যথার্থভাবে তওবা না করে তাহলে মৃত্যুর সময় কালেমা পড়ারও ভাগ্যে জুটবে না। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِعْجَارٍ هُنَّ فَقَدْ كَفَرَ

“যে নারীদের সাথে সমকাম করলো সে কুফুরি করলো।”

অন্যহাদিসে আছে—

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“যে লোক পিরিয়ড চলাকালীন বা স্ত্রীর পায়ুপথে মিলিতো হয় অথবা গণকের কাছে যায়, নিঃসন্দেহে সে ওই জিনিস অস্বীকার করলো যা মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]—এর ওপর এসেছে।”

এসব হাদিস দিয়ে প্রমাণিতো হয়, সমকামিতা এতো জঘন্যপাপ, এর ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কা করা হয়।

যৌবনের মৌবনে • ২২২

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ‘আল-জাওয়াবুল কাফি’ কিতাবে একটি ঘটনা লিখেছেন। একলোকের সুদর্শন বালকের সাথে ভালোবাসা ছিলো। বালক তাকে ঘৃণা করতো। ওই লোক তার ওপর আসক্ত হয়ে পাগল হয়ে গেলো। সে চাইলো প্রিয়বালকটি তার কাছে চলে আসুক। কিন্তু বালকটি আসতে চাইলো না। যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, সে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো—

“أَسْلَمَ” يَا رَاحَةَ الْعَيْنِ

[আসলামু ইয়া রা-হাতল আলীলি]

وَيَا شِفَاءَ الْمُنْذِفِ النَّجِيلِ

[ওয়া ইয়া শিফা-আল মুদনিফিননাহীলি]

وَصَلِّكَ إِشْهُي إِلَى فَوَادِي

[রিয়া-কা ইশহা ইলা ফুয়া-দী]

مِنْ رَحْمَةِ الْخَالِقِ الْجَبِيلِ

[মিন রহমাতিল খ-লিকিল জালীলি]

‘আসলাম’ আমার চোখের মণি

মনের সোহাগ ধ্বনি

খোদার দয়ার চাইতে তোমার

মধুর ধ্বনি শুনি!

পাশের লোকজন যখন তাকে বললো—

إِنِّي لِلَّهِ

“আল্লাহকে ভয় করো!”

তখন সে বললো—

قَدْ كَانَ

“এমনই!”

এভাবেই তার প্রাণপাখি বেরিয়ে গেলো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে অন্ততপরিণতি থেকে রক্ষা করুন! আমিন!!

আল্লামা ইবনে কাইয়িম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] এ নিয়ে লিখেছেন—

“এই রোগ ও ভালোবাসা কখনো কফুরির মতো হয়ে থাকে। যেমন ওই লোক তার প্রেমাস্পদকে ডাকাকে আল্লাহর ভালোবাসার চেয়েও ওপরে জায়গা দিয়েছে।”

যৌবনের মৌবনে • ২২৩



সমকামী পুরুষদের জন্য তিনি কয়েকটি কবিতার চরণও লিখেছেন—

فَيَا نَاعِلَ الذِّكْرِ إِنَّ بَيْنَكُمْ الْبُشْرَى

[ফাইয়া না-তিয়ায যাকারি ইন্না বাইনাকুমুল বুশরা]

فَيَوْمَ مَعَادِ النَّاسِ أَنْ لَكُمْ أَجْرًا

[ফাইয়াওমা মাআ-দিননা-সি আন্না লাকুম আজরা]

সমকামী তোমরা সবে

খুশির কথা শোনো

রোজ হাশরে এর প্রতিদান

মিলবে তোমরা জেনো!

كَلُوا وَاشْرَبُوا وَارْزُقُوا وَلَوْ طَوَّاءَ وَابْشِرُوا

[কুলু ওয়াশরবু ওয়াযনু ওয়া লুতু ওয়া আবশিরু]

فَإِنَّ لَكُمْ وَنَا إِلَى الْجَنَّةِ الْجَزَا

[ফাইন্না লাকুম যিনা ইলাল জান্নাতিল জাঝা]

খাও দাও আর ফুটি করো

ভাবছো তুমি কী

মরণ হলে স্বর্গে যাবে

ভাবছো তুমি কী?!

فَاخُذُواكُمْ قَدْ مَهَّدُوا الدَّارَ قَبْلَكُمْ

[ফাইখওয়া-নুকুম কদ মাহ্হাদুদদারা কবলাকুম]

وَقَالُوا إِنَّمَا عَجَّلُوا لَكُمْ بُشْرَى

[ওয়া ক-লু ইলাইনা আজ্জিলু লাকুম বুশরা]

সমকামে সঙ্গী যারা বলছে

তোমায় ডেকে

জলদি এসো আমার কাছে

ডাকছি ওপর থেকে।

وَمَا نَحْنُ أَشْلَافٌ لَكُمْ فِي إِنْتِقَالِكُمْ

[ওহা-নাহ্নু আসলা-ফুল লাকুম ফী ইনতিযা-রিকুম]

سَيَجْمَعُنَا الْجَبَّارُ فِي نَارِ الْكُبْرَى

[সায়াজমাউনাল জাক্বা-রু ফী না-রিহীল কুবরা]

যৌবনের মৌবনে • ২২৪

আমরা যারা অগ্রগামী

করাছি অপেক্ষা

মোদের তরে আন্তন খোদার

করাছে অপেক্ষা।

فَلَا تَحْسَبُوا أَنَّ الَّذِينَ نَكْخُشُهُمْ

[ফালা তাহসাবু আন্নাছাযীনা নাকাহুতুম]

يَخِيبُونَ عَنْكُمْ بَلْ تَرَوْهُمْ جَهْرًا

[য়্যাগীবূনা আনকুম বাল তারাওনাছম জাহরান]

ভাবছো নাকি হারিয়ে গেছেন

গড়লো যিনি তোরে

হঠাৎ তাঁরে দেখতে পাবে

স্বপ্নভাঙ্গা তোরে!

وَيَلْعَنُ كُلُّ مَنْكِبٍ لِيَحْلِلَ بِهِ

[ওয়াইয়ালআনু কুলুম মিনকুমা লিখলীলিহী]

وَيُشْفَى بِهِ الْمَغْرُورُ فِي الْكَرَّةِ الْآخِرَى

[ওয়াইয়াশুআ বিহীল মাখযুনা ফীল কুররতিল উখরা]

তখন জানি আরেকজনে

করবে অভিশাপ

তোর কারণে কাল হয়েছে

আমার এমন পাপ!

يُعَذِّبُ كُلُّ مَنْهُمْ بِشَرِّكَ بِهِ

[য়ুআযযাবু কুল্লাম মিনহুমা বিশারীকিহী]

كَمَا إِشْرَكَ فِي لَذَّتِ تَوْجِبُ الْوُزْرَا

[কামা ইশতারাকা ফী লায়যাতিন তজিবুল বিয়রা]

তখন সবাই সঙ্গী হবে

আন্তনজুলা হাতে

বুঝবে মজা কেমন সাজা

সকাল, দুপুর, রাতে!

[আল-জাওয়াবুল কাফি: পৃষ্ঠা: ১৯৭-১৯৮]

যৌবনের মৌবনে • ২২৫

নারী সমকামী

যখন দু'জন নারী পরস্পরের সাথে মিলিতো হয় আর নিজেদের যৌনোত্তেজনা নিবৃত্ত করে তখন তাকে আরবিতে-السَّخَائِي বলা হয়। ইবনে কুদামা লেখেন, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন-

إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ فَهَمَّازَ الْيَتَّانِ.

“যখন কোনো নারী অন্যনারীর সাথে মিলিতো হয় তখন দু'জনেই ব্যভিচারিনী।”  
হজরত ওয়াসেলা বিন ইসকা বলেন, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন-

سَخَائِي النِّسَاءِ زَنَّا بَيْنَهُنَّ.

“নারী নারীর সাথে পরস্পরে মিলিতো হওয়া ব্যভিচার।”

যদিও একাজে ব্যভিচারের গোনাহ হবে তবে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে কিন্তু কোনো দণ্ড দেয়া যাবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে মিলন ছাড়া শুধু চুমু খেয়ে ও কোলাকুলি করে যৌনোত্তেজনা নিবৃত্ত করে। এটাও লুতসম্প্রদায় থেকে শুরু। হজরত হোজায়ফা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন-

إِنَّمَا حَقُّ الْقَوْلِ عَلَى قَوْمٍ لُّوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ اسْتَغْنَى النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَالزَّجَالَ بِالزَّجَالِ.

“নিঃসন্দেহে লুতসম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারে একথা সত্য, তারা পুরুষ পুরুষে আর নারী-নারীতে পুরোপুরি তৃপ্ত ছিলো।” [দুররে মনসুর]  
আল্লামা আব্দুল্লাহ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, আব্বাহামজা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] মোহাম্মাদ ইবনে আলির কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহতায়াল্লা কি লুতসম্প্রদায়ের নারীদেরকে পুরুষদের কারণে শাস্তি দিয়েছেন? তখন তিনি বললেন-

اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ. اسْتَغْنَى الزَّجَالُ بِالزَّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ.

“আল্লাহ খুবই ন্যায্যপরায়ণ। তারা নারী নারীতে আর পুরুষ পুরুষে তৃপ্ত ছিলো।” [বায়হাকি: ইবনে আসাকির]

আল্লামা ইবনে কাইয়িম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেছেন-

لَكِنْ لَا يَجِبُ فِيهِ الْعَذَابُ. أَيْ فِي إِسْحَاقَ. لَعَدِمَ إِلَّا يَلَاحُ وَانْزَاطَ عَلَى هِمَا إِسْمَ الزَّجَالِ الْعَامَرِ كَرَفَى الْعَيْنِوَالْيَدِ وَالزَّجَلِ وَالْقَمَرِ.

যৌবনের যৌবনে • ২২৬

“তবে এর জন্য (নারী-নারী সমকাম) শরিয়ত নির্ধারিত দণ্ড প্রযোজ্য হবে না। কারণ এতে মিলিতো হওয়ার বিষয় নেই। যদিও এটাকে ব্যভিচার শব্দে অভিহিত করা যায়। যেমন চোখের ব্যভিচার, হাতের ব্যভিচার, পায়ের ব্যভিচার আর মুখের ব্যভিচার।” [আল-জাওয়াবুলকাফি: পৃষ্ঠা: ২০১]

এতে এটা প্রমাণিতো, শরিয়ত বাইরে মিলিতো হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ না হওয়ার কারণে তাদের ওপর দণ্ড প্রয়োগের নির্দেশ দেয়নি। তবে অন্যভাবে দেখলে দেখা যায়, এর মাধ্যমে একনারী অপর নারীর সাথে যৌনোত্তেজনা নিবৃত্ত করে। তার শরীর থেকে বীর্য বেরিয়ে তা মানবজগৎ ধ্বংসের জন্যও অভিযুক্ত হয়।

এই যৌনোপূজার পথ নারীদের চোখ থেকে লজ্জা আর মন থেকে শালীনতাবোধ নিঃশেষ করে দেয়। যে নারীর লজ্জা ও শালীনতার মূর্তপ্রতীক হওয়ার কথা সে নারী অন্যনারী বা যুবতীকে বিপথে আনার কারণ হয়ে যায়। শয়তানের চাওয়া পূরণ করে দেয়। যেভাবে দু'চরিত্রের পুরুষেরা পরনারীকে ফুসলাতে থাকে এভাবে এই নারী কোনো মেয়েকে তার জালে আটকে ফেলে। অন্যমেয়েকে দেখে তার মধ্যে যৌনোত্তেজনার ধারা উত্তাল হয়ে উঠে। নিজে কামুক হয়ে উন্মাদনা মেটায়। আল্লাহতায়াল্লা বলেন-

فَمَنْ ابْتَغَى زَوْاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَاذُونَ

“তাই যারা এর বাইরে কামনা করবে তারা সীমালঙ্ঘনকারী।”

প্রাণীর সাথে ব্যভিচার

এটা ব্যভিচারের চতুর্থ প্রকার। মানুষ তার যৌনোত্তেজনা এই পরিমাণ কাতর হয়ে পড়ে, তারা প্রাণীর সাথে ব্যভিচারে জড়িয়ে যায়। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন-

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ

“অভিশপ্ত ওই লোক, যে প্রাণীর সাথে অবৈধোকায়ে জড়ায়।”

[আবরানি, হাকেম]

প্রাণীর সাথে ব্যভিচার সমকামিতার চেয়েও ভয়াবহ পাপ। হাফেজ ইবনে কাইয়িম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন-

كَرِيبٌ أَنَّ الزَّاجِرَ الطَّبِيعِيَّ عَنْ إِنِّيَابِ الْبَهِيمَةِ أَقْوَى مِنَ الزَّاجِرِ الطَّبِيعِيِّ عَنْ قَوْمٍ لُوطٍ.

“নিঃসন্দেহে প্রাণীর সাথে ব্যভিচারকারীর শাস্তি সমকামীর শাস্তির চেয়ে কঠোর।” [আল-জাওয়াবুলকাফি: পৃষ্ঠা: ২০১]

যৌবনের যৌবনে • ২২৭

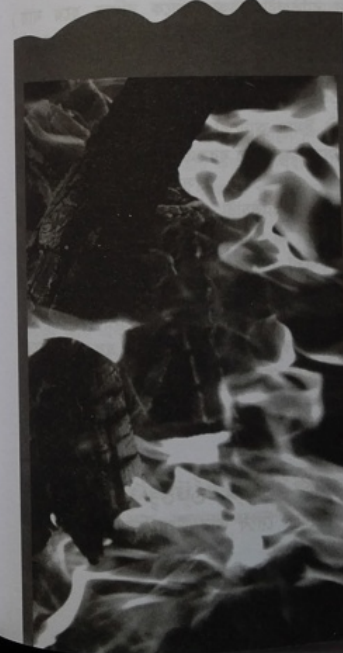


হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] নবিকারিম [সদ্দাপ্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেন—

مَنْ أَتَى بِهَيْمَةَ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوْهَا مَعَهُ

“যে লোক প্রাণীর সাথে অপকর্মে জড়ায় তাকে হত্যা করে দাও! তার সাথে প্রাণীটিও জবাই করে দাও!” [আহমাদ, আবুদাউদ]  
এ নিয়ে আলেমদের দুটি মত আছে। একদল মনে করেন, তার ওপর ব্যভিচারের দণ্ড আরোপ করা হবে। অন্যদল মনে করেন, তাকে সমকামের শাস্তি দেয়া হবে। যাক, যেটাই হোক তবে একাজটি যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ তাতে কারো দ্বিমত নেই।

## অধ্যায়-৭



ব্যভিচারের ক্ষতিসমূহ

অপকর্মের পরিণতি সবসময় খারাপ হয়ে থাকে। বরং অপকর্ম যতো বড় হবে, এর পরিণতি ততো ভয়াবহ হবে। ব্যভিচারী মানুষেরা যেহেতু অনেক বড় অপকর্মে জড়ায়, তাই তাদেরকে কয়েক দিকের ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। 'যেমন কর্ম তেমন ফল' জাতীয় আচরণ তাদের সাথে করা হয়। আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত নীতিমালা ও আইন শেষ পর্যন্ত তাকে প্রফতার করে ফেলে। আল্লাহ বলেন-

مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ

“যে অপকর্ম করবে সে সাজা ভোগ করবে।”

এখানে ব্যভিচারের বিভিন্ন ক্ষতির কথা আলোচনা করা হলো:

#### ক. জীবন-জীবিকায় ক্ষতি

##### ১. বরকতহীনতা

ব্যভিচারে জড়ানোর কারণে ব্যভিচারী বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অন্যদিকে খোদাভীতি ও ধার্মিকতার কারণে রিজিকের দরোজা খুলে দেয়া হয়। আল্লাহ বলেন-

وَأَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَمْنٌ وَاتَّقُوا فَتَحَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

“এই জনপদের মানুষেরা যদি ইমান আনতো আর আল্লাহকে ভয় করতো তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান-জমিনের বরকত খুলে দিতাম।”

[সূরা: আরাফ, আয়াত: ৯৪]

রিজিকে বরকতহীনতার ফল হলো, ব্যভিচারী পানির মতো সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার পরও তার কাজ সম্পন্ন হয় না। এধরনের লোক কোটিপতি হওয়ার পরেও ঋণগ্রস্ত থেকে যায়। কখনো দায়ের ঋণ শোধ করতে হয় আবার কখনো ব্যাংকের ঋণ শোধ করতে হয়। লাখ টাকা রোজগার করার পরও তারা বুঝতে পারে না তাদের টাকা কোথায় যাচ্ছে। সম্পদের আসাটা দেখা যায় কিন্তু যাওয়াটা দেখা যায় না। সবকিছুর পরেও খরচ আর শেষ হয় না। খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সংগ্রামই তাকে করে যেতে হয়।

##### ২. উপার্জনে সঙ্কীর্ণতা

আল্লাহতায়ালার বলেন-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

“যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার উপার্জনে সঙ্কীর্ণতা করে দেবো।” [সূরা: তহা, আয়াত: ১২৪]

যৌবনের মৌবনে • ২৩০

ব্যভিচারী যেহেতু আল্লাহর বিধি-বিধান থেকে মুখ ফেরায় এজন্য অনেক ক্ষেত্রে তাদের আয়-উপার্জনে সঙ্কীর্ণতা এনে দেয়া হয়। বৈধোপার্জনের পথ বন্ধ করে দেয়ায় তারা অবৈধোপার্জনের পথে দৌড়ায়। পরে অবৈধোপার্জন করতে গিয়ে অবৈধকাজ করতে হয়। কতো উদাহরণ চোখের সামনে রয়েছে। কতো ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্তপরিবারের লোক, কিন্তু যৌবনে যৌনোত্তেজনার তুফান রুখতে না পেরে ব্যভিচারে জড়িয়ে যায়। একপর্যায়ে এমন অবনতি এসে যায়, ব্যাংকব্যালেন্স শূন্যের কোটায় চলে যায়। জমিদারী চলে যায়। মাথা গোজার জায়গাটুকুও থাকে না। বাবা যে শহরের নবাব ও অধিপতি ছিলেন ওই শহরেই ছেলে অপকর্মে জড়ানোর কারণে গলিতে গলিতে ভিক্ষে করে বেড়ায়। কবির ভাষায়-

استرسله من كوى نيل

[এতনে বড়ে জাহাঁ মৈ কোয়ী নেহী হামারা]

এতো বিশাল এই ভবেতে

কেউ যে কারো নয়

সত্য জেনো গুণেই লোকে

বন্ধু কারো হয়।

##### ৩. সফলতার পথ রুদ্ধ

ব্যভিচারী তার পাপ থেকে ফিরে না এলে দিনে দিনে তার সাফল্যের সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তার প্রতিটি কাজই অধরা থেকে যায়। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে সবেও কাজ গুছিয়ে আনতে পারবে না। কখনো কোনো কাজ পূর্ণতার পর্যায়ে আসার পর তাতে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। কখনো ব্যবসার কোনো পর্যায় সম্পন্ন হয় না। কখনো মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধ মিলে না। যে কাজে হাত দেয় তাই অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। এমনকি বলতে থাকে, একটি সময় ছিলো আমি মাটিতে হাত রাখলে তা সোনা হয়ে যেতো আর এখন সোনাতে হাত রাখলেও তা মাটি হয়ে যায়। মনে হয় কেউ যেনো কিছু করে দিয়েছে। উপার্জনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। আত্মীয়তার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। অথচ কেউই কিছু করেনি। তার নিজের অপকর্মের কারণেই সাফল্যের সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

##### ৪. বিপদাপদ

ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার ওপর বিপদাপদের হুমুল ঝড় বয়ে যায়। আল্লাহ বলেন-

যৌবনের মৌবনে • ২৩১



وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

”নিজেদের কর্মের কারণে তোমাদের ওপর বিপদ পড়িতো হয়।“

[সূরা: শুআরা, আয়াত: ৩০]

যেভাবে তাসবিহের দানা ছুটে গেলে একটির পর আরেকটি পড়তেই থাকে এভাবে ব্যভিচারীর ওপর একের পর একবিপদাপদ ঝরতে থাকে। যখন জিজ্ঞেস করা হয়—কী অবস্থা? তখন বলে, জীবন বড়ই কঠিন! যেনো ব্যভিচারী নিজেই স্বীকার করে জীবন কাঁটায় আবৃত। আদ্রাহ বলেন—

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْأَخِيرُ

”শাস্তি এমনই আর পরকালের শাস্তি অনেক ভয়াবহ।“

[সূরা: আল-কলম, আয়াত: ৩৩]

হজরত আবুবকর সিদ্দিক [রদিয়াল্লাহু আনহু] যখন খলিফা নির্বাচিত হলেন, সবাই তাঁর অধীনতা মেনে নেয়ার পর লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, ”যে জাতির মধ্যে অপকর্ম ছড়িয়ে পড়ে, ওই জাতির মধ্যে বিপদাপদ ছড়িয়ে পড়ে।“

#### ৫. দুর্ভিক্ষ

কোনো জনবসতিতে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে সমাজে এর কুপ্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। মেশকাতশরিফের হাদিসে আছে—

مَنْ مِّنْ قَوْمٍ يَلْظَمُهُ فِيهِمُ الزِّنَا إِلَّا أُخِذُوا بِاللَّسَنَةِ

”যখন কোনো জাতিতে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তখন তাদেরকে দুর্ভিক্ষের শাস্তি দেয়া হয়।“

[আহমাদ, মেশকাত: কিতাবুল হুদুদ বা দওবিধি অধ্যায়, হাদিস: ৩৫৮২]

কখনো বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হয়, কখনও মাটিতে পানির স্তর নিচে নেমে যায়। মাটিতে ফসল ও সবজি হলেও এতে নানান উৎপাত এতো বেড়ে যায় যে, ফসল আর ঘরে ওঠে না। সব জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে। ফলে কোনো সুগন্ধি থাকে না। ফলে কোনো স্বাদ থাকে না আর মানুষের মধ্যে থাকে না কোনো বিশ্বস্ততা। মনে হয় যেনো সবকিছুর ভেতর থেকে প্রকৃত আত্মার অনুপস্থিতি হয়েছে। কবির ভাষায়—

یہ خلاف ہو گیا آسمان یہ ہوا زمانے کی پھر گئی

[ইয়েহু খেলাফ হো গিয়া আসমান ইয়েহু হাওয়া যমানে কী ফের গায়ী]

کہیں کل کھلے تھے تو بو نہیں سن ہے تو فانی نہیں

[কাহে গুল খেলে ভী তো বৃ নেই হুসন হায় তো ওয়াফা নেই]

যৌবনের মৌবনে • ২৩২

আজ হয়েছে খেলাফ আমার

বিশাল আকাশ জমি

পাইনা রে স্বাদ আগের মতো

কালেরপাতা চুমি।

ফুল ফুটেছে আগের মতো

সুবাস যে নেই তাতে

দেখতে ভালো লাগছে বটে

ভরছে না মন তাতে।

#### (খ) সামাজিক ক্ষতি

ব্যভিচারের সামাজিক ক্ষয়-ক্ষতির কথা এখানে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো—

#### ১. মানুষের প্রতি বিরূপভাব

ব্যভিচারীর মনে জনসাধারণের প্রতি একটি বিরূপ ও অতিষ্ঠ ভাব জন্মায়।

ব্যভিচারী লোকদের সাথে মিশে কম। কোনো আড্ডায় বসতে তাদের মন চায় না। কবি যথার্থই বলেছেন—

باغ میں گل نہیں سمرا ہے گمراہ ہے دل

[বাগ মৈ লাগতা নেই সহরা সে ঘাবড়াইয়ায় দিল]

اب کہاں لے جائے تیشیں ایسے دیوانے کو ہم

[আব কাহা লে জা কে বাইঠে এ্যাসে দিওয়ানে কো হাম]

ফুলবাগানে মন বসে না

মকর মাঝে আরো

কোথায় গিয়ে বসবো এখন

বলতে আমায় পারো?

ব্যভিচারীর জীবন সম্মিলিতভাবে কাটে না। তারা মানুষ থেকে দূরে থাকতে চায়। কবির ভাষায়—

ریسے اب ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہ ہو

[রাহে আব এ্যাসী জাগাহ পর জাহা কোয়ী নাহ হৌ]

ہو کوئی نہ ہو اور راز داں کوئی نہ ہو

[হামনাওয়া কোয়ী নাহ হৌ আগর রায় দাঁ কোয়ী নাহ হৌ]

ہے گریہ کوئی نہ ہو تار دار

[পড়ে গার বীমার তো কোয়ী নাহ হৌ ভীমার দার]

যৌবনের মৌবনে • ২৩৩

যৌবনের মৌবনে • ২৩৫



অপমান থেকে বাঁচার জন্য অনেক ক্ষেত্রে অকাল গর্ভপাত ঘটায়। এভাবে নারী ব্যভিচারিনী তো আগেই ছিলো এখন হত্যাকারী ও অত্যাচারী হিসেবেও সাব্যস্ত হলো। কৈয়ামতের দিন ওই সন্তান যদি বলে বসে-কে আমাকে হত্যা করেছিলো? তাহলে পৃথিবীতেও অপদস্থতা আর পরকালেও অপদস্থতা। আল্লাহ বলেন-

خَسِرَ الْاُنثٰى وَالْاُخْرٰى ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرٰى الْمُبِيْنُ

“এই অপদস্থতা পৃথিবীতেও পরকালেও। আর এটা স্পষ্ট অপদস্থতা।”  
[সূরা: আল-হজ্জ, আয়াত: ১১]

#### ৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন

যখন পরস্পরে আত্মীয় নারী-পুরুষ প্রেম করে একপর্যায়ে ব্যভিচারে জড়ায় এবং তা প্রকাশ হয়ে যায় এতে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়। যে আত্মীয়তার সম্পর্কে জোড়া লাগানোর নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন তা ভেঙ্গে ফেলার জন্য অভিযুক্ত হলো। আল্লাহ বলেন-

وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ

“আর তারা ভাগে ওই সম্পর্ককে, যাকে জোড়া লাগানোর নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন।” [সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৭]

এ অবস্থায় ব্যভিচারের পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যও অভিযুক্ত হবে। বিবাহিত নারীর ব্যভিচারের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে দুটি পরিবারের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। যদি দেবর-ভাবির মধ্যে ব্যভিচারের সম্পর্ক হয় তাহলে দুই সহোদর পরস্পরের চেহারা দেখতে পারে না। যে সম্পর্ক তলোয়ারে বিচ্ছিন্ন করা যায় না সে সম্পর্ক চারিত্রিকবিশিষ্টতার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো!

#### ৬. ঋগড়া-বিবাদ

ব্যভিচারের ফলে অনেক সময় দুই পরিবারের বা দুই বংশে ঋগড়া-বিবাদ লাগে আর একপর্যায়ে তা হত্যা পর্যন্ত গড়ায়। নারীকে কখনও তার নিজের পরিবারের লোকেরা হত্যা করে ফেলে বা নারীর পরিবারের লোকেরা পুরুষকে হত্যা করে। অনেক সময় নারী তার প্রেমিকের সাথে মিলে স্বামীকে খুন করে বসে। আবার কোনো সময় ব্যভিচারের অপদস্থতার ভয়ে ব্যভিচারী নারী-পুরুষ আত্মহত্যা পর্যন্ত করে বসে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে নজর দিলে দেখা যাবে, ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম খুন ছিলো ভাইয়ের হাতে ভাই। আর এটাও ছিলো নারীঘটিতো বিষয়ে। কবি বলেন-

যৌবনের মৌবনে • ২৩৬

حصول زن سے ہے ساری کائنات میں جنگ  
[হৃসূলে যন সে হায় সারী কায়েনাত মৈ জঙ্গ]  
বাঁধলো যতো যুদ্ধ দেশে  
কারণ হলো নারী  
জীবন দেবে জীবন নেবে  
কিন্তু পাওয়ার আঁড়ি!

#### গ. আত্মকক্ষতি

ব্যভিচারের আত্মিক যেসব ক্ষতি তা এখানে তুলে ধরা হলো-

#### ১. মানসিকপ্রশান্তি বঞ্চিত

ব্যভিচারী যতো সফলভাবেই তার অপকর্ম সম্পন্ন করুক, কেউ তা না জানুক, তাকে কেউ বোঝানোর মতো না হোক, নিষেধ করার মতো কেউ না থাকুক, কিন্তু ব্যভিচারের কুপ্রভাব থেকে একটি হলো, তার মানসিকপ্রশান্তি চলে যাবে। একবিশ্ময়কর দৃষ্টিভঙ্গি তার মনকে ছেয়ে নেবে। লোকারণ্যে বসে থেকে ভাবনার জগতে বিচরণ করবে। নির্জনে বসলে নিজের মনের কারাগারে বন্দি হয়ে যাবে। দিন-রাত কখনও স্বত্তিবোধ করবে না। কারো রাত কাটে ঘুমিয়ে আর কারো কান্নায়। কিন্তু ব্যভিচারীর রাত ঘুমিয়েও কাটে না, কান্নায়ও কাটে না। কবির ভাষায়-

تاروں کا گوشہ میں لانا محال ہے

[তারো কা গো শুমার মৈ লানা মহাল হায়]

لیکن کسی کو نیند آئے تو کیا کرے

[লেকীন কেসী কো নীন্দ নাহ আয়ে তো কিয়া করে]

যায় কি বোঝা তারার ভাষা

যায় কি ছোঁয়া তারে

কিন্তু কারো ঘুম না পেলে

বলবো ব্যথা কারে?

জীবনিসার কবিতায় এই অবস্থাটি আরো ভালোভাবে ফুটে উঠেছে-

مرغ دل را گنجینه بجز زکونے یار نیست

[মুরগে দিল রা গুলশানে বেহতরায় কুয়ে ইয়ার নীন্ত]

غالب ویدار را ذوق و کمال بجز یار نیست

[তলেবে দিদার রা জওক ওয়া গুল গুলয়ারে নীন্ত]

যৌবনের মৌবনে • ২৩৭

گفتم از عشق بیاں دل چہ حاصل کردہ ای  
[گفتہ ام آہے عشق کے باریں دل سے کیا حاصل کر دیا]

گفتہ مارا حاصل ۷۲۰۰۰۰ ہائے زار نیست  
[گفتہ ماریا حاصل ۷۲۰۰۰۰ ہائے زار نہیں]

پاখیر کاہے باہر چہے  
نہایتہ کیڈو بےش  
پریار میلن چای یہ پریمیک  
پریای یہ تار شےش

جیڈاسینو اہے پریامار  
پریم تھکے کئی پریلے  
بلیلے تومی اہے پریمیتہ  
کانارہی شاد مریلے

سامانہ سامریں شادریں جانی ساریفیک راپ مریلے لالین کرا کون پریلے  
بلیکیمتا

## ۲. چیتاوی بیکتی

بلیکیمتاریکی یادی نیٹتار ساتھ فیری نا آسے تاہلے تار بیکک و چیتا  
شادابیک تھاکے نا۔ سے تار اپراپھکے پاپن کرار جانی شادابیکتار  
بایرے کاج کررے۔ یادی کوماری ناری کارو ساتھ بلیکیمتار سمرک کرے  
تاہلے تار پریمیکھلے ساتھ بیری جانی تیری ہری یای۔ تاکہ نیلے  
بلیکانو ہاک، تومی تومار بংশ دیکھو، نیلے یوگیا تہ دیکھو، اہے  
خےلےکے تومار ساتھ کونوٹاہے ہی مانای نا۔ اہر چےلے اناک  
بالوخلےلے تومار جانی تیری آخے۔ اہے خےلے شیکھا-نیکھا، دن-سمرپ  
آر ساماجیکمریادا و نہی۔ تومی کونو تار دیکے بلیکیمتار؟  
کلیکیمتار کٹھای ہاک سے تونے بلیکے، آمی تاکہ ہی بیری کررے۔ تاکہ  
یادی بلیا ہری تومار اناکھلے بلیکیمتار تومار خوتوٹاہی-بونیں وپر  
پڈرے، تہ و تار مڈھ کونو ٹاہرے آسے نا۔ سے لاک-کٹ  
انوداہنری یوگیا تہ تھکے بلیکیمتار۔ اناکے ہی بلیکیمتار بلیکیمتار

اٹاہے بلیکیمتاری پریکھکے یادی بلیکانو ہری-تومی بلیکیمتار، سڈانادی آخے،  
سڈری کئی ہری تومار اپہکھای آخے، نیلے ہری آباد کرا، اہے  
اسٹمیریں پھلے خوتوٹاہے کونو؟ نیلے سمرپ و یوبن تار پھلے  
کونو بلیا کررے؟ سبکیڈو شونار پر و سے نا شونار ٹاہ کررے

یوبنری یوبنری • ۲۰۷

اٹاہے بلیکیمتاری و اسٹناری جانی ساجانو سٹنری ڈیکے فیلے۔ پری سب  
ہریلے چوٹھری اٹھ فیلے۔ کلیکیمتار سٹنری یاری تاکہ بلیکیمتار  
تاریں شاک مریلے کررے۔ اناکے ہی بلیکیمتار بلیکیمتار۔ کبیری ڈاکھای-

ماریا اٹھ سٹنری ہری ڈاکھای  
[ماریا اٹھ سٹنری ہری ڈاکھای]  
بلیکیمتار آمی سٹنری  
بلیکیمتار لاکھے یا  
شاک کئی آر بلیکیمتار  
مانریا کونو تا!

## ۳. مانسکدوربلیکیمتار

بلیکیمتاری لاکھری مریلے اناک اناک باس باس۔ اناک سٹنری و  
اٹاہری وپر تھکے بلیکیمتار۔ کاپریکھتار تار ڈاکھای جٹے۔ اناک  
آریکھای ہری یوٹار کارپے شریکھتار نیلے پڈے۔ راکھ یوٹ نا آسای  
شریکھتار ڈیکے یوٹ تھاکے۔ کبیری بلیکیمتار-

اٹاہری سٹنری اٹھ ہری  
[اٹاہری سٹنری اٹھ ہری]

رنگ زرد و آسرد و شاک  
[رنگ زرد و آسرد و شاک]  
پریمیکھلے تین آلامت  
سٹنری کٹھای  
چوٹھری جلی، بلیکیمتار  
کٹھای نیریکھتار

## ۴. چہارار لایکھتار تھاکے نا

بلیکیمتاری لاکھری چہارار اناکھری و کالوٹاپ سٹنری دیکھای یای۔ چہارار  
نیکھتار شےش ہری یای۔ لایکھتار شےش ہری ککھٹار ٹاہ چلے آسے۔ اناک  
ریں اناکھریں خاپ چوٹھ پڈار کارپے لاکھ-شریکھتار شےش ہری یای۔ چہارار  
وپر پڈے اناک لایکھتار شےش کرے دیکھ۔ چہارار یون دیکھے اناکھتار  
اٹھ پڈے تھن مریلے کررے کونو اناکھری سے ہریکھتار

## ۵. بلیکیمتار کمرے یای

بلیکیمتاری لاکھری جانی تھکے بلیکیمتار چلے یای۔ کھن و بلیکیمتار تھکے ماس و  
دین کمرے یای آبار کھنو اسٹنری کارپے بلیکیمتار تھکے اٹھتار

یوبنری یوبنری • ۲۰۸



পারে কম। একহাদিসে আছে, ব্যভিচারের তিনটি শাস্তি পৃথিবীতে দেয়া হয়, এর অন্যতম হলো বয়স কমিয়ে দেয়া হয়।

#### ৬. মৃত্যুহার বেড়ে যায়

কোনো সমাজে যখন ব্যভিচারের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন এতে মৃত্যুহারও বেড়ে যায়। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

“وَمِنْ أَمْرٍ قَدِمَ يَظْهَرُ فِيهِمُ الزِّنَا إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ”  
“কোনো সম্প্রদায়ে ব্যভিচার বেড়ে গেলে তাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়ে যায়।” [মেশকাত]

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বলা হয়েছে, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

“مَنْ لَزِمَ الزِّنَا وَالزِّنَا فِي قَرْيَةٍ إِلَّا أَزِنَ اللَّهُ بِأَهْلِهَا”  
“কোনো সমাজে ব্যভিচার ও সুদ ব্যাপক আকার ধারণ করলে আল্লাহ ধ্বংসের ঘোষণা করে দেন।” [আল-জাওয়াবুলকাফি: পৃষ্ঠা: ২২০]

#### ৭. মহামারির বিস্তার

রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] এক দীর্ঘ হাদিসে পাঁচটিগোনাহ আর এর অন্তর্ভুক্তবাবের কথা বলেছেন। এর মধ্য থেকে একটি হলো, যখন কোনো সম্প্রদায়ের ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ প্রকাশ্যে ব্যভিচার হয় তখন আল্লাহ ওই জাতিকে মহামারিতে আক্রান্ত করেন। আর এমন সব রোগ দেন, যা তার পূর্বপুরুষেরা কখনও দেখেনি।

#### ৮. মরণরোগ ছড়িয়ে পড়ে

ব্যভিচারের কারণে মরণরোগ ও ভয়ঙ্কর অসুখ বিস্তারলাভ করে। যেমন এইডস, ক্যান্সার, ইত্যাদি। ‘ইবনেমাজাশরিফ’-এ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বলা হয়েছে, যখন কোনো সম্প্রদায়ের পাঁচটি পাপ ব্যাপক আকার ধারণ করে তখন সেখানে পাঁচটি বিরূপপ্রভাব বিস্তারলাভ করে।

১. যেজাতি মাপ-জুখে কম দেয়, সেজাতির ওপর অত্যাচারী শাসক চাপিয়ে দেয়া হয়।

২. যেজাতি জাকাতকে জরিমানা মনে করে, সে জাতির জন্য দুর্ভিক্ষ।

৩. যেজাতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সেজাতির ওপর শত্রু চাপিয়ে দেয়া হয়।

৪. যেজাতি শরিয়তের বিধি-বিধানকে হালকা মনে করে, তার ওপর অনেকা গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়।

যৌবনের মৌবনে • ২৪০

৫. যেজাতি অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতায় ডুবে যায় তাকে ভয়ঙ্কর ও মরণরোগে আক্রান্ত করা হয়।

#### ৯. ধর্মীয় ক্ষতি

ব্যভিচারের ধর্মীয় ক্ষতিগুলো এখানে তুলে ধরা হলো—

#### ১. মন্দের অনুভূতি শেষ হয়ে যায়

ব্যভিচারের বড় একটি ক্ষতি হলো, ব্যভিচারকারীর মন থেকে আস্তে আস্তে এ অনুভূতি দূর হতে থাকে—পরনারীর সাথে যৌনোগ্রহণ ঠাট্টা-বিস্মৃপ করা, তাদের কাছে সালাম বা বার্তা পাঠানো, তাদের সাথে নির্জনে সময় কাটানো—এটাকে খারাপ কিছু মনে করে না। এমনকি সে অনেক সময় মানত করে আর দোয়া চায় যেনো ব্যভিচারের সুযোগ লাভ করতে পারে। এটা ভুলে যায়, গোনাহের দোয়া করাও গোনাহ। অনেক পাপাচারী তো নিজের অবৈধো সম্পর্কের বিবরণ তার বন্ধুদের কাছে দিতে থাকে। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

كُلُّ أُمَّتٍ مُّعَانِي إِلَّا الْمُجَاهِدِينَ

“আমার উম্মতের প্রত্যেক লোকই ক্ষমাযোগ্য কিন্তু যারা প্রকাশ করে। অর্থাৎ অবৈধো সম্পর্কের কথা বলে বেড়ায়।”

[আল-জামিউসসগির: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৭৬]  
আতর্ঘ্যের বিষয় হলো, আল্লাহ বান্দাদের যেসব পাপের কথা গোপন করে রাখেন নিজমুখে সে তা লোকদের কাছে বলে বেড়ায়। এ অবস্থায় যখন মন থেকে মন্দের অনুভূতি দূর হয়ে যায় তখন মুখ দিয়ে কফুরি কোনো কথা বের হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَرْدًا وَلَا جَاهِلِيًّا

[ওয়ায়ে নাকামী মাতায়ে কারওয়া জাতা রাহা]

كَارْدًا كَلَّ دَلَّ عَلَى اسَاسِ زِيَا جَاهِلِيَّا

[কারওয়া কে দিল সে এহসাসে যিঁয়া জাতা রাহা]

পথিক তোমার নেই কী মনে

হারিয়ে যাবার ভয়

দেখছি নাতো সামনে কোনো

আলোরধারা বয়!

## ২. পাপাচার বৃদ্ধি

ব্যভিচারের কুপ্রভাবের একটি হলো, ব্যভিচারকারীর সামনে পাপের দরোজা খুলে যায়। একপাপ অন্যপাপে বাধ্য করে। ব্যভিচার চাকার জন্য মানুষের কাছে মিথ্যে বলা খুবই স্বাভাবিক। লোকদের সন্দেহ হলে তাদেরকে বিশ্বাস করানোর জন্য মিথ্যা শপথও করে। কলেজের একছাত্রী নিজের অবৈধোসম্পর্কের কথা গোপন করার জন্য তার মায়ের সামনে শপথ করে বসলো, 'অমুক ছেলের সাথে আমার সম্পর্ক থাকলে মৃত্যুর সময় যেনো কালেমা আমার ভাগ্যে না জুটে!'

কী আফসোসের বিষয়! মেলামেশার সময় বা অপবিত্র থাকায় গোসল না করতে পেরে নামাজ কাজা করা তো অহরহ ব্যাপার। বিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করার জন্য, তাকে স্বামীর প্রতি বিরূপ করে তোলার জন্য নানা মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়। আলেমরা লিখেন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করতে যারা ভূমিকা রাখে শবেকদরেও তাদের পাপ ক্ষমাযোগ্য নয়। ব্যভিচারীকে অবৈধোপথে টাকা কামাইতে হয়। অনেক সময় যুবকদের সাথে মদের আড্ডায় বসতে হয়। এভাবে পাপের খনি সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়।

## ৩. আত্মমর্যাদাবোধের বিলুপ্তি

ব্যভিচারীর মন থেকে ইমানিমর্যাদাবোধ কমতে কমতে একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যভিচারী নারী তার মেয়েকে বিপথে চলতে দেখলে কিছু বলার সাহস করে না। ব্যভিচারী পুরুষ তার স্ত্রী-সন্তানকে কোনো অসৎপথে চলতে দেখলেও বলতে পারে না। ব্যভিচারী পুরুষ তো অনেক সময় বিয়ে হারাম এমন নারীদের সাথে ব্যভিচারে জড়িয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মা তার মেয়েকে, বোন তার বোনকে আর একবন্ধু আরেক বন্ধুকে প্রেমিকের সাথে দেখা করানোর অপেক্ষায় থাকে। একসাথে দু'জনের পাপাচারে জড়াতে সুযোগ করে দেয়।

একদেশে মুসলমানযুবক বিধর্মী একনারীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে দু'জন দীর্ঘদিন পাপাচারে লেগে রইলো। এসময় যুবকের বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হয়ে বিধর্মীনারী ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে থাকলো। কিন্তু যুবকের মধ্যে এর কোনো ক্রিয়াই হলো না। কারণ সে ধর্মীয় মর্যাদাবোধের দাফন দিয়েছে আগেই।

## ৪. তওবার সুযোগ বঞ্চিত

ব্যভিচারকারী তার অবৈধোসম্পর্কে এতোটাই পোক্ত হয়ে যায় যে, অনেক সময় প্রেমিক-প্রেমিকা একসাথে মৃত্যুর শপথ নেয়। নারী মনে করে, আমি

অন্যকারো স্ত্রী। পুরুষ মনে করে, অন্যের স্ত্রী, তার সাথে মিলিতো হওয়া আমার জন্য অবৈধো। কিন্তু ভালোবাসার তোড়ে জীবনভর তার সাথে মিলিতো হওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে হবে। এ অবস্থায় তওবার সুযোগ আর কোথায় মিলবে! অনেক সময় ব্যভিচারে লিপ্ত নারী ও পুরুষের মনে এই অনুভূতি আসে, আমরা পাপ করছি। পরস্পরকে পাপের জন্য প্রস্তুত করে বলে, এটাই শেষবার, আর মিলিতো হবো না। কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর আবার আগের কথা ভুলে যায়। এভাবে তওবার দেরি করতে করতে হয়তো ভেদ প্রকাশ পেয়ে অপদস্থ হয় বা দু'জনের মাঝে চিরদিনের জন্য ফাটল ধরে। নিজের ইচ্ছায় পাপ থেকে ফিরে আসার সুযোগ আর লাভ হয় না।

## ৫. অন্তরে কঠোরতা

ব্যভিচারের কারণে মন শক্ত হয়ে যায়। উপদেশের কথা মনে কোনো প্রভাব ফেলে না। আল্লাহর ভয়ে পাথর কেঁপে ওঠে কিন্তু মানুষের মনে কোনো প্রভাব ফেলে না। এটা পাথরের চেয়েও কঠোর হয়ে যায়। মানুষ বাইরে জীবিতো থাকে কিন্তু তার আত্মিকমৃত্যু ঘটে। ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করে লাশের মতো।

## ৬. অবাধ্যতা

ব্যভিচারের কুপ্রভাব ব্যভিচারকারীকে মানসিক দিক থেকে পশু করে দেয়। তার অন্তর সৎকাজের দিকে ধাবিতই হয় না। তার অবস্থা এমন রোগীর মতো হয়ে যায় যার পক্ষে চলাফেরা বা বোঝা বহন করা সম্ভব হয় না। এভাবে ব্যভিচারীর জন্য কোনো সৎকাজ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মোনাজাতের স্বাদ, তাহাজ্জুদের স্বাদ, জামাতের নামাজে প্রথমতাকবিরের স্বাদ, দৈনন্দিন আমলের স্বাদ, সুন্নতের অনুসরণের স্বাদ আর আল্লাহপ্রেমীদের সান্নিধ্যে বসার স্বাদ এসব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। কবি বলেন—

جانوں کو طاعت و زهد  
[জানতা হৌ ছাওয়াব তআত ওয়া যুহদ]

طبیعت امرئ نہیں آتی  
[পর তবীয়ত ইখার নেহী আতী]

জানি সবই ত্যাগ-সাধনার

পুণ্য আছে যতো

কিন্তু সে কাজ করতে গেলে

দেখছি বাধা শতো!



#### ৭. আল্লাহর সাথে দূরত্ব

ব্যভিচারী আল্লাহর সাথে নিজেকে দূরত্ব অনুভব করতে থাকে। আল্লাহর স্মরণে যেমন মন বসে না তেমনি বসে না মন কোরআন তেলাওয়াতে। আল্লাহর ধ্যানে এবং জায়নামাজে বসে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মসজিদে হাজির হওয়া অনেক কষ্টের বলে মনে হয়। সংকাজ করা অন্তরে বোঝা বলে মনে হয়। অথচ পাপাচারের সময় অন্তর বেশ উৎফুল্ল থাকে। ধর্মীয় কোনো সমাবেশে যেতে অন্তরে সঙ্কোচবোধ হয়। সুন্নতের অনুসরণ করা কঠিন মনে হয়। অথচ প্রথার অনুসরণ আর ভিন্ন জাতির সংস্কৃতি অনুসরণে আনন্দ লাগে। আল্লাহর ব্যাপারে মন্দধারণাপোষণ করতে থাকে—আল্লাহ আমার পাপ ক্ষমা করবেন না। আমি এতো নামাজ পড়েছি কিন্তু আমার অমুক কাজ তো হয়নি। রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] একহাদিসে বলেন, “যে লোক মনে মনে আল্লাহর ওপর রাজি, তার ওপর আল্লাহও রাজি থাকেন। আর যে লোক মনে মনে আল্লাহর ওপর নারাজি থাকে, আল্লাহও তার ওপর নারাজি থাকেন।”

#### ৮. নবির অভিশাপযোগ্য

রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] কয়েক ধরনের পাপাচারীর ওপর অভিশাপ করেছেন—

- \* মদপানকারী, যে পান করায়, প্রস্তুতকারী, বিক্রোতা, ক্রোতা আর বহনকারী।
- \* সুদগ্রহীতা, দাতা, লেখক, সাক্ষী আর চোরের ওপর।
- \* মুসলমানকে ধোকা দেয় যে, ক্ষতিসাধনকারী আর মুসলমানদের লোহার (অস্ত্রের) আঘাতকারীর ওপর।
- \* যে নিজের বাবাকে মন্দ বলে, নিজের বাবা ছাড়া অন্যকাউকে যে বাবা বলে পরিচয় দেয়।
- \* ঘৃষগ্রহীতা, দাতা আর মধ্যস্থতাকারী।
- \* আল্লাহর বিধানকে যে গোপন করে, ধর্মে নতুন বিষয় যে সংযোজন করে, আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো নামে প্রাণী জবাই করেন যে, উদ্দেশ্যহীন প্রাণীকে লক্ষ্য বানায় যে।
- \* শর্তসাপেক্ষে বিয়ে করে যে, করায় যে, উপাসনা করার জন্য জীবিতলোকের ছবি আঁকে যে।
- \* ওই নারীদের ওপর, যারা কবরে যায় আর কবরে সেজদা করে।
- \* যে আল্লাহ, তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, সাহাবায়েকরামের সমালোচনা করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, ভূপৃষ্ঠে অনিষ্ঠতা ছড়ায় আর মুসলমানদের বিপরীতে কাফেরদের সঙ্গ দেয় যে।

যৌবনের যৌবনে • ২৪৪

\* যে স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষ্যাপায় (বা স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষ্যাপায়), ক্রীতদাসকে মনিবের বিরুদ্ধে ক্ষ্যাপায় (বা চাকরকে মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষ্যাপায়)।

\* ওই মহিলা, যে অন্যের চুলকে নিজের সাথে লাগায়।

\* ওই নারী, যারা পুরুষের আকৃতি ধারণ করে বা ওই পুরুষ, যারা নারীর আকৃতি ধারণ করে।

\* স্ত্রীর পাদুপথে যারা সহবাস করে সমকাম করে, প্রাণীর সাথে ব্যভিচারে জড়ায়। এককথায় ব্যভিচারে যারা জড়ায়।

\* যারা স্বতীনারীর ওপর অপবাদ আরোপ করে।

\* ওই স্ত্রী ওপর, যে স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে আলাদা থাকে। অর্থাৎ সহবাস করতে দেয় না।

#### ৯. আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ

ব্যভিচারীর মন এমন অন্ধকারে ছেয়ে যায়, সে সামান্য বিষয়ে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ে যায়। ভেতরে-ভেতরে চরম হতাশায় ভুগতে থাকে।

#### ১০. আল্লাহর ঘৃণাবোধ

ব্যভিচারীদের ওপর আল্লাহর অনেক ঘৃণাবোধ জাগে। বোখারিশরিফে আছে—

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَبَ مِنْ اللَّهِ أَنْ يُزَيِّنَ عَبْدُهُ أَوْ تَزَيِّنَ أُمَّتُهُ. وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَجَّكُمْ قَبِيلًا وَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

“(ভাবার্থ) হে উম্মতেমোহাম্মাদি! আল্লাহর শপথ, পাপকাজকে আল্লাহর চেয়ে ঘৃণাকারী আর কেউ নেই। দুনিয়ার মনিবরা নিজের গোলাম-বঁদির ব্যভিচারকে যে পরিমাণ ঘৃণা করে, এর চেয়ে মহান আল্লাহ সর্বাধিক ঘৃণাকারী। আল্লাহর শপথ, পাপকাজের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে খুব কম হাসতে আর খুব বেশি কাঁদতে।”

[মেশকাত: হাদিস: ১৪৮৩]

#### ১১. ব্যভিচারের সময় ইমানের অবস্থা

মেশকাতশরিফে ‘কবিরাগোনাহ বা বড়-বড় গোনাহ’ অধ্যায়ে একহাদিস বলা হয়েছে—

إِذَا زَيَّنَ الْعَبْدُ خَوَّجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ قَوُّقَ وَأُسْبُهُ كَالْقَلْبَةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ يَزْجَعُ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ.

যৌবনের যৌবনে • ২৪৫

“যখন বান্দা ব্যভিচার করে তখন তার থেকে ইমান বেরিয়ে যায়। পরে তা তার মাথার ওপর ছায়ার মতো ঝুলে থাকে। যখন সে এই অপকর্ম থেকে বেরিয়ে আসে তখন ইমান আবার ফিরে আসে।”  
অন্যহাদিসে আছে—

لَا يَزُيُّ الْإِنِّ حِينَ يُزِي وَيُؤْمَرُ

“ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে আর ইমানদার থাকে না।”

[মেশকাত: কবিরাগোনাহ অধ্যায়]

#### ১২. শিরকের পর বড় গোনাহ

হাফেজ ইবনে কাসির [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] তাঁর তাফসিরবইয়ে একটি হাদিস লিখেছেন—

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ لِي أَكْثَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُظْفَةِ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحْمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ.  
“আল্লাহর কাছে শিরকের পর সবচেয়ে জঘন্যতম গোনাহ হলো অবৈধে গর্ভাশয়ে বীর্ষ ঢালা।” [ইবনেকাসির: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৮]

#### ১৩. ব্যভিচার মহাপাপ

একসাহাবি রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা। সাহাবি জানতে চাইলেন, এরপর কোন পাপ? রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, সন্তানকে এই ভয়ে মেরে ফেলা, সে খাবে-পরবে। সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কী? রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন—

أَنْ تَزِيَّ حَبِيلَةَ جَارِكَ

“নিজের প্রতিবেশীর জ্বীর সাথে ব্যভিচার করা।” [বোখারি]

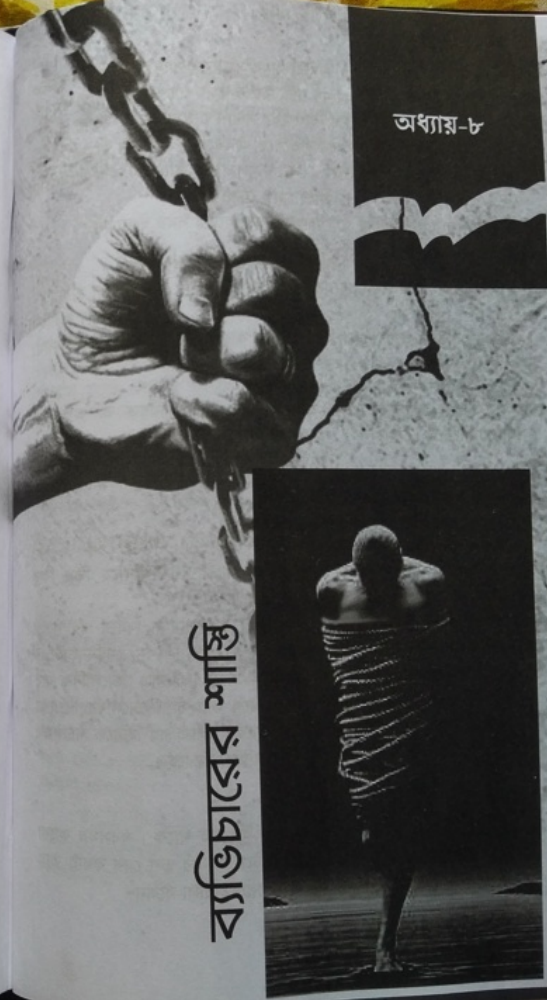
অন্যএকবর্ণনায় আছে, যদি কেউ বিবাহিতো নারীর সাথে ব্যভিচার করে তাহলে আল্লাহতায়ালার ক্রোধান্বিত দিন ব্যভিচারকারিনীর স্বামীকে ব্যভিচারকারীর সৎকর্মের ওপর এই অধিকার দেবেন, সে যা চায় তাই নিতে পারবে। একথা পরিষ্কার, ওই দিনের ভয়াবহতা আর পেরেশানির কারণে অল্পপুণ্যে কেউ সন্তুষ্ট হবে না। সামান্য সময়ের স্বাদের জন্য সারাজীবনের অর্জন সৎকর্ম অন্যের ঝুলিতে তুলে দেয়া কোন ধরনের বুদ্ধিমানের কাজ?

#### ১৪. অন্তঃপরিণতির আশঙ্কা

ব্যভিচারের অন্ধকার ইমানকে এতোটাই দুর্বল করে দেয়, অন্তঃপরিণতির আশঙ্কা থাকে। বিজ্ঞজনেরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন, ব্যভিচার থেকে যারা তওবা করে না, শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে ইমান জুটে না!

যৌবনের মৌবনে • ২৪৬

#### অধ্যায়-৮





প্রকৃতিগতভাবে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে চায়। এজন্য ইসলাম সম্মানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মুসলমানদের পরস্পরের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার শিক্ষা দিয়েছে। একথা খুবই পরিষ্কার বুঝিয়েছে, একজন মুসলমানের রক্তের যে দাম সে দাম তার সম্মান ও সম্মানের। কোনো মুসলমানকে সম্মানহীন করা মানে তাকে প্রাণে মেরে ফেলা।

রাসুল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বিদায়হজের সময় বলেছেন—

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِزُّهُ مَالُهُ وَدَمُهُ.

“এক মুসলমানের জন্য অন্যমুসলমানের সম্মান-সম্মদ, সম্পদ-প্রাণ হারাম।”

[রিয়াদুস সলিহিন]

এতে ভালোভাবে অনুমান করা যায়, আল্লাহর কাছে সম্মান ও সম্মদের কতো দাম!

#### মুসলমানের সম্মান

যেসব কাজে মোমিনের ওপর কাদা লাগতে পারে শরিয়ত তা অপছন্দের ঘোষণা দিয়েছে। যেমন:

#### ১. খারাপ ধারণা

আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

إِنِّي بُدِّئْتُ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

“তোমরা বেশি খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিঃসন্দেহে কিছু কিছু খারাপ ধারণা পাপ।” [সূরা: হুজুরাত, আয়াত: ১২]

এর বিপরীতে সুধারণাকে পছন্দ করা হয়েছে। তাই সামান্য বিষয়ে পরস্পরের প্রতি মন্দধারণাপোষণ করা অনেক বড় পাপ। আলেমরা লিখেন, মোমিনভাইয়ের আচরণের নিরানব্বইটি দিক যদি খারাপ থাকে আর একটিমাত্র ভালোদিক যদি থাকে তাহলে সেই দিকটির দিকে খেয়াল রেখে তার সাথে ভালোধারণাপোষণ করো। আজকাল তো সামান্য কিছু পেলে লোকেরা তাতে রঙ ছিটাতে পারেন। এটাকেই বলে—কথার বিকৃতি। শরিয়ত এটা অপছন্দ করেছে।

#### ২. দোষ খোঁজা

অনেক লোকের অভ্যাস, অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজতেই থাকে। সবসময় কারো না কারো পেছনে লেগেই থাকে। খুটিয়ে-খুটিয়ে অন্যের ভুল বের করা তার কাজ। এই দোষ খোঁজার অভ্যাস হারাম। আল্লাহতায়াল্লা বলেন—

যৌবনের মৌবনে • ২৪৮

وَلَا تَجَسَّسُوا

“তোমরা অন্যের দোষ তাল্লাশ করো না।”

শরিয়ত এই বিষয়টি অপছন্দ করেছে, একমুসলমান ইচ্ছা করে অন্যমুসলমানের পেছনে লেগে থাকবে। কবি বলেন—

تَحْكُمُ بِنَظَرِي كَيْ لَا يَأْتِيَ النَّظِيرُ

[তুমি কো পরাই কিয় পরী আপনীর নিবেড় তো]

অন্যলোকের কর্ম নিয়ে

ভাবছো কেনো তুমি

নিজের কথাই ভাবতে বসো

ছুটছো কোথায় তুমি?

শিকারী কুকুরের অভ্যাস হলো, সে যখন পথে চলে আশেপাশের গাছপালা সবকিছুতেই একটু মুখ লাগায়, খাণ নেয়, শিকার খুঁজে। এভাবে কিছুলোকের অভ্যাস হলো, অন্যের জীবনের অবস্থা খোঁজা, সেখানে মুখ লাগানোর চেষ্টা করা। এসব লোক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও প্রাণীর মতো আচরণ করে।

#### ৩. কানাকানি

অনেক সময় কানাকানির মাধ্যমে দু’জন অপরজন সম্পর্কে মন্তব্য করে। শরিয়ত এব্যাপারে মোমিনকে সতর্ক থাকার শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ বলেন—

لَا خَفَايَ كَثِيرٌ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ

“তাদের (কানাকানি) পরামর্শে কোনো মজল নেই।”

[সূরা: নিসা, আয়াত: ১১৪]

এতে জানা গেলো, অপারগতাবশত কানাকানির অনুমতি আছে। না হয় যথাসম্ভব তা এড়িয়ে চলা উচিত। যাতে তৃতীয় কারো মনে এই সন্দেহ তৈরি না হয়, তারা বসে অন্যের দোষচর্চা করছে।

#### ৪. পরচর্চা (গিবত)

অনেকেই কথাবার্তার সময় তৃতীয় কোনো লোকের দোষ-ত্রুটি আলোচনা শুরু করে দেয়। শরিয়তে এটি গিবত বা পরচর্চা আর বড় পাপগুলোর একটি। আল্লাহ বলেন—

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا إِيَّاهُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

“তোমরা পরস্পরে অন্যের দোষচর্চা করো না। তোমরা কি কেউ মৃতোভাইয়ের গোশতো খেতে পছন্দ করো? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো।”

[সূরা: হুজুরাত, আয়াত: ১২]

যৌবনের মৌবনে • ২৪৯

জানা গেলো, যেমনি মানুষের গোশতো খেতে মানুষ অপছন্দ করে তেমনি মোমিনকে অন্যমুসলমানভাইয়ের গিবত করাটাকে অপছন্দ করা উচিত। হাদিসে আছে—

الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّيْنِ

“গিবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।” [মেশকাত]

এতে ভালোভাবেই অনুমান করা যায়, ইসলামে গিবত কতো অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয়। মনে করুন, কোনো লোক ব্যভিচারে জড়ালেও তার জন্য গিবতের অনুমতি নেই। কেউ করলে সে ব্যভিচারীর চেয়ে জঘন্য কাজ করলো। ইসলামের সৌন্দর্য এটাই, দু’জন লোক যদি ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে তবুও তৃতীয় কেউ এটা ভাবার কোনো কারণ নেই, তারা আমার সমালোচনা করছে। প্রথমতো, এমনটা করবেই না। আর করলেও কেয়ামতের দিন ওই লোককে নিজের সংকর্ম দিয়ে সম্ভট করতে হবে।

#### ৫. অপবাদ আরোপ

কোনো মুসলমানের এমন দোষের কথা বলা যার শরিয়ত সমর্থিত সাক্ষ্য নেই, এটাকেই বলে অপবাদ। শরিয়তের নির্দেশনায় এমন আচরণের জন্য সাজা ঠিক আছে। আল্লাহ বলেন—

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِزَعْمٍ شَهَادَةٍ فَإِذَا جَلَدُوا هُمْ ثَمَّ لَا تَزِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“আর যারা সচরিত্রনারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী আনতে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো আর তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসেক।”

[সূরা: নূর, আয়াত: ৪]

এই আয়াত দিয়ে একথা স্পষ্ট, অপবাদ আরোপকারীর জন্য তিনদফা শাস্তি—

১. তাদের বেত্রাঘাত করো।

২. ভবিষ্যতে কখনও তাদের সাক্ষ্যগ্রহণ করো না।

৩. এমন লোককে ফাসেক বা পাপাচার মনে করো।

এই সাজার কথা জানার পর কেউ কোনো মুসলমান নিয়ে কিছু বলার সাহস করবে না। তাকে বেত্রাঘাত করার শাস্তি তো সাময়িক। কিন্তু সারাজীবনের জন্য অগ্রহণযোগ্য আর মিথ্যক হয়ে থাকা অনেক বড় শাস্তি। এই নির্দেশ দিয়ে শরিয়ত অন্যমুসলমান সম্পর্কে মুখ খোলাকে তালো লাগিয়ে দিয়েছে। কেউ কথা বললে ভেবে-চিন্তে বলবে। না হয় সারাজীবনের জন্য মান-সম্মান হারাবে।

যৌবনের মৌবনে • ২৫০

সারকথা হলো, ইসলাম মন্দধারণা, দোষখোঁজা, পরচর্চা, অপবাদ আরোপ—এসব নিষিদ্ধ করে মানুষের সম্মান ও সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আদায় করেছে। এখন মুসলমানদের নিজেদের দায়িত্ব তারা এমন কোনো কাজ না করা, যার কারণে তাদের মান-সম্মানের ওপর আঘাত আসে। তখন তারা নিজের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারবে।

#### ব্যভিচারের সাজা ইহজগতে

কথায় আছে ‘লাথের জুত কথায় মানে না।’ তাই ইসলাম সীমা ও শর্ত ভাঙলে বিভিন্ন সাজা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তার পরেও নির্বিত হয় অপরাধের ধরন হিসেবে। নিচে এর খোলা আলোচনা করা হলো—

#### যেমন অপরাধ তেমন সাজা

১. চুরি: চোর যেহেতু অন্যের সম্পদে হাত দেয় এজন্য ইসলামে চুরির শাস্তি নির্ধারণ করেছে হাতকাটা।

২. ডাকাতি: ডাকাতরা যেহেতু ঘোষণা দিয়ে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয় এজন্য ইসলাম তাদের সাজা সাব্যস্ত করেছে একহাত ও একপা কেটে ফেলা।

৩. হত্যা: কোনো মুসলমানকে আহত বা খুন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

“প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ।” [সূরা: মায়দা, আয়াত: ৪৫]

৪. ব্যভিচার: ব্যভিচারী লোক অন্যের সম্মান ও সম্মান লুটে নেয়। এজন্য তাদের শাস্তি সম্পদ যারা লুটে নেয় তাদের চেয়ে বেশি হওয়া চাই। সাধারণ নিয়মে ব্যভিচারকারীর যৌনসঙ্গ কেটে ফেলাই যথোপযুক্ত। ‘বীশও নেই, বীশির চিত্তাও নেই।’ কিন্তু এখানে দুটি বিষয় ভাবতে হবে। এটা করে দিলে আজীবনের জন্য সে সন্তান জন্মানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। দ্বিতীয়তো, এই সাজার কথা সাধারণ মানুষেরা জানতে পারবে না। এজন্য শরিয়ত তাদের শাস্তি নির্ণয় করেছে বেত্রাঘাত। আল্লাহ বলেন—

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْ كُفْرًا بِهِمَا وَقَفَّةً فِي ذُنُوبِهِمَا إِنَّ كُفْرَهُمْ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশো বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর (নির্দেশের) ব্যাপারে তাদের ওপর তোমাদের কোনো দয়া আসা উচিত না। যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামতের ওপর বিশ্বাস রাখো।” [সূরা: নূর, আয়াত: ২]

যৌবনের মৌবনে • ২৫১



একথা স্পষ্ট, ব্যভিচারে শুধু যৌনাস্বাদ অনুভব করে না। বরং শরীরের রসে-রসে এর উন্মাদনা ও আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। বীর্ষপাতের সময় শরীরের প্রতিটি লোম এর স্বাদ অনুভব করে। এজন্য বেত্রাঘাতের সাজা খুবই যথোপযুক্ত বলে মনে হয়। যাতে বাইরে সারাশরীরে কষ্ট পৌঁছায়। মনে রাখবেন, এই শাস্তি অবিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য। যদি কোনো বিবাহিত লোক ব্যভিচারে জড়ায় আর বিচারকের কাছ গিয়ে তা স্বীকার করে বা শরিয়তসমর্থিত সাক্ষী মিলে যায় তাহলে এর শাস্তি হলো পাথর মেরে প্রাণনাশ করা।

#### পাথর মারার নিয়ম

অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাবার পর তাদের একটি খোলা ময়দানে নিয়ে যাবে। যেখানে বিচারক, সাক্ষী আর মুসলমানদের একটি দল হাজির থাকবে। স্বীকৃতির মাধ্যমে যদি অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে পাথর মারা শুরু করবেন বিচারক। আর সাক্ষীর মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত হলে সাক্ষী পাথর মারা শুরু করবে। পরে সবাই পাথর মারতে থাকবে। মারা যাওয়া পর্যন্ত পাথর মারা অব্যাহত থাকবে। নারীকে পাথর মারার সময় এই পরিমাণ গর্ত খুঁড়তে হবে যাতে তার শরীর অর্ধেকটা মাটির নিচে ঢুকে যায়। পরে তাকে পাথরে পাথরে মেরে ফেলবে।

#### ইসলামিদণ্ডবিধি

এ যুগে অমুসলিমদের থেকে এই প্রশ্ন শোনা যায়, ইসলামের দণ্ডবিধি বর্বর। কিছু আধুনিকশিক্ষিত মুসলমান যারা পশ্চিমাশিক্ষায় প্রভাবিত তারাও এতে সুর মেলায়। আসুন একটু পর্যালোচনা করে দেখি, পাথরে পাথরে মেরে ফেলার শাস্তিটা কখন প্রয়োগ করা হয়। এটি বোঝার জন্য কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার—

১. ইসলাম প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রয়োজন পূরণের জন্য বিয়েকে সহজলভ্য করে দিয়েছে। একটি মোহর নির্ধারণ করে দু'জন সাক্ষীর সামনে বিয়ে পড়িয়ে ন্যো মাত্র কয়েক মিনিটের কাজ।
২. একত্ব দিয়ে স্বামীর মন না ভরলে আর অন্যদিকে মন চলে গেলে শরিয়ত নির্ধারিত অধিকার রক্ষা করে চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি রয়েছে।
৩. তার পরেও পঞ্চম কাউকে পছন্দ হয়ে গেলে চারজনের কাউকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ যা করার বৈধোপায়ে করে।
৪. একসাথে চারত্বী রাখার মানে এটাও, তাদের কেউ না কেউ হয়েছে, দেখান তথা স্বত্ববতী হওয়া থেকে পবিত্র থাকবে। যে স্বামীর সেবা করতে পারবে। তাই বৈধোপায়ে যখন কোনো কাজ হয়ে যায় তখন অবৈধোপায়ে কী দরকার!

মৌবনের মৌবনে • ২৫২

৫. স্ত্রী যদি তার স্বামীর ওপর রাজি না হয় তাহলে তাকে শরিয়ত আদালতের মাধ্যমে বিয়ে ভাঙ্গার পদ্ধতি বলে দিয়েছে।

৬. কারো ব্যভিচারের বিষয়টি সাব্যস্ত করা অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন। শরিয়ত পর্দার নির্দেশ দিয়ে, যৌথানুষ্ঠান আর বিনা দরকারে কারো ঘরে ঢুকা থেকে নিষেধ করে ব্যভিচারের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে।

৭. কেউ কোনো নারী-পুরুষকে নির্জনে বসা দেখে, হাসি-ঠাট্টা করতে দেখে বা চুমু খেতে দেখে, এমনকি নগ্ন অবস্থায় পরস্পরকে জড়িয়ে থাকতে দেখেও মুখ বন্ধ রাখতে হবে। তার উচিত ওই নারী-পুরুষকে বুঝানো, যাতে তারা ভবিষ্যতে এমন কাজ না করে। সে যদি তাদের ব্যাপারে ব্যভিচারের অভিযোগ দায়ের করে তাহলে এর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী তাকে আনতে হবে। এমনটা না করতে পারলে উল্টো তাকে বেত্রাঘাত করা হবে এবং ভবিষ্যতে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। বরং সে সারাজীবনের অপদস্থতার স্বীকার হবে।

৮. এটা কি সম্ভব যে, নারী-পুরুষ এমন জায়গায় ব্যভিচার করবে যেখানে তাদেরকে চারজন দেখবে আর এমন অবস্থায় দেখবে, পুরুষের যৌনাস্রাব নারীর যৌনাস্রাবের ভেতরে ঢোকানো। কয়েক ফুট দূর থেকে দেখেও এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে না। গোপনঅঙ্গ মিলিতো হবার সময় গোপন হয়ে যায়, এতে অন্যের দৃষ্টি পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

৯. ব্যভিচারী নারী-পুরুষ কি এতোটাই নির্লজ্জ যে, এতোগুলো লোক কাছ থেকে দেখার ব্যবস্থা করে দেবে আর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

১০. ব্যভিচারী নারী-পুরুষ কি এতোটাই নির্ভয়, সাক্ষী দেখার কোনো ভাবনা তাদের নেই। আর মিলিত হওয়ার সময় ওপরে কোনো চাদর দিয়ে ঢেকে দেবে না যাতে কেউ দেখতে না পারে।

১১. ব্যভিচারী নারী-পুরুষ যদি এমনভাবে ব্যভিচারে জড়ায় যে, একজন দু'জন তিনজন নয় বরং চারজন তাদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় দেখে ফেলে তাহলে যেনো তারা নিজেরাই সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেয়ার সুযোগ করে দিলো। এর অর্থ এই হতে পারে, হয়তো আত্মাহুর নির্দেশের কথা তাদের মনে নেই বা কোনো শাস্তির ভয় তাদের মধ্যে নেই। তারা শরিয়তের নির্দেশের যেমন তোয়াক্কা করে না তেমনি শাস্তির কোনো পরোয়াও তাদের নেই। এমন লোক তো মানুষ নামের জন্ত। তাদের সাজা না দিলে গোটা সমাজে অশ্রীলতা ছড়িয়ে পড়বে। এজন্য তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া উচিত। যাতে তাদের মগজ পরিষ্কার হয় আর অন্যেরা দেখে শিক্ষা নেয়, এই পাপ করলে এর শাস্তি এই হবে। এজন্য ইসলামে অবিবাহিত ব্যভিচারীকে একশো বেত্রাঘাত আর বিবাহিতো ব্যভিচারীকে পাথরে পাথরে মেরে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মৌবনের মৌবনে • ২৫৩

পাথরে পাথরে মেরে ফেলা বর্বরতা নয়

ওপরের বিবরণে এটা পরিষ্কার, ইসলাম বৈধোউপায়ে যোনোভেজনা নিবৃত্ত করার জন্য বিয়ে-শাদিকে খুবই সহজ করে দিয়েছে। এছাড়া পর্দার নির্দেশ আর অবাধে উঠা-বসা নিষিদ্ধ করে ব্যভিচারের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। এ অবস্থায় ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ার কয়েকটি পদ্ধতি—

১. কেউ ধর্ষণ করলো আর মহিলা আদালতে সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করলো, অমূল্য দূঃকৃতিকারী আমার সম্মুখে লুটে নিয়েছে। আর পুরুষ তার অপরাধ স্বীকার করে নিলো। অন্যভাবে নারী একথা বলছে—

# এই লোক আমাকে সম্মানজনক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত করেছে।

# এই লোক আমাকে মানসিক অস্থিতিতে ফেলে আমার জীবনকে দুর্বিধ করেছে।

# এই লোক আমাকে অনিরাপত্তার আভাস দিয়ে আমার জীবনকে হুমকিতে ফেলেছে।

# এই লোক আমার স্বত্ত্ব হরণ করে আমার হবু স্বামীর কাছে আমাকে অস্বত্ত্বী বানিয়েছে।

# বা এই লোক আমাকে গর্ভবতী করে অবৈধোস্তান জন্মানো বাধ্য করেছে। লোকেরা ভর্ৎসনা দেবে। আমি এই সন্তানের লালন-পালন কী করে করবো? কে হবে তার অভিভাবক!

# আমার সন্তান সারাজীবন 'অবৈধো' সন্তান হিসেবে পরিচিত হবে। তাই কাজ সাহেব আমার আর আমার অনাগতো সন্তানের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে এর প্রতিশোধ নিন।

বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা করুন, এই অবস্থায় বিচারক মজলুমের সাথী হবে না-কি অত্যাচারীর সাথী হবে। মজলুমের সঙ্গী হবার মানে হলো, অত্যাচারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে আগামীরা জন্য এমন অপকর্মের পথ রুদ্ধ করে দেয়া। আর অত্যাচারীর সঙ্গী হওয়ার মানে হলো, তাকে নামমাত্র সাজা দিয়ে এধরনের কাজের আরো সুযোগ অব্যাহত করে দেয়া। শরিয়ত ন্যায় ও সত্যতার পক্ষাবলম্বন করে অত্যাচারের পথ বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তাই ধর্ষকের এমন সাজা হওয়া চাই, যা দেখে অন্যরা শিক্ষা নেয় আর একাজের সাহস না করে।

২. নারী-পুরুষ সম্মতিতে ব্যভিচার করলো। পরে আল্লাহর ভয়ের কথা চিন্তা করে এবং পৃথিবীতেই পুত্রপুত্র হয়ে যাবার জন্য বিচারকের সামনে গিয়ে অপরাধের কথা স্বীকার করলো। এ অবস্থায় দুনিয়ার যতো বড় শাস্তিই তাদের দেয়া হোক, পরকালের শাস্তির তুলনায় এটা কোনো শাস্তিই না।

যৌবনের মৌবনে • ২৫৪

৩. নারী-পুরুষ ব্যভিচারে জড়ালো আর শরিয়তের শর্তমতো চারজন সাক্ষী স্পষ্টভাবে তাদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখলো, এমনকি পুরুষের বিশেষ অজ্ঞ নারীর বিশেষ অঙ্গের ভেতরে ঢুকানো অবস্থায় দেখলো। এটি আদালতে প্রমাণিতো হয়ে যাবার পর এর দুটি দিক হতে পারে—প্রথমতো, সামান্য শাস্তি দিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া, যাতে তারা পর-ছাগল ও গাধার মতো পথে-ঘাটে অপকর্মে লিপ্ত হতে পারে। এতে সমাজ থেকে লাজ-লজ্জার চিরবিদায় ঘটবে। মানুষ আর জীব-জন্তুর মধ্যে পার্থক্য বাকি থাকবে না।

দ্বিতীয়তো, নারী-পুরুষ দু'জনকে কঠোর শাস্তি দিয়ে নির্লজ্জতার দরোজা বন্ধ করে দেয়া। শরিয়ত লাজ-লজ্জার দিকে খেয়াল রেখে বিবাহিতো নারী-পুরুষ ব্যভিচারীর জন্য এমন শাস্তি নির্ধারণ করেছে, যা দেখে ভবিষ্যতে কেউ আর এই অপকর্ম করার সাহস করবে না।

প্রমাণিত হলো, পাথরে পাথরে মেরে ফেলা এটা বর্বরতার শাস্তি নয়। ন্যায় ও সাম্যের পক্ষের লোকেরা এই বাস্তবতা অস্বীকার করবেন না।

পাথর মারাকে বর্বরতা মনে হয় কেনো?

সাধারণ মানুষের পাথর মারাকে বর্বরতা মনে হবার দুটি কারণ—

ক. ব্যভিচারীকে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে দেয়া হয়

যদি ঠাণ্ডা মন ও মগজে চিন্তা করা হয় তাহলে মৃত্যুর শাস্তি কোনো বিরল বিষয় নয়। দৈনন্দিন জীবনে এর অনেক উদাহরণ আছে—

১. প্রাণহীন বস্তুতে উদাহরণ

বিভিন্ন বানানোর সময় মার্বেল বা টাইলস লাগাতে হলে অনেক সময় খাপ মতো না পড়লে কেটে লাগানো হয়। অসুন্দর দৃশ্য থেকে বাঁচার জন্য কেটে লাগানো হয়। এভাবে ব্যভিচারী নারী-পুরুষ সমাজের অসুন্দর অংশ। পাথরে পাথরে তাদেরকে মৃত্যুর ধাপ পার করিয়ে দিয়ে সমাজকে নিখুঁত ও সুন্দর করা হয়।

২. জড়বস্তুতে উদাহরণ

কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা আছে এমন লোকেরা জানেন, ক্ষেত-খামারে আগাছা জন্মে যেগুলো মূলফসলকে নষ্ট করে দেয়। এধরনের আগাছাকে ওষুধ দিয়ে ধ্বংস করা হয় বা এর মূলোৎপাটন করা হয়। পৃথিবীর সব দেশে এর ওষুধ সহজলভ্য। এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না, আগাছা কেনো ধ্বংস করা হলো।

ফুল-ফলের গাছ থেকে ডাল কেটে ফেলার বিষয়টি নিত্য-সৈমিত্তিক। কোনো বাগানের মালিক মালীকে পাতাসহ ডাল কাটতে দেখে খুশি হয় যে, এবার

যৌবনের মৌবনে • ২৫৫



আমার বাগানের পুরো সজীবতা ফিরে আসবে। ফলদার গাছের যেসব শাখা শুকিয়ে যায়, তা কেটে না ফেললে গাছে ফল কম আসে। তাই এসব শাখা কেটে ফেলাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। সমাজে ব্যভিচারীদের জীবিত থাকতে দেয়া হলে লজ্জা ও শালীনতার ফল-ফল কম যাবে। এজন্য ব্যভিচারীর মূলোৎপাটন জরুরি। যাতে সমাজের বাকি অংশ রক্ষা পায়।

### ৩. প্রাণীর মধ্যে উদাহরণ

প্রাণীদের মাঝে ক্ষতিকর প্রাণী মেরে ফেলার উদাহরণ অহরহ—

# সাধারণ মানুষ সাপ-বিছা দেখলে এগুলো মেরে খুশি হয় যে, আমাকে যে কষ্ট দেয় এমন প্রাণী মারতে পেরেছি। ব্যভিচারীকে হত্যা করে একটি কষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করা হয়।

# বনের প্রাণী সংরক্ষণের দাবিদার মানুষেরা যখন দেখে কোনো বাঘ-সিংহ বা হাতি মানুষের শত্রু হয়ে গেছে তখন সংরক্ষণের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও নিজেই ওই প্রাণীকে গুলি করে। এভাবে ব্যভিচারী লোকলজ্জা ও শালীনতার শত্রু হয়ে যায়। পাথরে পাথরে তাদেরকে মেরে ফেলে বাকি মানুষের সম্মান ও সন্ত্রম রক্ষা করা হয়।

# গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে যখন মড়ক দেখা দেয় তখন হাজার হাজার প্রাণী মেরে এর গোশতো মাটিতে পুঁতে দেয়া হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সরকার একাজ করে স্বস্তিবোধ করে যে, আমরা মানুষদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করছি।

ব্যভিচারী লোকের মধ্যেও যৌনাস্থ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবার অসুস্থতা দেখা দেয়। ইসলাম পাথরে পাথরে তাকে নিঃশেষ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সভ্যজাতির সংবাদপত্রে এই খবর ছাপা হয় যে, আমরা এতোগুলো প্রাণীকে ভাইরাসের কারণে ধ্বংস করেছি। মুসলমানরা কি একথা বলতে পারে না, নির্লজ্জতার ভাইরাসে আক্রান্ত লোকদের ধ্বংস করে বাকি লোকদের প্রাণ রক্ষা করেছি!

### ৪. মানুষের মাঝে দৃষ্টান্ত

মানুষের কোনো অঙ্গে যদি ক্যানসার ধরা পড়ে তাহলে এটা কেটে আলাদা করে ফেলা হয়। অনেক নারী স্তনক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার কারণে পুরো স্তন কেটে ফেলে। কেটে খুশি হয়, ক্যানসার থেকে রক্ষা পেয়েছি!

বাতের অসুস্থতায় অনেক সময় পায়ে ফোঁড়া হয়ে যায়। এ অবস্থায় পা কেটে ফেলে দিয়ে বাকি শরীর বাঁচানো হয়। অনেকের পায়ে দুরারোগ্য ফোঁড়া হওয়ার কারণে পুরো পা কেটে ফেলা হয়। এভাবে ব্যভিচারীও সমাজের

বিষফোঁড়া। তাদেরকে পাথর মেরে অপারেশন করা হয়। যাতে সমাজকে নির্লজ্জতার অসুস্থতা থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়।

# বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতেও কেউ দেশের সাথে গান্ধারি করলে তাকে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো এটাকে মন্দ কিছু মনে করে না। আদালত সাজা ঘোষণা করলে এ খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে আগামীতে কেউ এধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়। ইসলামও আত্মাহার সাথে গান্ধারি করা ব্যভিচারী লোকদের মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। যাতে আগামীতে কেউ এমন অপরাধ করার সাহস না করে।

ওপরের উদাহরণগুলো দিয়ে এটা প্রমাণিতো, প্রাণহীন বস্তু, জড়বস্তু, প্রাণী আর মানুষের মাঝে এই কর্মপদ্ধতি রয়েছে, অসুস্থঅঙ্গকে কেটে ফেলে পুরো শরীর রক্ষা করতে হয়। এটা প্রকৃতিগতো নিয়ম। ইসলাম যেহেতু প্রকৃতির ধর্ম, এজন্য ব্যভিচারীকে পাথরে পাথরে মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়ে পুরো সমাজকে নির্লজ্জতার আত্মিক অসুস্থতা থেকে রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে।

### ৫. জনসম্মুখে পাথর মারা

সাধারণ মানুষ পাথর মারাটাকে বর্বরতা মনে করার দ্বিতীয় কারণ হলো, জনসম্মুখে ব্যভিচারীকে পাথর মারা হয়। এই দৃশ্য কল্পনা করলেই মনে ধরফড় সৃষ্টি হয়ে যায়। কেউ যদি দেখে তাহলে তার অবস্থা কী হবে! কিন্তু শরিয়তের উদ্দেশ্য হলো, লোকেরা একবার কাউকে পাথর মারতে দেখে ফেললে বাকি সবার মধ্যে এর উদ্ভাটনা শেষ হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই অপরাধের পর নিজের শাস্তির বিষয়টি ভাবতে টের পাবে। এটা ইসলামের সৌন্দর্য, একব্যভিচারীকে পাথরে পাথরে মেরে পুরো সমাজকে অশালীনতার ভাইরাস থেকে বাঁচিয়ে দিলো। তাই এটা প্রমাণিত, ইসলামের শাস্তি বর্বরতার নয় বরং ন্যায়ভিত্তিক মজলুমের সহযোগী হয় আর অত্যাচারীকে তার কৃতকর্মের সাজা দেয়।

### পাথর মারার উপকারিতা

১. কোনো পুরুষ কোনো নারীকে দুর্বল মনে করে, নির্জনে একা পেয়ে বা দারিদ্র্যের সুযোগে তার সন্ত্রম কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে না।

২. কোনো নারী কোনো পুরুষকে ফাঁসানোর জন্য প্রতারণার আশ্রয় নেবে না। পর্দাহীনতায় থাকবে না।

৩. কোনো নারীদেহকে ব্যবসায়িক পণ্য বানাবে না। মানুষের যুবকছেলেদের বিপথগামী করবে না। রূপ-চংয়ের বাজার যেমন চলবে না, অভিজাত এলাকার বড়-বড় কুটিরের মদ ও নারীর আড্ডাও চলবে না।

৪. পুরুষ তার স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ বেশি দেবে। পথে-ঘাটে পর্দাহীন নারীরা পাপাচারের দাওয়াত দেবে না। মডেলকন্যাদের দেখে পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের দিকে আকর্ষণহীনতাও বোধ করবে না।

৫. গোপনে চুটিয়ে প্রেম করার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্ব থাকবে না। কম্পিউটারে চ্যাটিং বন্ধ হয়ে যাবে। যুবক-যুবতীদের অযথা সময় ব্যয় হবে না।

৬. হাসতে হাসতে সংসার ভেঙে ফেলানোর মতো লোক থাকবে না। কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে যেমন তার স্বামীর প্রতি বিরূপ করে তোলার চেষ্টা করবে না তেমনি কোনো নারীও পরপুরুষকে তার স্ত্রীর প্রতি অতিষ্ঠ করে তোলার চেষ্টা করবে না।

৭. স্বামী দোকান-পাট, খেত-খামারে কাজের জন্য গেলে তার স্ত্রীকে ঘরে একা পেয়ে কেউ তার সম্বন্ধ কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে না। স্ত্রীরও কোনো ভয় থাকবে না আর স্বামীর কোনো চিন্তা থাকবে না।

৮. ধনীলোকেরা গরিবের স্ত্রী-মেয়েদের দিকে কুদৃষ্টি দেবে না।

৯. বড়লোকেরা একস্ত্রীর সাথে কয়েকজন উপ-স্ত্রী রাখবে না।

১০. এটা হবে না, নারীরা সংসার করবে একজনের সাথে কিন্তু মন দিয়ে রাখবে অন্যকে।

১১. মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে দুর্গন্ধময় পরিবেশে ছেড়ে দেবে না।

১২. নারীরা ঘরে-বাইরে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করবে। ইয়েমেন থেকে মদিনায় একা সফর করলেও কেউ তার প্রাণ, সম্পদ, সম্বন্ধের দিকে হাত বাড়ানোর সাহস করবে না। লজ্জা ও শালীনতার সমাজে আত্মাহর রহমত সবসময় বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকে। আয়-রোজগারে বরকত হবে। বিয়ে বিচ্ছেদের সংখ্যা কমে যাবে। প্রতিটা সংসার স্ত্রীদের জন্য জন্মাতের টুকরো বলে মনে হবে।

১৩. কোনো পুরুষ কোনো নারীকে ফুসলানোর চেষ্টা করলে জবাবে বলবে-

My Body, My Life, My decision, I say no

[মাই বডী, মাই লাইফ, মাই ডিসিশন, আই সে নো]

শরীর ও মন শুধুই যে মোর

ইচ্ছেটাও মোর

যতোই বলো কাজ হবে না

আজ কেটেছে ঘোর!

১৪. কোনো নারী কোনো পুরুষকে ফুসলানোর চেষ্টা করলে জবাবে শুনাবে-

যৌবনের মৌবনে • ২৫৮

مَعَاذَ اللَّهِ

“আমি আত্মাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।”

একথায় হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম]-এর কথা মনে পড়ে যাবে।

১৫. চারিত্রিক বলিষ্ঠতার কারণে দোয়া দ্রুততা কবুল হবে। প্রতিটি দিকে আত্মাহর দয়ার চিহ্ন দেখা যাবে। পৃথিবীতে ইসলাম সজীবতা পাবে আর অনৈসলামিককাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

ধাপে-ধাপে শান্তি

যেভাবে মদের শান্তি ও তা নিষিদ্ধ হবার বিষয়টি ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়েছে এভাবে ব্যভিচারের শান্তিও তিনটি ধাপে হয়েছে।

এক. প্রথম ধাপে বলেছে-

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ مِنْكُمْ فَادُّوهُمْ

“দু’জন পুরুষের মাঝে অপকর্মের প্রমাণ পেলে বিচারক তাদের বিচারের মুখোমুখি করবে। অর্থাৎ উপযুক্ত শাস্তি দেবে।” [সূরা: নিসা]

দুই. দ্বিতীয় ধাপে বলেছে-

الرَّائِيَّةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ

“ব্যভিচারী নারী-পুরুষ দু’জনকেই একশো বেত্রাঘাত করো।”

[সূরা: নূর, আয়াত: ২]

তিন. তৃতীয় স্তরে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন-

أَلْجُمُ لِلنَّيِّبِ وَالْجَلْدُ لِلْيَكْرِ

“বিবাহিতো নারী-পুরুষের (ব্যভিচারীর) জন্য পাথরে পাথরে মেরে ফেলা আর অববিবাহিতাদের একশো বেত্রাঘাত।” [বোখারি]

ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। যেহেতু দু’জন এজন্য প্রত্যেকের দু’জন দু’জন করে মোট চারজন। এই নাজুক বিষয়ে নারীদের সাক্ষগ্রহণই করা হয় না। কারণ নারীরা অপরাধ লাগানোর ক্ষেত্রে দ্রুতগামী হয়ে থাকে।

এটাও স্পষ্ট হলো, যখন শাস্তি কঠোর হবে তখন তা প্রমাণের শর্তো ও কঠোর হবে। ইসলাম প্রথমতঃ, যথাসম্ভব বিষয়টি ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু যখন চারসাক্ষীর কথায় ভালোভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় তখন ভালোভাবে অপদস্থ করার নির্দেশও দিয়েছে। খুব নম্রভাবে বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে,

যৌবনের মৌবনে • ২৫৯



যাতে লোকেরা তা থেকে শিক্ষালাভ করে। সাধারণত পুরুষদের যে নির্দেশ দেয়া হয় তাতে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত। ব্যভিচারের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে **يُحَرِّمُ** শব্দটি উল্লেখ করে নারীদের কথা বিশেষভাবে বলে দেয়া হয়েছে। কারণ যাতে কেউ একথা না ভাবে, পাখর মারার নির্দেশ শুধু পুরুষের জন্য।

**ব্যভিচারীর শাস্তি পরকালে**  
একহাদিস থেকে জানা যায়, ব্যভিচারের ছয়টি ক্ষতি। এর মধ্যে তিনটি ইহকালে আর তিনটি পরকালে।

#### ইহকালের ক্ষতি

ক. চেহারার লাবণ্য থাকে না; খ. অভাব-অনটন দেখা দেবে আর গ. বয়স কমে যাবে।

#### পরকালের ক্ষতি

ক. আল্লাহতায়াল্লা অসন্তুষ্ট হন; খ. কঠোরভাবে হিসাব নেয়া হয় আর গ. চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

হাদিস পড়ে একথা জানা যায়, যেলোক ব্যভিচারে জড়ালে আর তওবা ছাড়া দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো, তার জন্য বিপদের দরোজা খুলে যায়। আল্লাহতায়াল্লা তার সাথে কঠোর আচরণ করবেন। ব্যভিচারের প্রতিটি কাজের বদলায় পরকালে শাস্তি দেয়া হবে। নিচে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

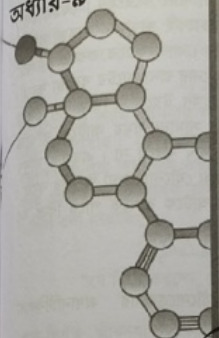
ক্রমিক নং	দুনিয়ার কাজ	পরকালের শাস্তি
১.	পরপুরুষের জন্য চেহারার সৌন্দর্য বাড়ানো।	কেয়ামতের দিন চেহারা কালো হয়ে যাবে।
২.	পরনারী-পুরুষের চেহারা ভালোবাসার চোখে দেখা।	কেয়ামতের দিন চেহারার গোশতো খসে পড়ে যাবে।
৩.	পরপুরুষ দেখে তার চেহারা খুলে যেতো।	কেয়ামতের দিন তার চেহারায় আন্তন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।
৪.	পরনারী-পুরুষের সাথে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করত	কেয়ামতের দিন কাঁদতে কাঁদতে কবর থেকে উঠবে।
৫.	পরনারী-পুরুষের সাথে হৃর্তিতে মেতে আটহাসি দিতো।	কেয়ামতের দিন পিটিয়ে পিটিয়ে তোলা হবে।
৬.	পরনারী-পুরুষের সাথে মিলিত	কেয়ামতের দিন চিগুত ও উদভ্রান্ত

	হয়ে আনন্দিত হতো।	হয়ে উঠবে।
৭.	পরনারী-পুরুষকে যৌনোত্তর চোখে দেখতো।	কেয়ামতের দিন গরম শীশা চোখে চেলো দেয়া হবে।
৮.	পরনারী-পুরুষের সাথে মিলিতো হতে চলে যেতো।	কেয়ামতের দিন আগুনের হাতকড়া লাগানো হবে।
৯.	পরনারী-পুরুষের সাথে চুমু দিয়ে ব্যভিচার শুরু করা।	কেয়ামতের দিন উপুড় করে জাহান্নামে ফেলানো হবে।
১০.	পরনারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে।	কেয়ামতের দিন কাঁধে আগুনের শেকল লাগানো হবে।
১১.	পরনারী-পুরুষের সামনে লজ্জাহান থেকে কাপড় খুলে ফেললো।	কেয়ামতের দিন আগুনের পোশাক পরানো হবে।
১২.	পরনারী-পুরুষের সাথে মেলামেশা করে যৌনোত্তেজনা নিবারণ।	কেয়ামতের দিন পীপাসার্ত করে উঠানো হবে।
১৩.	পরনারী-পুরুষের সাথে মিলিতো হবার সময় যৌনোত্তেজনার ঝড় বইলো।	কেয়ামতের দিন যৌনাস্রকে আগুনের ছায়া দেয়া হবে।
১৪.	পরনারী-পুরুষের সাথে মিলিতো হবার সময় যৌনাস্র দিয়ে বীর্য বের হলো।	কেয়ামতের দিন যৌনাস্র থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকবে।
১৫.	পরনারী-পুরুষের চুলে ভালোবাসার সাথে আঙ্গুল চালাতো।	কেয়ামতের দিন চুলে ধরে জাহান্নামে ফেলানো হবে।
১৬.	পরনারীর স্তনে ধরা ও তা চোষা।	কেয়ামতের দিন গুগ্গালের চুল দিয়ে জাহান্নামে ফুলিয়ে দেয়া হবে।
১৭.	পরনারী-পুরুষের শরীরের সুগন্ধ নেয়া।	কেয়ামতের দিন শরীর থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ বের হবে।
১৮.	পরনারী-পুরুষের সাথে একবিছানায় একত্র হওয়া।	কেয়ামতের দিন আগুনের চুলায় দু'জনকে একত্র করা হবে।
১৯.	পরনারী-পুরুষের সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যাওয়া।	কেয়ামতের দিন আত্মাহর সামনে নগ্নভাবে তোলা হবে।
২০.	পরনারী-পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার জন্য	কেয়ামতের দিন সারাদুনিয়ার মানুষের সামনে অপদস্থ করা হবে।

	মানুষের চোখের আড়ালে চলে যাওয়া।	
২১.	পরনারী-পুরুষের সাথে সম্পর্ক গোপন করার জন্য মানুষের কাছে মিথ্যা বলা।	কেয়ামতের দিন মুখে মোহর এটে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সাক্ষ্য নেয়া হবে।
২২.	পরনারী-পুরুষের কাছ থেকে নিজের সৌন্দর্যের প্রশংসাবাকী জনতো।	কেয়ামতের দিন সবই অভিলাপ করবে।
২৩.	পরনারী-পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম করতে।	কেয়ামতের দিন আল্লাহ অভিসম্পাত দেবেন।
২৪.	পরনারী-পুরুষের শরীরে চুমু খেয়েছে।	কেয়ামতের দিন সাপ পুরো শরীর দংশন করবে।
২৫.	পরনারী-পুরুষের ব্যভিচারের সময় রস্তে-রস্তে স্বাদ অনুভব করেছে।	কেয়ামতের দিন সারা গায়ে বিছুর দংশন দেয়া হবে।
২৬.	পরনারী-পুরুষের শরীরে অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে।	কেয়ামতের দিন পরনারীর স্বামীকে তার সংকর্মে ওপর স্বাধীনতা দেয়া হবে (যা ইচ্ছা নেবে)।
২৮.	পরনারীর শরীরের ওপর চড়ে বসা।	কেয়ামতের দিন ওই নারীর স্বামীর পাপ তার ওপর চড়ে বসবে।
২৭.	পরনারীর পুরুষের সাথে চিরকাল বন্ধুত্বের অঙ্গীকার	কেয়ামতের দিন জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি।
২৮.	পরনারী-পুরুষের সাথে একান্তে আলাপে স্বাদ।	কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে।

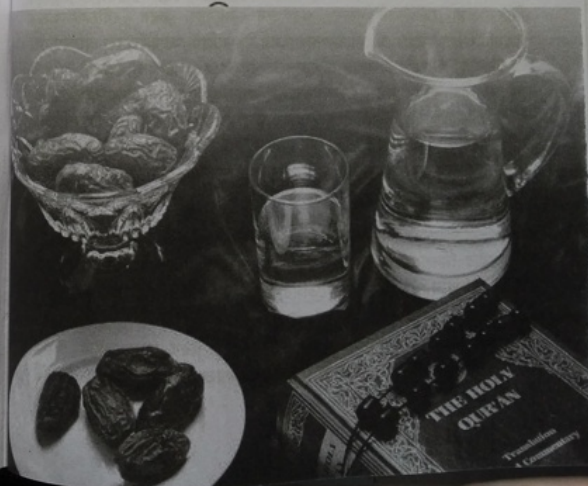
ওপরের বিষয়গুলো থেকে প্রমাণিতো হয়ে গেছে, ব্যভিচারের শাস্তি যতো বিশদভাবে বলা হয়েছে তা অন্যকোনো পাপের ক্ষেত্রে বলা হয়নি। সবচেয়ে বড় সাজা হলো, আল্লাহ একান্তে কথা বলবেন না বরং অভিলাপ দেবেন। অপদস্থ করবেন। আল্লাহতায়ালো আমাদেরকে, আমাদের পরিবার-পরিজনকে, কেয়ামত পর্যন্ত অনাগতেপ্রজন্ম আর আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করুন! আমিন!!

## অধ্যায়-৯



### উত্তেজনা

### কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে





আল্লাহতায়ালার মানবপ্রকৃতিতে কয়েকটি চাহিদা দান করেছেন। যেমন কিছু সময় পরপর মানুষের ক্ষুধা পায়। এজন্য প্রত্যেকেই খাবারের ব্যবস্থা করে। পীপাসা অনুভব হলে পানি পানের ব্যবস্থা করে। কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলে ঘুমের প্রয়োজন অনুভব করে। তাই ঘুমানোর জন্য খাটের ব্যবস্থা করে। যখন প্রাকৃতিকপ্রয়োজন পূরণের বেগ পায় তখন টয়লেটে গিয়ে তা সেরে নেয়। এসবই মানুষের প্রাকৃতিকপ্রয়োজন, যা সামান্য সময় আটকে রাখতে পারে। কিন্তু তা একদম না করে কেউ সন্তিবেোধ করবে না। এভাবে মানুষ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায় তখন সে নিজের মধ্যে যৌনোত্তেজনা অনুভব করে। এই প্রয়োজনকে মানুষ কিছুদিনের জন্য তো আটকে রাখতে পারে কিন্তু তা পূরণ না করে স্বস্তি পায় না।

যৌনোত্তেজনার ষোদায়িতিকিৎসা

আল্লাহতায়ালার বিয়েকে নারী-পুরুষের যৌনোত্তেজনার প্রধানচিকিৎসা বানিয়েছেন।

আল্লাহতায়ালার বলেন—

فَاَنْكِحُوا مَا كَتَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“নারীদের মধ্যে যাদের তোমাদের পছন্দ হয় বিয়ে করো।”

[সূরা: নিসা, আয়াত: ৩]

বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ পরস্পরে সহবাস করে যৌনোত্তেজনার উত্তমচিকিৎসা করে। যৌনোত্তেজনার সময় মন-মস্তিষ্ক আশ্চর্যজনক এলোমেলো ও উদাসীন থাকে। এ অবস্থায় ইবাদতে যেমন মন বসে না তেমনি স্বস্তিতে কোনো কাজ করা যায় না। মন-মস্তিষ্কের ওপর এমন নেশা ছেয়ে যায় যে, তা পূরণ না করা পর্যন্ত নিস্তার নেই। স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের পর এসব নেশা আর বাকি থাকে না। মনে একটা প্রশান্তি অনুভূত হয়। সবধরনের অস্বস্তি দূর হয়ে একটি স্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এজন্য নারী-পুরুষ পরস্পরের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে আসমানি উপহার। আল্লাহ বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“আর তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি হলো, আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া, যাতে তোমরা স্ত্রীদের থেকে প্রশান্তি লাভ করো।”

[সূরা: রুম, আয়াত: ২১]

এই আয়াত দিয়ে প্রমাণ হয়, নারী-পুরুষ পরস্পরের জন্য স্রষ্টার শক্তির নিদর্শন। তারা পরস্পরের সাথে মিশে স্বস্তিলাভ করে। ইসলাম যেহেতু

যৌবনের মৌবনে • ২৬৪

প্রকৃতির ধর্ম, এজন্য বৈরাগ্যের নির্দেশ দেয়নি। বৌদ্ধধর্মের মতো সারা জীবন জীবাবিহিতো থাকাকে পছন্দও করেনি আর বিয়েকে আল্লাহ পাবার পথের বাধাও মনে করেনি। আল্লাহ বলেন—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“নিরসন্দেহে আমি আপনার আগেও রাসূল পাঠিয়েছি আর আমি তাদের স্ত্রী-সন্তানও দিয়েছি।” [সূরা: আররাআদ, আয়াত: ৬]

রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তাঁর উম্মতকে বিয়ের নির্দেশ দিয়েছেন আর এটাকে ধর্মের অর্ধেক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ‘মেশকাতশরিফ’-এ একটি হাদিস বলা হয়েছে—

إِذَا تَوَزَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ

“যে বিয়ে করলো, সে তার ধর্মের অর্ধেক পূর্ণতা দিলো।”

[মেশকাত: বিয়ে অধ্যায়]

পুত-নিখুঁত জীবনযাপন করার জন্য বিয়ে হলো উৎকৃষ্ট মহৌষধ। রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ إِلَيْهِ كَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْخَرَاءِ

“যেদলোক আল্লাহর সাথে পুত-নিখুঁতভাবে মিলিতো হবার ইচ্ছে করে সে যেনো কোনো ভদ্রনারীর সাথে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়।” [মেশকাত]

এতে জানা যায়, বিয়ে করায় শুধু যৌনোত্তেজনা থেকে মুক্তিই নয়; সবধরনের বড়-বড় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হয়ে যায়। পাপ থেকে বেঁচে থাকার কারণগুলোর মধ্যে বিয়ে খুবই জরুরি একটি। অববিহিতোরা চেষ্টা-সাধনা করে নিজেকে যৌনোত্তেজনা থেকে বাঁচাতে সক্ষম হলেও মানসিকউত্তেজনা ও কল্পনা থেকে বাঁচতে পারবে না। তাদের জন্য যেকোনো সময় পাপাচারে জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। বিয়ের পরও এ আশঙ্কা একদম শেষ হয়ে যায় না তবে কমে যায় নিশ্চিতভাবে। অন্যকথায় মানুষের জন্য নিজের যৌনোত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে যায়। অর্থাৎ বৈধোভাবে যৌনোবাসনা পূরো করার কারণে অবৈধোপথে থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়। হাকেক ইবনে হাজার [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ‘ফাতহুলবারি’-তে লিখেছেন—“বিয়ে যৌনোবাসনা পূরণ, আত্মকে নিরুদ্বয় করা আর মানবপ্রজন্ম বাড়ানোর মাধ্যম।”

কোনো-কোনো হাদিসে একথা প্রমাণিত, রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] কোনো অপারগতা ছাড়া যারা বিয়ে করে না তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। ‘বোখারিশরিফ’-এর হাদিস—

যৌবনের মৌবনে • ২৬৫

اَزَوْجٌ قَمَنَ رَغَبٌ عَنْ سُنْبِي فَلَيْسَ مِنِّي

“আমি বিয়ে করি, তাই যে আমার পথ থেকে বিমুখ হবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।” [বোখারি: বিয়ে ত্যাগ অধ্যায়]  
“আমার অন্তর্ভুক্ত না” একথার অর্থ হলো, আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত না। অসম্প্রতি প্রকাশ করার জন্য এর চেয়ে কড়াভাষা আর কী হতে পারে!

হজরত আবুজর [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, আরাফ বিন বশর তামিমি [রদিয়াল্লাহু আনহু] একদিন রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর দরবারে এলেন, রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আরাফ! তোমার কি স্ত্রী আছে? তিনি বললেন, না। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোনো দাসি আছে? তিনি বললেন, না। রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, তুমি সুখ-স্বচ্ছন্দে আছো। বিয়ের যোগ্যতা রাখো। তারপরও কেনো বিয়ে করছো না? তাহলে জো-

إِذَا أَتَكَ مِنْ إِخْوَانِ الشَّيْطَانِ

“তুমি শয়তানের ভাই।” [মুসনাদে আহমাদ: বিয়ে অধ্যায়]

একথার মর্মার্থ একজন সাধারণ ছাত্রও বুঝতে পারবে। যোনোত্তেজনার ভালোওমুখ হলো, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মন ভরে সহবাস করবে আর পরনারীর দিকে নির্লোভ হয়ে যাবে। কথায় আছে, ঘরে পেট পুড়ে ডাল-ভাত খেয়ে ফেললে বাইরে পোলাও-কোরমা দেখেও মন চায় না। রাসূলের একহাদিস থেকে একথাও জানা যায়, বাইরে কোনো নারীর ওপর চোখ পড়ে যাবার তার দিকে মোহিতো হয়ে গেলে উচিত ঘরে এসে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নেয়া। কারণ ওই নারীর মধ্যে যা আছে, তা ঘরের স্ত্রীর কাছেও আছে। রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন-

إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَغْمِضْ إِلَى امْرَأَةٍ فَلْيَوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.

“নিঃসন্দেহে নারী শয়তানের আকৃতি ধারণ করে আসে আর শয়তানের আকৃতিতে ফিরে যায়। তোমাদের যদি কোনো মহিলা ভালো লেগে যায়, তার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়ে যায় তাহলে ঘরে এসে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নেবে। এতে মনের প্রবৃত্তি নিবারণ হয়ে যাবে।”

অনেক সময় নারীরা শারীরিক অঙ্গভঙ্গি দিয়ে পুরুষদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ফেলে। পুরুষের ভেতরে যোনোত্তেজনা জাগিয়ে তুলে। এই অবস্থার ওষুধ কী

যৌবনের মৌবনে • ২৬৬

হবে তাও রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলে দিয়েছেন। সে যেনো ঘরে এসে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নেয়, এতে উত্তেজনা নিবৃত্ত হয়ে যাবে। শয়তান পাপাচারে জড়াতে সাহস পাবে না। মুসলিমশরিফের ব্যাখ্যাবইয়ে আশ্রামা নবাবি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] এই হাদিসের প্রসঙ্গে লিখেছেন-

إِنَّهُ يَسْتَجِبُ لِمَنْ زَاىِ امْرَأَةً فَتَحَرَّكَتْ شَهْوَتُهُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَلْيَوَاقِعْهَا لِيَبْذَرَنَّ شَهْوَتَهُ وَيَسْكُنَ نَفْسَهُ وَيُجَمِّعَ قَلْبَهُ عَلَى مَا هُوَ بِصَدِّدٌ.

“কোনো নারী দেখে যখন কারো মধ্যে যোনোত্তেজনা জেগে ওঠে তখন তার উচিত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা, যাতে মনের চাওয়া পুরো হয়ে যায়, মনে প্রশান্তি অনুভূত হয় আর একথা যেনো মন থেকে চলে যায়।”

[শরহে মুসলিম: খণ্ড: ১, হাদিস: ৪৪৯]

শরিয়তে এজন্য কয়েকটি মুহুর্তে স্ত্রীর সাথে সহবাস করাকে উত্তম বলেছে-

- \* কোনো সফরে যাবার আগে।
- \* সফর থেকে ফিরে আসার পর।
- \* হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার আগে।
- \* পরনারীর দিকে নজর পড়ে তার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়ে গেলে।
- \* ঋতুকালীন আর সন্তানপ্রসবের পর অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার পর।
- এসব উদাহরণ উদয়ে জানা যায়, বৈধোপথে যোনোচাহিদা পুরো করলে অবৈধোপথে থেকে বাঁচা সম্ভব হয়। পুরুষদের উচিত নারীদের সম্মান করা, তাদেরকে আত্মাহর অনুগ্রহ মনে করা আর তাদেরকে খুশি রাখার সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করা। এভাবে স্ত্রীদের উচিত স্বামীকে আত্মাহর দান বলে মনে করা, মন খুলে তাকে ভালোবাসা, তার সেবায় কোনো ক্রটি না করা আর তার আন্তরিক স্বস্তির সব চেষ্টা করা। এভাবে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আত্মাহর সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে। একহাদিসে রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, “যখন স্ত্রী তার স্বামীকে দেখে মুচকি হাসে আর স্বামী তার স্ত্রীকে দেখে মুচকি হাসে তখন আত্মাহ তাদের দু'জনকে দেখে মুচকি হাসেন।”
- এজন্য রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] যোনোত্তেজনা নিবারণের মহৌষধ নির্ধারণ করেছেন বিয়েকে। রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন-
- يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ.
- “হে যুবকেরা! যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখো, বিয়ে করো। কারণ বিয়ে দৃষ্টিকে সংযতো রাখে আর লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে।” [বোখারি, মুসলিম]
- এই হাদিসটি সার্বিক অবস্থা খুবই সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। বেশি কিছু বলার দরকার নেই।

যৌবনের মৌবনে • ২৬৭



যোনোত্তেজনার কোরআনিমহৌষধ

কারো বিয়ে করতে শরিয়তসমর্থিত কোনো বাধা থাকলে তার উচিত ধৈর্য ধরে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করা। আল্লাহ বলেন-

وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَزْنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ فَتُكْفَرُوا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ طُغْيَانِكُمْ فَلَا تَكُونُوا لَهُمْ عَٰدِيْنَ ۚ

“আর যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেনো সংযম অবলম্বন করে।” [সূরা: নূর, আয়াত: ৩৩]  
সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পুতঃপবিত্র জীবনযাপনকারীদের আল্লাহ দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে, রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন-

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرِيدَ الْإِدَاءَ. وَالْمَا كَيْحَ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَا. وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“তিন ধরনের লোকের ওপর সাহায্য করা আল্লাহর জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়: ১. চুক্তিবদ্ধ দাস, টাকার বিনিময়ে মুক্তিলাভ করতে চায়; ২. বিয়ের ইচ্ছাপোষণকারী, যে পুতঃপবিত্র থাকতে চায় আর ৩. আল্লাহর পথে জিহাদকারী।” [মেশকাত]

ভাবনার বিষয় হলো, যার সাহায্য আল্লাহ করবেন তার গন্তব্যে পৌঁছতে কে প্রতিবন্ধক হবে! কোরআন থেকে জানা যায়, যোনোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটি কাজ খুবই উপকারের-

#### ১. কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা

আল্লাহতায়ালা বলেন-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَصْلُ حَقِّهِمْ لِيُحْصُوا ۖ وَذَٰلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“মোমিনদের বলে দিন, তারা যেনো দৃষ্টি নতো রাখে আর তাদের লজ্জাস্থান সংযত রাখে।” [সূরা: নূর, আয়াত: ৩০]

কুদৃষ্টি দিয়ে মানুষের ভেতরে যোনোত্তেজনার আগুন ঝলসে উঠে। যেভাবে বাটনে টিপলে মেশিন চলে, তেমনি পরনারীর দিকে চোখ পড়লে মানুষের যৌনাঙ্গ নড়েচড়ে ওঠে। এজন্য যারা পুতঃপবিত্র জীবনযাপন করতে চায় তাদের উচিত দৃষ্টি নতো রাখা। দৃষ্টি পবিত্র না হলে যোনোত্তেজনার আগুন নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব না। এজন্য কোরআনে দৃষ্টি নতো রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি লজ্জাস্থান সংরক্ষণের নির্দেশও দেয়া হয়েছে। এতে প্রমাণ হয়, এ দুটি জিনিস একটির জন্য আরেকটি জরুরি।

যৌবনের মৌবনে • ২৬৮

#### ২. পাপাচারীদের ভালোবাসা থেকে বিরত থাকা

যোনোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, পাপাচারীদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক বর্জন করা। পাপাচারীদের কথাবার্তা অনেক সময় সাপের মতো দংশন করে। আর এতে আত্মিকমুহুর ঘটে। আল্লাহ বলেন-

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَوَدَّىٰ

“তাই যে কেয়ামতে বিশ্বাস করে না আর নিজ প্রবৃত্তি অনুসরণ করে, সে যেনো তোমাকে এতে বিশ্বাসস্থাপনে নিবৃত্ত না করে। এতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।”

[সূরা: তহা, আয়াত: ১৬]

হুমাম পাঞ্জালি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেছেন, খারাপ বন্ধু বিশ্বাস্ত্রসাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়। কারণ সাপের দংশনে শারীরিকমুহুর ঘটে আর খারাপ বন্ধুর কথায় আত্মিকমুহুর ঘটে।

এছাড়া খারাপবন্ধু শয়তানের চেয়েও বেশি খারাপ। কারণ শয়তান মানুষের মনে শুধু পাপের কল্পনা ঢুকিয়ে দেয়, আর পাপাচারী বন্ধু হাতে ধরে পাপকাজে জড়ায়। হাজারো যুবক এমন আছে যারা পুতো ও নিষ্কলুষ জীবনযাপন করতে চায় কিন্তু বন্ধুর পাদ্যায় পড়ে ব্যভিচারে জড়ায়।

#### ৩. নামাজ দিয়ে সাহায্যপ্রার্থনা

আল্লাহতায়ালা বলেন-

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

“তোমরা ধৈর্য ও নামাজ দিয়ে সাহায্য চাও।”

[সূরা: বাকারা, আয়াত: ৪৫]

মানুষের উচিত ধৈর্য দিয়ে যোনোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করা। যখন তা প্রবল হয়ে যায় তখন নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। আল্লাহ মনে শান্তি ঢেলে দেবেন। এসময় দু'রাকাত তাসবিহের নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। বিশ্বয়কর ফলাফল দেখতে পাবে। আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।”

[সূরা: আনকাবুত, আয়াত: ৪৫]

অবিবাহিতাদের জন্য এশার নামাজের পর বা তাহাজ্জদের নামাজের সময় দু'রাকাত নামাজ পড়ে দোয়া করা মহৌষধ। এতে যোনোত্তেজনার উত্তাপতুফান নিস্তেজ হয়ে পড়ে আর এর স্রোতোধারা বন্ধ হয়ে যায়। এতে পুতঃপবিত্র জীবন কাটানো সহজ হয়ে যায়।

যৌবনের মৌবনে • ২৬৯

## 8. বেশি-বেশি 'আল্লাহ' জিকির

আমাদের পির-মাশায়েখরা বলেছেন, চিন্তার বিকৃতি আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে। মাথায় সবসময় আজবাজে চিন্তা আর কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের কল্পনাকে বলা হয় চিন্তার বিকৃতি। যুবকেরা তাদের কল্পনারাজ্যে কল্পিতোপ্রেমিকার কথা ভেবে মজা পায়। এমনকি উঠাবসা ও চলাফেরায় এই কল্পনা মনে কোঁকে বসে থাকে। যদি এই রোগের চিকিৎসা না করা হয় তাহলে অবস্থা এমন পর্যায়ে গড়ায়, দাঁড়িয়েও কল্পনা সে দিকে চলে যায়। কবির ভাষায়—

مجھے کیا پتہ تھا قیام کا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی  
[মুখে কিয়া পাতাহ থা কিয়াম কা মুখে কিয়া খবর থী রুকু' কী]  
تیرے نقش پاکي تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں  
[তেরে নকশে پاکী তাল্লাশ থী কেহ ম্যায় খুক রাহা থা নামায মৌ]  
কীবা জানি সেজদা-রুকু  
দাঁড়িয়ে থাকার মানে  
আমায় শুধু তোমার ছবি  
বারে বারে টানে।

এজন্য নামাজ শুধু উঠাবসা ছাড়া আর কিছু না। আল্লামা ইকবাল যথার্থ বলেছেন—

میں جو سر بسجود ہو کبھی تو میں سے آنے لگی صدا  
[মাইঁ জো সার বসেজদাহ হোয়া কভী তো যমী সে আনে লাগী সদা]  
تیرا دل تو ہے صم آستانا تجھے کیلے کا نماز میں  
[তেরা দিল তো হায় ছনম আশানা তুঝে কিয়া মিলে গা নামা-য মৌ]  
আমার মাথা রাখলে পরে  
জমিন আমায় বলে  
মূর্তিপূজার এই আমলে  
মুক্তি পাওয়া চলে?

এ অবস্থায় আল্লাহর জিকির মানুষের অন্তরকে সব অপবিত্রতা থেকে পরিষ্কার করে দেবে।

## যোনোত্তেজনার নববিষ্মুখ

১. রাসুল [সদ্দায়াহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, যিনি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেন না তার উচিত রোজ রোজা রাখা। রাসুলের হাদিস—

যৌবনের মৌবনে • ২৭০

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“যিনি বিয়ে করতে অক্ষম, তিনি সাধ্যানুযায়ী রোজা রাখবেন। কারণ রোজা তার যোনোত্তেজনা নিবৃত্তো করবে।”

এখানে রোজা রাখার উদ্দেশ্য ক্ষুধার্ত থাকা, অর্থাৎ পেট খালি রাখা। এতে অহংকার ও যোনোত্তেজনা দু'টিই শেষ হয়ে যায়। একবার হজরত বায়েজিদ বোস্তামি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ক্ষুধার্ত থাকার কথা বলছিলেন। কেউ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এটা কোনো মর্যাদার বিষয় হলো? তিনি বললেন, ফেরাউন যদি ক্ষুধার্ত থাকতো, সে নিজেকে খোদা দাবি করতো না। এতে জানা যায়, এসব উত্তেজনা পেট ভরা থাকলেই আসে। যেসব যুবকের আগে রোজা রাখার অভ্যাস নেই তাদের উচিত প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ অর্থাৎ মাসের মাঝামাঝি তিনদিনের রোজা রাখা। যখন অভ্যাস হয়ে যায় আর যোনোত্তেজনা নিস্তেজ না হয় তখন প্রতিসপ্তাহে বৃহস্পতি ও শুক্রবার রোজা রাখবে। যখন এতেও অভ্যস্ত হয়ে যাবে আর রোজা রাখার প্রয়োজন বাকি থাকবে তখন দাউদের রোজা রাখবে। অর্থাৎ একদিন রোজা রাখা পরদিন ভেঙে ফেলা। এটা সবচেয়ে ভালো আমল। একথা মাথায় রাখবেন, প্রথমদিন রোজা রাখতে যোনোত্তেজনায় কোনো প্রভাব পড়ে না। ধারাবাহিকভাবে কয়েক দিন নিয়ম মতো রোজা রাখলে উত্তেজনা নিবৃত্ত হয়। তবে সাহর-ইফতারে পেটপুড়ে খাওয়া যাবে না। কারণ এতে উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না।

২. ওজু অবস্থায় থাকা। রাসুল [সদ্দায়াহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

الْوُضُوءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ  
“ওজু মোমিনের অস্ত্র।”

তাই শয়তানের হামলা থেকে বাঁচার জন্য ওজু সর্বোত্তমমহৌষিধ। যুবকেরা যদি ওজু অবস্থায় থাকাকে উদ্দেশ্যে পরিণত করে তাহলে তাদের জন্য ইবাদত করা সহজ হয়ে যায়। ওজু দিয়ে মানুষের ভেতরে স্থিতি আসে। এলোমেলো ভাবনা থেকে মানুষ মুক্তি পায়।

৩. দোয়া চাওয়া। যোনোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের সুন্দর একটি নিয়ম হলো, আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে দোয়া করবে—হে আমার প্রভু! আমি দুর্বল। আমাকে সাহায্য করো। আমাকে পাপকাজে জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করো! রাসুল [সদ্দায়াহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] থেকে অনেক দোয়া বলা হয়েছে। হজরত আবুউমামা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুল [সদ্দায়াহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে একযুবক এলো। তাঁর কাছে ব্যভিচারের অনুমতি চাইলো। সাহায্যেকেরাম তার এই অনুমতি প্রার্থনাকে

যৌবনের মৌবনে • ২৭১



খুবই খারাপভাবে নিলেন। তাকে ধমকালেন। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তাকে কাছে ডেকে বললেন, তুমি কি তোমার মায়ের সাথে কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হোক-এটা পছন্দ করো? সে বললো, না। এরপর রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, তুমি কি তোমার মেয়ের সাথে কেউ ব্যভিচারে জড়াক-এটা পছন্দ করো? সে বললো, না। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার বোনের সাথে কেউ ব্যভিচারে জড়াক-এটা পছন্দ করো? সে বললো, না। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার ফুফুর সাথে কেউ ব্যভিচার করুক-এটা পছন্দ করো? সে বললো, না। সর্বশেষ রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার খালার সাথে কেউ ব্যভিচার করুক-এটা পছন্দ করো? সে বললো, না। এবার রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, তুমি যার সাথেই ব্যভিচার করো সে কারো স্ত্রী, কারো মেয়ে, কারো বোন, কারো মা, কারো ফুফু, কারো খালা। তাই যেভাবে তুমি তোমার এসব আত্মীয় ব্যভিচারে লাগাকে পছন্দ করো না তেমনি অন্যেরাও এটা পছন্দ করে না। এরপর রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তাঁর মমতাপূর্ণহাত ওই যুবকের বুকে রেখে দোয়া করলেন-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوبَهُ وَكَلْبَهُ قَلْبَهُ وَاحْصِنْ فَرْجَهُ

“হে আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও। তার অন্তরকে পবিত্র করে দাও। তার লজ্জাস্থানকে সংযতো করে দাও।” [ইবনে কাসির: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৮]  
এই দোয়ার এতো প্রতিক্রিয়া হলো যে, ওই যুবকের অন্তরে পরে কখনো ব্যভিচারের কল্পনাও জাগেনি।  
হাদিসে রাসুল থেকে আরো দোয়ার কথা বলা হয়েছে। এসব দিয়ে প্রার্থনা করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالشَّقَى وَالْعَفَاةَ وَالْغِنَى

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সঠিক পথ, খোদাভীতি, পবিত্রতা ও স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।” [মুসলিম, মেশকাত: ক্ষমাপ্রার্থনা অধ্যায়]  
অনেক সময় এভাবে দোয়া করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْحُسْنَ وَالزَّيَّادَةَ بِالْقَدْرِ

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সুস্থতা, পবিত্রতা, সৌন্দর্য আর ভাগ্যের ওপর সম্ভ্রষ্ট থাকার প্রার্থনা জানাচ্ছি।” [প্রাণ্ড]  
অনেক সময় নিচের ভাষায় দোয়া করতেন-

যৌবনের মৌবনে • ২৭২

اللَّهُمَّ الْهَيْئِيْ وَطَنِيْ وَأَعِزِّيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সরলপথে চালাও। প্রবৃত্তির দুইতা থেকে তোমার আশ্রয় দাও।” [তিরমিজি, মেশকাত]

কোনো-কোনো হাদিসে নিচের দোয়ার কথাও লেখা আছে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ

“হে আল্লাহ! আমি চরিত্রহীনতা, বদাভ্যাস আর কুপ্রবৃত্তি থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।” [তিরমিজি]

কোনো কোনো হাদিসে এ দোয়ার কথাও আছে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

“হে আল্লাহ! নারীদের আপদ থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।”

আপেকার আলেমদের জীবনী থেকে জানা যায়, তাঁরাও নানান দোয়ায় কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকতে আল্লাহর আশ্রয়প্রার্থনা করেছেন। হজরত বায়েজিদ বোস্তামি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর একরাতে যোনোভেজনা চরমে উঠে গেলো। তিনি দু'রাকাত নফলনামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। তিনি বলেন, এরপর আমার কাছে নারী ও দেয়ালের মধ্যে কোনো পার্থক্য বাকি থাকলো না।

একথা ভালো করে বুঝে রাখুন, দোয়া পড়া দিয়ে কবুল হয় না বরং দোয়া প্রার্থনা দিয়ে কবুল হয়। দোয়া প্রার্থনার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ আপদমস্তক দোয়া হয়ে যায়। চোখ না কাঁদলেও অন্তর কাঁদে। অন্তরের গভীর থেকে আকৃতি বেরিয়ে আসে-হে আল্লাহ! তুমি আমার মালিক, আমি দুর্বল, তুমি সবল। প্রত্যেক দুর্বলই সবলের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করে। তাই আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি, তুমি আমাকে নারীদের আপদ থেকে রক্ষা করো। আমার যোনোভেজনা আমায় নিয়ন্ত্রণে এনে দাও!

এরপর এর ফলাফল দেখুন। সত্যপ্রভুর সত্যাকোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে-

أَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا

“কে আছে বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেবে, যখন সে চায়।”

যোনোভেজনার ফকির ও যুধ (লেখকের টিপস)

স্বাভাবিক বিষয় হলো, কোনো রোগী যদি কোনো ওষুধ ব্যবহার করে উপকার পায় তাহলে সে তা অন্যরোগীর কাছেও খুলে বলে-এই ওষুধ খুবই ভালো, তুমিও সেবন করো। অধম (লেখক) এই জীবনে এ ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে উপকৃত হয়েছি তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম।

—১৮

যৌবনের মৌবনে • ২৭৩

### ১. ফি থাকবেন না

যোনোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের সেরাপদ্ধতি হলো, নিজেকে কাজে এতো ব্যস্ত রাখবেন, মাথা নাড়ানোর সময়ও নেই। যেখানে দুটি কাজ করার সেখানে তৃতীয় আরেকটি কাজ ঢুকিয়ে দিন। শরীর আরাম চাইবে, চোখ বন্ধ হয়ে আসবে, বিছানায় শুয়ে পড়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত কাজে ডুবে থাকুন। কাজ, কাজ আর কাজ। সামান্য আরামের সুযোগ নিন। সারাদিনের কর্মসূচি তৈরি করুন। ছাত্ররা পুরো সময় পড়াশুনায় লাগাবে। মাদরাসাপড়ুয়ারা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টিতে খেলাধুলাকে পড়াশুনার মতোই প্রয়োজনীয় মনে করবে। অবসর সময় বই পড়ায় কাটাতে। বইকে বন্ধ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাড়ি আর বইয়ের কাগজকে কাফনের কাপড় মনে করবে। সময় বেঁচে গেলে কোরআন মুখস্ত করা বা পুনর্গঠে ব্যয় করবে। এরপরও সময় থাকলে কোনো আদর্শ শিক্ষকের সাথে কাটাতে। অপ্রয়োজনে অল্পবয়সের ছেলেদের পাশে বসার বিয়ের মতো ক্ষতিকর মনে করবে। প্রবাদ আছে—

A young leading the young is like a blind  
[এ ইয়ং লিডিং দ্যা ইয়ং ইজ লাইক এ ব্লাইন্ড]

leading the blind they will both fall into the ditch.  
[লিডিং দ্যা ব্লাইন্ড দে উইল বোথ ফল ইনটু দ্যা ডীচ]

অজ্ঞ যদি আরেকজনে

দেখায় রে পথখানি

কেমন করে পথটি পাবে

ভ্রষ্ট হবে জানি।

অন্ধ যদি হাতের লাঠি

দেয়রে আরেকজনে

পড়বে তারা গভীর খাদে

না জানি কোণ ক্ষণে!

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়ারা অবসরে কোরআনেকারিমের অনুবাদ পড়াকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করবে। পাশের মাদরাসা-মসজিদের আলোয় কাছ থেকে প্রাথমিক আরবিভাষা ও ব্যাকরণ পড়ে নেবে। সময় থাকলে মাদরাসাপড়ুয়াদের মতো হাদিসের বইপত্রও পড়বে। জাগতিকশিক্ষার পাশাপাশি দীর্ঘনিশ্চাকোর্স শেষ করলে মানুষ মারাজাল বাহরাইন বা দুই সাগরের সংযোগস্থল হয়ে যায়। মুখস্থশক্তি ভালো থাকলে আর সময়-সুযোগ হলে কোরআন মুখস্থ করা শুরু করে দেবে। পড়তে পড়তে একঘেয়েমি চলে

এলে কোনো অসুস্থলোকের সেবা করো। চুপে-চুপে তার কাজগুলো করে দাও। অফিসে যারা চাকরি করেন এমন যুবকও দীর্ঘনিশ্চাকোর্স শেষ করতে পারেন। বাড়ির কাজে লাগলে এটাকে নবির সুন্নত মনে করুন। বুড়ো মা-বাবার সেবা করাকে সৌভাগ্য মনে করুন। ইহ ও পরকালে শান্তি-সমৃদ্ধির জন্য তাদের দোয়া নিন। যুবকদের সময় থাকলে কোনো বুজুর্গআলেমের সান্নিধ্যে থাকা উচিত। এছাড়া সময় হলে তাবলিগজামাতে সময় দিতে পারেন। ফি থাকাকে নিজের জন্য অবৈধো মনে করুন। একঅভিজ্ঞলোক বলেছেন—

An Idle mans brain is devil's workshop  
[এন আইডল ম্যানস ব্রেইন ইজ ডেভিলস ওয়ার্কশপ]

মনটা যদি অলস থাকে

থাকে নানান ভালে

শয়তান এসে কুমন্ত্রণা

ওই মনেতে চলে।

যেভাবে কারখানায় মেশিনারিজ তৈরি হয় তেমনি অবসর মানুষের মস্তিষ্কে শয়তানের নানা কুমন্ত্রণা জন্মায়। অবসর সময়ে আল্লাহর প্রিয়বান্দাদের জীবনাদর্শ পড়লে মরা মনে প্রাণ আসে। কারণ তাদের কথা ও সুদৃষ্টি মহৌষধ।

### ২. একা থাকবেন না

যোনোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় সোনালিনীতি হলো, একা থাকা থেকে বিরত থাকবেন। লোকারণ্যের মধ্যে থেকে নিভুতে থাকার নীতি অবলম্বন করবেন। যুবক যখনই নির্জনে যায় তখনই শয়তান তাকে কল্পিত প্রেমিকের দরবারে পৌঁছে দেয়। যুবক এমন জায়গায় বসে পড়বে যেখানে অন্যকেউ দেখে। আবদ্ধ ঘরে বসলে শয়তান মন্ত্রণার সুযোগ পেয়ে যায়। সে কোনো না কোনো সুশ্রী চেহারা সামনে এনে উপস্থাপন করে। কবি বলেন—

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا

[তুম মেরে पास হতে হো গুয়া]

جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

[জব কোয়ী দুসরা নেহী হোতা]

থাকলে তুমি আমার কাছে

এমন মনে হয়

শূন্য হলে এ পৃথিবী

হতো মধুময়।



এক যৌনোবিশেষজ্ঞের উক্তি হলো—

যৌবনের মৌবনে • ২৭৬

যৌবনের মৌবনে • ২৭৭

#### ৫. হাসি-তামাশা থেকে বাঁচুন

যুবক-যুবতীদের মধ্যে হাসি-তামাশার প্রবণতাটা অনেক বেশি হয়ে থাকে। যুবক-যুবতী চুটকি কনভে আর শোনাতে পছন্দ করে। অথচ বেশি হাসলে অন্তর মরে যায়। এটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে যুবক-যুবতীর মধ্যে হাসি-তামাশার অভ্যাস হয়ে যায়। আস্তে-আস্তে যাদের সাথে একটু সংকোচবোধ হবে তাদের সাথেও খোলামেলা হয়ে যায়। এটা খুবই ভয়ঙ্কর বিষয়। আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

“যারা পছন্দ করে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়াকে ইমানদারদের (বিশ্বাসীদের) মাঝে, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি ইহ ও পরকালে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না।” [সূরা: আননূর, আয়াত: ১৯]

• কোনো-কোনো যুবক পরস্পরে দেখা হলে বলে, ‘আজ তোমাকে গোসল করেছে’ বলে মনে হচ্ছে।’ আর এতেই অশ্লীলকথাবার্তার দরোজা খুলে গেলে।

• কোনো-কোনো যুবকবন্ধু অন্যবন্ধুকে আদর করে অশ্লীলভাষায় গালি দেয়। এর চেয়ে নিকটকাজ আর কী হতে পারে!

\* কোনো-কোনো যুবক পরস্পরের গায়ে হাত লাগিয়ে সুরসুরি দিয়ে খিঁচুপ করে, এতে অশ্লীলতার দরোজা খুলে যায়।

\* কোনো-কোনো যুবক সাক্ষাতের সময় পরস্পরকে খুব চেপে ধরে। এতে গোপনাস্ত পরস্পরে গায়ে ঘষা খায়। যৌনোত্তেজনা ওঠে। এতে ব্যভিচারের দরোজা খুলে যায়।

# যদি আমোদ-প্রমোদের অভ্যাস আত্মীয়তা আছে এমন ছেলে-মেয়ের মধ্যে হয়ে যায় তাহলে কবির ভাষায়, ‘বিষয়টি গড়াবে তোমার যৌবন পর্যন্ত।’ দেবর-ভাবী, খালা-ভাগিনা বা এধরনের অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে পরস্পরে হাসি-তামাশার অভ্যাস ভয়ঙ্কর ধরনের ক্ষতি করতে পারে।

# কোনো-কোনো বিবাহিতো পুরুষের অভ্যাস হলো, তারা অবিবাহিতো যুবকদেরকে তাদের দাম্পত্যজীবনের এতো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়, যুবকেরা তাদের কল্পনার চোখ দিয়ে নারী-পুরুষকে সহবাস করতে দেখতে থাকে। হাদিসে আছে—

إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَةٍ وَتُفْضِي إِلَيْهِ  
ثُمَّ يَنْشُرُ رِيضَهَا.

“আল্লাহর কাছে কেয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকট ওই লোক, যে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে পরে গোপন বিষয় অন্যের কাছে ফাঁস করে দেন।”

[মুসলিম]

এধরনের লোকের কথা শোনা হারাম।

# কোনো কোনো যুবক নিজের প্রেমের উপাখ্যানগুলো অন্যকে শোনায়। কোনো কোনো অশ্লীল বৈঠকে যুবকদের মধ্যে এই তর্ক চলে, তুমি কোনো মেয়েকে একা পেলে কী করবে। অসচ্চরিত্রের লোকেরা তাদের যৌনোত্তেজনা এমনভাবে বলে, প্রত্যেক তরুণের মধ্যে ব্যভিচারের স্পৃহা উদ্ভূত ওঠে। এধরনের বৈঠক মানুষের জন্য ধর্মীয় ও জাগতিক কোনো উপকারেই আসে না। এধরনের আড্ডায় যাওয়া মানে আল্লাহর অবাধ্যদের তালিকায় নিজের নাম লেখানো।

\* প্রত্যেক মা-বাবা একথা নোট করে রাখুন, ছেলে-মেয়ে যেনো অনর্থক ঘরের বাইরে কয়েক মিনিটও না কাটায়। তারা যা কিছু করার ঘরের ভেতরে করবে। যাতে মা-বাবার চোখ সন্তানকে শয়তান এবং শয়তানরূপী মানুষ থেকে রক্ষা করতে পারে। ছেলে-মেয়ে পড়তে গেলে ছুটি হবার সাথে-সাথে যেনো বাড়ি ফিরে আসে। কয়েক মিনিট দেরি হলে মা তাদের কাছে জবাবদিহি চাইবে। বন্ধুদের সাথে দেখা করার ক্ষেত্রে তাদেরকে পরামর্শ দেবে বাড়িতে গিয়ে দেখা করার বদলে ফুলেই যেনো দেখা করে নেয়। মা-বাবা সন্তানদের জিজ্ঞেস করবে-বন্ধুদের সাথে দেখা হলে তারা পরস্পরে কী কথা বলাবলি করে? কয়েক কথায় ভেতরের রহস্য বেরিয়ে আসবে। মেয়েরা তাদের বান্দবীর বাসায় যেতে চাইলে যথাসম্ভব তাদের অনুমতি দেবে না। কারণ বান্দবী থেকে তার ভাই, এরপর তা বিছানা পর্যন্ত গড়ায়! মা-বাবা এর পাতাও পাবে না।

#### ৬. কুদৃষ্টির জায়গাগুলো থেকে বাঁচুন।

যুবকেরা বাজারে-ঘাটে চলতে গিয়ে কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকবে। ব্যবসায়ীদের কোনো নারীর সাথে লেনদেন করার প্রয়োজন হলে খুব সতর্কভাবে করবে। পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বাস-কারের দিকে নজর দেবে না। সাধারণত জানালার পাশে পর্দাহীন মেয়েদের চোখে পড়ে। সংবাদপত্রে পর্দাহীন নারীদের দেখাও যৌনোত্তেজনা বেড়ে যাবার একটি কারণ।

দাড়ি-পৌফহীন ছেলেদের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে না। যুবকদের দৃষ্টান্ত হলো পেট্রোলের মতো। আর কুদৃষ্টি হলো তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া।

#### ৭. কবরস্থানে যাবার অভ্যাস ককুন

শহরের চাকচিক্য মানুষকে তার পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়। এজন্য মৃত্যুকে স্মরণ করার সহজপন্থা হলো, লাশের সাথে কবরস্থানে যান। একটু



ভাবুন, কতো সুন্দর সুন্দর লোকের শরীর মাটিতে পঁচছে। জাগতিক চাকচিক্যে বিভোর লোকদের হাঁশ ফিরে আসে কবরস্থানে গেলে। তখন যৌনোত্তেজনার আগুনে পানি পড়ে যায়। প্রবৃত্তির বেয়াড়ামি বন্ধ হয়ে যায়। মৃতকে দাফনের বিষয়টি কতোই না শিক্ষণীয়। যারা কাপড়ে সামান্য ধুলোবাগি লাগতে দিতে না, তাদেরকে মাটিতে শুইয়ে রাখা হচ্ছে। যিনি আড়ার সৌন্দর্য হতেন, তিনি আজ কবরের সৌন্দর্য। যিনি সারাজীবন বৈঠকের মধ্যমণি হতেন তিনি আজ সবার শিক্ষার পাত্র। যিনি নারীদের বেষ্টনিতে জীবন কাটাতেন তিনি আজ কবরে একাগ্রতার শিকার। আমাদের কোনো কোনো বুজুর্গ ঘরে কবর খুঁড়ে রাখতেন। রোজ তাতে শুতেন আর নিজের প্রবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করে বলতেন—মনে রাখবে, তোমাকে একদিন এই কবরে শুতে হবে। তাই আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকো!

একলোক হাটআটাক করে মারা গেলো। বাসার সবাই একসঙ্গেই জন্ম কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান যোগ দিতে গিয়েছিলো। তিনি ঘরে একা ছিলেন। তার লাশ একসঙ্গে পড়ে রইলো। বাসার লোকেরা ফিরে এসে দেখলো, পুরো ঘর দুর্গন্ধে ভরে গেছে। কেউ ভেতরে ঢুকতে চাইলো না। একজন মুখে কাপড় বেঁধে ভেতরে ঢুকে দেখলেন, মৃতের শরীর থেকে কীট ঝরছে। দুটি চোখ বেরিয়ে কপালে চলে এসেছে। দুই ঠোঁট শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। মৃতছাগলের মতো দাঁত বেরিয়ে এসেছে। পেটে কাপড়ে বাঁধ পড়ে গেলো। নাক থেকে পানি বেরিয়ে দুই কান দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এই দৃশ্য তার মনে এমন প্রভাব ফেললো, কয়েক মাস পর্যন্ত খেতে ও ঘুমুতে পারেনি। মানুষের সাথে বসতেও তার মনে চাইতো না। তিনি বলতেন, আমি দুনিয়ার বাস্তবতা নিজচোখে দেখেছি। যুবকদের যখন যৌনোত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে তখন তারা যেনো কবরের কথা মনে করে। রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

كَثِيرٌ وَادِّكُرْ هَادِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ

“তোমরা স্বাদ ছিন্নকারী বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি-বেশি মনে করো।”

[জামিউসসাগির: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২০৮]

আল্লাহ আমাদের মনিব হজরত মোহাম্মাদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে আমাদের তরফ থেকে ভালো বদলা দিন, তিনি আমাদেরকে পৃথিবীর বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন। পার্থিব কৃত্রিম সুখ-স্বচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে পরকালের প্রকৃত ও চিরস্থায়ী সুখের পথ দেখিয়েছেন।

যৌবনের যৌবনে • ২৮০

#### ৮. জ্বলন্ত আগুন থেকে শিক্ষা নিন

যুবকদের উচিত জ্বলন্ত আগুনের স্থূলিঙ্গ দেখে শিক্ষা নেয়া। কখনও এতে গোলতের টুকরো ফেলে দেখবে আগুন কী করে তা পুড়ে ফেলে। আমাদের আগের বুজুর্গরা কর্মকারের কর্মক্ষেত্রে আগুনের উপস্থিতি দেখে ভয় পেয়ে যেতেন। হজরত রাবেয়া বসরি [রহমাতুল্লাহি আলায়হা]-কে কেউ মোরগ খেতে দিলেন। তিনি কান্না শুরু করে দিলেন। খাদেম জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে আপনার? তিনি বললেন, আমার চেয়ে এই মোরগ ভালো। কারণ তাকে জবাই করার পর আগুনে ভুনা হয়েছে। কেয়ামতের দিন রাবেয়াকে ক্ষমা না করলে তাকে তো জীবিত আগুনের মধ্যে পোড়ানো হবে!

আগ্নাহ বলেন—

“বলো, ওই লোক, যাকে আগুনে ফেলা হয়েছে, সে সেরা, না-কি ওই লোক, যিনি কেয়ামতের দিন নিরাপত্তার সাথে এসেছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কাজকর্ম দেখছেন।” [সূরা: ফুসসিলাত, আয়াত: ৪০]

আগুন দেখে এ আয়াতের অর্থ মাথায় আওড়ান, তাহলে যৌনোত্তেজনা নিবৃত্ত করা সহজ হবে। এরপরও যদি যৌনোত্তেজনার উত্তাল হাওয়া না থামে তাহলে আপনার আঙ্গুলটি আগুনের কাছে নিয়ে দেখুন। আগ্নাহ বলেন—

أَقْرَأَيْكُمْ النَّارَ الَّتِي تَوُورُنَ اللَّحْمَ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَسَاقًا لِلْمُفْقِرِينَ

“তোমরা যে আগুন জ্বালাও তা খেয়াল করে দেখেছো কি? তোমরাই কি এর গাছ তৈরি করো, না-কি আমি করি? আমি এটাকে করেছি নিদর্শন আর মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু।” [সূরা: ওয়াকিয়া, আয়াত: ৭১- ৭৩]

অন্যজায়গায় বলেন—

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“আগুন থেকে বাঁচো, এর জ্বালানি মানুষ ও পাথর।”

[সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৪]

আরেক জায়গায় বলেন—

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا

“সকাল-সন্ধ্যার আগুনে তাদের ফেলা হবে।”

[সূরা: আরাফ, আয়াত: ৪৬]

যৌবনের যৌবনে • ২৮১

অন্যত্র বলেন-

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَارًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا  
“আমার কাছে আছে শেকল ও প্রজ্বলিত আগুন, আর আছে এমন খাবার যা  
গলায় আটকে যায় আর মর্মস্ফূটন শাস্তি।” [সূরা: মোজ্জামিল, আয়াত: ১২-১৩]

الَّذِي تَطَّلِعُ عَلَى الْفِتْنَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَّةُ  
“এটি আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে।”

একজায়গায় বলেন-

سَوْغُوا إِلَيْهَا تَغْتِيهَا وَزُفِيرًا  
“তারা শুনেবে জাহান্নামের ক্রুদ্ধগর্জন ও চিৎকার।”  
[সূরা: ফোরকান, আয়াত: ১২]

#### ৯. হাশরের দিনের অপদস্থতা

যৌনোপ্রবৃত্তি থেকে নিস্তার পেতে হাশরের দিনের কথা বেশি-বেশি মনে করুন।  
ওই দিনের অপদস্থতা হবে ভয়াবহ। যেলোক দু’জনের সামনে অপদস্থতা সহ্যে  
পারে না, সে পৃথিবীর সব মানুষের সামনে অপদস্থতা সহ্যে কীভাবে?  
আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ  
“যেদিন খুলে দেয়া হবে সব রহস্য।” [সূরা: আততরিক, আয়াত: ৯]  
যখন আল্লাহ সব রহস্য খুলে দেবেন তখন কি আমাদের অপদস্থতায় কোনো  
কমতি থাকবে? মা-বাবার সামনে সন্তান অপদস্থ হবে। স্বামীর সামনে স্ত্রী,  
বাবার সামনে মেয়ে আর ছেলের সামনে মা অপদস্থ হবে। লোকেরা বলবে,  
আমাদের সামনে কতো ভালো হয়ে থাকতো আর নির্জনে এই অপকর্ম করতো!  
কেয়ামতের দিন অপরাধী তার অপরাধের কারণে আল্লাহর সামনে মাথা তুলে  
দাঁড়াতেও পারবে না। আল্লাহ বলেন-

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ الْمُجْرِمُونَ لَا يَرْفَعُونَ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ  
“যদি তুমি দেখো, যখন অপরাধীরা তাদের প্রভুর সামনে মাথানত করে  
থাকবে।” [সূরা: আসসেজদা, আয়াত: ১২]

অন্যজায়গায় বলেন-

যৌবনের মৌবনে • ২৮২

#### خَائِبِينَ مِنَ الدَّلِيلِ

“অপমানে অবনতো অবস্থায়।” [সূরা: সূরা, আয়াত: ৪৫]

মানুষ চিন্তাগ্রস্ত হবে কিন্তু মুখ লুকানোর জায়গা পাবে না। আল্লাহ বলেন-

يَحْشُرُونَ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ يَتْلُو السِّفَرُ  
“সেদিন আসামিরা বলবে, পালানোর জায়গা কোথায়?”

[সূরা: কিয়ামা, আয়াত: ১]

হৃদিসে আছে, দুনিয়াতে যে হাতে যৌনোত্তেজনা নিবৃত্ত করতো কেয়ামতের  
দিন সে এমনভাবে উঠবে তার হাত গর্ভবতী নারীর পেটের মতো ফুলে  
থাকবে। যুবকেরা কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার কথা বারবার ভাববে, যাতে  
আল্লাহকে ভয় করে পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে।

#### ১০. আল্লাহকে সাথে মনে করা

যুবকদের উচিত, সবসময় আল্লাহ সাথে আছেন এমন অনুভূতি রাখা। আল্লাহ  
বলেন-

هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

“তিনি সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাকো।”

আল্লাহ আমাদের সাথে থাকার ব্যাপারে বলেন-

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

“আমি মানুষের কণ্ঠনালীর চেয়েও বেশি কাছে।”

আমরা যা কিছু করি আল্লাহ দেখেন, যা কিছু বলি আল্লাহ শুনে।  
আল্লাহ বলেন-

أَسْمِعْ وَأَذِ

“আমি শুনি এবং দেখি।”

আমাদের ঘনিষ্ঠ কেউ নির্জনে আমাদেরকে নির্লজ্জকাজে লিপ্ত দেখলে আমরা  
কতোই না লজ্জিত হই। কোনো মেয়ের ভাই বা স্বামী দেখে ফেললে তার  
দিকে তাকিয়ে আমরা ঘাবরে যাই। আল্লাহ আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড দেখছেন  
অথচ আমাদের মধ্যে কোনো অনুভূতি জাগছে না। একবৃজ্জ বলতেন, আল্লাহ  
আমার অন্তরে একথা চলে দিয়েছেন যে, তুমি আমার বান্দাদের একথা বলে  
দাও, “তোমরা যখন পাপাচারে লিপ্ত হও তখন সব দরোজা বন্ধ করে দাও,  
যাতে কোনো প্রাণী না দেখতে পারে। কিন্তু তোমরা ওই দরোজা বন্ধ করতে

যৌবনের মৌবনে • ২৮৩



পারো না, যে দরোজা দিয়ে আল্লাহ দেখেন। তোমাকে দেখার ক্ষেত্রে আমাকে কি সবচেয়ে নিম্নস্তরের মনে করো?”  
আল্লাহ কতো মহান! আল্লাহ বলেন—

الْمَ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

“তুমি কি জানো না, আল্লাহ দেখেন।” [সূরা: আলাক, আয়াত: ৪]  
অন্যজায়গায় বলেন—

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

“চোখের বিশ্বাসঘাতকতা আর যা কিছু তোমরা মনে গোপন করো, তা তিনি জানেন।”

এ বিষয়টিই এক কবি তুলে ধরেছেন কবিতার ভাষায়—

چو ریاں آنگھوں کی اور سینوں کے راز

[চুরিয়া আঁখী কী আওর সীনো কে রায়]

جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز

[জানতা হায় সব কো তু আয় বে নায়ায়]

গোপন চোখের একটু চাওয়া

মনের যতো কথা

জানেন সব সর্বজ্ঞানী

সবকিছুরই শ্রোতা।

#### ১১. পারিপার্শ্বিকতা পাণ্টে ফেলুন

যেখানে যোনোগোজনা বেড়ে যাবার উপকরণ আছে, ব্যভিচারের দিকে ধাবিতো করার বস্তু আছে, সেখানে না যাওয়া আর পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা পাণ্টে দেয়া খুবই জরুরি। হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম]-কে যখন মিসরের নারীরা পাপের দিকে ধাবিতো করত চেষ্টাছিলো তখন তিনি দোয়া করেছিলেন—

رَبِّ السَّجُنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

“হে প্রভু! জেল আমার কাছে প্রিয় এ থেকে, যার প্রতি আমাকে তারা ডেকেছে।” [সূরা: ইউসুফ, আয়াত: ৩৩]

এভাবে বনিইসরাইলসম্প্রদায়ের একশো লোকের হত্যাকারী যখন তওবার নিয়ত করে ফেললো তখন তাকে নিজের জনপদ ছেড়ে অন্যকোথাও সংকর্মশীলদের জনপদে চলে যাবার নির্দেশ দেন। অন্যকথায় তাকে

যৌবনের মৌবনে • ২৮৪

পারিপার্শ্বিকতা পাণ্টে ফেলার নির্দেশ দেন। পাপের পরিবেশ ছেড়ে সুস্থপরিবেশে যাওয়া জরুরি। কোথাও যদি এমন ছবি খুলানো থাকে যা দেখে যোনোগোজনা জেগে ওঠে তখন সে জায়গা এড়িয়ে চলতে হবে। কোনো রুমে যদি টিভি চলে আর আপনি তা বন্ধ করার সামর্থ্য না রাখেন, তাহলে ওই জায়গা থেকে ওঠে চলে যাবেন।

#### ১২. গোপনঅসুস্থতা

হস্তমৈথুন বা কোনো নারীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ায় মানুষের শরীরে মারাত্মক রোগের জন্ম নেয়। এর চিকিৎসাও অপদস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় যুবক এতোই দুর্বল হয়ে পড়ে, বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে সহবাসের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এতে শুধু নিজের জীবনই না, স্ত্রীর জীবনও ধ্বংস করে। অনেক ক্ষেত্রে এটি তালকের পর্যায়ে গড়ায়। যুবকেরা এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে মাথায় রাখবে, ভুলপথে বা ভুলজায়গায় যোনোগোজনা নিবারণ করতে গেলে অবশ্যই অপদস্থ হতে হয়।

#### ১৩. ব্যভিচার মানুষের ওপর ঋণ হয়

যেসব মানুষের ওপর যোনোগোজনার ভূত চেপে বসে আর ব্যভিচারের জন্য মন অস্থির হয়ে ওঠে, তারা এটা ভাবুন, এক তো ব্যভিচার মহাপাপ হওয়ার কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ, অন্যদিকে এটি তার ওপর ঋণ। এই ঋণ ঘরের কোনো নারী অবশ্যই পূরণ করবে। মেয়ে, স্ত্রী, বোন, ইচ্ছাকৃত বা বাধ্য হয়ে। আজ আমি পরনারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে কাল আমার ঘরের নারীদের সাথে অন্যরা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, “তোমরা মানুষের স্ত্রীদের সাথে খোদাভীতির আচরণ করো, তাহলে লোকেরাও তোমাদের নারীদের সাথে এমন আচরণ করবে। এটাকে বলে অদল-বদল। মানুষ যা বুনবে, তা-ই কাটবে। প্রবাদ আছে—

As you sow, so shall you reap

[এজ ইউ সৌ, সো শেল ইউ রীপ]

তোমার ঘরে আসবে সে ফল

বুনবে তুমি যা

আম বাগানে কাঠাল হবে

বলতে পারো তা?

এই কল্পনা বারবার মাথায় এলে যোনোগোজনার জ্বর চলে যাবে। পূর্ণাঙ্গ আরোগ্যলাভ হবে।

যৌবনের মৌবনে • ২৮৫

১৪. ব্যভিচার শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব  
আল্লাহ বলেন—

أَلَمْ أَغْنِ عَنْكَ رَبِّي بِمَا كُنْتَ تَعْبُدُونَ ۚ إِنَّكَ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۚ وَأَنْ  
أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ وَلَقَدْ أَخَذَ مِنْكُم مِّيثَاقًا كَثِيرًا ۖ أَقَلَّمْتُ تَكُمْ كُتُبَكُمْ  
“হে বনিআদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি, তোমরা শয়তানের  
দাসত্ব করো না, কারণ সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর আমারই ইবাদত  
করো, এটাই সরলপথ। শয়তান তো তোমাদের অনেক দলকে বিভ্রান্ত  
করেছিলো, তবুও কি তোমরা বুঝে না?” [সূরা: ইয়াসিন, আয়াত: ৬০-৬২]  
ব্যভিচারের কারণে মানুষ শয়তানের সঙ্গী হয়। আর খোদাজীতি অবলম্বন  
করলে মানুষ হয় আল্লাহর বন্ধু। যুবকেরা এটা ভাববে, কালকেয়ামতের দিন  
আমাকে আল্লাহর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে ব্যভিচার থেকে বাঁচতে হবে।  
এমন যেনো না হয়, আল্লাহ তাঁর দরবার থেকে ধমক দিয়ে বের করে দেন!  
আল্লাহ বলেন—

أَفَتَجِدُكَ ذُو نَفْسٍ لَّيَالِيُونَ ۚ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ۚ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا  
“তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে আর তার বংশধরকে অভিভাবক  
হিসেবে গ্রহণ করছো? তারা তো তোমাদের শত্রু। অত্যাচারীদের এই বিনিময়  
কতো নিকৃষ্ট!” [সূরা: কাহাফ, আয়াত: ৫০]  
কালকেয়ামতের দিন ব্যভিচারীকে যদি একথা বলে দেয়া হয়, তুমি আমাকে  
ছেড়ে শয়তানের আনুগত্য করেছিলে তাই তার সাথে জাহান্নামে যাও, তাহলে  
কী করবে? এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে ভাবলে আর তা বেশি-বেশি পড়লে  
যৌনোত্তেজনা থেমে যায়।

#### ১৫. নিজের কোটার সমাপ্তি

আল্লাহতায়ালার মানুষের রিজিক ঠিক করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন—

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  
“আমারই কাছে আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাগার আর আমি এটি পরিজ্ঞাত  
পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।” [সূরা: হিজর, আয়াত: ২১]  
প্রত্যেক বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। মানুষ দুনিয়াতে কদিন বাঁচবে, কটি  
শ্বাস-প্রশ্বাস নেবে বা কতবার যৌনোচ্ছ্বাস নিবারণ করতে পারবে এর একটি  
নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। ধরুন, কারো জীবন পঁয়ষট্টি বছরের। পনেরো বছর  
বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে সে ছয়হাজারবার যৌনোচ্ছ্বাস নিবারণ করতে পারবে।

যৌবনের মৌবনে • ২৮৬

কোনো যুবক যদি পুতঃপবিত্র জীবনযাপন করে তাহলে সে স্ত্রীর সাথে সহবাস  
করে পুরোপুরি এর স্বাদ নিতে পারবে। সে যদি হস্তমৈথুন অথবা  
অবৈধযৌনাচারে জড়ায় তাহলে এই পরিমাণ তার অংশ থেকে কাটা যাবে।  
এজন্য যেসব যুবক হস্তমৈথুনে যৌনোত্তেজনা মেটায় বা যে যুবক আত্মল দিয়ে  
যৌনোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করে, তারা বিবাহিতো জীবনে কোনো স্বাদই ভোগ করতে  
পারে না বা পেলেও আংশিক। অনেক সময় এমন হয়, মেয়ে বিয়ের আগে  
নিজের কোটা ব্যয় করে ফেললে স্বামী অন্যকোনো মেয়ের সাথে এই কোটা  
পুরো করে। আর বিয়ে না করলে অসংখ্যপায়ে যৌনোচ্ছ্বাস পুরো করে।  
এভাবে ছেলে বিয়ের আগেই নিজের বরাদ্দ থেকে ব্যয় করে ফেললে বিয়ের  
পর স্ত্রী তার প্রেমিকের সাথে চুপিচুপি নিজের উন্মাদনা মেটায়। তাই ভুলপথে  
যৌনোত্তেজনা নিবৃত্ত করে মানুষ নিজের ক্ষতিই করে থাকে। সামান্য ধৈর্য  
ধরলে অবৈধের পরিবর্তে বৈধপথে সবকিছু হয়ে যাবে। দাম্পত্যজীবন হবে  
ভালোবাসা ও সুখের। পরস্পরে প্রাণ বিসর্জনকারী হবে। লোকেরা তাদেরকে  
আদর্শদম্পতি বলবে। স্বামীকে আদর্শস্বামী আর স্ত্রীকে আদর্শস্ত্রী বলবে। ভাগ্য  
এমনিতেই আসে, তবে দ্রুতো করতে গেলে অবৈধ হলে আর ধৈর্য ধরলে হবে  
বৈধ। যুবকেরা যদি এ বিষয়টির ওপর ভাবে আর যৌনোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে  
রাখে, তাহলে লজ্জাস্থানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে।

#### যৌনোত্তেজনার ডাক্তারিওষুধ

কোনো যুবক যদি তার বদাভ্যাসের কারণে যৌনোচ্ছ্বাসের দিক থেকে দুর্বল  
হয়ে পড়ে, এতোই স্পর্শকাতর হয়ে যায়, সামান্য কথাতেই যৌনোত্তেজনা  
চরমপর্যায়ে পৌঁছে মাথায় শয়তানিকল্পনা সবসময় ঘুর ঘুর করতে থাকে, ঘন  
ঘন স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে সে চিকিৎসার জন্য কোনো ধার্মিকবিশেষজ্ঞ  
ডাক্তারের শরণাপন্ন হবে। এক্ষেত্রে দেরি করলে অপূরণীয় ক্ষতির মুখোমুখি  
হবে। যুবক-যুবতীদের কোনো যৌনোরোগ হলে তারা এর চিকিৎসা করাবে।  
হাদিসে আছে, যেসব রোগ আল্লাহ দিয়েছেন এর চিকিৎসাও দিয়েছেন।

#### নারীদের জিহাদ

কোরআনে ব্যভিচারের আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي

“ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ।”

এখানে নারীর কথা আগে আর পুরুষের কথা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।  
কোরআনের ব্যাখ্যাকারকেরা এর একটি রহস্য এটাও বলেছেন, ব্যভিচারের সূচনা

যৌবনের মৌবনে • ২৮৭



হয় নারীদের থেকে। যেমন নারী পর্দায় অসতর্কতা করেছে আর এতে পুরুষ সামনে আগানোর সুযোগ পায়। নারী কোমলকর্মে কথা বললে পুরুষ কথা সামনে বাড়ার সুযোগ পায়। নারীরা নিজের বিয়ে অবৈধে এমন কোনো পুরুষ ছাড়া ঘরের বাইরে গেলে পুরুষ ধর্ষণের সুযোগ পেয়ে যায়। পুরুষের অস্বমনোবৃত্তির কথা জানার পরও ঘরের লোকদেরকে একথা না জানালে তার ফাঁদে পড়ে যায়। নারীরা পুরুষের পাঠানো চিঠি পড়ে, ফোন পেয়ে বা প্রস্তাব পেয়ে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে এর পরিণতি ব্যভিচারের পর্যায় গড়ায়। যতোক্ষণ নারী উৎসাহিতো না হয় ততোক্ষণ পুরুষ ব্যভিচারে সফল হয় না। এজন্য কোরআনে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নারীকে প্রথম অপরাধী বলে গণ্য করেছে। নারীদের উচিত তাদের সন্তান ও পবিত্রতায় যেনো চিড় না ধরে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। শরিয়তে যুদ্ধরতো পুরুষকে যেমন মোজাহিদ হিসেবে অভিহিতো করেছে, তেমনি কোনো নারী ঘরের চারদেয়ালের ভেতরে পুতঃপবিত্র জীবনযাপন করলে তাকে নারী-মোজাহিদ হিসেবে অভিহিতো করা হবে আল্লাহর দফতরে। এজন্য ক্যেয়ামতের ভয়াবহ দিনে তাকে আরশের নিচে ছায়া দেয়া হবে। নিচে নারী-পুরুষের জিহাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো—

ক্রমিক নং	পুরুষের জিহাদ	নারীর জিহাদ
১.	রাসূল [সদ্ব্যবহার] আলায়হ ওয়া সাল্লাম] পুরুষদের কাছ থেকে জিহাদের জন্য বায়াত নিয়েছেন।	রাসূল [সদ্ব্যবহার] আলায়হ ওয়া সাল্লাম] নারীদের কাছ থেকে পুতঃপবিত্র জীবনযাপনের বায়াত নিয়েছেন।
২.	পুরুষের জিহাদ ঘরের বাইরে গিয়ে।	নারীর জিহাদ ঘরের ভেতরে থেকে।
৩.	পুরুষের জিহাদ কাকের-মুশরিকদের সাথে।	নারীদের জিহাদ বিয়ে বৈধে এমন আত্মীয় পুরুষদের সাথেও।
৪.	শত্রুরা মোজাহিদদের ওপর গুলি ছোড়ে।	পরপুরুষ নারীর ওপর বাজে দৃষ্টির তীর ফেলে।
৫.	শত্রুরা মোজাহিদদের দেশে ওপর কর্তৃত্ব নিতে চায়।	পরপুরুষ নারীর শরীরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে চায়।
৬.	শত্রুরা মোজাহিদদের দেশের উপকরণ দিয়ে উপকৃত হতে চায়।	পরপুরুষ নারীর শরীর দিয়ে উপকৃত হতে চায়।
৭.	শত্রুরা মোজাহিদদের রাষ্ট্রীয় সীমা	নারীরা পরপুরুষকে নিজের

	থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়।	থেকে দূরে রাখে।
৮.	মোজাহিদ শত্রুদেরকে দেশের একইঞ্চি পরিমাণ জায়গা দিতেও রাজি হয় না।	নারীরা পরপুরুষকে নিজের শরীরে ছোয়ার অনুমতিও দেয় না।
৯.	মোজাহিদরা শত্রুর ওপর কোনো আস্থা রাখে না।	নারীরা পরপুরুষের ওপর আস্থা রাখে না।
১০.	মোজাহিদ নিজের মোর্চায় থেকে শত্রুর মোকাবেলা করে।	নারীরা ঘরের চারদেয়ালে থেকে নিজেদেরকে সংরক্ষণ করে।
১১.	মোজাহিদ জানে শত্রুরা দেখে ফেললে প্রাণের আশঙ্কা আছে।	নারীরা জানে পরপুরুষ দেখে ফেললে সন্তান হারানো লাগতে পারে।
১২.	শত্রুরা মোজাহিদদের দেশ লুটেপুটে নিয়ে যায়।	পরপুরুষ নারীদের সন্তান লুটে নেয়।
১৩.	মোজাহিদরা শত্রুদের দূর করে গালি উপাধি লাভ করে।	নারীরা পরপুরুষকে দূর করে 'বীরামনা নারী' উপাধি লাভ করে।
১৪.	মোজাহিদ শত্রুদের থেকে গোপনে কাজ করে।	নারীরা পরপুরুষ থেকে গোপনে কাজ করে।
১৫.	মোজাহিদ শত্রুদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে লৌহবর্ম পরে।	নারীরা পরপুরুষের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে বোরকা পড়ে।
১৬.	শত্রুর সামনে দৃঢ়পদই মোজাহিদের কৃতিত্ব।	নারীদের পরপুরুষের ব্যাপারে দৃঢ়তা দেখানোই কৃতিত্ব।
১৭.	শত্রুরা মোজাহিদদের সাথে আলোচনাকে কূটচাল হিসেবে নেয়।	পরপুরুষ নারীদের সাথে কথাবার্তাকে কূটচাল হিসেবে নেয়।
১৮.	শত্রুরা মোজাহিদদের দেশে গুলি চালায়।	পরপুরুষ নারীর কাছে দূত বা টেলিফোন করে।
১৯.	শত্রুরা মোজাহিদদের দিয়ে গুলিচালক পাঠিয়ে সফল হয়।	পরপুরুষ নারীদের কাছে উপহার পাঠিয়ে উদ্দেশ্য সফল করতে চায়।
২০.	মোজাহিদদের দিন-রাত সীমান্ত পাহারা দিতে পূণ্য মেলে।	নারীদের রাত-দিন পরপুরুষ থেকে সতর্ক থেকে পূণ্য মেলে।
২১.	মোজাহিদ হেলোদুলে চলে-চলে দুর্বল হবার বিষয়টি দেখাতে চায়	নারীরা পর্দার মাধ্যমে পরপুরুষকে নিজের সৌন্দর্য

না।	না।	দেখাতে চায় না।
২২.	ভেতরের শত্রু পুরুষকে অস্ত্র ফেলতে উদ্বুদ্ধ করে।	কপ্ৰবৃত্তি নারীদেরকে পরপুরুষদের সামনে নরম হয়ে যেতে বাধ্য করে।
২৩.	মোজাহিদকে আল্লাহর পথে জিহাদ তার নৈকট্য করে দেয়।	নারীদেরকে তার পবিত্রতা আল্লাহর কাছাকাছি করে।
২৪.	মোজাহিদদের শত্রুর ভয় হলে বন্ধুর কাছে আশ্রয় পাওয়া যায়।	নারীদের পরপুরুষের ভয় হলে নিজের বিয়ে অবৈধো এমন পুরুষের কাছে গেলে আশ্রয় মেলে।
২৫.	মোজাহিদদের উচিত শত্রুদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া।	নারীদের উচিত পরপুরুষের মুখের ওপর কড়া জবাব দেয়া।
২৬.	মোজাহিদদের দেশ রক্ষায় ভালোবাসা জন্মে।	নারীদের সম্মম রক্ষায় ভালোবাসা জন্মে।
২৭.	মোজাহিদদের দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হয়।	পুতঃপবিত্র নারীর দোয়াও আল্লাহর কাছে কবুল হয়।
২৮.	মোজাহিদদের ভেতরের শত্রুর ভয় থাকে বেশি।	নারীদের আত্মীয় পরপুরুষের ভয় থাকে বেশি।
২৯.	দেশরক্ষায় মারা গেলে মোজাহিদ শহিদ।	নারীরা সম্মম রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে শহিদ।
৩০.	মোজাহিদদের উচিত নিজের সাফল্যের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।	নারীদের উচিত নিজের সম্মম ও সম্মানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

#### যৌনোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চিঠি

নোট: সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া জরুরি। নিচের প্রশ্নগুলোর পাশে সঠিকচিহ্ন দিন—

১. আপনি কি পরনারীকে যৌনোত্তেজনার চোখে দেখেন? (অ) (ই)
২. কাজিনদের সাথে পর্দার চেষ্টা করেন কি? (অ) (ই)
৩. আপনি কি বন্ধুদের সাথে যৌনোসম্পর্কিত হাসি-ঠাট্টা করেন? (অ) (ই)
৪. আপনি কি টিভিতে খবর ও নাটক দেখেন? (অ) (ই)
৫. আপনি কি প্রেমের উপন্যাস পড়েন? (অ) (ই)
৬. আপনি কি গোপনে কারো সাথে প্রেম করেন? (অ) (ই)
৭. আপনার কি হিন্দিগান ও পপমিউজিক পছন্দ? (অ) (ই)

যৌবনের মৌবনে • ২৯০

৮. আপনি কি ইন্টারনেটে চ্যাটিং বা যৌনোচ্ছবি দেখেন? (অ) (ই)
৯. আপনি কি ফোনে কারো সাথে যৌনোআলোচনা করেন? (অ) (ই)
১০. আপনি কি অবৈধোপায়ে যৌনোচ্ছবি নিবারণ করেন? (অ) (ই)

#### নির্দেশনা

প্রত্যেক প্রশ্নের জবাবে ১০ নম্বর দিন, পরে তা মোট হিসাব করুন।

\* যদি ই নম্বর ৫০-এর বেশি হয় তাহলে আপনি ফেল। আবার তওবা করে পরীক্ষায় অংশ নিন।

\* যদি অ নম্বর ৫০-এর বেশি তাহলে আপনি পাস। ক্ষমা চেয়ে ডিভিশন বাড়ানোর চেষ্টা করুন।

\* যদি অ নম্বর ৮০ নম্বরের বেশি হয় তাহলে আপনি প্রথম বিভাগে পাস। সামান্য চেষ্টা করলেই পুরস্কার পেতে পারেন।

\* যদি অ নম্বর শ'য়ের কাছাকাছি তাহলে আপনি বড় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আপনি মোবারকবাদ পাবার যোগ্য। আপনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা মিষ্টি বা আইসক্রিম খাওয়াবো। পাশাপাশি আপনার কাছে নিবেদন করবো—আমাদের মতো অসহায়দের মুক্তির জন্য একটু দোয়া করবেন। মনে রাখবেন, আল্লাহতায়াল পুত-নিখুঁত লোকদের হাত খালি ফিরিয়ে দেন না।

যৌবনের মৌবনে • ২৯১



## অধ্যায়-১০

### ব্যভিচার থেকে তওবা

I'm Sorry...



মানুষ ভুল করে। মানবপ্রকৃতির কারণে পাপাচারে জড়িয়ে যায়। তবে যখন অনুভূতি জেগে যায় তখন অনুতপ্ত হয়ে ভাবতে থাকে, আমার এমনটা করা ঠিক হয়নি। এই অনুতপ্ত হবার অপর নামই তওবা। রাসূল [সদ্দাওয়াহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন-

الْتَدْرُؤُةُ

“অনুতপ্ত হওয়ার নামই তওবা।”

এজন্য বাদা যখন পাপাচারে জড়িয়ে যায় তখনও আল্লাহ তার ওপর রাগেন না। ভুলের জন্য অনুতপ্ত হবার সুযোগ দেন।

#### ১. আল্লাহ পাপ করতে দেখেও রাগ করেন না

বনিইসরাইলের একবাদশার সামনে এক আবেদের (ইবাদতকারী) কথা আলোচনা হলো। বাদশা তাকে ডেকে পাঠালেন। অনেক আদর-আপ্যায়ন করে তাকে নিজের রাজদরবারে রাখার চেষ্টা করলেন। আবেদ বললেন, বাদশা মহোদয়! কথা তো ভালো। কিন্তু আপনি বলুন, আমাকে যদি আপনার কোনো ক্রীতদাসীর সঙ্গ কোনোদিন ব্যভিচারে লিপ্ত দেখেন তাহলে কী হবে? একথা শুনে বাদশা রাগ করে বললেন, আমার রাজদরবারে এমন অপকর্ম কীভাবে সম্ভব? আবেদ বললেন, বাদশা মহোদয়! রাগ করবেন না। আমার প্রভু কতোই না দয়ালু! আমাকে প্রতিমুহূর্তে পাপাচারে লিপ্ত দেখেও তিনি আমার ওপর রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটান না। তাঁর দরবার থেকে তাড়িয়েও দেন না। রিজিক থেকে বঞ্চিতও করেন না। তাই আমি কীভাবে তাঁর দরবার ছেড়ে আসবো। আর কীভাবে আপনার দরবারে থাকবো, যেখানে আমার পাপে লিপ্ত হবার আগেই আপনি রাগ করে ফেললেন। আমাকে সত্যিই পাপাচারে লিপ্ত দেখলে আপনি না জানি কী করেন! একথা বলে ওই আবেদ বাদশার দরবার থেকে চলে এলেন।

#### ২. আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না

হজরত আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে, রাসূল [সদ্দাওয়াহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর চাচা হজরত হামজা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর হত্যাকারী ওয়াহশি মক্কা থেকে রাসূলের কাছে চিঠি লিখলেন, আমি ইসলাম কবুল করতে চাই। কিন্তু আমার জন্য কোরআনের এ আয়াত বাধা-

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا

যৌবনের মৌবনে • ২৯০

“আর তারা আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না আর ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করবে, শাস্তি ভোগ করবে।”

[সূরা: আল-ফোরকান, আয়াত: ৬৮]

আমি আল্লাহর সাথে শরিক, হত্যা আর ব্যভিচার তিন অপরাধই করেছি। আমার জন্য কি তওবার সুযোগ আছে? তখন এ ব্যাপারে তওবার আয়াত নামানো হলো—

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“তবে তারা নয় যারা তওবা করে, ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দেবেন পুণ্য দিয়ে।”

[সূরা: আল-ফোরকান, আয়াত: ৭০]

রাসূল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এ আয়াত লিখে ওয়াহশির কাছে পাঠালেন। তিনি জবাবে বললেন, আয়াতে তো সৎকর্মের কথা বলা হয়েছে। সৎকর্ম করতে পারবো কী-না তা তো জানা নেই। তখন এ ব্যাপারে আয়াত নামানো হলো—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

“নিরসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া যা ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন।” [সূরা: নিসা, আয়াত: ১১৬]

রাসূল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এ আয়াত লিখে পাঠিয়ে দিলেন। ওয়াহশি জবাব দিলেন, এ আয়াতে ক্ষমা শর্তে। আমার ক্ষমাপ্রার্থনা করা হবে কী-না এটা তো জানা নেই। তখন আয়াত অবতীর্ণ হলো—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“বলো, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে না, আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু।” [সূরা: জুমার, আয়াত: ৫৩]

রাসূল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এ আয়াত লিখে পাঠিয়ে দিলেন। এখানে ক্ষমার জন্য কোনো শর্তারোপ করা হয়নি। ওয়াহশি মদিনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করলেন। এতে জানা যায়, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বান্দার কখনও নিরাশ হওয়া ঠিক নয়। ইসলাম নৈরাশ্যকে কুফর বলেছে। আল্লাহ বলেন—

إِنَّهُ لَا يَنْتَسِعُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْفُؤَادُ الْكَافِرُونَ

“নিরসন্দেহে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে কাফেররা ছাড়া আর কেউ নিরাশ হয় না।” [সূরা: ইউসুফ, আয়াত: ৮৭]

তাই কেউ যদি বারবার ব্যভিচারে লিপ্ত হই তবুও তার জন্য তওবার পথ খোলা। সে যখন ইচ্ছা তার প্রভুকে খুশি করতে পারবে।

### ৩. তওবার শেষমুহূর্ত

রাসূল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] হাদিসে বলেছেন, যেলোক মৃত্যুর সময় নিঃশ্বাস বেরিয়ে যাবার আগে তওবা করে নেয়, আল্লাহ তার তওবাও কবুল করেন। আল্লাহ বলেন—

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

“তিনি বান্দার তওবা কবুল করেন আর তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন।”

[সূরা: সূরা, আয়াত: ২৫]

হজরত সাঈদ ইবনুল মোসাইয়িব [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে জিজ্ঞেস করা হলো—

إِنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِيَنَّ غَفُورًا

“নিরসন্দেহে তিনি প্রত্যাবর্তনশীলদের পাপ ক্ষমা করেন।”

এতে উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন, যে বান্দা পাপ করে পরে তওবা করে নেয়। হাসান বসরি [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এখার কখন পর্যন্ত চলতে থাকবে? তিনি বললেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক থেকে না উঠবে। অর্থাৎ ওই সময় পর্যন্ত কোনো ব্যভিচারী তার কৃতকর্মের জন্য তওবা করলে তা কবুল করা হবে।

### ৪. তওবার নিয়ম

হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, আমাকে হজরত আবুবকর [রদিয়াল্লাহু আনহু] এ হাদিস শুনিয়েছেন, যখন বান্দা কোনো পাপে লাগে এরপর ভালোভাবে ওজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে মাফ চায়। এরপর রাসূল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন—

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

“যে অপকর্ম করে অথবা নিজের ওপর অত্যাচার করে এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু হিসেবে পাবে।”

[সূরা: নিসা, আয়াত: ১১০]



কোনো কোনো তাবেয়ি থেকে বলা হয়েছে, একপাপাচারী পাপ করে, এরপর এতে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে থাকে এভাবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে জাহান্নামে প্রবেশ করান। এটা দেখে শয়তান আফসোস করতে থাকে, হায়! আমি যদি তাকে পাপে না লাগাতাম!

#### ৫. তওবার নিদর্শন

কারো তওবা চারটি নিদর্শন দিয়ে চেনা যায়-

১. পেছনের পাপের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া আর আগামীতে পাপ না করার দৃঢ় ইচ্ছা মনে মনে থাকবে।
  ২. নিজের অন্তরে কোনো ব্যাপারে বিদ্বেষ রাখবে না, সবাইকে আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দেবে।
  ৩. পাপাচার লোকদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। বরং তাদের থেকে দূরে থাকবে।
  ৪. মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে থাকবে।
- এমন তওবাকারীদের নিয়ে লোকদের ওপর চারটি বিষয় আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়-
১. তাকে তওবা করাবে, ঘৃণা অন্তর থেকে দূর করে দেবে।
  ২. তওবার ওপর দৃঢ় থাকার দোয়া করবে।
  ৩. অতীতের পাপের জন্য তাকে লজ্জা দেবে না।
  ৪. সৎকাজে তাকে সহযোগিতা করবে।
- এমন যথার্থ তওবাকারীকে আল্লাহ তায়ালাও চারটি পুরস্কারে ভূষিত করেন-
১. তার পাপকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন যেমন তিনি কোনো পাপই করেননি। হাদিসে আছে-

الْغَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

“পাপ থেকে তওবাকারী এমন, যেমন কোনো পাপই করেনি।”

[মেশকাত]

২. আগামীতে শয়তানের হামলা থেকে তাকে রক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন-

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

“নিশ্চয়ই আমার বান্দা এব্যাপারে নেই তোমার ওপর কোনো দায়।”

৩. তাকে নিজের প্রিয় করে নেন। আল্লাহ বলেন-

যৌবনের মৌবনে • ২৯৬

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

“নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন।”

হাদিসেও আছে-

الْغَائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ

“তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু।”

৪. দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে তাকে ভয় থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ দান করেন। আল্লাহ বলেন-

تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُرُوا وَلَا تَخَافُوا وَأَلَّا تَكُونُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ “তাদের কাছে নামে ফেরেশতা আর বলে, তোমরা ভীত হয়ে না, চিন্তিত হয়ে না বরং তোমাদেরকে যে জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো, তার জন্য আনন্দিত হও।” [সূরা: হা-মিম সাজদাহ, আয়াত: ৩০]

#### ৬. পাপীকে লজ্জা দেবেন না

হজরত হাসান বসরি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] থেকে বলা হয়েছে, রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] একনারীকে ব্যভিচারের অভিযোগে পাথরে পাথরে মেরে ফেললেন আর তার জানাজা পড়ালেন। কোনো কোনো সাহাবি রাসূলের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিজেই তাকে পাথর মেরে হত্যা করলেন আবার আপনিই তার জানাজা পড়ালেন, এর কারণ কী?’ রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, ‘এই মহিলা এমন তওবা করেছে, তার তওবা যদি সারাদুনিয়ার মানুষের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয় তাহলে সবার পাপ মুছে যাবে। এতে জানা গেলো, মোমিন উদাসী হয়ে পাপ করে কিন্তু এটা পছন্দ করে না। আল্লাহ বলেন-

وَكُذْرَةٌ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ

“তিনি কুফুরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে অগ্রিয় করে দিয়েছেন।” [সূরা: হুজুরাত, আয়াত: ৭]

এই আয়াত দিয়ে বোঝা যায়, মোমিন পাপাচারে সঙ্কষ্ট হয় না, উদাসীনতার কারণে করে থাকে। তাই যে তওবা করে তাকে লজ্জিত করা উচিত নয়। রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন, যেলোক কোনো মোমিনকে তার পাপের কারণে লজ্জা দেয় তার ওই সময় পর্যন্ত মৃত্যু আসবে না যতক্ষণ না সে ওই পাপাচারে জড়িয়েছে। এজন্য যে বান্দা তার পাপ থেকে ঝাঁটি মনে তওবা করেছে আল্লাহ তার শরীরের অঙ্গ, তার আমল লিখে রাখেন এমন দুই

যৌবনের মৌবনে • ২৯৭

ফেরেশতা, ভূখণ্ড সবকিছুকে সে পাপের কথা জুলিয়ে দেন। তার আমলনামা থেকে তা মুছে দেন, যাতে কেয়ামতের দিন কেউ সাক্ষ্য দিতে না পারে। তাই যদি কোনো নারী ব্যভিচার থেকে তওবা করে ফেলে তাহলে কারো উচিত নয় তাকে লজ্জিত ও অপমান করা। কবির ভাষায়—

نہ پا کے گرا تو سب کو آ ہے  
[নিশাহ পিলাকে গেরানা তু সব কো আতা হয়]  
مزد تو ہے کہ کرتوں کو تمام لے ساقی  
[মযাহ তু তব হয় কেহ গেরতো কো থাম লে সাকী]  
খাইয়ে নেশা করতে মাতাল  
সবাই তো ভাই পারে  
কিন্তু কজন পারবে বেলো  
ক্ষতে মাতালটারে!

#### ৭. পাপাচার সত্ত্বেও মোমিন

আল্লাহ তায়ালা অভিশপ্ত ইবলিসকে সুযোগ দেয়ার পর সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার বান্দার সিনা থেকে ওই পর্যন্ত বের হবো না, যতোকণ তার মরণ না হয়েছে। আল্লাহ বললেন, আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি আমার বান্দাদের জন্য তওবাকে ব্যাপক করে দেবো। এ অবস্থায় তার মরণ এসে যাবে।

আল্লাহ তার বান্দার ওপর কতো দয়াশীল দেখুন! গোনাহ সত্ত্বেও তাদেরকে মোমিন বলে অভিহিতো করেছেন। আল্লাহ বলেন—

وَيُؤَيِّنُ إِلَى اللَّهِ جَنَّتًا إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে মোমিনেরা! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে এসো, যাতে সফল হতে পারো।” [সূরা: আননুর, আয়াত: ৩]

বান্দা যখন তওবা করে তখন আল্লাহ তাকে প্রিয়বন্ধু হিসেবে অভিহিতো করেন। আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন।”

যখন আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন তখন বান্দার এতে পালানোর অনুমতি কই?

যৌবনের মৌবনে • ২৯৮

#### ৮. সংকর্ম মন্দাচারকে মিটিয়ে দেয়

রাসুল [সদ্দা প্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন—

الْمَأْثِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَيْفَ لَا ذَنْبَ لَهُ

“পাপ থেকে তওবাকারী এমন যেনো সে কোনো পাপই করেনি।”

একলোক হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] বললেন, তওবা করে নাও, পরে আর পাপ করো না। প্রশ্নকারী বললেন, তওবার পর আবার পাপ করেছি। তিনি বললেন, আবার তওবা করে নাও, পরে আর পাপ করো না। ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে কোন পর্যন্ত? আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] বললেন, ওই পর্যন্ত, যেনো শয়তান নিরাশ হয়ে যায়।

হজরত ইবনে মাসউদ [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা হয়েছে, একলোক রাসুল [সদ্দা প্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর দরবারে নিবেদন করলেন, আমি একনারীকে বাগানে পেয়ে স্পর্শ, চুমু এগুলো করেছি, তবে তার সাথে মিলন হয়নি। রাসুল [সদ্দা প্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর আয়াত নামলো—

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُؤْتِيُنَّ الصَّوَابَاتِ

“নিঃসন্দেহে সংকাজ পাপকে মিটিয়ে দেয়।”

রাসুল [সদ্দা প্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] ওই লোককে এ আয়াত শোনালেন, তখন ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] রাসুলের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এটা কি এই লোকের বিশেষত্ব, না-কি সবার জন্য? রাসুল [সদ্দা প্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, ‘সবার জন্য।’

রাসুল [সদ্দা প্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন, প্রত্যেক বান্দার জন্য দু’জন ফেরেশতা রক্ষক আছেন। ডান পাশের ফেরেশতা সংকাজ আর বাঁ পাশের ফেরেশতা পাপাচারের বিবরণ লিখে রাখেন। বান্দা যখন কোনো সংকাজ করে ডান পাশের ফেরেশতা সাথে-সাথে লিখে ফেলেন। আর কোনো পাপকাজ করলে বাঁ পাশের ফেরেশতা ডানের ফেরেশতাকে লিখবেন কী-না অনুমতি চান। ডানের ফেরেশতা বলেন, পাঁচটি পাপ একসাথে হতে দাও। যখন পাঁচটি পাপের পর একটি সং করেন তখন ফেরেশতা বলেন, একটি সংকর্ম দশটি সংকর্মের সমতুল্য। তাই তুমি পাঁচটি পাপের পরিবর্তে পাঁচটি সংকর্ম ধরে নাও আর অবশিষ্ট পাঁচটি সংকর্ম তার আমলের বিবরণীতে লিখে নাও। একথা শুনে শয়তান চিৎকার মেরে বলে, ‘আদমসন্তানের ওপর বিজয়ী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।’

যৌবনের মৌবনে • ২৯৯



### ৯. কুফরিরও ক্ষমা আছে

আল্লাহর দরবারে শতো বছরের কাফেরও যদি ঝটিমনে তওবা করে আল্লাহ তার তওবাবও কবুল করেন। আল্লাহ বলেন—

قُلْ لِلَّهِ الْكَفُّورُ إِنَّ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

“কাফেরদের বলেন, তারা যদি ফিরে আসে তাহলে আগে যা কিছু হয়েছে সব ক্ষমা করে দেয়া হবে।” [সূরা: আনফাল, আয়াত: ৩৮]

তাই কাফেরের জন্যও যদি তওবা থাকে তাহলে পাপকারীর জন্য তো অবশ্যই থাকবে। যার স্তর আরো নিচে। তাই ব্যভিচারী যদি তওবা করে তাহলে অবশ্যই তা কবুল করা হবে।

### ১০. ব্যভিচার থেকে তওবাকারীদের ঘটনা

‘কিতাবুত তাওয়াবিন’ ও ‘তাম্বিহুল গাফিলিন’ কিতাব দুটি থেকে ওই লোকদের কয়েকটি ঘটনা বলা হলো, যারা ব্যভিচারে লেগেছিলেন কিন্তু পরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন আর জীবনের ছাচ পাঁটে পুতঃপবিত্র জীবনযাপন করেছেন।

#### ব্যভিচারী নারীর তওবা

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, একরাতে আমি রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর সাথে এশার নামাজ পড়ে বের হলাম। দেখলাম একনারী নেকাব উঠিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন আর বলছেন, ‘আমাকে দিয়ে অনেক বড়পাপ হয়ে গেছে, আমার তওবা কি কবুল হবে?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার পাপ কী?’ মহিলা বললেন, ‘আমি ব্যভিচারে লেগেছি আর তাতে জন্ম নেয়া বাচ্চাও হত্যা করেছি।’ আমি বললাম, ‘আপনি নিজেও ধ্বংস হয়েছেন আর একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবনও ধ্বংস করেছেন। আল্লাহর শপথ, আপনার তওবা কবুল করা হবে না।’ একথা শুনে মহিলা চিৎকার দিয়ে যেনো অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আমি সামনে চলে গেলাম, আর মনে মনে ভাবলাম, রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] থাকতে আমার এই ফতোয়া দেয়ার কি প্রয়োজন ছিলো? সকাল হতেই আমি দৌড়ে রাসূলের দরবারে গিয়ে বললাম, গতরাতে আমাকে একমহিলা এই মাসালা জিজ্ঞেস করেছে আর আমি এই ফতোয়া দিয়েছি। একথা শুনে রাসূল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] পড়লেন আর বললেন, ‘আবুহোরায়রা, তুমি নিজেও ধ্বংস, ওই নারীকেও ধ্বংস করেছে, তোমার কি এই আয়াতের কথা মনে ছিলো না—

যৌবনের মৌবনে • ৩০০

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا  
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا \* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ  
عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না আর ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কেয়ামতের দিন এর শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে আর সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তবে তারা নয়, যারা তওবা করে, ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপ বদলে দেবেন পুণ্য দিয়ে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা: ফোরফান, আয়াত: ৬৮-৭০]

আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, একথা শুনে আমি রাসূলের সামনে থেকে চলে গেলাম। আমার অবস্থা এই ছিলো, আমি মদিনার অলিতে-পলিতে ঘুরতাম যাতে কেউ আমাকে ওই মহিলার খোঁজ দেন, যে আমার কাছে গতরাতে মাসালা জিজ্ঞেস করেছিলো। আমাকে দেখে শিশুরা চিৎকার করে বলতো, আবুহোরায়রা পাগল হয়ে গেছে। এভাবে রাত হয়ে গেলো। আল্লাহর কী মহিমা! ওই মহিলাকে পেয়ে গেলাম। আমি তাকে রাসূলের বাণী শুনিতে বললাম, তোমার তওবা গ্রহণযোগ্য। তখন ওই মহিলা খুশিতে কাদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, অমুক বাগানটি আমার, এই গোনাহের দায় হিসেবে তা আমি গরিবদের দান করে দিলাম।

#### ব্যভিচারী নারী তওবা করে গুলিদের মা হলেন

ফকিহ আবুল লাইস সমরকান্ডি তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, বনিইসরাইলে এক অশ্লীল নারী ছিলো। লোকেরা তার রূপ-গুণ দেখে আসক্ত হতো। তার দরোজা সব সময় খোলা থাকতো। অবস্থা এই ছিলো, যেকউ একনজর দেখতে পারতো আর তার সাথে মিলিত হতে অস্থির হয়ে পড়তো। ওই মহিলা দশ দিনারের বিনিময়ে মিলিতো হবার সুযোগ দিতো।

একদিন একমুবক আবেদ (ইবাদতকারী) এপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাকে বসে থাকতে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন। মন ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি হাজারো চেষ্টা করলেন ওই নারীর কল্লনা যেনো মন থেকে দূর হয়ে যায়, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। সারাদিন-রাত ওই নারীর কল্লনা তার অন্তরে ছেয়ে গেলো। অপারগ হয়ে তিনি সবকিছু বেচে দশ দিনার সংগ্রহ করলেন, পরে নারীর উকিলের মাধ্যমে তার পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। নারী সেজেগুজে খাটে বসালো।

যৌবনের মৌবনে • ৩০১

ওই আবেদও খাটে বসে তাকে স্পর্শ ও চুমুর জন্য উদ্ধত হলেন, আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন। অতীতের ইবাদতের কথা ভেবে তিনি চিন্তা করলেন, আমার প্রভু তো এই পাপকাজ দেখছেন। এমন যেনো না হয়, এর কারণে আমার অতীতের সব সৎকাজ নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তার মনে এমন ভয় ঢুকিয়ে দিলেন, তিনি কাঁপতে থাকলেন। তার চেহারার রঙ পাল্টে গেলো।

ওই মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? আবেদ বললেন, আমার প্রভুর কথা ভেবে লজ্জা লাগছে। আমি ফেরত যেতে চাচ্ছি। মহিলা বললেন, লোকেরা তো এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় থাকে, তোমার তো এটা এসেছে, তাই তুমি সন্ধ্যাবহার করো। আবেদ বললেন, আমি যে মুদ্রা তোমাকে দিয়েছি তা তোমার জন্য বৈধো, আমাকে যেতে দাও। মহিলা বললেন, মনে হচ্ছে তুমি এর আগে এমন কাজ কখনও করেনি। মহিলা ওই আবেদের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি সবকিছু খুলে বলে দিলেন। আবেদ যখন সেখান থেকে বের হলেন তখন কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, আমি আল্লাহর দুয়ার ছেড়ে একব্যভিচারীর দুয়ারে এসে গেছি। এদিকে ওই আবেদের বরকতে মহিলার মনেও আল্লাহর ভয় ঢুকে গেলো। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এটা ছিলো ওই লোকের প্রথম পাপ। এতেই তিনি আল্লাহকে এতো ভয় করলেন। আর আমি বছরের পর বছর ধরে পাপ করছি। অথচ আমার প্রভুও তো তিনিই। আমার সবকিছু তিনি দেখছেন।

ওই মহিলা ঘরের দুয়ার বন্ধ করে ফেললেন, সাধারণ কাপড় পরে ইবাদতে লেগে গেলেন। একদিন মনে এলো, আমি ওই আবেদের কাছে কেনো চলে যাই না, হয়তো তিনি আমাকে বিয়ে করতে পারেন। আমি তাঁর থেকে দীন শেখবো। তিনি ইবাদতে আমার সহযোগী হবেন। একথা ভেবে তিনি আসবাবপত্র নিয়ে ওই আবেদের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। আবেদের সামনে যখন তিনি চেহারা খুলে দিলেন তখন আবেদ তাকে চিনে ফেললেন। আবেদ ওই মহিলার চেহারার দিকে নজর দিতেই চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সেখান থেকেই তাঁর প্রাণ পাখি উড়ে গেলো। ওই মহিলা খুবই ব্যথিত হলেন। পরে আবেদের ভাইয়ের সাথে বিয়ের হয়ে সৎজীবনযাপন শুরু করেন। তার গর্বে সাতটি ছেলে হয়। যারা সবাই বনিইসরাইলের ওলি হয়েছিলেন।

ব্যভিচারী যুবকের খাঁটি তওবা

জুহরি বর্ণনা করেন, একবার হজরত ওমর [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কাঁদতে-কাঁদতে রাসুলের দরবারে হাজির হলেন। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! দরোজার সামনে

যৌবনের মৌবনে • ৩০২

একযুবক কাঁদছে, তার কান্না আমার অন্তরে নাড়া দিয়েছে। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] ওই যুবককে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসতে বললেন। যুবক যখন ভেতরে এলো, অঝোরে কাঁদছে। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কান্নার কারণ কী? যুবক বললো, আমার পাপের বোঝা আমাকে কাঁদাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে, প্রভু আমার ওপর অনেক রেগে আছেন।

রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেছো? সে বললো, না। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] জিজ্ঞেস করলেন, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছো? বললো, না। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, তাহলে তোমার পাপ ক্ষমায়োগ্য, তা আসমান-জমিন ও পাহাড়ের সমতুল্য হোক না কেনো। এরপর রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পাপ বড় না-কি আল্লাহর সিংহাসন? যুবক বললো, আমার পাপ। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পাপ বড় না-কি আরশ বড়? সে বললো, আমার পাপ। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, যতো বড় পাপই হোক মহান প্রভু ক্ষমা করবেন। এবার বলো, তোমার পাপ কী? যুবক বললো, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনাকে লজ্জা পাচ্ছি। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, বলে ফেলো। যুবক বললো, আমি কাফন চোর ছিলাম। সাতবছর একাজ করেছি। একবার আনসারি একতরুণী মারা গেলো। আমি যথার্থি কবর খুঁদে তার কাফন নিয়ে চলে এলাম। শয়তান আমার ভেতরে যৌনোত্তেজনা জাগিয়ে দিলো। আমি তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলাম। আমি যখন একাজ শেষ করলাম তখন মনে হতে লাগলো ওই মেয়ে আমাকে বলছে, হে যুবক, কেয়ামতের সাজা-পুরস্কারদাতা প্রভুকে কি তুমি লজ্জা পাও না? তুমি মৃত্যুদের মাঝে আমাকে উলঙ্গ করে রেখে যাচ্ছে, কেয়ামতের দিন অপবিত্র অবস্থায় উঠতে তুমি বাধ্য করছো। একথা শুনে রাসুলের চেহারা অসম্বলিত ছাপ ফুটে উঠলো। ওই যুবক এখান থেকে ওঠে চলে গেলো। মদিনার বাইরে পাহাড়ের পাদদেশে বসে সে চল্লিশদিন পর্যন্ত কেঁদে-কেঁদে প্রভুর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো। একবার আসমানের দিকে মাথা তুলে সে বলতে লাগলো, তুমি যদি আমার তওবা কবুল করে থাকো তাহলে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে একথা জানিয়ে দাও। আর তওবা কবুল না করলে আগুন পাঠিয়ে দুনিয়াতেই আমাকে পুড়ে কয়লা বানিয়ে দাও, কিন্তু পরকালে শান্তি দিও না।

তখন জিবরাইল [আলায়হিস সালাম] রাসুলের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আল্লাহ আপনাকে সালাম দিয়েছেন। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, তিনি তো নিজেই সালাম (শান্তিদাতা)

যৌবনের মৌবনে • ৩০৩



জিবরাইল [আলায়হিস সালাম] বললেন, আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করেছেন, সৃষ্টিজীবকে কি আপনি জন্ম দিয়েছেন? রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, আমাকে আর গোটা সৃষ্টিকে আল্লাহ জন্ম দিয়েছেন। জিবরাইল [আলায়হিস সালাম] নিবেদন করলেন, আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছেন, সব সৃষ্টিকে কি আপনি খাওয়ান? রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, আমাকে আর গোটা সৃষ্টিকে আল্লাহ খাওয়ান। এরপর বললেন, আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছেন, বান্দাদের তওবা কি আপনি কবুল করেন? রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, আমার আর গোটা সৃষ্টির তওবা আল্লাহই কবুল করেন। জিবরাইল [আলায়হিস সালাম] বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি যুবকের তওবা কবুল করেছি, আমার রাসুলও যেনো তার ওপর দয়াবু হয়। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] ওই যুবককে ডেকে এনে তওবা কবুলের সুসংবাদ শোনালেন। জানার বিষয় হলো, জীবিতের সাথে ব্যভিচারের চেয়ে মৃতের সাথে ব্যভিচার অনেক বড়পাপ। যেহেতু আল্লাহ ওই যুবকের তওবা কবুল করেছেন তাই আমাদেরও নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তওবা করা উচিত।

একব্যভিচারী যুবকের তওবা  
হজরত ইবনে ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] বলেন, আমি এই হাদিসটি রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] থেকে সাতবার শুনেছি। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, বনিইসরাইলে কিফল নামে একলোক ছিলো, যে পাপাচারের ব্যাপারে ছিলো বেপরোয়া। একবার তার কাছে অপারণ হয়ে একমহিলা এলো। সে ওই মহিলাকে এই শর্তে দিনার দিলো, তার সাথে অপকর্মে জড়াবে। মহিলা রাজি হয়ে গেলো। কিন্তু মিলিতো হবার মুহূর্তে মহিলা চিৎকার দিয়ে উঠলো আর কাঁদতে লাগলো। যুবক জিজ্ঞেস করলো, তুমি কাঁদছো কেনো? আমি তোমাকে বাধ্য করেছি এজন্য? মহিলা বললো, না, এজন্য না। তবে আমি জীবনে কখনো একাজ করিনি। কিন্তু আজ নিরুপায় হয়ে করছি। একথা শুনে ওই যুবক নিবৃত্ত হয়ে দূরে সরে গিয়ে বললো, তুমি চলে যাও। আর এই দিনার তোমার। পরে যুবক বললো, আল্লাহর শপথ কিফলও আজকের পর কখনও একাজ করবে না। পরে ওই রাতেই সে মারা গেলো। সকালে তার ঘরের দরোজায় লেখা পাওয়া গেলো—

كَذَّٰبَ اللَّهُ الْكَفَل

“আল্লাহ কিফলকে ক্ৰমা করে দিয়েছেন!”

শেষ



ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার-এর প্রকাশনা উদ্যোগ  
islamicmediacenter@gmail.com



প্রকাশনায় ইসলাম  
ইসলামি প্রকাশনা

mahfiprokashon@gmail.com/dilrubaprokashon@gmail.com/subhesadikprokashon@gmail.com

মাওলানা জুলাফিকার আহমাদ নকশাবন্দি

পর্যায় মে ১৯৫৩-এ পাকিস্তানের জন্ম শহরে জন্ম নেয়া মাওলানা জুলাফিকার আহমাদ নকশাবন্দি বহুবান্দি আর ধর্মীয়, দু'ধরনের জ্ঞানেই গভীর স্বরে পৌছান। একদিকে কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চস্তরের 'দাওরাহাদিস' বা মাওলানা পাস আরেক দিকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি তাঁর জ্ঞানকে মুসলিম দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার ব্রত নিয়ে শুরু করেন বিশ্বভ্রমণ। তিরিশটির বেশি দেশ সফর করেছেন তিনি ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিতে; প্রাচ্য থেকে পাকিস্তান-সবখানে। এখনো একাজে তিনি সমান উৎসাহী। ইংরেজি, উর্দু বা আরবি-এমন কয়েকটি ভাষায় তিনি প্রচার করেন হেদায়েতের বাণী। এ ইসলামি পণ্ডিত একদিকে যেমন নকশাবন্দি তারিকার একজন স্বনামধন্য পির তেমনি প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছেন দারুল উলুম জঙ্গ, পাকিস্তানের। শায়ের বেশি কিতাবের লেখক পির মাওলানা জুলাফিকার আহমাদ নকশাবন্দি লেখেন সাধারণত আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে; তবে ইসলামের মৌলিক আর সমসাময়িক বিষয়ের ওপরও তিনি চোখ রেখে চলেছেন একজন দার্শনিকের মতো। এটাই তাঁর লেখার মূল বৈশিষ্ট্য। যুগসমস্যাকে যুগের ভাষায় সমাধানে তিনি অনন্য একজন। আমরা তাঁর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

তথ্যসূত্র:

<http://zulfiqarahmadnaqshabandi.com>



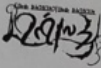
JAUBONER MAUBONE

Price : BDT 280.00

00'8 : \$ SN

mahilprakashon@gmail.com  
cover design :: creativity

cover design :: creativity



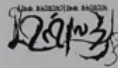
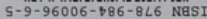
9 789849 009665  
ISBN 978-984-90096-6-5

9 789849 009665

[illegible]

ଛାତ୍ର ନାମ : ପ୍ରଦୀପ କୁମାର  
 ଛାତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର : ୧୨୩୪୫୬୭୮  
 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ : ଡାକ୍ତର





Jauboner Maubone

- ହୁଏତ ହୁଏତ । ଧୂଳି  
ଧୂଳିଧୂଳିଧୂଳି । ନାହିଁ । ନାହିଁ । ନାହିଁ ।  
କାହିଁ । ନାହିଁ । ନାହିଁ ।



শ্রীবনেন্দ্র  
শ্রীবনেন্দ্র



১০০ টি প্রকার	১০০ টি প্রকার
১০০ টি প্রকার	১০০ টি প্রকার
১০০ টি প্রকার	১০০ টি প্রকার
১০০ টি প্রকার	১০০ টি প্রকার
১০০ টি প্রকার	১০০ টি প্রকার
১০০ টি প্রকার	১০০ টি প্রকার
১০০ টি প্রকার	১০০ টি প্রকার
১০০ টি প্রকার	১০০ টি প্রকার
১০০ টি প্রকার	১০০ টি প্রকার
১০০ টি প্রকার	১০০ টি প্রকার

# মৌবনের

মাওলানা জুলফিকার  
আহমাদ নকশাবন্দি



১০০ টি প্রকার